সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তর-নিকায়

পঞ্চম খণ্ড

দশম, একাদশ নিপাত

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

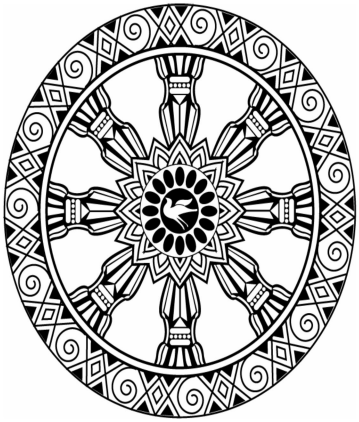

অনুবাদক

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু

Sutta pitake

Anguttara Nikâya 5th Part (Ten, Elaven Nipâtas) Translated into Bangali by Ven. PragyaDarshi Bhikkhu. Raj Bana Vihâra, Rangamati.

গ্রন্থস্বত্ব

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু

প্রকাশনায় ঃ-
জুরাছড়িবাসী ও সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ

প্রকাশকাল ঃ-
৫ই সেপ্টেম্বর ২০১১ইং

তত্ত্বাবধানে ঃ-
শ্রীমৎ আনন্দমিত্র স্থবির।

কম্পোজ ঃ-
রাহুলবংশ ভিক্ষু।

ANGUTTARA-NIKAYA (Ten, Elaven Nipatas) Translated into Bengali by **Ven. Pragya Darshi Bhikkhu,** Rajbana Vihar, Rangamati, Bangladesh. First Edition, B.E., 14 Bangla, A.D..

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎসর্গ

ধর্মপিতা, আমার উপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তের)

শ্রী করকমলে

এই শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিবেদন

ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বনভন্তের আশীষবাণী

লোভ-দ্বেষ মোহে পৃথিবী আজ ভূলুণ্ঠিত। সর্বত্র ভোগ বাসনার করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন। লোভ-দ্বেষ মোহরূপ মানব মনের যাবতীয় কালিমা অপসৃত করে জীবনের পূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্ধর্ম অনুশীলন। লোভ-দ্বেষ-মোহ থাকলে প্রকৃত সত্য অধিগত হওয়া যায় না। তাই চারি আর্যসত্য উপলব্ধির জন্য সদ্ধর্ম অনুশীলনের পাশাপাশি ধর্ম গ্রন্থাদি পঠন-পাঠন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমার শিষ্য প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষুর প্রয়াসে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুদিত হলো অঙ্গুত্তর নিকায়ের সর্বশেষ খন্ড তথা দশ-একাদশ নিপাত। জীবন দুঃখের চির অবসানের নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ সংবলিত প্রতিপাদ্য গ্রন্থটি আশাকরি শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু-শ্রমণ, উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মবোধ জাগ্রতকরণে সহায়ক হবে।

বুদ্ধবচন ঋদ্ধ ত্রিপিটক সম্পূর্ণ বাংলায় অনুবাদ, প্রকাশনা, ও প্রচারের জন্য বিশাল প্রকাশনা ফান্ড এবং তার যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। সমগ্র ত্রিপিটক, অথকথা, টীকা-অনুটীকা সমেত বহু ধর্মগ্রন্থই বাংলায় অননুদিত থেকে গেছে এখন পর্যন্ত। সদ্ধর্ম আচরণের পূর্বশর্ত ধর্ম গ্রন্থাদির পঠন। কেননা ধর্ম বোধনের ক্ষেত্রে ত্রিপিটক চর্চা অপরিসীম। আশা করি, এরূপ পুণ্যময় সদ্ধর্ম প্রচারমূলক ধর্মগ্রন্থাদি অনুবাদে অনাগতে আগ্রহীরা অগ্রসর হবেন। এবং এরূপ ধর্ম গ্রন্থাদি প্রকাশ ও বহুল প্রচারে অংশ গ্রহন করবেন।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!

সাধনানন্দ মহাস্থবির

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূমিকা

অঙ্গুত্তর নিকায়, তথাগত গৌতম বুদ্ধের দেশিত অমৃতোপম ধারাবাহিক উপদেশমালার এক অনন্য গ্রন্থের নাম। সমগ্র ত্রিপিটকের মধ্যে অঙ্গুত্তর নিকায়ের স্বাতন্ত্র্য ভূমিকা চোখে পড়ার মতোন। পার্থিব ও পারমার্থিক উপদেশমালার অনন্য সমন্বয় ঘটেছে ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটক ভূক্ত এই অঙ্গুত্তর নিকায়ে। সুখের বিষয়, প্রতিপাদ্য গ্রন্থটির অনুবাদ ও প্রকাশনার মাধ্যমে এগার অংশে বিভক্ত বৃহদাকার অঙ্গুত্তর নিকায়ের পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল বাংলা ভাষায়। ইতোপূর্বে অঙ্গুত্তর নিকায়ের এক হতে নবম নিপাত অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ক্রমান্বয়ে। বর্তমান প্রকাশনার সাথে সাথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ প্রচারণার মহতী অভিপ্রায়।

কি আছে এই গ্রন্থে? হ্যাঁ আছে বৈকি! তবে, এতে আপনারা খুঁজে পাবেন না কোন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিকের রচিত রোমান্টিক অথবা বেদনাবিধুর ঘটনাবলী। এতে অবতারণা হয়নি আবেগময়ী প্রচলিত কোন রূপক ঘটনার। সত্যের দৃঢ়ভিত্তিতে, তৃষ্ণানলে তাপিত জনসাধারণের জীবনকে প্রশান্ত ও তৎপর্যমন্ডিত করারই প্রয়াস মেলবে আলোচ্য গ্রন্থে। খুঁজে পাবেন যথাযথ উপায়, দেখা মিলবে বাস্তব জীবনের চূড়ান্ত সত্যের। পার্থক্যটা হচ্ছে শুধু উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি। যদি করুণাময়ী গৌতম বুদ্ধের জীবন গঠনমূলক উপদেশ জানার আগ্রহ থাকে, যদি জীবন দুঃখের ইতি টানার সিদ্ধান্ত বুদ্ধের ভাষাতেই জানতে চান, তবে এই গ্রন্থটিই পথ বাতলে দেবে। সত্যালোকে অধিষ্ঠিত করার, ধ্যানী-যোগীদের জন্য উপযোগী বিভিন্ন ধ্যানপন্থা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করলেও পারিবারিক জীবনে শান্তি সুধা বয়ে আসবে। কেননা, সমগ্র ত্রিপিটক একরসেই পূর্ণ, তা হল **'বিমুক্তিরস'**। সাংসারিক জীবনের অজস্র ঝাড়-ঝঞ্ঝাট হতে মনকে একটু ধর্মের শীতল ছায়ায় প্রশান্ত করতে তথাগত বুদ্ধের হিতোপদেশের জুড়ি মেলা ভার। আর ভিক্ষু জীবনেতো তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

চলুন, গ্রন্থটি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনায় যাওয়া যাক- অঙ্গুত্তর নিকায় হচ্ছে ত্রিপিটক ভুক্ত সূত্র পিটকের চতুর্থ নিকায়। আবার, এগারটি বিভাগ বা নিপাতে বিভক্ত অঙ্গুত্তর নিকায়টি। '১, ২, ৩, ৪' নিপাত ও '৭ম, ৮ম, ৯ম' নিপাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমূহের অনুবাদ ও প্রকাশনা ইতোপূর্বে সমাধা হয়েছে। আর আমার হাতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ নিপাতদ্বয় পৃথক প্রকাশনায় প্রকাশিত হয় '০৮ ও ০৯' ইংরেজীতে, ক্রমান্বয়ে পর পর। বাকী থাকে ১০, ১১ নিপাত দুটির বঙ্গানুবাদ। সমগ্র অঙ্গুত্তর নিকায় ৯৫৫৭টি সূত্রে এবং পালি অক্ষর গণনায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০০ অক্ষরে রচিত। স্বয়ং বুদ্ধের মুখনিসৃত বাণীরই অপূর্ব সংগ্রহ অঙ্গুত্তর নিকায়। ক্ষেত্রবিশেষে, শিষ্যমন্ডলীর ধর্মোপদেশও সংগৃহীত হয়েছে কিয়দংশে। অঙ্গুত্তর নিকায়ের দশম নিপাতটি চারটি পঞ্চাশকে ২২ বর্গে বিভক্ত। আর একাদশ নিপাতটিতে অবতারণা হয়েছে মাত্র তিনটি বর্গের। বর্গসমূহের নামাকরণ হয়েছে বর্গভূক্ত সূত্রাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। যেমন, প্রথম পঞ্চাশকের সর্বপ্রথম বর্গের নাম আনিশংস বর্গ বা সুফল বর্গ। লক্ষ্য করুন, বর্গে আলোচিত সূত্র বা উপদেশাবলীর মধ্যে প্রথম পাঁচটির বিষয়াবলী অভিন্ন ও বারবার সুফল বিষয়ক কথা উত্থাপিত হয়েছে। সূত্রের বিষয়াদির আধিক্যতার উপর নির্ভর করেই সম্ভবতঃ বর্গের এমন নামাকরণ পদ্ধতি।

দশক নিপাতের বর্গসমূহের ক্রমিক নাম আনিশংস বর্গ, নাথবর্গ, মহাবর্গ, উপালি বর্গ, আক্রোশ বর্গ, সচিত্ত বর্গ, যমক বর্গ, আকাঙ্খা বর্গ, স্থবির বর্গ, উপালি বর্গ, শ্রমণ সংজ্ঞা বর্গ, পচ্চোরোহনী বর্গ, পরিশুদ্ধ বর্গ, সাধু বর্গ, আর্য বর্গ, পুদ্গলবর্গ, জানুশ্রোণি বর্গ, সাধু বর্গ, আর্যমার্গ বর্গ, অপর পুদ্গল বর্গ, অপবিত্রকায় বর্গ, শ্রামণ্য বর্গ এবং রাগপেয়্যাল। আমরা এখন দশম নিপাতের বর্গভূক্ত সূত্রাদির সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করব।

আনিশংস বর্গঃ আনিশংস বর্গে কিমত্থিয়, চেতনা, ত্রিবিধ উপনিসা, সমাধি, শারিপুত্র, ধ্যান, শান্ত, বিদ্যা নামে মোট দশটি সূত্র গ্রথিত হয়েছে। বর্গের প্রথম পাঁচটি সূত্রের বিষয়বস্তু একই। প্রথম সূত্রে যেমন, আনন্দ ভন্তের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সহজ অথচ হৃদয়গ্রাহী উত্তর দিতে দেখা যায় ভগবান বুদ্ধকে। কুশলশীল তথা চরিত্র গঠনোপযোগী নিয়মাবলী পালন করলে একজনের মন অনুতাপহীন হয় এবং এরূপ অনুতাপহীনতাই কুশলশীলাদি আচরণের সুফল বলে কথিত হয়েছে। অনুতাপহীন হলে তার মধ্যে পরমানন্দ ভাব জাগে। পরমানন্দিত জন প্রীতিপূর্ণ মনে অবস্থান করতে পারে। আর প্রীত, সন্তুষ্ট ব্যক্তি মানসিক প্রশান্তি অর্জন করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিমুক্তিজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হয়ে থাকে শুধু মাত্র কুশলশীলাদি আচরণের দ্বারা। সমাধি সূত্রে একজন ধ্যানী ভিক্ষুর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। জাগতিক সমস্ত কিছু সহ সমস্ত সংজ্ঞায় ভিক্ষু মনোযোগ দেয় না। সে শুধুমাত্র সংস্কার সমূহে বিলয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে নির্বাণ সংজ্ঞায় মনোযোগী হয়। আর্য সমাধি লাভ হলেই এভাবে অবস্থান সম্ভবপর হয়। পরবর্তী সূত্রের তথা সারিপুত্র সূত্রের বিষয় বস্তুও একই। তবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধি সূত্রে প্রশ্নকর্তা হচ্ছেন আনন্দ ও উত্তরদাতা ছিলেন স্বয়ং তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ। আর শারিপুত্র সূত্রে প্রশ্নকর্তার ভূমিকায় আনন্দ ভন্তে থাকলেও উত্তরদাতার ভূমিকায় ধর্মসেনাপতি শারিপুত্র ভন্তেকে দেখা যায়। শারিপুত্র ভন্তে নিজ ধ্যানাবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে তিনি এমন সমাধি অর্জন করেছিলেন যদ্দরুণ পার্থিব কোন চিন্তা তার মনেতে রেখাপাত করেনি। শুধুমাত্র জন্ম নিরোধে নির্বাণ লাভ হয় এমন চিন্তা মনে জাগ্রত হয়েছিল। একজন ধ্যানী বৌদ্ধ ভিক্ষুর মন ধ্যানানুশীলনের দ্বারা কত অত্যুচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে, তারই কিঞ্চিৎ ধারণা এই সূত্রদ্বয়ে মেলে। ধ্যান সুখ সত্যিই অনন্য, অবর্ণনীয় প্রশান্তিকর। বর্গের অষ্টম সূত্রের নাম ধ্যান সূত্র। সূত্রটিতে একজন শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুর আরও উত্তরোত্তর নয়টি গুণাবলী অর্জনের শিক্ষা দিতে তথাগতকে দেখা যায়। ভিক্ষু শুধুমাত্র শ্রদ্ধাবান হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক, চতুর্বিধ ধ্যান স্তর লাভে সুখবিহারী এবং ইহজীবনেই অনাস্রব গুণমন্ডিত অরহত্! একটু ভাবুন, পৃষ্ঠা দুয়েক এই উপদেশমালা ভিক্ষুদের নিকট দেশনা বা প্রচার করতে কতটুকু সময় তথাগত বুদ্ধের লেগেছিল? বড়জোড় পাঁচ কি দশ মিনিট। কিন্তু, এই সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্য মন্ডিত উপদেশ কতই না সুগভীর ও ভাবব্যঞ্জক! চলুন, সামান্য আলোকপাত করি এমন ভাব ব্যঞ্জনার- শ্রদ্ধাবান বলতে আমরা বুদ্ধের উপদিষ্ট শিক্ষা প্রণালীর প্রতি বিশ্বাস ও কর্মফলের প্রতি আস্থাকে বুঝে থাকি। তেমন গুণঋদ্ধ ভিক্ষুকে তথাগত শিক্ষা দিয়েছেন শীলবান হওয়ার। এখন শীলবান বলতে এক্ষেত্রে ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য প্রাতিমোক্ষ সংবরণ তথা ২২৭টি শীলকেই বুঝানো হচ্ছে। উপরন্ত, ইন্দ্রিয় সংবরণ শীল, পারমার্থিক শীল বা ধুতাঙ্গ শীল, প্রভৃতিতো রয়েছেই। তারপর আসি, ভিক্ষুর বহুশ্রুত হওয়ার প্রসঙ্গে। বহুশ্রুত শব্দটির অর্থ যিনি তথাগত প্রবতির্ত ধর্ম-বিনয়ে পারঙ্গম, সুদক্ষ। যিনি সূত্র, গেয়্য, ইত্যুত্তক, সহ ত্রিপিটকের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তেমন যোগ্য ভিক্ষুকে হতে হবে ধর্মকথিক বা ধর্ম যথার্থভাবে বিশ্লেষণে পটু। ভিক্ষুদের একপক্ষে অনুষ্ঠিত উপোসথে এবং ধর্মসভায় ভিক্ষুকে যোগদান করতে হয়। তবেই তাকে পরিষদ গমনকারী বলা চলে। পরিষদে উপস্থিত হয়ে ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে কিংবা প্রয়োজন বোধে ধর্মের নিপুন, গম্ভীর দূর্বোধ্য বিষয়াদি তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তাই সংঘমধ্যে ধর্ম বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও তার নিকট থাকা চাই। এটাই ছিল বুদ্ধের অভীস্পিত। পরন্তু, তেমন গুণসম্পন্ন ভিক্ষুকে বিনয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও যথাযথ ধারণা সম্পন্ন হতে হবে। তাকে হতে হবে বিনয়ধর। এতটুকু গুণাবলী পর্যন্ত দেখা যায়, ধর্ম সম্বন্ধে যোগ্যতা বর্দ্ধনের জন্য এবং সংঘমধ্যে একতাবদ্ধ ভাবে সহবস্থান তথা ধর্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রীবৃদ্ধি কল্পে ভিক্ষুকে বুদ্ধ সাতটি গুণাবলী অর্জনের উপদেশ দিচ্ছেন। অষ্টম গুণাবলী মধ্যে পরিচয় মেলে ভিক্ষুর আধ্যাত্মিক জীবনে উচ্চতর সোপানের দ্বারোন্মোচনের পন্থা। আরণ্যিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য তথাগত বুদ্ধ এক্ষেত্রে প্রবুদ্ধ করছেন ভিক্ষুদের। নির্জন স্থানে অবস্থান ব্যতীত কায়-বিবেক, চিত্ত বিবেক ও উপধি বিবেক লাভ অসম্ভব। তাইতো ভিক্ষুদের জন্য আরণ্যিক জীবন যাপনের ভূয়সী প্রশংসা বুদ্ধমুখে বারংবার ধ্বনিত হয়েছিল। এরপর ভিক্ষুর চার প্রকার উচ্চতর ধ্যানস্তর লাভের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন তথাগত। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান লাভের মাধ্যমে চিত্তকে প্রজ্ঞা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়। কেননা শান্ত, সমাধিস্থ মনেই চারি আর্যসত্য দর্শন সহ বিবিধ অলৌকিক ঋদ্ধিক্রিয়া সম্ভব। বিষয় বাসনায় লিপ্ত, মিথ্যা মায়ামোহে আচ্ছন্ন মন কখনও দুঃখমুক্তিকর পথের সন্ধান পায় না। তাইতো ধ্যান অর্জনের শিক্ষা সত্যিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাধক যোগীদের জন্য। তারপর ভিক্ষুদের শিক্ষা প্রণালীর চূড়ান্ত অর্জন তথা নির্বাণ লাভের প্রোৎসাহ জুগিয়েছেন পরম করুণাময় তথাগত বুদ্ধ।

বুদ্ধের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ও বুদ্ধের দীক্ষায় দীক্ষিত জন অবশ্যই আরও গভীরে, আরও তলিয়ে যদি ভাবেন তবে বুঝতে সক্ষম হবেন ক্ষুদ্রাকৃতির এই সূত্র সমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ কতই বিমুক্তি রসাত্মক, কতই প্রেরণাদায়ক দুঃখ মুক্তির জন্য! পরবর্তী সূত্রদ্বয় যথাক্রমে শান্তবিমোক্ষ ও বিদ্যা সূত্রের আলোচ্য বিষয়াবলীও ধ্যান সূত্রের ন্যায়। তবে সূত্রভূক্ত দশটি গুণাবলীর মধ্যে কয়েকটির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সূত্র দু'টিতে বলা হয়েছে, যদি ভিক্ষু সূত্রোক্ত দশ গুণাবলীতে বিভূষিত হয় তবে তিনি সকল অঙ্গ পরিপূর্ণ ও সকলের নিকট প্রসাদনীয় হন।

নাথ বর্গঃ নাথ বর্গের শয্যাসন সূত্রে বিধৃত হয়েছে যদি পাঁচটি গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পাঁচপ্রকার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত স্থানে অবস্থান পূর্বক সাধনা করে তবে সে অচিরেই অরহত্ব ফল লাভ করতে পারে। বর্গভূক্ত অন্যান্য সূত্রাদিতে একজন আদর্শস্থানীয় ভিক্ষুর বিভিন্ন গুণাবলী, ধ্যানী যোগীদের পালনীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী ও আধ্যাত্মিক উচ্চতর বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। বর্গটি মনোযোগের সাথে পুনঃ পুন অধ্যয়নে আশাকরি প্রকৃত ভিক্ষুব্রত উদ্‌যাপনে আগ্রহী ভিক্ষুমন্ডলী উপকৃত হবেন।

মহাবর্গঃ বর্গ সংশ্লিষ্ট সূত্রাদির আকৃতি তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃহৎ বিধায় আলোচ্য বর্গটির নামাকরণ হয়েছে মহাবর্গ নামে। সিংহনিনাদ বা সিংহের গর্জনের সাথে তুলনা করে তথাগতের গুণবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বর্গের প্রথম সিংহনিনাদ সূত্রে। তথাগত যেই দশ প্রকার গুণশক্তিতে বলীয়ান হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মচক্র প্রকাশ করতেন, সেই দশপ্রকার গুণাবলী এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরবর্তী অধিবুত্তি পদ সূত্রে দেখা যায় একই বিষয়ের অবতারণা। কায় সূত্রে অকুশল ত্যাগের বিবিধ উপায় নিয়ে আলোচনা দৃষ্ট হয়। মহাচুন্দ সূত্রও কায় সূত্রের ন্যায় একই বিষয় নির্ভর। পরবর্তী সূত্র যথা কৃৎস্ন সূত্রে দশ প্রকার কৃৎস্ন ভাবনার বিষয় যৎসামান্যরূপে আলোচিত হয়েছে। বর্গের ছষ্ঠ সূত্র বা কালী সূত্রে মহাকাত্যায়ন ভন্তের সাথে কালী নাম্নী জনৈকা উপাসিকার মধ্যে কৃৎস্ন বিষয়ক ধর্মালাপ করতে দেখা যায়। তথাগত বুদ্ধ কিরূপে, কত সুগভীরভাবে কৃৎস্ন ভাবনায় আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তারই পরিচয় মেলে আলোচ্য সূত্রে। ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজকদের সাথে বুদ্ধ শিষ্য ভিক্ষুদের মধ্যকার সৃষ্ট ধর্মপ্রশ্নের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহাপ্রশ্ন সূত্রটির অবতারণা হয়। এই সূত্রটিতে দশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর তথা ব্যাখ্যা প্রদানে ভিক্ষুদের ধর্মশিক্ষা ও পরবাদ খন্ডনের যৌক্তিক প্রণালী শিক্ষা দেন তথাগত বুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাপ্রশ্ন সূত্রটিও পূর্বের ন্যায়। তবে প্রবক্তার ভূমিকায় ছিলেন কজঙ্গলের জনৈকা ভিক্ষুণী ও শ্রোতামন্ডলীর ভূমিকায় কতিপয় উপাসক বৃন্দ। কোশল সূত্রে বিবিধ উপমাযোগে ধ্যান-সমাধির বিষয়ই তথাগত ভিক্ষুদের শিক্ষা দেন। দ্বিতীয় কোশল সূত্রটির প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। এই সূত্রটিতে কোশলরাজ প্রসেনজিতকে তথাগতের স্তুতিগানে বিভোর হতে দেখা যায়। তথাগতের বিবিধ গুণাবলীর অপূর্ব সমন্বয় করে সূত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রদ্ধায় আপ্লুত রাজাধিরাজ প্রসেনজিত তাই বিনম্র তথাগতের পাদপদ্মে।

উপালি বর্গঃ উপালি বর্গে ভিক্ষুদের আইনগ্রন্থ স্বরূপ প্রাতিমোক্ষ প্রচলন করার, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি অনুষ্ঠান স্থগিত করার দশটি কারণ উক্ত হয়েছে। আরও আলোচিত হয়েছে, দশটি গুণে সমৃদ্ধ ভিক্ষু বিবাদ নিষ্পত্তি কারকের ভূমিকা রাখবে একথা। উপসম্পদা দান, অন্য ভিক্ষুকে নিজ আশ্রয়ে রাখা ও শ্রামণকে অনুকম্পকারী ভিক্ষুকেও হতে হয় দশটি গুণে সমন্নাগত। নচেৎ তেমন দায়িত্ব পালনে ভিক্ষু অর্বাচীন। সংঘভেদের কারণ, ও সংঘের মধ্যে সুষ্ঠুতা আনয়ন করার বিষয় বর্গটিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। উপালি ভন্তেই মূলতঃ বর্গের প্রায় সব সূত্রে প্রশ্নকর্তা রূপে সমুপস্থিত। আর তথাগত উত্তরদানে করছেন উপালি ভন্তেকে বিনয়ে আরও অভিজ্ঞ। তবে বর্গের শেষ দুটি সূত্রে উপালি ভন্তের স্থলে আনন্দ ভন্তেকে দেখা যায় জ্ঞানপিপাসুরূপে। আলোচ্য বর্গটি বিনয় পিটকের চুল্লবর্গ নামক বৃহদাকার গ্রন্থভূক্ত পরিচ্ছেদের সংগ্রহ বিশেষ বলা চলে।

আক্রোশ বর্গঃ বর্গটির প্রথম তিনটি সূত্রে সংঘমধ্যে সৃষ্ট বিবাদের মূল কারণসমূহ স্থান পেয়েছে। চতুর্থতম সূত্রে দোষারোপকারীর অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী অর্জন ও আত্মশুদ্ধ করার কথা উঠে এসেছে। পঞ্চমসূত্র তথা রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ সূত্রটিতে দশটি সমস্যার বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমস্যাসমূহ রাজ অন্তঃপুরে নিয়ত গমনকারী ভিক্ষুর হতে পারে বলে বুদ্ধ কর্তৃক সনাক্ত করা হয়। পরবর্তী সূত্র তথা শাক্য সূত্রটিতে গৃহীদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রতিপাল্য বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। উপোসথশীল বা অষ্টাঙ্গশীল পালনের উপযোগীতা ও তার মহনীয়তার প্রকাশ ঘটে এই শাক্য সূত্রে। দুঃখ-দূর্দশা পূর্ণ এই মানব জীবনে যদি শান্তির সলিলে স্নাত হতে চান তবে শীল পালন তথা চরিত্র গঠন সর্বাগ্রে বাঞ্চনীয়। তথাগত বুদ্ধকে দেখা যায় সূত্রটিতে জনাকয়েক গৃহীদের উপোসথ শীল পালনের জন্য উৎসাহিত করতে। বর্গের অষ্টম সূত্র প্রব্রজিতের সর্বদা চিন্তনীয় সূত্রে বলা হয়েছে দশটি বিষয় একজন প্রব্রজিতের বারংবার চিন্তা করা উচিত। এমন চিন্তশীল ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম। কেননা আদর্শ ভিক্ষুজীবন গঠনের জন্য কুশলমূলক চিন্তার বিকল্প নেই। শরীস্থ ধর্ম ও ভন্ডন সূত্রদ্বয়ের মাধ্যমে আক্রোশ বর্গের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয় অন্যান্য বর্গটির মতোন দশটি সূত্রগুচ্ছে। এতটুকু পর্যন্ত বর্ণিত সূত্রাদি প্রথম পঞ্চাশক বা প্রথম পঞ্চাশটি সূত্রের আওতাভূক্ত। এরপরই দ্বিতীয় পঞ্চাশক সাজানো হয়েছে পাঁচটি বর্গে মোট পঞ্চাশটি সূত্রগুচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চাশকে তবে পাঁচটি বর্গে সর্বমোট ৫৪টি সূত্র আলোচিত হয়েছে। আর চতুর্থ পঞ্চাশকে সাতটি বর্গে ৮২টি সূত্রগুচ্ছ সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চাশকে সূত্র বিভাজনের ক্ষেত্রে পঞ্চাশক বা পঞ্চাশটি করে সূত্র এই পদ্ধতি রক্ষিত হয়নি। দশম নিপাতের পঞ্চাশক বহির্ভূত সম্ভবতঃ পরবর্তী সংযোজন তথা রাগপেয়্যাল হচ্ছে এক বিশাল সূত্ররাশির সংগ্রহ। এতে ৫০৯টি সূত্র সংযোজিত হয়েছে। একাদশ নিপাতটি মাত্র তিনটিবর্গে ও রাগপেয়্যাল নিয়ে হয়েছে গ্রহিত। বর্গত্রয়ে দশম নিপাতের প্রথমাংশের বেশ কিছু সূত্রাদির সাথে সামঞ্জস্যতা প্রায় একই। একাদশ নিপাতটিতে সর্বসাকুল্যে ৬৭১টি সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সূত্রগুচ্ছে সাজানো প্রত্যেক বর্গ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলেও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে লেখনি সীমাবদ্ধই রাখতে হল।

উপন্যাস, গল্পগ্রন্থের মতোন সরল শব্দের প্রয়োগ এমন আধ্যাত্মিক রসপূর্ণ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে প্রত্যাশা সত্যিই হতাশা মাত্র। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রবিশেষে বাক্যের গাম্ভীর্যতা রক্ষার্থে ও বুদ্ধবচন যাতে বিকৃত না হয় সেদিকটায় সতর্কতার দরুণ অনুবাদের প্রাঞ্জলতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে মাঝে মধ্যে। তবুও যতটুকু সম্ভব পালি গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদে আমরা যত্নশীল হওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের দশ, একাদশ নিপাত দুটির প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল মৈত্রীময় পুণ্যদান ও শুভেচ্ছা। গ্রন্থটির প্রকাশনায় শ্রদ্ধেয় শোভিত ভন্তের ভূমিকা আমায় কৃতজ্ঞ করেছে। জুরাছড়িবাসী সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপাসিকাদের সামগ্রিক আর্থিক অনুদানে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করে শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তে ধর্মশাসনের অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ধর্মগ্রন্থাদির প্রকাশনা ও বহুল প্রচারে শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের উদ্যোগ ও ভূমিকা অনুকরণীয়। শ্রদ্ধাবান উপাসক চিরঞ্জিত চাকমা দাতা কমিটির পক্ষে সোৎসাহপূর্ণ ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রকাশনার কার্য ত্বরান্বিত করেছেন। মৈত্রীময় আর্শীষ রইল প্রকাশনা কমিটি সকল সভ্যগণের প্রতি। শ্রদ্ধেয় অর্থদর্শীর ভন্তের নির্দেশনায় এবারও আগের মতোন শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করে দিয়ে অশেষ পুণ্যের ভাগী হলে উপাসক অনিল কুমার চাকমা, উপাসিকা চিত্রাঙ্গদা (কুন্তলা) চাকমা ও উপাসিকা কনকলতা খীসা। ইতোপূর্বে আমার যৌথ অনূদিত গ্রন্থ ***'সংযুক্ত নিকায়ে মহাবর্গ'*** গ্রন্থটি প্রকাশেও শ্রদ্ধাদান সংগ্রহের মহতী ভূমিকা রেখেছেন ওনারা। এছাড়াও যারা যারা সামর্থ অনুযায়ী এমন মহতোপ্রবর ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে নিজকে ধর্মদানে সম্পৃক্ত করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল মৈত্রীময় পুণ্য বিতরণ। গ্রন্থ অনুবাদে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহবাক্যে উজ্জীবিত করে এবং কায়-বাক্য-মনে যারা সবসময় সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন, সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার কম্পোজের মতোন কষ্টসাধ্য কার্য সুসমাধা করে ধর্মপুণ্যের ভাগী হলো সহবিহারী রাহুলবংশ ভিক্ষু এবং আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি প্রক্রিয়ায় বিশেষ সহায়তা দানে ধর্মসেবায় কৃতার্থ করেছেন শ্রদ্ধেয় সম্বোধি ভন্তে। তাদের নিরোগও দীর্ঘায়ু জীবন কামনা সহ রইল অফুরন্ত মৈত্রী ভালবাসা।

পরিশেষে, বুদ্ধের শাসন দীর্ঘস্থিতি কামনায়, এবং যার প্রোৎসাহে আজ আমার এই ধর্মপথ পরিক্রমা, সেই গুরুবর শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে সশ্রদ্ধ বন্দনা জানিয়ে দুঃখ মুক্তিকর নির্বাণ লাভ করতে পারি এই শুভ চেতনায় সঞ্চিত পুণ্যরাশি বিলিয়ে দিলাম অনন্তে, সকলের উদ্দেশ্যে.....।

সাধু-সাধু-সাধু।

২৯শে জুন, ২০১১ইং
২৫৫৫ বুদ্ধবর্ষ; ১৪১৮ বাংলা

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কাটাছড়ি শাখা বন বিহার
রাঙ্গামাটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূ চি প ত্র

দশক নিপাত.....২০
প্রথম পঞ্চাশক.....২০
১. আনিশংস বর্গ.....২০
১. কিমত্থিয সুত্তং- কী উদ্দেশ্য সূত্র.....২০
(খ) চেতনা করণীয সুত্তং- চেতনা করণীয় সূত্র.....২৩
(গ) উপনিস সুত্তং-উপনিসা সূত্র.....২৪
(ঘ) দুতিয উপনিস সুত্তং- ২য় উপনিসা সূত্র.....২৫
ঙ) ততিয উপনিস সুত্তং- তৃতীয় উপনিসা সূত্র.....২৭
(চ) সমাধি সুত্ত- সমাধি সূত্র.....২৮
ছ) সারিপুত্ত সুত্তং- সারিপুত্র সূত্র ২৯
জ) ঝান সুত্তং- ধ্যান সূত্র.....৩১
ঝ) সন্ত বিমোক্ষ সুত্তং- শান্ত বিমোক্ষ সূত্র ৩৪
(ঞ) বিজ্জা সুত্তং- বিদ্যা সূত্র ৩৬
(২) ২. নাথ বর্গ.....৪২
ক) সেনাসন সুত্তং- শয্যাসন সূত্র.....৪২
(খ) পঞ্চঙ্গ সুত্তং- পঞ্চাঙ্গ সূত্র.....৪৩
(গ) সংযোজন সুত্তং- সংযোজন সূত্র.....৪৪
(ঙ) অপ্পমাদ সুত্তং- অপ্রমাদ সূত্র.....৫১
(চ) আহুনেয্য সুত্তং- আহ্বানীয় সূত্র ৫৩
(ছ) নাথ সুত্তং- নাথ সূত্র ৫৩
(জ) দুতিয নাথ সুত্তং- দ্বিতীয় নাথ সূত্র.....৫৫
(ঝ) পঠম অরিযাবাস সুত্তং- প্রথম আর্য-আবাস সূত্র.....৫৯
(ঞ) দুতিয অরিযাবাস সুত্তং- দ্বিতীয় আর্য-আবাস সূত্র.....৬০
(৩) ৩. মহাবর্গ ৬৪
(ক) সীহনাদ সুত্তং- সিংহনাদ সূত্র ৬৪
(গ) কায সুত্তং- কায় সূত্র ৬৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) মহাচুন্দ সুত্তং- মহাচুন্দ সূত্র.....৭৩
(ঙ) কসিন সুত্তং- কৃৎস্ন সূত্র.....৮৪
(চ) কালী সুত্তং- কালী সূত্র.....৮৪
(ছ) মহাপঞ্হা সুত্তং- মহাপ্রশ্ন সূত্র ৮৬
(জ) দুতিয মহাপঞ্হসুত্তং- দ্বিতীয় মহাপ্রশ্ন সূত্র ৯২
(ঝ) কোসল সুত্তং- কোশল সূত্র.....৯৭
(ঞ) দুতিয কোসল সুত্তং- দ্বিতীয় কোশল সূত্র ১০৩
(৪) ৪. উপালি বর্গ.....১০৮
(ক) উপালি সুত্তং- উপালি সূত্র.....১০৮
(খ) পাতিমোক্খট্ঠপনা সুত্তং- প্রাতিমোক্ষ সূত্র ১০৮
(গ) উব্বাহিকা সুত্তং- বিচারক সূত্র.....১০৯
(ঘ) উপসম্পদা সুত্তং- উপসম্পদা সূত্র ১১০
(ঙ) নিস্সয সুত্তং- নিশ্রয় সূত্র.....১১০
(চ) সামণের সুত্তং-শ্রামণের সূত্র ১১১
(ছ) সঙ্ঘভেদ সুত্তং- সংঘভেদ সূত্র.....১১১
(জ) সঙ্ঘসামগ্গী সুত্তং- সংঘের সমন্বয় সূত্র ১১২
(ঝ) পঠম আনন্দ সুত্তং- প্রথম আনন্দ সূত্র.....১১৩
(ঞ) দুতিয আনন্দ সুত্তং- দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র ১১৪
(৫) ৫. আক্রোশ বর্গ.....১১৫
(ক) বিবাদ সুত্তং - বিবাদ সূত্র.....১১৫
(খ) পঠম বিবাদ মূল সুত্তং- প্রথম বিবাদ মূল সূত্র ১১৫
(গ) দুতিয বিবাদ মূল সুত্তং- দ্বিতীয় বিবাদমূল সূত্র.....১১৬
(ঘ) কুসিনারা সুত্তং- কুশীনারা সূত্র.....১১৬
(ঙ) রাজন্তেপুরপ্পবেসন সুত্তং- রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ সূত্র.....১১৮
(চ) সক্ক সুত্তং- শাক্য সূত্র.....১২০
(ছ) মহালি সুত্তং- মহালি সূত্র.....১২৮
(জ) পব্বজিত অভিণ্হ সুত্তং- প্রব্রজ্জিতের সর্বদা চিন্তনীয় সূত্র.....১২৯
(ঝ) সরীরট্ঠ ধম্ম সুত্তং- শরীরস্থ ধর্ম সূত্র.....১৩০
(ঞ) ভণ্ডন সুত্তং- ভণ্ডন সূত্র.....১৩০

দ্বিতীয় পঞ্চাশক ১৩৪
(৬) ১. সচিত্ত বর্গ.....১৩৪
(ক) সচিত্ত সুত্তং- সচিত্ত সূত্র.....১৩৪

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) সারিপুত্ত সুত্তং- সারিপুত্র সূত্র ১৩৫
(গ) ঠিতি সুত্তং- স্থিতি সূত্র ১৩৭
(ঘ) সমথ সুত্তং- সমথ সূত্র ১৩৯
(ঙ) পরিহান সুত্তং- পরিহান সূত্র ১৪২
(চ) পঠম সঞ্ঞা সুত্তং- প্রথম সংজ্ঞা সূত্র ১৪৫
(ছ) দুতিয সঞ্ঞা সুত্তং- দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র ১৪৫
(জ) মূলক সুত্তং- মূল সূত্র ১৪৬
(ঝ) পব্বজ্জা সুত্তং- প্রব্রজ্যা সূত্র ১৪৭
(ঞ) গিরিমানন্দ সুত্তং- গিরিমানন্দ সূত্র ১৪৮
(৭) ২. যমক বর্গ ১৫২
(ক) অবিজ্জা সুত্তং- অবিদ্যা সূত্র ১৫২
(খ) ভবতন্হা সুত্তং- ভবতৃষ্ণা সূত্র ১৫৬
(গ) নিট্ঠঙ্গত সুত্তং- পূর্ণাঙ্গতা সূত্র ১৬০
(ঘ) অবেচ্চপ্পসন্ন সুত্তং- অটুট প্রসাদ সূত্র ১৬০
(ঙ) পঠম সুখ সুত্তং- প্রথম সুখ সূত্র ১৬১
(চ) দুতিয সুখ সুত্তং- দ্বিতীয় সুখ সূত্র ১৬১
(ছ) পঠম নলকপান সুত্তং- প্রথম নলকপান সূত্র ১৬২
(জ) দুতিয নলকপান সুত্তং- দ্বিতীয় নলকপান সূত্র ১৬৫
(ঝ) পঠম কথাবত্থু সুত্তং- প্রথম আলোচনার বিষয় সূত্র ১৬৭
(ঞ) দুতিয কথাবত্থু সুত্তং- দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় সূত্র ১৬৯
(৮) ৩। আকাঙ্ক্ষা বর্গ ১৭১
(ক) আকাঙ্ক্ষা সুত্তং- আকাঙ্ক্ষা সূত্র ১৭১
(খ) কণ্টক সুত্তং- কণ্টক বা কাটা সূত্র ১৭৪
(গ) ইট্ঠধম্ম সুত্তং- ইষ্টধর্ম সূত্র ১৭৫
(ঘ) বড্ঢি সুত্তং- বৃদ্ধি সূত্র ১৭৬
(ঙ) মিগসালা সুত্তং- মিগসালা সূত্র ১৭৭
(চ) তযোধম্ম সুত্তং- ত্রিবিধ ধর্ম সূত্র ১৮৪
(ছ) কাক সুত্তং- কাক সূত্র ১৮৮
(জ) নিগণ্ঠ সুত্তং- নির্গ্রন্থ সূত্র ১৮৮
(ঝ) আঘাতবত্থু সুত্তং- শত্রুতার কারণ সূত্র ১৮৮
(ঞ) আঘাত পটিবিনয সুত্তং- শত্রুতার জয় সূত্র ১৮৯
(৯) ৪. থেরো বর্গ ১৯০
(ক) বাহন সুত্তং- বাহন সূত্র ১৯০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) আনন্দ সুত্তং- আনন্দ সূত্র..... ১৯১
(গ) পুণ্ণিয সুত্তং- পুর্ণিয় সূত্র..... ১৯১
(ঘ) ব্যাকরণ সুত্তং- ব্যাখ্যা সূত্র ১৯৪
(ঙ) কথী সুত্তং- দাম্ভিক সূত্র..... ১৯৬
(চ) অধিমান সুত্তং- অধিমান সূত্র ২০১
(ছ) নপ্পিয সুত্তং- অপ্রিয় সূত্র..... ২০৪
(জ) অক্কোসক সুত্তং- আক্রোশকারী সূত্র ২০৮
(ঝ) কোকালিক সুত্তং- কোকালিক সূত্র ২০৯
(ঞ) খীণাসব সুত্তং- ক্ষীণাসব সূত্র..... ২১৩
(১০) ৫. উপালি বর্গ ২১৬
(ক) কামভোগী সুত্তং- কামভোগী সূত্র ২১৬
(খ) ভয সুত্তং- ভয় সূত্র ২২২
(গ) কিংদিট্‌ঠিক সুত্তং- কীরূপ দৃষ্টি সূত্র ২২৫
(ঘ) বজ্জিযমাহিত সুত্তং- বজ্জিযমাহিত সূত্র ২৩২
(ঙ) উত্তিয সুত্তং- উত্তিয় সূত্র..... ২৩৬
(চ) কোকনুদ সুত্তং- কোকনুদ সূত্র ২৪০
(ছ) আহুনেয্য সুত্তং- আহ্বানীয় সূত্র ২৪৪
(জ) থের সুত্তং- স্থবির সূত্র ২৪৭
(ঝ) উপালি সুত্তং- উপালি সূত্র..... ২৪৮
(ঞ) অভব্বসুত্তং- অভব্য সূত্র ২৫৫

তৃতীয় পঞ্চাশক..... ২৫৬
(১১) ১. শ্রমণ সংজ্ঞা বর্গ ২৫৬
(ক) সমনসঞ্‌ঞা সুত্তং- শ্রমণসংজ্ঞা সূত্র ২৫৬
(খ) বোজ্ঝঙ্গ সুত্তং- বোধ্যঙ্গ সূত্র ২৫৬
(গ) মিচ্ছত্ত সুত্তং- ভ্রান্তধারণা সূত্র ২৫৭
(ঘ) বীজ সুত্তং- বীজ সূত্র ২৫৮
(ঙ) বিজ্জা সুত্তং- বিদ্যা সূত্র..... ২৫৯
(চ) নিজ্জর সুত্তং- জীর্ণ সূত্র..... ২৬০
(ছ) ধোবন সুত্তং- আচমন সূত্র ২৬২
(জ) তিকিচছক সুত্তং- চিকিৎসক সূত্র..... ২৬৪
(ঝ) বমন সুত্তং- বমন সূত্র..... ২৬৬
(ঞ) নিদ্ধমনীয় সুত্তং- দূরীভূত করণ সূত্র ২৬৮

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ট) পঠম অসেখ সুত্তং- প্রথম অশৈক্ষ্য সূত্র.....২৭০
(ট) দুতিয অসেখ সুত্তং- দ্বিতীয় অশৈক্ষ্য সূত্র ২৭০
(১২) ২. পচ্চোরোহণী বা যজ্ঞাগ্নি বর্গ.....২৭১
(ক) পঠম অধম্ম সুত্তং- প্রথম অধর্ম সূত্র ২৭১
(খ) দুতিয অধম্ম সুত্তং- দ্বিতীয় অধর্ম সূত্র ২৭১
(গ) ততিয অধম্ম সুত্তং- তৃতীয় অধর্ম সূত্র.....২৭৩
(ঘ) অজিত সুত্তং- অজিত সূত্র ২৭৮
(ঙ) সঙ্গারব সুত্তং- সঙ্গারব সূত্র ২৮০
(চ) ওরিমতীর সুত্তং- এই তীর সূত্র.....২৮১
(ছ) পঠম পচ্চোরোহনী সুত্তং- প্রথম যজ্ঞাগ্নি সূত্র ২৮২
(জ) দুতিয পচ্চোরোহনী সুত্তং- দ্বিতীয় যজ্ঞাগ্নি সূত্র.....২৮৫
(ঝ) পুব্বঙ্গম সুত্তং- পূর্বগামী সূত্র ২৮৬
(ঞ) আসবক্খয সুত্তং - আসবক্ষয় সূত্র ২৮৭
(১৩) ৩. পরিশুদ্ধ বর্গ ২৮৮
(ক) পঠম সুত্তং- প্রথম সূত্র ২৮৮
(খ) দুতিয সুত্তং- দ্বিতীয় সূত্র ২৮৮
(গ) ততিয সুত্তং- তৃতীয় সূত্র.....২৮৮
(ঘ) চতুর্থ সুত্তং- চতুর্থ সূত্র ২৮৮
(ঙ) পঞ্চম সুত্তং- পঞ্চম সূত্র.....২৮৯
(চ) ছট্ঠ সুত্তং- ষষ্ঠ সূত্র ২৮৯
(ছ) সত্তম সুত্তং- সপ্তম সূত্র ২৮৯
(জ) অষ্ঠম সুত্তং- অষ্টম সূত্র ২৮৯
(ঝ) নবম সুত্তং- নবম সূত্র.....২৯০
(ঞ) দসম সুত্তং- দশম সূত্র ২৯০
(ট) একাদশ সুত্তং- একাদশতম সূত্র.....২৯০
(১৪) ৪. সাধুবর্গ.....২৯১
(ক) সাধু সুত্তং- সাধু সূত্র ২৯১
(খ) অরিয ধম্ম সুত্তং- আর্য ধর্ম সূত্র ২৯১
(গ) অকুশল সুত্তং- অকুশল সূত্র ২৯১
(ঘ) অত্থ সুত্তং- অর্থ সূত্র ২৯২
(ঙ) ধম্ম সুত্তং- ধর্ম সূত্র ২৯২
(চ) সাসব সুত্তং- আসব সূত্র.....২৯২
(ছ) সাবজ্জ সুত্তং- নিন্দনীয় সূত্র ২৯৩

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জ) তপনীয় সুত্তং- অনুতাপ যোগ্য সূত্র.....২৯৩
(ঝ) আচযগামি সুত্তং- পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী সূত্র.....২৯৪
(ঞ) দুখুদ্রয সুত্তং- দুঃখের হেতুপ্রদ সূত্র ২৯৪
(ট) দুক্খবিপাক সুত্তং- দুঃখ বিপাক সূত্র.....২৯৫
(১৫) ৫. আর্য বর্গ ২৯৫
(ক) অরিযমগ্গ সুত্তং- আর্যমার্গ সূত্র.....২৯৫
(খ) কন্থমগ্গ সুত্তং- কৃষ্ণমার্গ সূত্র ২৯৬
(গ) সদ্ধম্ম সুত্তং- সর্দ্ধম সূত্র ২৯৬
(ঘ) সপ্পুরিসধম্ম সুত্তং- সৎপুরুষ ধর্ম সূত্র ২৯৬
(ঙ) উপ্পাদেতব্ব সুত্তং- উৎপন্ন করা উচিত সূত্র.....২৯৭
(চ) আসেবিতব্ব সুত্তং- সম্পাদনযোগ্য সূত্র ২৯৭
(ছ) ভাবেতব্ব সুত্তং- ভাবিত করা উচিত সূত্র.....২৯৮
(জ) বহুলীকাতব্ব সুত্তং- বহুলীকৃতব্য সূত্র ২৯৮
(ঝ) অনুস্সরিতব্ব সুত্তং- অনুস্মরণযোগ্য সূত্র.....২৯৯
(ঞ) সচ্ছিকাতব্ব সুত্তং- লাভ করা উচিত সূত্র ২৯৯

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক.....৩০০
(১৬) ১. পুদ্গল বর্গ ৩০০
(ক) সেবিতব্ব সুত্তং- সেবার যোগ্য সূত্র ৩০০
(খ-ঠ) ভজিতব্বাদি সুত্তানি- ভজনার যোগ্য প্রভৃতি সূত্রাদি.....৩০০
(১৭) ২. জানুশ্রোণি বর্গ.....৩০৫
(ক) ব্রাহ্মণ পচ্চোরোহণী সুত্তং- ব্রাহ্মণ যজ্ঞাগ্নি সূত্র.....৩০৫
(খ) অরিয পচ্চোরোহণী সুত্তং- আর্য যজ্ঞাগ্নি সূত্র ৩০৭
(গ) সঙ্গারব সুত্তং- সঙ্গারব সূত্র ৩০৯
(ঘ) ওরিম সুত্তং- এই তীর সূত্র ৩১০
(চ) দুতিয অধম্ম সুত্তং- দ্বিতীয় অধর্ম সূত্র.....৩১১
(ছ) ততিয অধম্ম সুত্তং- তৃতীয় অর্ধম সূত্র.....৩১৬
(জ) কম্ম নিদান সুত্তং- কর্ম নিদান সূত্র.....৩১৮
(ঝ) পরিক্কমন সুত্তং- সুগম সূত্র ৩১৮
(ঞ) চুন্দ সুত্তং- চুন্দ সূত্র ৩১৮
(১৮) ৩. সাধুবর্গ ৩২৯
(ক) সাধু সুত্তং- সাধু সূত্র ৩২৯
(খ) অরিয ধম্ম সুত্তং- আর্যধর্ম সূত্র ৩২৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) কুসল সুত্তং- কুশল সূত্র ৩২৯
(ঘ) অথ সুত্তং- অর্থ বা মঙ্গল সূত্র.....৩৩০
(ঙ) ধম্ম সুত্তং- ধর্ম সূত্র ৩৩০
(চ) আসব সুত্তং- আসব সূত্র ৩৩১
(ছ) বজ্জ সুত্তং- বদ্য বা দূষণীয় সূত্র.....৩৩১
(জ) তপনীয় সুত্তং- অনুতাপযোগ্য সূত্র.....৩৩২
(ঝ) আচযগামি সুত্তং- পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী সূত্র.....৩৩২
(ঞ) দুক্খুদ্রয সুত্তং- দুঃখের হেতুপ্রদ সূত্র ৩৩৩
(ট) বিপাক সুত্তং- বিপাক সূত্র.....৩৩৩
(১৯) ৪. আর্যমার্গ বর্গ.....৩৩৪
(ক) অরিযমগ্গ সুত্তং- আর্যমার্গ সূত্র.....৩৩৪
(খ) কন্হমগ্গ সুত্তং- কৃষ্ণমার্গ সূত্র.....৩৩৫
(গ) সদ্ধম্ম সুত্তং- সদ্ধর্ম সূত্র ৩৩৫
(ঘ) সুপ্পরিস ধম্ম সুত্তং- সৎপুরুষ ধর্ম সূত্র ৩৩৬
(ঙ) উপ্পাদেতব্ব ধর্ম সুত্তং- উৎপাদন যোগ্য ধর্ম সূত্র ৩৩৬
(চ) আসেবিতব্ব ধম্ম সুত্তং- সম্পাদনযোগ্য ধর্ম সূত্র ৩৩৭
(ছ) ভাবেতব্ব ধম্ম সুত্তং- ভাবিত করা উচিত ধর্ম সূত্র.....৩৩৭
(জ) বহুলীকাতব্ব সুত্তং- বহুলীকৃতব্য সূত্র ৩৩৮
(ঝ) অনুস্সরিতব্ব সুত্তং- অনুস্মরণ যোগ্য সূত্র ৩৩৮
(ঞ) সচ্ছিকাতব্ব সুত্তং- লাভ করা উচিত সূত্র ৩৩৯
(২০) ৫. অপর পুদ্গল বর্গ ৩৩৯
(২১) ১. অপবিত্র কায় বর্গ.....৩৪৪
(ক) পঠম নিরযসগ্গ সুত্তং- প্রথম নরক-স্বর্গ সূত্র.....৩৪৪
(খ) দুতিয নিরয সগ্গ সুত্তং- দ্বিতীয় নরক- স্বর্গ সূত্র.....৩৪৭
(গ) মাতুগাম সুত্তং- স্ত্রীজাতি সূত্র ৩৪৭
(ঘ) উপাসিকা সুত্তং- উপাসিকা সূত্র ৩৫০
(ঙ) বিসারদ সুত্তং- বিশারদ সূত্র ৩৫৪
(চ) সংসপ্পনীয সুত্তং-আবরণ উন্মোচনকরণ বা কর্মফলসম্বন্ধে বিচার সূত্র ৩৫৭
(জ) দুতিয সঞ্চেতনিক সুত্তং- দ্বিতীয় ইচ্ছাকৃত সূত্র.....৩৭৩
(ঞ) অধম্মচরিযা সুত্তং- অধর্মচর্যা সূত্র ৩৮১
(২২) ২. শ্রামণ্য বর্গ.....৩৮৬
২৩. রাগপেয্যাল ইত্যাদি.....৪০৪
একাদশ নিপাত ৪০৮

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১) নিশ্রয় বর্গ.....৪০৮
(ক) কিমত্থিয সুত্তং- কী উদ্দেশ্য সূত্র.....৪০৮
(খ) চেতনা করণীয সুত্তং- চেতনা করণীয় সূত্র.....৪০৯
(গ) উপনিস সুত্তং-উপনিসা সূত্র.....৪১১
(ঘ) দুতিয উপনিস সুত্তং- ২য় উপনিসা সূত্র.....৪১২
(ঙ) ততিয উপনিস সুত্তং- ৩য় উপনিসা সূত্র.....৪১৪
(চ) ব্যসন সুত্তং- ব্যসন সূত্র.....৪১৫
(ছ) সঞ্ঞা সুত্তং- সংজ্ঞা সূত্র.....৪১৫
(জ) মনসিকার সুত্তং- মনযোগ সূত্র.....৪১৯
(ঝ) সদ্ধ সুত্তং- সদ্ধ সূত্র.....৪২০
(ঞ) মোর নিবাপ সুত্তং- ময়ূর নিবাপ সূত্র.....৪২৪
২. অনুস্মৃতি বর্গ.....৪২৬
(ক) পঠম মহানাম সুত্তং- প্রথম মহানাম সূত্র.....৪২৬
(খ) দুতিয মহানাম সুত্তং- দ্বিতীয় মহানাম সূত্র.....৪৩০
(গ) নন্দিয সুত্তং- নন্দিয় সূত্র.....৪৩৩
(ঘ) সুভূতি সুত্তং- সুভূতি সূত্র.....৪৩৬
(ঙ) মেত্তা সুত্তং- মৈত্রী সূত্র.....৪৪১
(চ) অট্ঠকনাগর সুত্তং- অষ্টকনাগর সূত্র.....৪৪২
(ছ) গোপাল সুত্তং- গোপাল সূত্র.....৪৪৯
(ঝ) দুতিয সমাধি সুত্তং- দ্বিতীয় সমাধি সূত্র.....৪৫৭
(ঞ) ততিয সমাধি সুত্তং- তৃতীয় সমাধি সূত্র.....৪৫৯
(ট) চতুত্থ সমাধি সুত্তং- চতুর্থ সমাধি সূত্র.....৪৬১
৩. শ্রামণ্য বর্গ.....৪৬৩
৫. রাগ পেয়্যাল.....৪৭৫

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

অঙ্গুত্তর-নিকায়

পঞ্চম খণ্ড

দশক নিপাত

প্রথম পঞ্চাশক

১. আনিশংস বর্গ

১. কিমত্থিয সুত্তং- কী উদ্দেশ্য সূত্র

১.১। আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান[১] শ্রাবস্তীর[২] অনাথপিণ্ডিক

---

[১]। **ভগবান** শব্দটি সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। নাম চার প্রকার—আবস্থিক, লিঙ্গিক, নৈমিত্তিক ও অধিত্য সমুৎপন্ন (বা ইচ্ছানুরূপ প্রদত্ত নাম)। তন্মধ্যে **'ভগবান'** নামটি নৈমিত্তিকের অন্তর্গত। এটা মা-বাবা কিংবা অন্য কারও প্রদত্ত নয়। যে সকল গুণে এই নাম নৈমিত্তিক, সে সকল গুণ প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত গাথাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

ভগী, ভজী, ভাগী, বিভবত্তবা ইতি, অকাসি ভগ্গন্তি গরূতি ভাগ্যবা।
বহুহি ঞাযেহি সুভাবিতত্তানো, ভবন্তগো সো ভগবাতি বুচ্চতীতি।।

অর্থাৎ ভগী, ভজী, ভাগী, বিভক্তবান (ভগ্ন করেছেন এমন), গুরু, ভাগ্যবান, বহু প্রকারে সুভাবিতাত্ম এবং ভবান্তগ বলেও তিনি ভগবান নামে উক্ত হন। এই সকল পদের ব্যাখ্যা নিদ্দেশ গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। বিস্তৃতার্থ দেখুন—দীর্ঘ নিকায় অথকথা (১ম খণ্ড); বিশুদ্ধিমগ্গ, সমাধি নিদ্দেস; *The path of Purification, p.no. 224; Trsl. by Bhikkhu Ñânamoli.*

[২]। ভারতের কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল এই শ্রাবস্তী নগরী। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভারতের ছয়টি মহানগরীর মধ্যে শ্রাবস্তী ছিল অন্যতম। সাকেত হতে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ৯ ক্রোশ বা ১৮ মাইল (বিনয় গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, ওলডের্নবার্গ সংস্করণ)। সংযুক্ত নিকায় অথকথানুসারে রাজগৃহের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ এই শ্রাবস্তীর সাথে রাজগৃহের মধ্যকার ব্যবধান ছিল প্রায় সাড়ে ৬৭ ক্রোশ বা প্রায় ১৩৫ মাইলের। মি. ফোস্‌বোল সম্পাদিত জাতক ৪র্থ খণ্ড মতে সাংকাশ্য নগর হতে শ্রাবস্তীর দুরত্ব ৪৫ ক্রোশ বা ৯০ মাইল প্রায়। মধ্যম নিকায় অথকথা ২য় খণ্ডে প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশিলা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্মিত জেতবন আরামে[১] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কুশলশীল পালনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"হে আনন্দ[২], কুশলশীল পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীনতা এবং ইহাই কুশলশীল পালনের সুফল বা আনিশংস।"

"ভন্তে, অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমানন্দ লাভ করা এবং পরমানন্দই অনুতাপহীনতার সুফল।"

"ভন্তে, পরমানন্দ লাভের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, পরমানন্দ লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রীতি এবং প্রীতিই পরমানন্দের সুফল।"

"ভন্তে, প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি অর্জন করা এবং প্রশান্তিই প্রীতির সুফল।"

"ভন্তে, প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

হতে এর ব্যবধান ২২০ ক্রোশের কিছু বেশি (৪৪১ মাইল প্রায়)। সুত্তনিপাত অথকথা ও পটিসম্ভিদামগ্গ অথকথানুযায়ী, সবত্থ নামক ঋষির আবাসস্থল কিংবা সমস্ত বস্তু এই স্থানে পাওয়া যেত বলে এর পালি নাম **'সাবত্থি'**। সুত্তনিপাত অথকথায় উল্লেখ আছে, তথাগত এই শ্রাবস্তীতে ২৫ বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। তন্মধ্যে ১৯ বর্ষা জেতবন আরামে এবং ছয় বর্ষা পূর্বারাম বিহারে।

[১]। অনাথপিণ্ডিক নামে প্রসিদ্ধ ধনকুবের সুদত্ত জেত নামক রাজকুমার হতে ৫৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে উদ্যান ক্রয় করে সেখানে সুরম্য বিহার নির্মাণপূর্বক বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজকুমার জেতের উদ্যানে নির্মিত বিধায় তা জেতবন আরাম নামে খ্যাত হয়। মধ্যম নিকায় অথকথা, ১ম খণ্ড মতে এই জেতবন আরামটি শ্রাবস্তীর দক্ষিণদিকস্থ ছিল।

[২]। শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমিতোদন হচ্ছে আনন্দের পিতা আর মহানাম ও অনুরুদ্ধ সম্ভবত তার সৎভাই (249 p. vol.1, dic of pali proper names)। কিন্তু মহাবস্তু, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃ. দেখা যায় যে, শুক্লোদন হচ্ছে তার পিতা এবং দেবদত্ত ও উপধান হচ্ছে তার ভাই। বহুশ্রুত, স্মৃতিমান ইত্যাদির মধ্যে আনন্দ স্থবিরই শ্রেষ্ঠ বলে বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছেন (সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, একক নিপাত, ৩১ পৃ.)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"আনন্দ, প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ উপলব্ধি করা এবং সুখই প্রশান্তি অর্জনের ফল।"

"ভন্তে, সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাধি অর্জন করা এবং সমাধিই সুখোপলব্ধির ফল।"

"ভন্তে, সমাধি অর্জন করার উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়া এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়াই সমাধি অর্জনের ফল।"

"ভন্তে; যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ; যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বেদ ও বিরাগভাব অর্জন এবং নির্বেদ ও বিরাগই যথাভূত জ্ঞানদর্শনের আনিশংস বা সুফল।"

"ভন্তে, নির্বেদ ও বিরাগভাব অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, নির্বেদ ও বিরাগভাব প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই নির্বেদ ও বিরাগভাব প্রাপ্তির আনিশংস বা সুফল।"

২। এরূপেই আনন্দ, কুশলশীলাদি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীন হওয়া এবং অনুতাপহীনতাই কুশলশীলাদি পালনের আনিশংস বা সুফল। অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমানন্দিত হওয়া এবং পরমানন্দই অনুতাপহীনতার সুফল। পরমানন্দিত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রীতি লাভ করা এবং প্রীতি অর্জনই হচ্ছে পরমানন্দের সুফল। প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি অর্জন এবং প্রশান্তিই প্রীতির সুফল। প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখোপলব্ধি হওয়া এবং সুখই প্রশান্তির আনিশংস বা সুফল। সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাধি অর্জন এবং সমাধিই সুখের আনিশংস। সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শনই সমাধির সুফল। যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বেদ ও বিরাগ এবং নির্বেদ-বিরাগই যথাভূত জ্ঞানদর্শনের সুফল। নির্বেদ ও বিরাগ অবস্থা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই নির্বেদ ও বিরাগের আনিশংস। এরূপে আনন্দ, কুশলশীলাদির পালন অনুক্রমে শ্রেষ্ঠে বা অর্হত্ত্বে উপনীত হয়।" প্রথম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) চেতনা করণীয সুত্তং- চেতনা করণীয় সূত্র

২.১। "হে ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার মধ্যে অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হোক।' ভিক্ষুগণ, তার কারণ শীলবান, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর অনুতাপ উৎপন্ন না হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, অনুতাপহীন ভিক্ষুর এমন চৈতন্য অনুচিত; যথা : 'আমার মধ্যে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, অনুতাপহীন ভিক্ষুর নিকট পরমানন্দভাব উৎপন্ন হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, প্রমোদিত (পরমানন্দিত) ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট প্রীতি উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, প্রমোদিত ভিক্ষুর নিকট প্রীতি উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, প্রীত ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার কায় প্রশান্ত হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, প্রীত ভিক্ষুর কায় প্রশান্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, প্রশান্ত কায়া ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট সুখ অনুভূত হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, প্রশান্ত কায়া ভিক্ষুর সুখোপলব্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, সুখী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার চিত্ত সমাধিস্থ হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ বা একাগ্র হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, সমাধিস্থ ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমি যাতে যথাভূত বিষয় জানতে ও দেখতে পারি।' তার কারণ ভিক্ষুগণ, সমাধিস্থ ভিক্ষু যথাভূত বিষয় জানে ও দেখে, ইহাই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ; যথাভূত বিষয় জ্ঞাত ও দর্শনকারী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট নির্বেদ ও বিরাগভাব উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ; যথাভূত বিষয় জ্ঞাত ও দর্শনকারী ভিক্ষুর নিকট নির্বেদ ও বিরাগভাব উৎপন্ন হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, নির্বেদলাভী ও বিরাগী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট বিমুক্তি জ্ঞান উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, নির্বেদলাভী ও বিরাগী ভিক্ষুর নিকট বিমুক্তি জ্ঞানোদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ, নির্বেদ ও বিরাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই নির্বেদ ও বিরাগভাব অর্জনের সুফল বা আনিশংস। নির্বেদ ও বিরাগভাব প্রাপ্ত হওয়া হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শনের সুফলও হচ্ছে নির্বেদ ও বিরাগ। সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন এবং তার সুফলও তাই। সুখের উদ্দেশ্য ও আনিশংস হচ্ছে সমাধিস্থ হওয়া; প্রশান্তির উদ্দেশ্য ও আনিশংস হচ্ছে সুখ। প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য এবং তার সুফলও হচ্ছে প্রশান্তি। পরমানন্দিত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং তার সুফল হচ্ছে প্রীতি। অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য এবং আসিশংস হচ্ছে পরমানন্দ লাভ করা। এবং কুশল শীলাদি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীন হওয়া এবং অনুতাপহীন হওয়াই হল কুশল শীলাদি পালনের সুফল। ভিক্ষুগণ, এরূপে একটি বিষয়ের ধারা অপর বিষয়ে প্রবহমান, একটি বিষয় অপর বিষয়কে পরিপূর্ণ করে এবং নির্বাণ পাড়ে নিয়ে যায়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) উপনিস সুত্তং-উপনিসা সূত্র

৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, ভিক্ষুগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই ভিক্ষুগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) দুতিয উপনিস সুত্তং- ২য় উপনিসা সূত্র

৪.১। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র[১] ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ

---

[১]। গৌতম বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবক। ইনি **ধর্মসেনাপতি** নামেও খ্যাত। ভিক্ষুপূর্ববস্থায় ইনি উপতিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন (মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড)। অথকথাচার্যদের মতে, উপতিষ্য তার জন্মজাত গ্রামের নাম এবং সারিপুত্র ছিলেন সেই গ্রাম প্রধানের পুত্র। অধিকন্তু, সেই উপতিষ্য গ্রামটি নালক নামেও পরিচিত। এটা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী। তার পিতার নাম ছিল বঙ্গান্ত ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম রূপসারি (ধর্মপদ অথকথা, ২য় খণ্ড)। মাতার নামানুসারে তিনি সারি বা সারিপুত্র নামে পরিচিত হন। সংস্কৃত গ্রন্থে তার নাম এভাবে প্রদত্ত হয়েছে; যথা : সারিপুত্র, সালিপুত্র, সারিসুত, সারদ্বতীপুত্র। **সারিসম্ভব** নামটির ব্যবহারও অপাদান গ্রন্থে দেখা যায়। থেরগাথা, ৪৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতার্থ দেখুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, আবুসোগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২। পুনশ্চ, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন আবুসোগণ, সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" চতুর্থ সূত্র।

ঙ) ততিয উপনিস সুত্তং- তৃতীয় উপনিসা সূত্র

৫.১। অতপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, আবুসোগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগভাব লাভ হয় না; নির্বেদ বা বিরাগের অনুপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২। পুনশ্চ, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন আবুসোগণ, সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ বা বিরাগাবস্থা লাভ হয়; নির্বেদ বা বিরাগের উপস্থিতিতে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) সমাধি সুত্ত- সমাধি সূত্র

৬.১। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "সত্যিই কি ভন্তে, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৩। "হে আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

৪। "ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৫। "আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই আনন্দ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় গ্রহণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

ছ) সারিপুত্ত সুত্তং- সারিপুত্র সূত্র

৭.১। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রীতিপূর্ণ কথা এবং কুশল বিনিময় করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ বললেন :

২। "হে আয়ুষ্মান সারিপুত্র, সত্যিই কি একজন ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না?"

৩। "হে আবুসো আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না।"

৪। "আয়ুষ্মান সারিপুত্র, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায় এবং পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না?"

৫। "আবুসো আনন্দ, একদা আমি শ্রাবস্তীর অন্ধবনে অবস্থান করছিলাম। তথায় পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; তেজকে তেজ সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; বায়ুকে বায়ু সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; বিজ্ঞানানন্ত আয়তনকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে; নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞারূপে গ্রহণ না করে অবস্থান করছিলাম।"

"আয়ুষ্মান সারিপুত্র, তাহলে আপনি কীরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সেই সময়ে অবস্থান করছিলেন?"

"আবুসো আনন্দ, 'ভবনিরোধই নির্বাণ' এরূপ সংজ্ঞা জাগ্রত হচ্ছিল এবং 'ভবনিরোধই নির্বাণ' এরূপ সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হচ্ছিল। যেমন, আবুসো, মাকড়সা বা ঊর্নানাভ অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার সময় এক স্ফুলিঙ্গের (অগ্নিশিখা) সৃষ্টি হয় এবং অন্য স্ফুলিঙ্গ শূন্যতায় বিলীন হয়; ঠিক তদ্রুপ আবুসো, "ভবনিরোধই নির্বাণ, ভবনিরোধই নিরোধই" এরূপ পূর্ণজ্ঞান সংজ্ঞা তখন আমার নিকট উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়েছিল। আবুসো, ভবনিরোধ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়েই আমি সেই সময় অবস্থান করেছিলাম। সপ্তম সূত্র।

জ) ঝান সুত্তং- ধ্যান সূত্র

৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

২। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান কিন্তু বহুশ্রুত নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত কিন্তু ধর্মকথিক নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিন্তু পরিষদে গমনকারী[১] নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী কিন্তু পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৬। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ কিন্তু বিনয়ধর নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে, 'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৭। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর কিন্তু আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ,

---

[১]। **পরিষদে গমনকারী**—'পরিসাবচর' (পরিসা+বচর) অর্থাৎ যিনি সংঘে বা পরিষদে অংশগ্রহণ করেন এমন। ভিক্ষুসংঘ সম্মেলনে ভিক্ষুদের ভাতৃত্বভাব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন স্থানে অনুরক্ত হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৮। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত কিন্তু চতুর্বিধ ধ্যান লাভে দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) সুখ বিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৯। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী কিন্তু ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত হব এবং চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী ও আসবক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত, চতুর্বিধ ধ্যান লাভে ইহজীবনে সুখবিহারী, সন্তোষপ্রাপ্ত, অকৃত্যলাভী হয় এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্ম সমৃদ্ধ ভিক্ষু সকল অঙ্গসমন্বিত হয় এবং সকলের নিকট প্রসাদনীয় হয়।" অষ্টম সূত্র।

ঝ) সন্ত বিমোক্ষ সুত্তং- শান্ত বিমোক্ষ সূত্র

৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

২। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান কিন্তু বহুশ্রুত নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত কিন্তু ধর্মকথিক নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক কিন্তু পরিষদে গমনকারী নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী কিন্তু পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৬। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ কিন্তু বিনয়ধর নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৭। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর কিন্তু আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন স্থানে অনুরক্ত হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৮। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত কিন্তু রূপ অতিক্রমপূর্বক যেই শান্ত বিমোক্ষ অরূপ্য অবস্থা আছে, সেই অবস্থা সে কায় দ্বারা উপলব্ধি করে অবস্থান করে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং রূপ-আরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং আরণ্যিক তথা নির্জন স্থানে অনুরক্ত এবং রূপ-অরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৯। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত এবং রূপ-আরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করে কিন্তু ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে‘কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত হব এবং রূপ-আরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করব এবং আসবক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, আরণ্যিক তথা নির্জন শয্যাসনে অনুরক্ত, রূপ-আরূপ্য অতিক্রমে কায়িক শান্তি অর্জন করে অবস্থান করে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্ম সমৃদ্ধ ভিক্ষু সকল অঙ্গসমন্বিত হয় এবং সকলের নিকট প্রসাদনীয় হয়।" নবম সূত্র।

(ঞ) বিজ্জা সুত্তং- বিদ্যা সূত্র

১০.১। । "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান কিন্তু শীলবান নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

২। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান কিন্তু বহুশ্রুত নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান ও বহুশ্রুত হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত কিন্তু ধর্মকথিক নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত এবং ধর্মকথিক হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক কিন্তু পরিষদে গমনকারী নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং পরিষদে গমনকারী হয় তখন সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী কিন্তু পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী এবং পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৬। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ কিন্তু বিনয়ধর নহে; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ এবং বিনয়ধর হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৭। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর কিন্তু বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে না; যথা : 'এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি।'- এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেI'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৮। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর এবং বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে কিন্তু বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখতে পায় না, সে এরূপ জানতে পারে না যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হয় না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেI'কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হব এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখে এরূপ জানতে পারবো যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয় এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখে এরূপ জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হয় তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

৯। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখতে পায় না, সে এরূপ জানতে পারে না যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হয় কিন্তু সে ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ নয়। তাই তার সেই অঙ্গ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। তাকে ভাবতে হবেÍ‘কিরূপে আমি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হব এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখে এরূপ জানতে পারবো যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হব এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করব?' ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, পরিষদে গমনকারী, পরিষদের মধ্যে ধর্ম প্রকাশে অভিজ্ঞ, বিনয়ধর, বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয় এবং বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা অপর জীবদের যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীন-উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, সেরূপ জীবদের দেখে এরূপ জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হতে সক্ষম হয় এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করে তখন সে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়।

ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্ম স্বমন্বিত ভিক্ষু সকল অঙ্গ পরিপূর্ণ হয় এবং সকলের নিকট প্রসাদনীয় হয়।" দশম সূত্র।

আনিশংস বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

কিমত্থিয়, চেতনা, ত্রিবিধ উপনিসা,
সমাধি, সারিপুত্র, একই অঙ্গে গাথা;
ধ্যান, শান্ত, বিদ্যা তথা হলো উল্লেখিত,
আনিশংস বর্গ দশে হলো গ্রথিত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) ২. নাথ বর্গ

ক) সেনাসন সুত্তং- শয্যাসন সূত্র

১১.১। "হে ভিক্ষুগণ, যদি পাঁচটি গুণে বিভূষিত ভিক্ষু পাচটি গুণসম্পন্ন স্থানে অবস্থানপূর্বক (শয্যাসন বা আবাস পরিভোগপূর্বক) সাধনা করে তাহলে অচিরেই সে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করতে পারে।

২। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পাঁচটি গুণে বিভূষিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পাঁচটি গুণের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, সে তথাগতের বোধিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর অদম্য দমনের সারথি এবং দেব-নরের শাস্তা, বুদ্ধ'; দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, 'সুস্থ, রোগমুক্ত এবং অত্যধিক গরম বা ঠান্ডা নয় কিন্তু উপক্রমের জন্য উপযোগী মধ্যম মানের সমবিপাক বা হজম ক্ষমতাসম্পন্ন হয়', তৃতীয় গুণ হচ্ছে, সে অশঠ (ছলনাহীন), অমায়াবী হয় এবং সত্যকে সত্য বলে শাস্তা বা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীর নিকট বিবৃত করে; চতুর্থ গুণ হচ্ছে, সে অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম উৎপাদনে আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করে। সে কুশলধর্মসমূহে তেজীয়ান, দৃঢ়পরাক্রমী হয় এবং নিজ দায়িত্ব বা ধুর ত্যাগ করে না; পঞ্চম গুণ হচ্ছে, সে প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-অস্তগামী, আর্য, নির্বেধিক ও সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর প্রজ্ঞায় বিমণ্ডিত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু পাঁচ প্রকার গুণে বিভূষিত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, কিরূপে শয্যাসন বা আবাস পঞ্চ অঙ্গ সমৃদ্ধ হয়? ভিক্ষুগণ; যথা : গমনাগমনের ক্ষেত্রে সুবিধাসম্পন্ন স্থানে শয্যাসন বা আবাস অবস্থিত হয় যা লোকালয় হতে অতিদূরে বা অতিনিকটে অবস্থিত নয়; এরূপ স্থানই শয্যাসনের প্রথম অঙ্গ। দিনের বেলায় যেখানে অল্পাকীর্ণ (সামান্য জনাকীর্ণ), রাত্রিতে অল্পশব্দ, উৎকট শব্দহীন, ডাঁশ, মশা, মাছি, বায়ু, তাপ, সরীসৃপের উৎপাত তথা ঝামেলাবিহীন স্থানই শয্যাসনের দ্বিতীয় অঙ্গ। সেরূপ স্থানে অবস্থানকারীর অল্প আয়াসেই চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন, গিলান প্রত্যয়সহ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ হওয়াই হচ্ছে শয্যাসনের তৃতীয় অঙ্গ। সেরূপ শয্যাসনে প্রাজ্ঞ, বহুশ্রুত, বিনয়ধর,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মধর, মাতিকাধর স্থবিরগণের অবস্থানই শয্যাসনের চতুর্থ অঙ্গ। এবং পঞ্চম অঙ্গ হচ্ছে, সেই স্থবির ভিক্ষুদের নিকটে উপস্থিত হয়ে অবস্থানরত ভিক্ষু তাদের এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে থাকে; যথা : 'ভন্তে, ইহা কীরূপ? ইহার অর্থ কী?' এভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে স্থবিরগণ আবৃতকে অনাবৃত, অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে অনেক প্রকার ধর্ম-বিনয় সম্পর্কীত সৃষ্ট সন্দেহ অপনোদন করেন। ভিক্ষুগণ, এরূপে স্থান বা শয্যাসন পঞ্চ অঙ্গে সমৃদ্ধ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, যদি এরূপ পাঁচটি গুণে বিমণ্ডিত ভিক্ষু পঞ্চ অঙ্গসম্পন্ন শয্যাসনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করে তাহলে অচিরেই সে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করতে পারে।" প্রথম সূত্র।

(খ) পঞ্চঙ্গ সুত্তং- পঞ্চাঙ্গ সূত্র

১২.১। "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পাঁচটি অঙ্গ বর্জনপূর্বক পঞ্চ অঙ্গে বিভূষিত হয়েছে তাকে এই ধর্ম-বিনয়ে 'পূর্ণতাপ্রাপ্ত, উদ্‌যাপিত জীবন, উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ' বলা হয়।

২। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর পঞ্চ অঙ্গ প্রহাণ হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষুর কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়, ব্যাপাদ প্রহীণ হয়, স্ত্যান-মিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা) প্রহীণ হয়, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (চিত্তের অস্থিরতা-অনুশোচনা) প্রহীণ হয় এবং বিচিকিৎসা (সন্দেহ ভাব) প্রহীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুর পঞ্চ অঙ্গ প্রহীণ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পঞ্চ অঙ্গসমন্বিত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধে (লোকুত্তর শীলসমূহ) সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধে সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধে সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধে সমৃদ্ধ হয় এবং অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন স্কন্ধে সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ এরূপে ভিক্ষু পঞ্চ অঙ্গসমন্বিত হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, সেহেতু পাঁচটি অঙ্গ প্রহৃত ও পাঁচটি অঙ্গসমন্বিত ভিক্ষুকে এই ধর্ম-বিনয়ে বলা হয়Í'পূর্ণতাপ্রাপ্ত, উদ্‌যাপিত জীবন ও উত্তম পুদ্গল'।

কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ আর আলস্য-তন্দ্রাভাব,
ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যসহ যত সন্দেহের প্রভাব;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সর্ববিধভাবে হয় এ পঞ্চ অঙ্গের প্রহাণ,
ভিক্ষুর নিকট রয় না তার কিঞ্চিৎ বিদ্যমান।
অশৈক্ষ্য শীল, সমাধি আর বিমুক্তি ও জ্ঞান,
তেমন গুণেতে হয় ভিক্ষু মহা গুণীয়ান।
এরূপে পঞ্চ অঙ্গে ভিক্ষু হয়ে গুণান্বিত,
অপর পঞ্চ অঙ্গ তার হয় বিবর্জিত।
এ শাসনে বলা চলে তাকে এমন নামে,
অর্হৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত সে সকল ধামে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) সংযোজন সুত্তং- সংযোজন সূত্র

১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার সংযোজন বা বন্ধন রয়েছে। সেই দশ প্রকার সংযোজন গুলো কী কী? যথা : পাঁচটি নিম্নভাগীয় সংযোজন ও পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন।

২। ভিক্ষুগণ, নিম্নভাগীয় সংযোজন গুলো কী কী? যথা : সৎকায় দৃষ্টি (আত্নবাদ), বিচিকিৎসা (সন্দেহ), শীলব্রত পরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ। এ সকল হচ্ছে নিম্নভাগীয় সংযোজন।

৩। ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন গুলো কী কী? যথা : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এসকল হচ্ছে ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ, এসকল হচ্ছে দশ সংযোজন।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) চেতোখিল সুত্তং- চেতোখিল সূত্র

১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোখিল প্রহীণ না হলে; পাঁচটি চিত্তের সংযোজন সমুচ্ছিন্ন না হলে তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে পরিহানি হওয়াই প্রত্যাশিত; বৃদ্ধি নহে।

২। ভিক্ষুগণ, সেই অপ্রহীণ বা অপরিত্যক্ত পাঁচ প্রকার চেতোখিল কী কী?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না। যে ভিক্ষু শাস্তা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না, তা হচ্ছে তার প্রথম অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই প্রথম চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না। যে ভিক্ষু ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার দ্বিতীয় অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই দ্বিতীয় চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সংঘ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না। যে ভিক্ষু সংঘ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার তৃতীয় অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই তৃতীয় চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না। যে ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় না ও আশ্বস্ত হয় না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার চতুর্থ অপরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই চতুর্থ চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সব্রহ্মচারী বা সতীর্থদের প্রতি কুপিত হয় তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারী বা সতীর্থদের প্রতি কোপিত হয়, তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, সেহেতু তার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পঞ্চম অপরিত্যক্ত চেতোখিল বা চিত্তের অকর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই পঞ্চম চেতোখিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয় না। এই পঞ্চম চেতোখিল প্রহীণ হয় না।

৩। ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার চিত্তের সংযোজন বা বন্ধন কী কী, যা তার মধ্যে অসমুচ্ছিন্ন থাকে? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ (অনুরাগ বা আসক্তি যুক্ত), অবিগতছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগতপ্রেম (আসক্তিসম্পন্ন), অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে প্রথম চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ (অনুরাগ বা আসক্তিযুক্ত), অবিগতছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগতপ্রেম (আসক্তিসম্পন্ন), অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে দ্বিতীয় চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ (অনুরাগ বা আসক্তিযুক্ত), অবিগতছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগতপ্রেম (আসক্তিসম্পন্ন), অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপরিদাহ ও অবিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃতীয় চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদরপূর্ণ করে ভোজনপূর্বক শয়নসুখ, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আলস্য-তন্দ্রা সুখে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। যে ভিক্ষু উদরপূর্ণ করে ভোজনপূর্বক শয়নসুখ, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আলস্য-তন্দ্রা সুখে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে চতুর্থ চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো এক দেবলোককে লক্ষ্য করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে; যথা : 'আমি এই প্রকার শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের মধ্যে অন্যতর হব।' যে ভিক্ষু কোনো এক দেবলোককে লক্ষ্য করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে; যথা : 'আমি এই প্রকার শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের মধ্যে অন্যতর হব।' সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয় না, তা হচ্ছে তার পক্ষে পঞ্চম চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) অসমুচ্ছিন্ন থাকে। এই পঞ্চবিধ চিত্তের সংযোজন তার মধ্যে অপ্রহীণ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোখিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ না হলে এবং পাঁচটি সংযোজন বা বন্ধন সমুচ্ছিন্ন না হলে, তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হওয়াই প্রত্যাশিত; বৃদ্ধি নয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণপক্ষে যতই রাত্রি বা দিন গত হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বলবর্ণ, চতুর্দিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা ক্ষীণ হয় এবং চাঁদের উচ্চতা ও পরিধি হ্রাস পায়। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোখিল প্রহীণ না হলে এবং পাঁচটি সংযোজন বা বন্ধন সমুচ্ছিন্ন না হলে, তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হওয়াই প্রত্যাশিত; বৃদ্ধি নয়।

৫। ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোখিল প্রহীণ হলে এবং পাঁচটি সংযোজন বা বন্ধন সমুচ্ছিন্ন হলে, তার দিবা-রাত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুশলধর্মসমূহের বৃদ্ধি হওয়াই প্রত্যাশিত; হানি নয়।

৬। ভিক্ষুগণ, পঞ্চ চেতোস্খিল কী কী যা (তার মধ্যে) প্রহীণ হয়? ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু, ভিক্ষু শাস্তার প্রতি নিসন্দেহ পোষণ করে, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়। যে ভিক্ষু শাস্তা সম্বন্ধে সন্দেহহীন, নিশ্চিত ও আশ্বস্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার প্রথম পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই প্রথম চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়। যে ভিক্ষু ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহহীন, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার দ্বিতীয় পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই দ্বিতীয় চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সংঘ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়। যে ভিক্ষু সংঘ সম্বন্ধে সন্দেহহীন, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার তৃতীয় পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই তৃতীয় চেতোস্খিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়। যে ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না, নিশ্চিত হয় ও আশ্বস্ত হয়, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার চতুর্থ পরিত্যক্ত চেতোস্খিল বা চিত্তের কর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই চতুর্থ চেতোস্খিল বা চিত্তের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সব্রহ্মচারী বা সতীর্থদের প্রতি কুপিত হয় না তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারী বা সতীর্থদের প্রতি কোপিত নয়, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পঞ্চম পরিত্যক্ত চেতোখিল বা চিত্তের কর্মন্যতা। তাই তার মধ্যে এই পঞ্চম চেতোখিল বা চিত্তের অকর্মণ্যতা প্রহীণ হয়। এই পঞ্চম চেতোখিল প্রহীণ হয়।

৭। ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার চিত্তের সংযোজন বা বন্ধন কী কী, যা তার মধ্যে সমুচ্ছিন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামে বীতরাগ (অনুরাগ বা আসক্তিহীন), বিগতছন্দ (আকাঙ্ক্ষাহীন), বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কামে বীতরাগ, অবিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে প্রথম চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কায়ে বীতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কায়ে বীতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে দ্বিতীয় চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ, অবিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত হয়। যে ভিক্ষু কায়ে বীতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপরিদাহ ও বিগততৃষ্ণাযুক্ত, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে তৃতীয় চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদরপূর্ণ করে ভোজনপূর্বক শয়নসুখ, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আলস্য-তন্দ্রা সুখে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে না। যে ভিক্ষু উদরপূর্ণ করে ভোজনপূর্বক শয়নসুখ, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও আলস্য-তন্দ্রা সুখে আবিষ্ট হয়ে অবস্থান করে না, সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে চতুর্থ চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো এক দেবলোককে লক্ষ্য করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না; যথা : 'আমি এই প্রকার শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের মধ্যে অন্যতর হব।' যে ভিক্ষু কোনো এক দেবলোককে লক্ষ্য করে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না; যথা : 'আমি এই প্রকার শীল, ব্রত, তপশ্চর্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা দেবতাদের মধ্যে অন্যতর হব।' সেহেতু তার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়। যার চিত্ত প্রয়াসের জন্য, অনুসন্ধানের জন্য, অধ্যবসায়ে ও কঠোর প্রচেষ্টার জন্য নমিত হয়, তা হচ্ছে তার পক্ষে পঞ্চম চিত্তের সংযোজন যা (তার মধ্যে) সমুচ্ছিন্ন হয়। এই পঞ্চবিধ চিত্তের সংযোজন তার মধ্যে অপ্রহীণ হয়।

৮। ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোখিল প্রহীণ হলে; পাঁচটি চিত্তের সংযোজন সমুচ্ছিন্ন হলে তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহের অভিবৃদ্ধি হওয়াই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, শুক্লপক্ষে যতই রাত্রি বা দিন গত হয় ততই চাঁদের উজ্বলবর্ণ, চতুর্দিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্বল হতে উজ্বলতর হয় এবং চাঁদের আয়তন ও পরিধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণীর এই পাঁচটি চেতোখিল প্রহীণ হলে; পাঁচটি চিত্তের সংযোজন সমুচ্ছিন্ন হলে তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহের অভিবৃদ্ধি হওয়াই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।" চতুর্থ সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) অপ্পমাদ সুত্তং- অপ্রমাদ সূত্র

১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, বহুপদী, রূপলোক অবস্থানকারী সত্ত্ব বা জীব, অরূপলোক অবস্থানকারী সত্ত্ব বা জীব, সংজ্ঞাবান, সংজ্ঞাহীন, সংজ্ঞা আছে আবার নাই, এরূপ সত্ত্বদের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ।

ঠিক একইভাবে, ভিক্ষুগণ, জগতে যে সমস্ত কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন ভিক্ষুগণ, যে সকল ভ্রাম্যমান প্রাণীর পদচিহ্ন আছে, সে সমস্ত পদচিহ্ন হস্তী পদচিহ্নের মধ্যে সংকুলান হয়। অন্যান্য প্রাণীর পদচিহ্ন হতে বৃহদাকারহেতু হাতির পদচিহ্নই প্রধান বা শ্রেষ্ঠ রূপে বিবচিত হয়। তার কারণ, হাতির পদচিহ্ন অন্য জীব-জন্তুর পদচিহ্ন হতে বৃহৎ। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, চূড়াযুক্ত গৃহের যে সমস্ত বরগা বা সহায়ক কড়ি-কাষ্ঠ রয়েছে সে সমস্তই চূড়াগামী, চূড়া হতে নিম্নাভিমুখী এবং চূড়াতেই মিলিত। সে সমস্ত কড়ি-কাষ্ঠ হতে চূড়াই প্রধান বা শ্রেষ্ঠ রূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যেকোনো বৃক্ষমূল বা শেকঁড়ের সুগন্ধি হতে কালো চন্দন কাষ্ঠের[১] সুগন্ধিই উত্তম বলে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

[১]। কালানুসারী। P.T.S-এর অভিধানে যার অর্থ দেয়া আছে `A fragrant dark substance.'। শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের 'পালি-বাংলা' অভিধানেও একই অর্থ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু, ইংরেজি তর্জমার পাদটীকায় অন্য নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে; যথা : "According to Benfey's Sanskrit Dict. (ref. to Sucr. ii, 94, 21) it is benzoin; 'gum-benzamin' is a thick juice flowing from cuts in the bark of a tree in Sumatra"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ, যেকোনো বৃক্ষের সার অংশের গন্ধ হতে রক্ত চন্দন বৃক্ষের সার অংশের গন্ধই উত্তম বলে বিবেচিত হয়। ঠিক একইভাবে, ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যেকোনো ফুলের মোহনীয় সুবাস হতে জুঁই ফুলের সুবাসই উত্তম বলে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, অল্পশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র রাজাগণ প্রতাপশালী চক্রবর্তী রাজাকে মান্য করেন ও তার অনুবর্তী হন। সেই ক্ষুদ্র রাজাদের হতে চক্রবর্তী রাজাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। ঠিক একইভাবে, ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, সমস্ত তারকারাজির প্রভা চন্দ্র প্রভার ষোল কলার (ভাগ) এক কলাও হয় না, সেহেতু সমস্ত তারকা হতে চন্দ্রপ্রভাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, শরৎকালে মেঘমুক্ত আকাশে উদীয়মান সূর্য যেমন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে আলোয় উদ্ভাসিত করে সর্বত্র, চতুর্দিকে বিকীর্ণ করে আলোক এবং দীপ্তিমান হয়; ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহীসহ যে সকল মহানদী আছে, তৎসমস্তই সমুদ্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সমুদ্রের দিকে নিম্নাভিমুখী, সমূদ্রের দিকে প্রবাহমান এবং সমুদ্রের দিকেই ক্রমাবনত। মহাসমুদ্র সেই সকল মহানদী হতে শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক সেরূপেই, ভিক্ষুগণ, জগতে যে সকল কুশলধর্মাদি রয়েছে তা সমস্তই অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অন্তর্গত। সেহেতু অপ্রমাদই কুশলধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" পঞ্চম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চ) আহুনেয্য সুত্তং- আহ্বানীয় সূত্র

১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে দশ প্রকার পুদ্গল (ব্যক্তি) আছে যারা আহ্বান যোগ্য, পূজাঁর যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, করজোড়ে বন্দনার যোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

২। সেই দশ প্রকার[১] কী কী? যথা : তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ; প্রত্যেক বুদ্ধ; উভয়ভাগ বিমুক্ত; প্রজ্ঞাবিমুক্ত; কায়সাক্ষী (নিজ সম্পর্কে ধর্মত ঘোষণা করা); দৃষ্টিপ্রাপ্ত; শ্রদ্ধাবিমুক্ত; শ্রদ্ধানুসারী; ধর্মানুসারী ও গোত্রভূ। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার পুদ্গল জগতের মধ্যে আহ্বান যোগ্য, পূজাঁর যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, করজোড়ে বন্দনার যোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) নাথ সুত্তং- নাথ সূত্র

১৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, আত্মরক্ষক হয়ে বাস করো, অরক্ষক হয়ে নয়। অরক্ষিত হয়ে অবস্থান সর্বদা দুঃখজনক। ভিক্ষুগণ, রক্ষাকরণযোগ্য ধর্ম দশ প্রকার। সেই দশ প্রকার রক্ষাকরণ বা নাথকরণ ধর্মসমূহ কী কী? যথা :

২। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে; আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে; ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য প্রথম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে

---

[১]। সূত্রটির ইংরেজি তর্জমায় অনুবাদক মহাশয় শ্রদ্ধানুসারী ও ধর্মানুসারী এই দুটির অনুবাদ দেননি। পক্ষান্তরে 'তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ' এই বিশেষণ ত্রয় দ্বারা পৃথক পুদ্গল বুঝিয়েছেন। কিন্তু মূল পালি অনুযায়ী 'শ্রদ্ধানুসারী ও ধর্মানুসারী' এই দুটি বিশেষণ যুক্ত হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য দ্বিতীয় ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য তৃতীয় ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়। সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়, সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য চতুর্থ ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য পঞ্চম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়; ইহা হচ্ছে রক্ষাকরণযোগ্য ষষ্ঠ ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণ সপ্তম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য অষ্টম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরমস্মৃতিতে প্রতিমন্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরমস্মৃতিতে প্রতিমন্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়, ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য নবম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত হয়; ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য দশম ধর্ম।

৩। ভিক্ষুগণ, আত্মরক্ষক হয়ে অবস্থান করো, অরক্ষিত হয়ে নয়। অরক্ষিত হয়ে অবস্থান করা সর্বদাই দুঃখাবহ। এই দশ প্রকারই হচ্ছে রক্ষাকরণ বিষয় বা ধর্ম।" সপ্তম সূত্র।

(জ) দুতিয নাথ সুত্তং- দ্বিতীয় নাথ সূত্র

১৮.১। আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায়, ভগবান ভিক্ষুদের "হে ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভন্তে" বলে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতপরঃ বুদ্ধ এরূপ বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, আত্মরক্ষিত হয়ে বাস করো, অরক্ষিত হয়ে নয়। অরক্ষিত হয়ে অবস্থান সর্বদা দুঃখজনক। ভিক্ষুগণ, রক্ষাকরণ ধর্ম দশ প্রকার। সেই রক্ষাকরণযোগ্য দশবিধ ধর্মসমূহ কী কী? যথা :

৩। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সুসংযত, আচার গোচরসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে এবং সামান্য পাপের প্রতিও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে। 'এই ভিক্ষুটি শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সুসংযত, আচার গোচরসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে এবং সামান্য পাপের প্রতিও ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে রক্ষাকরণযোগ্য প্রথম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে। 'এই ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য দ্বিতীয় ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়। 'এই ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য তৃতীয় ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়। সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়। 'এই ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী, সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য চতুর্থ ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে। 'এই ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী ও তা সযত্নে তদারক করে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য পঞ্চম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়। 'এই ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে রক্ষাকরণযোগ্য ষষ্ঠ ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। 'এই ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণ সপ্তম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে। 'এই ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য অষ্টম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরমস্মৃতিতে প্রতিমন্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়। 'এই ভিক্ষুটি স্মৃতিমান, পরমস্মৃতিতে প্রতিমন্ডিত। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য নবম ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত হয়। 'এই ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত' এরূপ বিবেচনা করে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দেয়া উচিত, অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। এরূপে মধ্যম ভিক্ষু ও নবীন ভিক্ষুরাও সেরূপ বিবেচনা দরুন ভিক্ষুটিকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য এবং অনুশাসন করা উচিত বলে মনে করেন। সেই স্থবির, মধ্যম ও নবীন ভিক্ষুর অনুকম্পালাভী ভিক্ষুটির কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। ইহা হচ্ছে তার রক্ষাকরণযোগ্য দশম ধর্ম।

৪। ভিক্ষুগণ, আত্মরক্ষক হয়ে অবস্থান করো, অরক্ষিত হয়ে নয়। অরক্ষিত হয়ে অবস্থান করা সর্বদাই দুঃখাবহ। এই দশ প্রকারই হচ্ছে রক্ষাকরণ বিষয় বা ধর্ম।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) পঠম অরিযাবাস সুত্তং- প্রথম আর্য-আবাস সূত্র

১৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি আর্য-আবাস রয়েছে। যেখানে আর্যগণ পূর্বে অবস্থান করেছিলেন, বর্তমানে করছেন এবং ভবিষ্যতে অবস্থান করবেন। সেই দশটি আর্য-আবাস কী কী? যথা :

২। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পঞ্চ অঙ্গ প্রহীণ হয়, ছয় প্রকার অঙ্গে সুসমৃদ্ধ হয়, ভিক্ষুটি এক প্রকারে রক্ষিত হয়, তার চার প্রকার অবলম্বন থাকে, ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্তধারণা অপসৃত হয়, ভিক্ষুটির সর্বতোভাবে স্পৃহা পরিত্যক্ত হয়, সে হয় অনাবিল চিন্তাক্ষম, তার কায়সংস্কার প্রশান্ত হয়, চিত্ত সুবিমুক্ত এবং সে সুবিমুক্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

১৯.৩। হে ভিক্ষুগণ, এই দশটি আর্য-আবাস। যেখানে আর্যগণ পূর্বে অবস্থান করেছিলেন, বর্তমানে করছেন এবং ভবিষ্যতে অবস্থান করবেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নবম সূত্র।

(ঞ) দুতিয অরিযাবাস সুত্তং- দ্বিতীয় আর্য-আবাস সূত্র

২০.১। একসময় ভগবান কুরুরাজ্যের[১] কম্মাসধম্ম নামক নগরে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান "হে ভিক্ষুগণ" বলে ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর জানালে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি আর্য-আবাস রয়েছে। যেখানে আর্যগণ পূর্বে অবস্থান করেছিলেন, বর্তমানে করছেন এবং ভবিষ্যতেও অবস্থান করবেন। সেই দশটি আর্য-আবাস কী কী? যথা :

৩। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পঞ্চ অঙ্গ প্রহীণ হয়, ছয় প্রকার অঙ্গে সুসমৃদ্ধ হয়, ভিক্ষুটি এক প্রকারে রক্ষিত হয়, তার চার প্রকার অবলম্বন থাকে, ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্তধারণা অপসৃত হয়, ভিক্ষুটির সর্বতোভাবে স্পৃহা পরিত্যক্ত হয়, সে হয় অনাবিল চিন্তাক্ষম, তার কায়সংস্কার প্রশান্ত হয়, চিত্ত সুবিমুক্ত এবং সে সুবিমুক্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, পঞ্চ অঙ্গ কী কী যা ভিক্ষুর প্রহীণ হয়? ভিক্ষুগণ; যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কামছন্দ প্রহীণ হয়, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (চঞ্চলতা-অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব) প্রহীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুর পাঁচটি অঙ্গ প্রহীণ হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ, ছয়টি অঙ্গ কী কী যাতে ভিক্ষু সুসমৃদ্ধ হয়? ভিক্ষুগণ; যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ (দর্শনীয় বিষয়) দর্শন করে সুখানুভব করে না, দুঃখও অনুভব করে না। সে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

এভাবে ভিক্ষুটি কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

এখানে ভিক্ষুটি নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করে তাতে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান

---

[১]। কুরুরাজ্যটি হচ্ছে তদনীন্তন ষোলটি মহাজনপদের একটি (D. ii. 200; A. i. 213 etc)। কম্মাসধম্ম নামক কুরুরাজ্যের অন্তর্গত এক নিগমে বা নগরে আলোচ্য সূত্রটি দেশিত হয়। এই কম্মাসধম্ম নগরেই মাগন্ধিয় সুত্ত, আনঞ্জসপ্পায সুত্ত, সম্মোস সুত্ত, অরিযবসা সুত্ত সতিপট্ঠান সুত্তসহ বিভিন্ন সুত্ত দেশিত হয়েছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে।

ভিক্ষুটি জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদনপূর্বক তাতে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

ভিক্ষুটি কায় দ্বারা কোনো কিছু স্পর্শ করে তাতে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে।

ভিক্ষুটি মন দ্বারা ধর্মসমূহ (কোন বিষয়) বিজ্ঞাত হয়ে তাতে সুমনা বা দুর্মনা না হয়ে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুটি ছয়টি অঙ্গে সুসর্মদ্ধ হয়।

৬। ভিক্ষুগণ, কোনো এক প্রকারে ভিক্ষু রক্ষিত হয়? ভিক্ষুগণ; যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি স্মৃতি সুরক্ষার মাধ্যমে প্রশান্ত চিত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু এক প্রকারে রক্ষিত হয়।

৭। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটির কোনো চার প্রকার অবলম্বন থাকে? ভিক্ষুগণ; যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বিবেচনাসহকারে পন্থানুস্মরণ করে, বিবেচনাসহকারে কোনো বিষয় সহ্য করে; বিবেচনাসহকারে (কোন কিছু) পরিবর্জন বা ত্যাগ করে এবং বিবেচনাসহকারেই (অকুশলধর্মসমূহ) অপনোদন করে। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটির এ চার প্রকার অবলম্বন থাকে।

৮। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্তধারণা অপসৃত হয়? ভিক্ষগণ, এক্ষেত্রে পৃথকজন বা সাধারণ শ্রমণ ব্রাহ্মণের ন্যায় দৃষ্টি; যথা : জগৎ শাশ্বত[১] (নিত্য), জগৎ শাশ্বত নয়[২], জগৎ অনন্ত[৩], জগৎ অনন্ত নয়[৪], যেই জীব (আত্মা) সেই শরীর[৫], যেই জীব সেই শরীর নয়[৬], মৃত্যুর

---

[১]। জগৎ শাশ্বত বলতে নিত্য, ধ্রুব, অপরিণাম ধর্মতাকেই বুঝায়। একে শাশ্বতবাদ বলে।

[২]। এটা সাত প্রকার উচ্ছেদবাদের অন্তর্গত।

[৩]। 'সসীমরূপে আত্মা আছে'—এরূপ সিদ্ধান্ত।

[৪]। আত্মার সর্ব ব্যাপকত্ব অর্থাৎ আত্মার পরিধি অনন্ত।

[৫]। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ প্রাণী ও ব্রহ্মার অভিন্নত্ব। (অদ্বৈতবাদ)

[৬]। 'যেই জীব সেই শরীর নয়' বলতে দ্বৈতবাদকেই বুঝায়। অর্থাৎ আত্মা আর শরীরকে ভিন্ন মনে করাকে দ্বৈতবাদ বলা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর তথাগত (স্বত্ত্ব বা জীব) থাকে[১], মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না[২], মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না আবার থাকে[৩] এবং মৃত্যুর তথাগত থাকে ও না আবার না থাকে তাও না[৪] এরূপ দৃষ্টি বা ধারণা ভিক্ষুটি বিতারিত হয়, পরিত্যক্ত হয়, উদ্‌গীরিত হয়, নিক্ষিপ্ত হয়, প্রহীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুটির মিথ্যাদৃষ্টিজাত ভ্রান্তধারণা অপসৃত হয়।

৯। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পরিপূর্ণরূপে আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়? ভিক্ষুগণ; যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কাম-আকাঙ্ক্ষা প্রহীণ হয়, ভব-আকাঙ্ক্ষা প্রহীণ হয়, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়।

১০। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু অনাবিল সংকল্পকারী বা চিন্তাকারী হয়? ভিক্ষুগণ; যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কাম চিন্তা প্রহীণ হয়, ব্যাপাদ চিন্তা প্রহীণ হয়, বিহিংসা চিন্তা প্রহীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু অনাবিল সংকল্পকারী হয়।

১১। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর কায়সংস্কার প্রশান্ত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ প্রহাণ করে তার পূর্বেকার সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য বিদুরিত করে, অদুঃখ-অসুখ বা সর্ববিধ বিষয়ে উপেক্ষাভাব পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষুর কায়সংস্কার প্রশান্ত হয়।

১২। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর চিত্ত সুবিমুক্ত হয়? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর চিত্ত রাগ বা আসক্তি হতে মুক্ত হয়, দ্বেষ হতে মুক্ত হয়, মোহ বা অবিদ্যা হতে মুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন হয়।

১৩। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়? ভিক্ষুগণ,

---

[১]। তথা হতে আগত অর্থাৎ সেখান হতে আগত বলতে এক ভব হতে অন্য ভবে গমনাগমনশীল সত্বদের বুঝায়। সেহেতু এস্থলে তথাগত শব্দটি সত্ত্ব বা প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। জীবাত্মা মৃত্যুর পর থাকে বলতে শাশ্বতবাদ, সংজ্ঞীবাদ, অসংজ্ঞীবাদ, নৈবসংজ্ঞী-না-সংজ্ঞীবাদকে বুঝায়।

[২]। 'জীবাত্মা মৃত্যুর পর থাকে না' বলতে নাস্তি বা উচ্ছেদবাদ।

[৩]। 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না আবার থাকে'—এটা একাংশ শাশ্বত ও একাংশ উচ্ছেদবাদের অন্তর্গত।

[৪]। 'মৃত্যুর তথাগত থাকে ও না আবার না থাকে তাও না'—ইহা অমর বিক্ষেপবাদের দ্যোতক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রকৃষ্টরূপে জানে যে 'আমার নিকট বিদ্যমান রাগসক্তি, দ্বেষ ও মোহের মূলোৎপাটন হয়েছে, মস্তক ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় পুনঃ আবির্ভাবে অক্ষম এবং ভবিষ্যতে তা উৎপন্ন হতে পারবে না।'

১৪। ভিক্ষুগণ, যে সকল আর্যগণ অতীতে আর্য-আবাসে অবস্থান করেছিলেন, তারা সকলেই এই দশ প্রকার আর্য-আবাসেই অবস্থান করেছিলেন; যে সকল আর্যগণ বর্তমানে আর্য-আবাসে অবস্থান করছেন, তারা সকলেই এই দশ প্রকার আর্য-আবাসেই অবস্থান করছেন এবং যে সকল আর্যগণ ভবিষ্যতে আর্য-আবাসে অবস্থান করবেন তারাও এই দশ প্রকার আর্য-আবাসেই অবস্থান করবেন।

ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে দশ প্রকার আর্য-আবাস যেখানে আর্যগণ অবস্থান করেছিল, করছেন এবং করবেন।" দশম সূত্র।

নাথ বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দান- সূত্রসূচি

"শয্যাসন, পঞ্চাঙ্গ, সংযোজন ও চেতোস্খিল,
অপ্রমাদ, আহুনীয় এথায় হলো বিবৃত;
নার্থ, আর্যবাস সূত্র চতুর্গুণে ভাষিত,
দশ সূত্র যোগে হল নাথ বর্গ সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) ৩. মহাবর্গ

(ক) সীহনাদ সুত্তং- সিংহনাদ সূত্র

২১.১। "হে ভিক্ষুগণ, পশুরাজ সিংহ সায়াহ্নকালে (সন্ধ্যায়) বাসস্থান হতে বের হয়ে জৃম্ভন করে (হাই তুলে)। হাই তুলার পর চারিদিকে অবলোকন করে তিনবার সিংহনাদ বা গর্জন করে। তিনবার নিনাদ করার পর পশুরাজ সিংহ চারণ ভূমিতে গমন করে। তার কারণ কী? কারণ সে চিন্তা করে যে 'বিপথে বিচরণরত ক্ষুদ্র প্রাণীদের যাতে আমি আক্রমণ না করি।'

২। ভিক্ষুগণ, এখানে 'সিংহ' শব্দটি তথাগত, অরহ্ত, সম্যকসম্বুদ্ধের অপর একটি অধিবচন বা শ্রেষ্ঠার্থসূচক নাম। ভিক্ষুগণ, যখন তথাগত পরিষদে[১] ধর্মদেশনা করেন তখন তা হচ্ছে তা সিংহনাদ।

৩। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার বল বা ক্ষমতা রয়েছে যে সমস্ত বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র[২] প্রকাশ করেন। সেই দশ প্রকার বল কী কী? যথা :

৪। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে তথাগত স্থানকে স্থানরূপে, অস্থানকে অস্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত অতীত, অনাগত ও ভবিষ্যৎ কর্মের কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে বিপাক সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত সর্বগামী প্রতিপদা (সর্ববিধ গতিগামী মার্গ) যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে

---

[১]। অথকথানুসারে পবিষদ আট প্রকার; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ, চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, মার এবং ব্রহ্মপরিষদ।

[২]। ব্রহ্ম অর্থে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম। এবং চক্র অর্থে ধর্মচক্র। সেহেতু ব্রহ্মচক্র বলতে শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্রই জ্ঞাতব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত জগৎকে অনেক ধাতু ও নানা ধাতুরূপে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত সত্ত্বদের বহুপ্রকার অভিপ্রায় সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞাত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত অন্য সত্ত্বদের (প্রধান সত্ত্ব) অন্য পুদ্গলদের (প্রধানসত্ত্ব হতে হীন) মনোভাব সম্পর্কে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, অপবিত্রতা, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি[এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপরজীবগণকে দেখতে পান। ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব ও স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

৫। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার বল বা ক্ষমতা; যে সমস্ত বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরু-গম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।" প্রথম সূত্র।

(খ) অধিবুত্তিপদ সুত্তং-অধিবুত্তি পদ সূত্র

২২.১। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে আনন্দ, যে সকল ধর্ম সেই সেই মতবাদ অভিজ্ঞার দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপলব্ধির জন্য পরিচালিত করে, আনন্দ, আমি বিশারদের ন্যায় তা জানি। সেই সেই দৃষ্টি (ধারণা) বা অপর আশয় জ্ঞাত হয়ে সেই সেই ধর্ম দেশনা করতে যেরূপ যেরূপভাবে প্রতিপন্ন হবে। যেমন, একজন ব্যক্তির যা আছে তা আছে বলে জ্ঞাত হবে, যা নেই তা নেই বলে জ্ঞাত হবে; হীনকে (হীন ধর্মকে) হীন বলে জ্ঞাত হবে; প্রণীত বা শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞাত হবে, সউত্তরকে সউত্তর বলে জ্ঞাত হবে; অনুত্তরকে অনুত্তর বলে জ্ঞাত হবে। যেরূপ যেরূপে তা জ্ঞাতব্য, দ্রষ্টব্য ও গভীরভাবে উপলব্ধি করণীয় সেই সেইভাবেই তা সে জ্ঞাত হবে, দর্শন করবে ও উপলব্ধি করবে, এরূপ কারণ বিদ্যমান। আনন্দ, এরূপ অনুত্তর জ্ঞান অর্থাৎ তত্রতত্র যথাভূত জ্ঞান হতে অন্য কোনো উত্তরিতর, প্রণীততর, জ্ঞান নাই বলে আমি ঘোষণা করছি।

৩। আনন্দ, দশ প্রকার বল বা ক্ষমতা রয়েছে যে সমস্ত বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন। সেই দশ প্রকার বল কী কী? যথা :

৪। আনন্দ, এক্ষেত্রে তথাগত স্থানকে স্থানরূপে, অস্থানকে অস্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন। আনন্দ, ইহা তথাগতের এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত অতীত, অনাগত ও ভবিষ্যৎ কর্মের কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে বিপাক সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত সর্বগামী প্রতিপদা (সর্ববিধ গতিগামী মার্গ) যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত জগৎকে অনেক ধাতু ও নানা ধাতুরূপে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত সত্ত্বদের বহুপ্রকার অতিপ্রায় সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞাত হয়। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ আনন্দ, তথাগত অন্য সত্ত্বদের (প্রধান সত্ত্ব) অন্য পুদ্গলদের (প্রধানসত্ত্ব হতে হীন) মনোভাব সম্পর্কে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, অপবিত্রতা, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞাত হন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। আনন্দ, এই যে তথাগত বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপরজীবগণকে দেখতে পান। ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

পুনশ্চ, আনন্দ, তথাগত ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব ও স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। আনন্দ, ইহা তথাগতের অপর এক প্রকার বল, যে বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।

৫। আনন্দ, এই দশ প্রকার বল বা ক্ষমতা; যে সমস্ত বলে বলীয়ান হয়ে তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন ও সিংহনিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরু-গম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) কায সুত্তং- কায় সূত্র

২৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো (অকুশল) ধর্ম আছে যা কায় দ্বারা প্রহাণযোগ্য বাক্য দ্বারা নয়; কোনো কোনো ধর্ম আছে যা বাক্য দ্বারা প্রহাণীয় কায় দ্বারা নয়; এবং কোনো কোনো ধর্ম আছে যা প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনেই প্রহাতব্য কায় কিংবা বাক্য দ্বারা নয়।

২। ভিক্ষুগণ, কীরূপ ধর্ম আছে যা কায় দ্বারা প্রহাণযোগ্য বাক্য দ্বারা নয়?

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কায়ের দ্বারা সামান্য মাত্রায় অকুশলগ্রস্ত হয়। তা বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীগণ জ্ঞাত হয়ে কায়িক অকুশলগ্রস্ত ভিক্ষুকে এরূপ বলেন, 'হে আয়ুষ্মান, আপনি কায় দ্বারা সামান্য পরিমাণে অকুশলগ্রস্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছেন। সেহেতু, আপনি উত্তমরূপে কায় দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে কায় সুচরিত্র অনুশীলন করুন। সে বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীদের দ্বারা এরূপে উপদিষ্ট হয়ে কায় দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে কায় সুচরিত্র অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, সেহেতু ইহাকে বলা হয়I'কায় দ্বারা প্রহাণযোগ্য, বাক্য দ্বারা নয়।'

৩। ভিক্ষুগণ, কীরূপ ধর্ম আছে যা বাক্য দ্বারা প্রহাণীয় কায় দ্বারা নয়?

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বাক্য দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রায় অকুশলগ্রস্ত হয়। তা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা জ্ঞাত হয়ে বাচনিক অকুশলগ্রস্ত ভিক্ষুকে এরূপ বলেন, 'হে আয়ুষ্মান, আপনি বাক্য দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রায় অকুশল প্রাপ্ত হয়েছেন। সেহেতু, আপনি উত্তমরূপে বাচনিক দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত্র অনুশীলন করুন। সে বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীদের দ্বারা এরূপে উপদিষ্ট হয়ে বাচনিক দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত্র অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ, সেহেতু ইহাকে বলা হয়I'বাক্য দ্বারা প্রহাণযোগ্য কায় দ্বারা নয়।'

৪। ভিক্ষুগণ, কীরূপ ধর্ম আছে যা প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনেই প্রহাতব্য কায় কিংবা বাক্য দ্বারা নয়?

ভিক্ষুগণ, লোভ হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম। দ্বেষ-মোহ ও হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম। ক্রোধ, উপনাহ (দোষ অন্বেষণ), ম্রক্ষ (অন্যের নিন্দকারী), পলাস (ঘৃণা), মাৎর্সয (কৃপণতা) এ সমস্তও হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পাপ ঈর্ষা (পরশ্রীকারতা) হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, পাপ ঈর্ষা কীরূপ? যেমন, গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্রের ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য বৃদ্ধি পেলে তথায় কোনো কোনো দাস বা অনাহারীর এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় যে 'অহো, গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রের যাতে ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য বৃদ্ধি না হয়।' আবার, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথেচ্ছা লাভ করলে অন্যান্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় যে 'অহো, এরা চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথেচ্ছা লাভ না করুক।' ভিক্ষুগণ, একেই পাপ ঈর্ষা বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পাপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, পাপ ইচ্ছা কীরূপ? যেমন, জগতে কোনো কোনো বীতশ্রদ্ধ ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে শ্রদ্ধাবান বলে জানুক'; কোনো কোনো দুঃশীল ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে শীলবান বলে জানুক'; কোনো কোনো অল্পশ্রুত ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে বহুশ্রুত বলে জানুক'; কোনো কোনো সংঘপ্রিয় ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে প্রবিবেকসম্পন্ন (নির্জনবিহারী) বলে জানুক'; কোনো কোনো হীনবীর্য ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে আরব্ধবীর্যবান বলে জানুক'; কোনো কোনো (ধর্ম-বিনয়ে) অমনোযোগী ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে মনোযোগী বলে জানুক'; কোনো কোনো অসমাহিত চিত্তসম্পন্ন ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে সমাহিত চিত্তসম্পন্ন বলে জানুক'; কোনো কোনো দুষ্প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে 'আমাকে সকলে প্রজ্ঞাবান বলে জানুক'; কোনো কোনো আসবযুক্ত বা আসক্তিপরায়ণ ভিক্ষু এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করে যে 'আমাকে সকলে (বিষয় আশয়ে) অনাসব বা আসব মুক্ত বলে জানুক।' ভিক্ষুগণ, ইহাকে পাপ ইচ্ছা বলে। ভিক্ষুগণ, এগুলো হচ্ছে কায় কিংবা বাক্য দ্বারা অপ্রহাণীয় কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে প্রহাণীয় ধর্ম।

৫। যদি ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ বিহ্বল (অভিভূত) করে বিচলিত করে; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ বিহ্বল (অভিভূত) করে বিচলিত করে; ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা ও পাপ আকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল (অভিভূত) করে বিচলিত করে; তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে বিচলিত করে।' তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে বিচলিত করে।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে বিচলিত করে।'

৬। যদি ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ বিহ্বল না করে বিচলিত না করে; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ বিহ্বল না করে বিচলিত না করে; ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা ও পাপ আকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল না করে ও বিচলিত না করে; তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং বিচলিত করে না।' তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং বিচলিত করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং বিচলিত করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং বিচলিত করে না।'

পুনশ্চ, তার এরূপ জ্ঞাত থাকা উচিত যে 'এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং বিচলিতও করে না।'" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) মহাচুন্দ সুত্তং- মহাচুন্দ সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৪.১। একসময় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ[১] সব্রহ্মচারীদের সহিত চেতী'তে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ সমবেত ভিক্ষুদের "আবুসোগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো" বলে ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর মহাচুন্দ এরূপ বললেন :

২। "হে আবুসোগণ, জ্ঞান সংক্রান্ত আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি ও দর্শন করেছি।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে স্থিত হয়; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়। তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না।

---

[১]। **মহাচুন্দ** ছিলেন ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সারিপুত্রের পরে প্রব্রজিত হয়ে তারই আশ্রয়ে ষড়াভিজ্ঞাসহ অরহত্ব ফল লাভ করেন (থেরগাথা, পৃ. ১৫৮)। পালি সাহিত্যে মহাচুন্দ, চুল্লচুন্দ এবং চুন্দ সমনুদ্দেস নামে তিনটি নামের ব্যবহার রয়েছে। অথকথাচার্যদেরও এই তিনটি নাম নিয়ে সংশয়াপন্ন হতে দেখা যায়। বিস্তৃতার্থ দেখুন—
Pali Proper Names by G.P.Malalasekera,Vol.1.Page no. 878.

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

৩। আবুসোগণ, ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে স্থিত হয়; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়। তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে স্থিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

৪। আবুসো ভিক্ষুগণ, জ্ঞান ও ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, আমি ধর্ম দর্শন করেছি; আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে স্থিত হয়; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়। তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

৫। যেমন, আবুসোগণ, দরিদ্র পুরুষ সমৃদ্ধিতার কথা বলে; ধনহীন পুরুষ ধন সম্পদ বিষয়ক আলাপ করে এবং অভোগী পুরুষ ভোগ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে। ধনবৃদ্ধির উপলক্ষ সৃষ্টি হলে এবং ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য লাভের সুযোগ আসলেও সে তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। অন্যরা তাকে এরূপে জানতে পারে যে এই দরিদ্র পুরুষ সমৃদ্ধিতার কথা বলে, ধনহীন পুরুষ ধন সম্পদ বিষয়ক আলাপ করে এবং এই অভোগী পুরুষ ভোগ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে। তার কারণ কী? কেননা এই ব্যক্তি ধনবৃদ্ধির উপলক্ষ সৃষ্টি হলে এবং ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য লাভের সুযোগ আসলেও সে তা অর্জনে ব্যর্থ হয়।'

৬। এরূপেই আবুসোগণ, জ্ঞান ও ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, আমি ধর্ম দর্শন করেছি; আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে স্থিত হয়; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়। তবে তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে স্থিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন না; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে স্থিত হয়।

৭। আবুসোগণ, জ্ঞান সংক্রান্ত আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি ও দর্শন করেছি।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না। তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

৮। আবুসোগণ, ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না। তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

৯। আবুসো ভিক্ষুগণ, জ্ঞান ও ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, আমি ধর্ম দর্শন করেছি; আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না। তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

১০। যেমন, আবুসোগণ, আঢ্য পুরুষ সমৃদ্ধিতার কথা বলে, ধনবান পুরুষ ধন সম্পদ বিষয়ক আলাপ করে এবং ভোগবান পুরুষ ভোগ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে। সে ধনবৃদ্ধির উপলক্ষ সৃষ্টি হলে এবং ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য লাভের সুযোগ আসলেও সে তা অর্জনে সক্ষম হয়। অন্যরা তাকে এরূপে জানতে পারে যে 'এই সমৃদ্ধ পুরুষ সমৃদ্ধিতার কথা বলে, এই ধনবান পুরুষ ধন-সম্পদ বিষয়ক আলাপ করে এবং এই ভোগবান পুরুষ ভোগ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করে। তার কারণ কী? এই ব্যক্তি অধিকন্তু ধনবৃদ্ধির উপলক্ষ সৃষ্টি হলে এবং ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য লাভের সুযোগ আসলেও সে তা অর্জনে সক্ষম হয়।

১১। এরূপেই আবুসোগণ, জ্ঞান ও ভাবনা বিষয়ে আলাপের সময় ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমি ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, আমি ধর্ম দর্শন করেছি; আমার কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত ও প্রজ্ঞা ভাবিত।' আবুসো ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধও অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না; উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, মাৎর্সয, পাপ ঈর্ষা এবং পাপেচ্ছা বা পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিতও হয় না। তার এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে লোভ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে লোভ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে দ্বেষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মোহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মোহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে ক্রোধ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে উপনাহ উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে উপনাহ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে ম্রক্ষ উৎপন্ন হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেহেতু আয়ুষ্মানকে ম্রক্ষ অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পলাস উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পলাস অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে মাৎসর্য উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে মাৎসর্য অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ ঈর্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।

পুনশ্চ, তার এরূপ এরূপ জ্ঞাত হওয়া উচিত যে এই আয়ুষ্মান তা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; যা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থাকলে পাপ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না। সেহেতু আয়ুষ্মানকে পাপ আকাঙ্ক্ষা অভিভূত করে না এবং স্থিত হয় না।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) কসিন সুত্তং- কৃৎস্ন সূত্র

২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার কৃৎস্ন আয়তন আছে। সেই দশ প্রকার কৃৎস্ন আয়তনসমূহ কী কী? যেমন :

কেউ কেউ পৃথিবী কৃৎস্নকে ঊর্ধ্বে, অধেঃ, চারিপাশে, অদ্বৈতরূপে এবং অপ্রমাণভাবে জানে; কেউ কেউ আপ বা জল কৃৎস্নকে ঊর্ধ্বে, অধেঃ, চারিপাশে, অদ্বৈতরূপে এবং অপ্রমাণভাবে জানে; তেজ কৃৎস্ন, বায়ু কৃৎস্ন, নীল কৃৎস্ন, পীত বা হলুদ কৃৎস্ন, লোহিত বা লাল কৃৎস্ন, শ্বেত বা সাদা কৃৎস্ন, আকাশ কৃৎস্ন এবং বিজ্ঞান কৃৎস্নকেও ঊর্ধ্বে, অধেঃ, চারিপাশে, অদ্বৈতরূপে এবং অপ্রমাণভাবে জানতে পারে।

ভিক্ষুগণ, এ সকল হচ্ছে দশ কৃৎস্ন আয়তন।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) কালী সুত্তং- কালী সূত্র

২৬.১। একসময় মহাকাত্যায়ন[১] অবন্তী প্রদেশের[১] কুরুরঘরের

---

[১]। **মহাকাত্যায়ন স্থবির** সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল (অঙ্গুত্তর নিকায়, এক নিপাত, ৩০ পৃ. অনু-সুমঙ্গল বড়ুয়া)। বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। উজ্জেনীর রাজা চন্ডপ্রদ্যোতের পুরোহিতের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণময় দেহবর্ণের জন্য কাঞ্চন মানব এবং গোত্রের নাম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সন্নিকটস্থ পবত্ত নামক পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর কুরুরঘরের জনৈক কালী[২] নাম্নী উপাসিকা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই কুরুরঘরের কালী নাম্নী উপাসিকা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক কুমারী প্রশ্নে বলা হয়েছে যে

'প্রিয় ও সুখরূপ সেনাদল করে পরাজিত,
সদর্থ ও হৃদয়ের শান্তি আমার হয়েছে অর্জিত;
একাকী নিরালায় করে ধ্যান হয়েছি সুখ প্রাপ্ত,
তাই অন্যের সাথে নই আমি কদাচ সম্পৃক্ত।
পারস্পারিক মিত্র বন্ধন যত প্রকার হয়,
সেরূপ বন্ধন আমাতে মানানসই নয়।'

ভন্তে, ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কীরূপ?

৩। "হে ভগ্নী, পৃথিবী কৃৎস্ন সমাপত্তিতে সুদক্ষ কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তা দ্বারা (সেই সমাপত্তি দ্বারা) তাদের মঙ্গল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান সেই পৃথিবী কৃৎস্ন সমাপত্তির চূড়ান্ত অবস্থান পর্যন্ত জ্ঞাত হয়েছিলেন। তা জ্ঞাত হয়ে ভগবান তার মূল তলিয়ে দেখলেন, সেই বিষয়ের যাবতীয় আদীনব বা দোষ বিচার করে দেখলেন, তার নিঃসরণ বা মুক্তির বিষয় দেখতে পেলেন এবং মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শন

কচ্চান বা কাত্যায়ন হওয়ায় তিনি কাত্যয়িন নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপাদান গ্রন্থ, ২য় খণ্ডে দেখা যায়, কাত্যায়ন স্থবিরের পিতার নাম তিরীটিবচ্ছ বা তিদিববচ্ছ এবং মাতার নাম চন্দপদুম। ৩১৮ পৃ. থেরগাথায় বিস্তৃতার্থ দ্রষ্টব্য।

[১]। **অবন্তী-** বুদ্ধের সময়ে প্রসিদ্ধ রাজতান্ত্রিক চারটি রাজ্যের মধ্যে এটি একটি। অপর তিনটি হল মগধ, কোশল ও বংশ বা বত্স। অবন্তীও ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে অন্যতম। এর রাজধানী হল **উজ্জেনী** কিন্তু দীর্ঘনিকায়, ২য় খণ্ডের সূত্রানুযায়ী, **মহিস্সতি** ছিল এর সমসাময়িক রাজধানী। মূলতঃ অবন্তী উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরের রাজধানী উজ্জেনী এবং দক্ষিণের রাজধানী ছিল **মহিস্সতি**। তথ্যসূত্র- Bhandarkar: Carmichael Lectures (1918), p. 54.

[২]। ইনি ছিলেন বৌদ্ধ মহিলাদের মধ্যে অগ্র স্রোতাপন্নালাভী অঙ্গুত্তর নিকায় অত্থকথা, ১ম খণ্ড, ১৩৩; সংযুক্ত নিকায় অত্থকথা, ১ম খণ্ড, ২০৮। কুরুরঘরিকা নামেও ইনি ছিলেন পরিচিত। সোণকুটিকন্ন-এর মাতা হতেন কুরুরঘরিকা কালী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিবেচনাপূর্বক দেখতে পেলেন। সেরূপে মূল, আদীনব, নিঃসরণ এবং মার্গ-অমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শনহেতু ভগবানের সদর্থ বা নিজ মঙ্গল সাধিত হয়েছে এবং হৃদয়ের শান্তি প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভগ্নী, জল কৃৎস্ন, তেজ কৃৎস্ন, বায়ু কৃৎস্ন, নীল কৃৎস্ন, পীত কৃৎস্ন, লোহিতকৃৎস্ন ওদাত বা শ্বেত কৃৎস্ন, আকাশ কৃৎস্ন এবং বিজ্ঞান কৃৎস্ন সমাপত্তিতেও সুদক্ষ কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ তা দ্বারা তাদের মঙ্গল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান সেই কৃৎস্ন সমাপত্তিসমূহের চূড়ান্ত অবস্থান পর্যন্ত জ্ঞাত হয়েছিলেন। তা জ্ঞাত হয়ে ভগবান তার মূল তলিয়ে দেখলেন, সেই বিষয়ের যাবতীয় আদীনব বা দোষ বিচার করে দেখলেন, তার নিঃসরণ বা মুক্তির বিষয় দেখতে পেলেন এবং মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শন বিবেচনাপূর্বক দেখতে পেলেন। সেরূপে মূল, আদীনব, নিঃসরণ এবং মার্গ-অমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দর্শনহেতু ভগবানের সদর্থ বা নিজ মঙ্গল সাধিত হয়েছে এবং হৃদয়ের শান্তি প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভগ্নী, একারণে ভগবান কর্তৃক কুমারী প্রশ্নে বলা হয়েছে যে

'প্রিয় ও সুখরূপ সেনাদল করে পরাজিত,
সদর্থ ও হৃদয়ের শান্তি আমার হয়েছে অর্জিত;
একাকী নিরালায় করে ধ্যান হয়েছি সুখ প্রাপ্ত,
তাই অন্যের সাথে নই আমি কদাচ সম্পৃক্ত।
পারস্পারিক মিত্র বন্ধন যত প্রকার হয়,
সেরূপ বন্ধন আমাতে মানানসই নয়।'

ভগ্নী, ভগবান কর্তৃক ভাষিত এই সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ এরূপেই জানা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) মহাপঞ্হা সুত্তং- মহাপ্রশ্ন সূত্র

২৭.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বহু সংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক শ্রাবস্তীতে পিন্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো‘আমরা শ্রাবস্তীতে অতি শীঘ্র পিন্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হয়েছি। সেহেতু যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রম রয়েছে আমরা এখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেখানেই গমন করি।'

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে প্রীতিপূর্ণ কথা বললেন। প্রীতিপূর্ণ কথা ও কুশল বিনিময় করে ভিক্ষুগণ একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুদেরকে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

২। "হে বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম নিজ শ্রাবক বা শিষ্যদের এরূপে ধর্মদেশনা করেন যে 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে (এই ধর্ম-বিনয়ে) আগমনপূর্বক সর্ববিধ ধর্ম (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হও; সর্ববিধ ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর।'

বন্ধুগণ, আমরাও নিজ নিজ শ্রাবকদের এরূপ ধর্মদেশনা করে থাকি; যথা 'হে আবুসোগণ, তোমরা এখানে (এই ধর্ম-বিনয়ে) আগমনপূর্বক সর্ববিধ ধর্ম (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হও; সর্ববিধ ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর।'

বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে গৌতম ও আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের মধ্যে কে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্টসম্পন্ন? কে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ? এবং এক্ষেত্রে গৌতম ও আমাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যই বা কী?"

৩। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষণ আনন্দসহকারে গ্রহণও করলেন না আবার নিন্দাও করলেন না। অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষণ আনন্দসহকারে গ্রহণ না করে এবং নিন্দাও না করে 'এই ভাষণের অর্থ ভগবান বুদ্ধের নিকট হতে জ্ঞাত হব' এরূপ চিন্তা করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তারপর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে পিন্ডচারণ করে আহারকৃত্য শেষ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪। "ভন্তে, আমরা পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিন্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। তখন আমাদের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো যে 'আমরা শ্রাবস্তীতে অতি শীঘ্র পিন্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হয়েছি। সেহেতু যেখানে অন্যতীর্থিয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিব্রাজকদের আশ্রম রয়েছে আমরা এখন সেখানেই গমন করব।

অতঃপর আমরা যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে প্রীতিপূর্ণ কথা বলি। প্রীতিপূর্ণ কথা এবং কুশল বিনিময়ের পর একপার্শ্বে উপবেশন করি। একান্তে উপবেশনের পর সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আমাদেরকে এরূপ বললেন :

৫। "হে বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম নিজ শ্রাবক বা শিষ্যদের এরূপে ধর্মদেশনা করেন যে 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে (এই ধর্ম-বিনয়ে) আগমনপূর্বক সর্ববিধ ধর্ম (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হও; সর্ববিধ ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর।'

বন্ধুগণ, আমরাও নিজ নিজ শ্রাবকদের এরূপ ধর্মদেশনা করে থাকি; যথা 'হে আবুসোগণ, তোমরা এখানে (এই ধর্ম-বিনয়ে) আগমনপূর্বক সর্ববিধ ধর্ম (বিষয়) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হও; সর্ববিধ ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে অবস্থান কর।'

বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে গৌতম ও আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের মধ্যে কে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্টসম্পন্ন? কে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ? এবং এক্ষেত্রে গৌতম ও আমাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যই বা কী?"

অতঃপর ভন্তে, সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের ভাষণ অভিনন্দন না করে ও নিন্দা না করেI'ভগবানের নিকট এই ভাষণের অর্থ জ্ঞাত হব' এরূপ চিন্তা করে আসন হতে উঠে সেখান হতে প্রস্থান করেছিলাম।"

৬। "হে ভিক্ষুগণ, এরূপ বাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে তোমাদের এরূপ বলা উচিত; যথা : 'হে আবুসোগণ, একটি প্রশ্ন, এক প্রকার উদ্দেশ (অর্থ) ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে; দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে; তিনটি প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে; চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে; পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে; ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে; সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে; আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে; নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে; এবং দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে। ভিক্ষুগণ, এরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জিজ্ঞাসিত হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা তার যথার্থ অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না অধিকন্তু, বিরক্ত হবে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, আমি বলি তা তাদের বোধ শক্তির অতীত। ভিক্ষুগণ, তথাগত, তথাগতের শ্রাবকগণ কিংবা এই ধর্ম বিনয় হতে শ্রবণ ব্যতীত দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন কাকেও আমি দেখছি না, যে এই প্রশ্নসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদানে মনতুষ্টি সাধন করতে পারে।

১০। ভিক্ষুগণ, এই যে একটি প্রশ্ন, এক প্রকার অর্থ ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, এক প্রকার ধর্মে (বিষয়ে) ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই এক প্রকার ধর্ম কী? যথা : 'সকল সত্ত্ব বা জীব আহারের দ্বারাই স্থিত।' ভিক্ষুগণ, এই এক প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে একটি প্রশ্ন, এক প্রকার অর্থ ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, দুই প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই দুই প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'নাম ও রূপ।' ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তিন প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই তিন প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'তিন প্রকার বেদনা (সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা)।' ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, তিন প্রকার প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, চার প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'চতুর্বিধ আহার।' ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'পঞ্চবিধ উপাদান স্বন্ধ।' ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন।' ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, সাত প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই সাত প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :'সাত প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি।' ভিক্ষুগণ, এই সাত প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, আট প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই আট প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'অষ্ট লোকধর্ম।' ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, নয় প্রকার ধর্মে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই নয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'নয় প্রকার সত্ত্বাবাস।' ভিক্ষুগণ, এই নয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে। তা কী কারণে বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই দশ প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'দশবিধ অকুশল কর্ম পথ।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে, দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।" সপ্তম সূত্র।

(জ) দুতিয মহাপঞ্হসুত্তং- দ্বিতীয় মহাপ্রশ্ন সূত্র

২৮.১। একসময় ভগবান কজঙ্গলের বেলুবনে[১] অবস্থান করছিলেন। সেই সময় কজঙ্গলের স্থানীয় বহু উপাসক যেখানে কজঙ্গলের ভিক্ষুণী (সেই নগরের জনৈকা প্রব্রজ্জিতা) অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন। সেই উপাসকেরা তথায় উপস্থিত হয়ে কজঙ্গলের ভিক্ষুণীকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট উপাসকেরা সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বললেন :

২। "হে আর্যা, ভগবান কর্তৃক মহাপ্রশ্নে বলা হয়েছে যে 'একটি প্রশ্ন, এক প্রকার উদ্দেশ (অর্থ) ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে; দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে; তিনটি প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন

---

[১]। এই বেলুবনে ভগবান মাত্র একবারই অবস্থান করেছিলেন। কজঙ্গল-এর ভিক্ষুনীর সম্বন্ধে অবদান সতক-এ বিস্তৃতার্থ দেখা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকার ব্যাখ্যা আছে; চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে; পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে; ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে; সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে; আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে; নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে; এবং দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' আর্যা, ভগবানেই এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃতার্থ কী?"

৩। "গৃহপতিগণ, আমি ইহার বিস্তৃতার্থ ভগবানের নিকট হতে এক ভাবিতমনা ভিক্ষুদের (অর্হৎ) নিকট হতে সম্মুখাৎ শ্রবণ করি নাই ও প্রতিগ্রহণ করি নাই। তথাপি আমি এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃতার্থ যা মনে করি তা এখন বিবৃত করব। আপনারা উত্তমরূপে তা শ্রবণ করুন মনোনিবেশ করেন। "হ্যাঁ আর্যা" বলে সেই উপাসকেরা ভিক্ষুণীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভিক্ষুণী এরূপ বললেন :

৪। "গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'একটি প্রশ্ন, এক প্রকার অর্থ ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, এক প্রকার ধর্মে (বিষয়ে) ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই এক প্রকার ধর্ম কী? যথা : 'সকল সত্ত্ব বা জীব আহারের দ্বারাই স্থিত।' গৃহপতিগণ, এই এক প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে 'একটি প্রশ্ন, এক প্রকার অর্থ ও এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, দুই প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই দুই প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'নাম ও রূপ।' গৃহপতিগণ, এই দুই প্রকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে‘দুটি প্রশ্ন, দুই প্রকার অর্থ ও দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে।’

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে ‘তিন প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে।’ তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, তিন প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই তিন প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : ‘তিন প্রকার বেদনা (সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা)।’ গৃহপতিগণ, এই তিন প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে‘তিন প্রকার প্রশ্ন, তিন প্রকার অর্থ ও তিন প্রকার ব্যাখ্যা আছে।’

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে ‘চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে।’ তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, চার প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই চার প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : ‘চতুর্বিধ আহার।’ গৃহপতিগণ, এই চার প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে‘চারটি প্রশ্ন, চার প্রকার অর্থ ও চার প্রকার ব্যাখ্যা আছে।’

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে ‘পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে বলা হয়েছে।’ তা কী কারণে বলা হয়েছে?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৃহপতিগণ, পাঁচ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'পঞ্চবিধ উপাদান স্বন্ধ।' গৃহপতিগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে'পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচ প্রকার অর্থ ও পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, ছয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন।' গৃহপতিগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে'ছয়টি প্রশ্ন, ছয় প্রকার অর্থ ও ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, সাত প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই সাত প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :'সাত প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি।' গৃহপতিগণ, এই সাত প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে'সাতটি প্রশ্ন, সাত প্রকার অর্থ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাত প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, আট প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই আট প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'অষ্ট লোকধর্ম।' গৃহপতিগণ, এই আট প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে 'আটটি প্রশ্ন, আট প্রকার অর্থ ও আট প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, নয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই নয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'নয় প্রকার সত্ত্বাবাস।' গৃহপতিগণ, এই নয় প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই বলা হয়েছে 'নয়টি প্রশ্ন, নয় প্রকার অর্থ ও নয় প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

পুনশ্চ, গৃহপতিগণ, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে 'দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।' তা কী কারণে বলা হয়েছে?

গৃহপতিগণ, দশ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। সেই দশ প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : 'দশবিধ অকুশল কর্মপথ।' গৃহপতিগণ, এই দশ প্রকার ধর্মে ভিক্ষু সম্যকরূপে বিরাগ প্রাপ্ত হয়, সম্যকরূপে অপসৃত হয়, সম্যক বিমুক্তি হয়, আদি-অন্তদর্শী হয় এবং যথার্থ কারণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করে। এ কারণেই, এ হেতুতেই ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছেI'দশটি প্রশ্ন, দশ প্রকার অর্থ ও দশ প্রকার ব্যাখ্যা আছে।'

৫। হে গৃহপতিগণ, আমি বুদ্ধ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃতার্থ এরূপই মনে করি। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তথাগতের নিকট গমনপূর্বক এই ভাষণের বিস্তৃতার্থ অর্থ পুনঃ জিজ্ঞাসা করুন। তথাগত আপনাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন সেরূপ অথই অবধারণ করুন।"

"তাই হোক আর্যা" বলে সেই উপাসকেরা ভিক্ষুণীর ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রদক্ষিণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভাগবানকে অভিবাদনপূর্বক তারা একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে সেই উপাসকেরা কজঙ্গলের ভিক্ষুণীর সাথে আলাপ আলোচনার বিষয় আদ্যোপান্ত বুদ্ধকে জানালেন।

(অতঃপর ভগবান বললেন :)

৬। "উত্তম হে গৃহপতিগণ, অতি উত্তম। কজঙ্গল নিবাসী ভিক্ষুণী অত্যন্ত পণ্ডিত ও মহাপ্রজ্ঞাবতী। গৃহপতিগণ, আপনারা যদি এই আসনে উপবিষ্টাবস্থায় এখন তা পুনঃরায় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি তা সেরূপেই ব্যাখ্যা করব, যেরূপে কজঙ্গল নিবাসী ভিক্ষুণী করেছে। এর অর্থ তদনুরূপই ধারণ করুন।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) কোসল সুত্তং- কোশল সূত্র

২৮.১। হে ভিক্ষুগণ, কাসি-কোশল[১] রাজ্য যতদূর বিস্তৃত, যতদূর

---

[১]। কোশলার অধিকৃত ছিল **কোশল রাজ্যটি**। এটা মগধের উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং কাশী রাজ্যের পরে অবস্থিত ছিল। তদনীন্তন ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে এটা দ্বিতীয় ছিল (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃ. ৪র্থ খণ্ড, ২৫২ পৃ. ইত্যাদি)। বুদ্ধের সময়ে এই রাজ্য প্রসেনজিত রাজার মহানুভবে অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সে সময়ে কাশী জনপদ ছিল কোশলের অধীনে। প্রসঙ্গে জাতকের ২খণ্ড, ২৩৭ এবং ৪র্থ খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, মহাকোশলের কন্যা এবং প্রসেনজিতেরবোন কোশলদেবীকে যখন মগধরাজ বিম্বিসার বিবাহ করেন তখন তিনি উপঢৌকন হিসেবে কাশীর অন্তর্গত একটি গ্রাম পান। কোশল ও কাশীর মধ্যকার যুদ্ধ যে অত্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাতক ২য় খণ্ড, ২১; ৩য় খণ্ড, ১১৫, ২১১ এবং ৫ম খণ্ড, ৩১৬, ৪২৫ প্রভৃতিতে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর্যন্ত কোশলরাজ প্রসেনজিতের[১] বিজিত রাজ্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসেনজিৎ কোশলই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, কোশলরাজ প্রসেনজিতেরও বিনাশ ও বিপরিনাম বিদ্যমান। এরূপ দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক তৎপ্রতি বিরক্ত (বিরাগ) হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

২। ভিক্ষুগণ, যতদূর পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্য চারিদিকে মন্ডলাকারে গমন করে এবং সর্বদিক তাদের আলোয় আলোকিত হয়, ঠিক তদ্দূর পর্যন্ত জগৎ সহস্রভাগে বিভক্ত। সেই সহস্র জগতে সহস্র চন্দ্র, সহস্র সূর্য, সহস্র সিনেরু পর্বতরাজ, সহস্র জম্বুদীপ, সহস্র পশ্চিম গোযান, সহস্র উত্তর কুরু, সহস্র পূর্ব বিদেহ, চারি সহস্র মহাসমুদ্র, চার সহস্র মহারাজ, সহস্র চতুর্মহারাজিক, সহস্র ত্রয়োত্রিংশ, সহস্র যাম, সহস্র তুষিত, সহস্র নির্মাণরতী, সহস্র পরনির্মিত বশবর্তী ও সহস্র ব্রহ্মলোক[২] বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, সেই সহস্র লোকধাতু বা জগতের মধ্যে মহাব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মারও বিনাশ ও বিপরিণাম বিদ্যামান। এরূপ দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে

---

[১]। **প্রসেনজিত-** ইনি ছিলেন কোশল রাজ্যের রাজা এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি ছিলেন মহাকোশল রাজার পুত্র। লিচ্ছবী মহালী ও মল্ল যুবরাজ বন্ধুলসহ প্রসেনজিত তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করেন। শিক্ষা সমাপনে প্রত্যাবর্তনের পর প্রসেনজিতের বিদ্যা-কলা-কৌশল নৈপুণ্যে পিতা মহাকোশল সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাজরূপে অভিসিক্ত করেন (ধর্মপদ অথকথা, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ)।

[২]। **ব্রহ্মলোক-** ব্রহ্মাগণের জগৎকে ব্রহ্মলোক বলা হয়। ব্রহ্মলোকের মধ্যে 'প্রজাপতি' হতে 'বিভূ' পর্যন্ত ১৬ প্রকার রূপলোক এবং 'আকাশ অনন্ত আয়তন' হতে 'নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা আয়তন' পর্যন্ত ৪ প্রকার অরূপ ব্রহ্ম ভূমি রয়েছে। ব্রহ্মলোক হচ্ছে কাম বিবর্জিত স্থান। ব্রহ্মলোকে কোন নারী রূপ উৎপন্ন হয় না (ধর্মপদ অথকথা, ১ম খণ্ড,২৭০ পৃ.)। ইহলোকে নারীদের মধ্যে যারা ধ্যানবল প্রাপ্ত হন, তারা দেহান্তে পুরুষাকারে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যতীত বহু মুনি-ঋষিদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির বিষয় জাতক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে দেখা যায় (জাতক, ২য় খণ্ডের ৪৩, ৬৯, ৯০ নং; ৫ম খণ্ডের ৯৮ নং প্রভৃতি)। ভাবনা বা চিত্তের একাগ্রতা অর্জনের মাধ্যমে বক ব্রহ্মার ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও কোন কোন জনের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির ঘটনাও দেখা যায়। তথ্যসূত্র- মধ্যম নিকায়, মূল পঞ্চাশক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

৩। ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন এই জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মহাপ্রলয় কালে জগতের বহুসংখ্যক সত্ত্ব আভস্বর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। সেখানে তারা মনোময়, প্রীতি আস্বাদনকারী, স্বয়ং প্রভাস্বর, অন্তরীক্ষচর ও যশস্বী হয়ে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, জগতের মহাপ্রলয় কালে প্রভাস্বর ব্রহ্মাগণ সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, আভস্বর ব্রহ্মাদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম বিদ্যমান। এরূপ দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

৪। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার কৃৎস্ন আয়তন রয়েছে। সেই দশ কী কী? যথা, একজন পৃথিবী কৃৎস্নকে উদ্ধ, অধঃ, তির্যক, অযুগ্ম এবং অপ্রমাণভাবে জানে; এভাবে একজন আপ বা জল, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আকাশ এবং বিজ্ঞান কৃৎস্নকে উদ্ধ, অধঃ, তির্যক, অযুগ্ম এবং অপ্রমাণভাবে জানে। এই দশ প্রকারই হচ্ছে কৃৎস্ন আয়তন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার কৃৎস্ন আয়তনের মধ্যে বিজ্ঞান কৃৎস্ন আয়তনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যা একজন উদ্ধ, অধঃ, তির্যক, অযুগ্ম এবং অপ্রমাণভাবে জানে। ভিক্ষুগণ, এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বগণ বিদ্যমান। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

৫। ভিক্ষুগণ, আট প্রকার অভিভূ আয়তন রয়েছে। সেই আট প্রকার কী কী? যথা, এক্ষেত্রে একজন নিজমধ্যে (অধ্যাত্ম) রূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক সীমাবদ্ধ সুর্বণ-দূর্বণ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে প্রথম অভিভূ আয়তন।

একজন অধ্যাত্ম রূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক অপ্রমাণ সুর্বণ-দূর্বণ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অভিভূ আয়তন।

একজন অধ্যাত্ম অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক সীমাবদ্ধ সুর্বণ-দূর্বণ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে তৃতীয় অভিভূ আয়তন।

একজন অধ্যাত্ম অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক অপ্রমাণ সুর্বণ-দূর্বণ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে চতুর্থ অভিভূ আয়তন।

একজন নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক নীল, নীলরঙ্গা, নীল চিহ্নসম্পন্ন ও উজ্বল নীলাভ রূপসমূহ দর্শন করে। অতসী ফুল[১] যেমন, নীল, নীলরঙ্গা, নীল চিহ্ন এবং উজ্বল নীলাভ কিংবা বেনারসীর নীলরঙ্গা মসলিন কাপড় যেমন উভয় অংশেই নীল, নীলরঙ্গা, নীল চিহ্নসম্পন্ন এবং উজ্বল নীলাভ; ঠিক তদ্রুপ সে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক নীল, নীলরঙ্গা, নীল চিহ্নসম্পন্ন ও উজ্বল নীলাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে পঞ্চম অভিভূ আয়তন।

একজন নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক পীত, পীতরঙ্গা, পীত চিহ্ন ও পীতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। কর্ণিকার ফুল যেমন পীত (স্বর্ণালী), পীতরঙ্গা, পীত চিহ্ন ও পীতাভ; ঠিক তদ্রুপ সে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক পীত, পীতরঙ্গা, পীত চিহ্ন ও পীতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে।ইহা হচ্ছে ষষ্ঠ অভিভূ আয়তন।

একজন নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক লোহিত, লোহিতরঙ্গা, লোহিত চিহ্ন ও রক্তাভ রূপসমূহ দর্শন করে। বন্ধুজীবক ফুল (বা চীনা গোলাপফুল) যেমন লোহিত, লোহিতরঙ্গা, লোহিত চিহ্ন ও রক্তাভ; ঠিক তদ্রুপ সে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক লোহিত, লোহিতরঙ্গা, লোহিত চিহ্ন ও রক্তাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে।ইহা হচ্ছে সপ্তম অভিভূ আয়তন।

একজন নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক শ্বেত, শ্বেতরঙ্গা, শ্বেত চিহ্ন ও শ্বেতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। শুকতারা যেমন শ্বেত, শ্বেতরঙ্গা, শ্বেত চিহ্ন ও শ্বেতাভ; ঠিক তদ্রুপ সে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক শ্বেত, শ্বেতরঙ্গা, শ্বেত চিহ্ন ও শ্বেতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত

---

[১]। মসিনা বা শণফুল। একজাতীয় নীল বর্ণের ফুল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ইহা হচ্ছে অষ্টম অভিভূ আয়তন। ভিক্ষু এই আট প্রকার হচ্ছে অভিভূ আয়তন। ভিক্ষুগণ, এই আট প্রকারের মধ্যে সে-ই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ যে নিজমধ্যে অরূপসংজ্ঞী হয়ে বাহ্যিক শ্বেত, শ্বেতরঙ্গা, শ্বেত চিহ্ন ও শ্বেতাভ রূপসমূহ দর্শন করে। 'তৎ সমস্ত আয়ত্ত্ব করে জ্ঞাত আছি এবং দর্শন করি' এরূপ সংজ্ঞী হয় সে। ভিক্ষুগণ, এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বগণ বিদ্যমান। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

৬। ভিক্ষুগণ, প্রতিপদা (বা আচরণের পন্থা) চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা,- দুঃখকর অথচ মন্থর গতিসম্পন্ন পন্থা বা প্রতিপদা, দুঃখকর অথচ ক্ষীপ্র গতিময় পন্থা, সুখকর অথচ মন্থর গতিসম্পন্ন পন্থা এবং সুখকর অথচ ক্ষীপ্র গতিশীল পন্থা। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে প্রতিপদা বা পন্থা। এই চার প্রকার পন্থার মধ্যে সুখকর অথচ ক্ষীপ্র গতিশীল পন্থাই উৎকৃষ্ট। এরূপ পন্থা অনুশীলনকারী সত্ত্ব-ও বিদ্যমান। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এরূপ পন্থায় প্রতিপন্ন সত্ত্বগণেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

৭। ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা চার প্রকার। সেই চার কী কী? যথা : কেউ কেউ 'সীমাবদ্ধ' (বা সামান্য) এরূপ জ্ঞান লাভ করে, আবার কেউ কেউ 'বিস্তৃত' (বা ব্যাপক) এরূপ জ্ঞান লাভ করে, কেউ কেউ 'অপ্রমাণ' (বা অপরিমিত) এরূপ জ্ঞান লাভ করে, আবার কেউ কেউ 'শূন্যতা ব্যতীত কিছুই নাই' এরূপ জ্ঞান লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে সংজ্ঞা। এই চার প্রকার সংজ্ঞার মধ্যে যে 'শূন্যতা ব্যতীত কিছুই নাই' এরূপ জ্ঞান লাভ করে, সেই উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বও জগতে বিদ্যমান। কিন্তু, এমন সংজ্ঞাসম্পন্ন সত্ত্বদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

৮। ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ের বাইরে এমন মতবাদীদের মধ্যে এরূপ ধারণাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়; যথা :

'পূর্ব কর্ম না হলে মোর,
হতো না এই দেহ-ধর,
অনাগতে জন্ম না হলে আর
কিবা হবে ভবিষ্যতে আমার,,'

ভিক্ষুগণ, এরূপ ধারণা পোষণকারী জনের নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে 'ভবের (উৎপত্তি বা সংসার) মধ্যে যে অপ্রতিকুল্যতা রয়েছে তার নিকট তা পুন-উৎপন্ন হবে না এবং ভব-নিরোধে যে প্রতিকুল্যতা রয়েছে তা-ও তার নিকট উৎপন্ন হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপ ধারণা পোষণকারী সত্ত্ব বিদ্যমান। কিন্তু, এরূপ সত্ত্বগণেরও বিনাশ ও অন্যথাভাব ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

৯। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা পরমার্থ (শ্রেষ্ঠ বা যর্থাথ) বিশুদ্ধি প্রচার করেন। এদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচ্য যারা সর্বতোভাবে অকিঞ্চন-আয়তন ('কিছুই নাই'-এরূপ) অতিক্রমপূর্বক নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অবস্থা লাভ করে অবস্থান করেন। তারা তা উপলব্ধি ও সাক্ষাৎ করার জন্য অপরকে ধর্মোপদেশ দেন। ভিক্ষুগণ, এরূপ মতবাদী সত্ত্বগণও বিদ্যমান। কিন্তু এমন মতাবলম্বীদেরও বিনাশ ও বিপরিণাম ঘটে। তা জ্ঞানযোগে দর্শন করে একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সেরূপ বিরক্তির দরুন তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতি সে আগ্রহহারা হয়, হীন বিষয়ের কথাই বা কী,

১০। ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা ইহজীবনেই পরম নির্বাণপদ প্রচার করেন। এদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা ছয় প্রকার স্পর্শ-আয়তনের সমুদয় বা উৎপত্তি, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব (বা দোষ) এবং নিঃসরণ (মুক্তি) যর্থাথভাবে জ্ঞাত হয়ে উপাদানহীন বিমোক্ষ প্রচার করেন। আর আমিই এরূপ মতবাদী ও এরূপ বর্ণনাকারী। অথচ কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আমাকে অসত্য, বাজে, মিথ্যে ও অভূত বিষয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দোষারোপ করেন যে 'শ্রমণ গৌতম কামসমূহ সম্বন্ধে পরিজ্ঞান বা অর্ন্তদৃষ্টি লাভের জন্য কিছুই প্রচার করেন না, রূপ ও বেদনা বিষয়ক অর্ন্তদৃষ্টি লাভের জন্য ও কিছুই প্রচার করেন না।' ভিক্ষুগণ, আমি কামসমূহের পরিজ্ঞান প্রচার করি, রূপ ও বেদনা বিষয়ক পরিজ্ঞানও প্রচার করি এবং ইহজীবনেই অনাসক্তি, নিবৃতি, প্রশান্তভাবপ্রাপ্ত, উপাদানহীন 'পরিনির্বাণ' সম্বন্ধে প্রচার করি।" নবম সূত্র।

(ঞ) দুতিয কোসল সুত্তং- দ্বিতীয় কোশল সূত্র

৩০.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিত যুদ্ধে[১] বিজয়ী হয়ে অভিসন্ধি পূরণের পর প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ জেতবন আরামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তথায় যতদূর বাহনের মাধ্যমে গমন করা সম্ভব হলো ততদূর পৌচ্ছে বাকি পথ হেঁটেই রাজা জেতবন আরামে উপস্থিত হলেন। সেসময় অনেক ভিক্ষু খোলা আকাশতলে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। অতঃপর কোশল রাজ প্রসেনজিৎ সেই ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন।

"ভন্তে, ভগবান অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ এখন কোথায় অবস্থান করছেন? ভন্তে, আমরা ভগবান তথাগতকে দর্শন করতে ইচ্ছা করছি।"

"হে মহারাজ, ঐ যে আবৃত দরজা দেখা যাচ্ছে সেদিকে অল্পশব্দে গিয়ে বারান্দা পার হোন এবং সংকেতসরূপ কাশিঁ দিয়ে দরজার কড়া নাড়ুন। তারপর ভগবানকে দরজা উম্মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা জানান। ভগবান স্বয়ং দ্বার উন্মোচন করবেন।"

২। অতঃপর রাজা প্রসেনজিৎ সেই আবাসকক্ষের দিকে অল্পশব্দে উপস্থিত হলেন এবং বারান্দা পাড় হয়ে সংকেতসরূপ কাশি দিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। দরজা উন্মুক্ত হলে[২] কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতে প্রবেশ করতঃ ভগবানের পাদদ্বয়ে নিজ মস্তক স্থাপনপূর্বক বন্দনা জ্ঞাপন

---

[১]। মূল পালিতে **'উয্যোধিকা'**- অর্থাৎ ***প্রস্তুতিমূলক যুদ্ধ*** দেয়া থাকলেও অথকথায় বলা হয়েছে রাজা অজাতশত্রুর সাথে প্রকৃত যুদ্ধের কথা।

[২]। তথাগত কোটি কল্পকাল ব্যাপী পূর্ব পূর্ব জন্মে দান ধর্ম সম্পাদন করেছিলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে তথাগত বুদ্ধ যখন ইচ্ছা করেন যে দরজা আবৃত হোক তখন আপনাতেই দরজা উন্মুক্ত হয়। (অথকথা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। ভগবানের পাদ চুম্বন করে নিজ হস্ত দ্বারা পাদ সংবাহন করতে করতে নিজ নাম বলতে লাগলেন, "ভন্তে, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, ভন্তে, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ।"

৩। মহারাজ, আপনি কোনো কারণ দর্শন করে তথাগতের দেহকে এইরূপে সম্মান প্রদর্শন করছেন ও মৈত্রীপূর্ণ অভিবাদন করছেন?"

৪। "ভন্তে, আমি তথাগতের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশের জন্যই তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত বহুজনের হিতার্থে ও সুখার্থে প্রতিপন্ন। তিনি বহুজনকে আর্যধারা যথা : কল্যাণ ধর্মে ও কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। ভন্তে, এই যে তথাগত বহুজনকে আর্যধারা যথা : কল্যাণ ধর্মে ও কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, আমি তা দর্শন করে তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত শীলবান এবং বুদ্ধশীল, আর্যশীল ও কুশলশীলসম্পন্ন এবং কুশলশীলে সমন্নাগত। যেহেতু তথাগত শীলবান এবং বুদ্ধশীল, আর্যশীল ও কুশলশীলসম্পন্ন এবং কুশলশীলে সমন্নাগত। সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত দীর্ঘকালব্যাপী আরণ্যিক এবং অরণ্যের বানপ্রস্থ, বিজন স্থানে (নির্জন) অবস্থান করেন। যেহেতু তথাগত দীর্ঘকালব্যাপী আরণ্যিক এবং অরণ্যের বানপ্রস্থ, বিজন স্থানে (নির্জন) অবস্থান করেন। সেহেতু তা দর্শন করে তথাগতের আমি দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকেন। যেহেতু তথাগত চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকেন। সেহেতু তা দর্শন করে তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত আহ্বানযোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণের যোগ্য এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্য ক্ষেত্র। যেহেতু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগত আহ্বানযোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণের যোগ্য এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্য ক্ষেত্র। সেহেতু তা দর্শন করে তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান যে সমস্ত কথা গম্ভীর ও হৃদয় উন্মুক্তকরণে সহায়ক তদ্রুপ কথা; যথা : অল্পেচ্ছাকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন কথা এবম্বিধ কথায় তিনি যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী হয়। যেহেতু তথাগত যে সমস্ত কথা গম্ভীর ও হৃদয় উন্মুক্তকরণে সহায়ক তদ্রুপ কথা; যথা : অল্পেচ্ছাকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেককথা, অসংসর্গকথা, বীর্যারম্ভকথা, শীলকথা, সমাধিকথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তিকথা ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন কথা এবম্বিধ কথায় তিনি যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী; সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান দৃষ্টধর্মে সুখবিহারসরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী হন। যেহেতু তথাগত দৃষ্টধর্মে সুখবিহারসরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী হন; সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি[এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। যেহেতু তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি[এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। যেহেতু তথাগত বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

পুনশ্চ, ভন্তে, তথাগত আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। যেহেতু, তথাগত আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। সেহেতু তা দর্শন করে আমি তথাগতের দেহকে এরূপে সম্মান প্রদর্শন করছি ও মৈত্রীময় অভিবাদন করছি।

ভন্তে, এখন আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছি। আমাদের বহুকৃত্য, বহু করণীয়।"

"হে মহারাজ, যা বিহিত বলে মনে করেন তা করুন।"

অতঃপর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আসন হতে উঠে তথাগতকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করতঃ প্রস্থান করলেন। দশম সূত্র।

মহাবর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

সিংহনাদ, অধিবুত্তি, কায় পূর্বে ভাষিত,
মহাচুন্দ, কৃৎস্ন, কালী ত্রিবিধ হলো বিবৃত;
মহাপ্রশ্ন, কোশল এথায় দু'য়ে দু'য়ে ব্যক্ত,
দশে মিলে মহাবর্গ এবার হল সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) ৪. উপালি বর্গ

(ক) উপালি সুত্তং- উপালি সূত্র

৩১.১। অনন্তর আয়ুষ্মান উপালি[১] যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন।-

২। "ভন্তে, কী অর্থবশে, কী প্রত্যয়ে তথাগত শ্রাবকদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করেছেন?"

৩। "হে উপালি, দশটি কারণে তথাগত শিষ্যদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করেছেন। সেই দশটি কারণ কী কী?; যথা : সংঘের সুষ্ঠুতার জন্য, সংঘের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্য, দুর্দমনীয় ও কটুভাষী ভিক্ষুদের নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য, সদাচারী ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্য, ইহজীবনেই (অন্যদের) আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য, ভবিষ্যতে আগমনকারীদের আসবসমূহ দমনের জন্য, অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন তথা বর্দ্ধনের জন্য, প্রসন্নদের প্রসন্নতা অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধনের জন্য, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য এবং ন্যায়-নীতি তথা বিনয়ের প্রতি গৌরবতার জন্য। উপালি, এই দশবিধ অর্থবশে, প্রত্যয়ে তথাগত শিষ্যদের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, প্রাতিমোক্ষ নিদের্শ করেছেন।" প্রথম সূত্র।

(খ) পাতিমোক্খট্ঠপনা সুত্তং- প্রাতিমোক্ষ সূত্র

৩২.১। "ভন্তে, প্রাতিমোক্ষ কিরূপে স্থগিত করা ধর্ম সম্মত?"

২। "হে উপালি, দশবিধ কারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

---

[১]। ভগবান বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে উপালি ছিলেন বিনয় বিশারদ, অন্যতম ব্যক্তিত্ব। উপালির উপাধ্যায় হলেন কপ্পিতক, বিনয় পিটক, খণ্ড ৩য়। থেরগাথা অথকথা, ১ম খণ্ড ও অঙ্গুত্তর নিকায় অথকথা ১ম খণ্ড মতে জানা যায় যে তথাগত স্বয়ং উপালিকে সমগ্র বিনয় পিটক সম্পর্কে শিক্ষা দেন। সংঘ উপস্থিতিতে তথাগত উপালিকে বিনয়ধর পদে বিভূষিত করেন। তথ্যসূত্র- অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ২৪; বিনয় পিটক, ৪র্থ খণ্ড, ১৪২। বিনয় পিটকের ৫ম খণ্ড পরিবার গ্রন্থে **'উপালি পঞ্চক'** নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়-ই রয়েছে যেখানে ভগবান বুদ্ধের সাথে উপালির বিনয় সংক্রান্ত আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই দশবিধ কারণ কী কী? যথা : পারাজিকা দোষে দোষী সেই পরিষদে উপবিষ্ট হলে, পরিষদে পারাজিকা সম্বন্ধে আলোচনা চলতে থাকলে, অনুপসম্পন্ন সেই পরিষদে উপবিষ্ট থাকলে, অনুপসম্পন্নের কথা পরিষদে চলতে থাকলে, শিক্ষাপদ প্রত্যাখানকারী ভিক্ষু পরিষদে উপবিষ্ট থাকলে, পরিষদে শিক্ষা প্রত্যাখানের আলোচনা চলতে থাকলে, পন্ডক বা নপুংসক পরিষদে উপস্থিত থাকলে, পরিষদে পন্ডক বা নপুংসক সংক্রান্ত আলোচনা চলতে থাকলে, ভিক্ষুণীদূষক পরিষদে উপস্থিত থাকলে এবং পরিষদে ভিক্ষুণী সংক্রান্ত কথা চলতে থাকলে। উপালি এই দশটি হচ্ছে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করার ধর্ম সম্মত কারণ।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) উব্বাহিকা সুত্তং- বিচারক সূত্র

৩৩.১। "ভন্তে, কত প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুই ভিক্ষুসংঘের মধ্যে মনোনীত হয়ে বিবাদ মীমাংসার ভার প্রাপ্ত হওয়া উচিত?"

২। "হে উপালি, দশ প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুই সংঘের নিকট মনোনীত হয়ে বিবাদ মীমাংসার ভার (দ্বায়িত্ব) প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা : ভিক্ষু শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল পালন করে; আচারগোচরসম্পন্ন হয়; অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে; যে সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ; মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যের দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে এবং দৃষ্টিদ্বারা উত্তমরূপে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; অকম্পিতভাবে বিনয়ে স্থিত থাকে অর্থাৎ বিনয়ের প্রতি গৌরববশতঃ ক্ষুদ্র শিক্ষাপদও লঙ্গন করে না; উভয় প্রতিপক্ষে নিজ নিজ সন্দেহ অপনোদন করাতে সক্ষম হয়, আইন বিধিবদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, বিবেচনা করাতে সক্ষম হয়, নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হয় ও প্রসাদিত করতে সক্ষম হয়, অধিকরণ সমথ তথা উৎপন্ন কলহ উপশম করার ব্যাপারে সুদক্ষ হয়; যথা : সৃষ্ট কলহ সম্পর্কে জানে, সৃষ্ট কলহের কারণ জানে, উৎপন্ন কলহ প্রতিকারে সম্বন্ধে জানে ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকে। উপালি, এই দশবিধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মসমন্বিত ভিক্ষুরই সংঘের নিকট মনোনীত হয়ে বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়া উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) উপসম্পদা সুত্তং- উপসম্পদা সূত্র

৩৪.১। "ভন্তে, কত প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুরই অন্যকে উপসম্পদা প্রদান করা কর্তব্য?"

২। "হে উপালি, দশ প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুরই অন্যকে উপসম্পদা দেয় কর্তব্য। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, উপালি ভিক্ষু শীলবান প্রাতিমোক্ষশীলসম্পন্ন আচারগোচরশীল ও অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে; যে সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয় এবং সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যে, মন ও দৃষ্টিতে উত্তমরূপে মনে রাখে; সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; পীড়িত বা রোগীকে পরিচর্যা করতে সক্ষম হয়; (ব্রহ্মচর্য) অনভিরতি বর্জন করতে ও বর্জন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন দ্বিধা বা উদ্বেগ ধর্মত অপনোদন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি বা ধারণা ধর্মত বিবেচনা করাতে সক্ষম হয়; অধিশীল হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়, অধিচিত্তসম্পন্ন করাতে এবং অধিপ্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়। উপালি, এই দশবিধ ধর্মে সুসমন্বিত ভিক্ষুরই অন্যকে উপসম্পদা দেয়া কর্তব্য।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) নিস্‌সয সুত্তং- নিশ্রয় সূত্র

৩৫.১। "ভন্তে, কত প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুর অন্যকে আশ্রয় প্রদান করা কর্তব্য?"

২। "হে উপালি, দশ প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুরই অন্যকে আশ্রয় প্রদান করা কর্তব্য। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? এক্ষেত্রে, উপালি ভিক্ষু শীলবান প্রাতিমোক্ষশীলসম্পন্ন আচারগোচরশীল ও অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে; যে সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় এবং সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যে, মন ও দৃষ্টিতে উত্তমরূপে মনে রাখে; সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; পীড়িত বা রোগীকে পরিচর্যা করতে সক্ষম হয়; (ব্রহ্মচর্য) অনভিরতি বর্জন করতে ও বর্জন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন দ্বিধা বা উদ্বেগ ধর্মত অপনোদন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি বা ধারণা ধর্মত বিবেচনা করাতে সক্ষম হয়; অধিশীল হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়, অধিচিত্তসম্পন্ন করাতে এবং অধিপ্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়। উপালি, এই দশবিধ ধর্মে সুসমন্বিত ভিক্ষুর অন্যকে নিশ্রয় প্রদান করা কর্তব্য।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) সামণের সুত্তং-শ্রামণের সূত্র

৩৬.১। "ভন্তে, কত প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুর শ্রামণেরকে অনুকম্পা করা কর্তব্য?"

২। "হে উপালি, দশ প্রকার ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষুরই শ্রামণেরকে অনুকম্পা করা কর্তব্য। সেই দশ প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে, উপালি ভিক্ষু শীলবান প্রাতিমোক্ষশীলসম্পন্ন আচারগোচরশীল ও অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে; যে সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয় এবং সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যে, মন ও দৃষ্টিতে উত্তমরূপে মনে রাখে; সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; পীড়িত বা রোগীকে পরিচর্যা করতে সক্ষম হয়; (ব্রহ্মচর্য) অনভিরতি বর্জন করতে ও বর্জন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন দ্বিধা বা উদ্বেগ ধর্মত অপনোদন করাতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি বা ধারণা ধর্মত বিবেচনা করাতে সক্ষম হয়; অধিশীল হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়, অধিচিত্তসম্পন্ন করাতে এবং অধিপ্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করাতে সক্ষম হয়। উপালি, এই দশবিধ ধর্মে সুসমন্বিত ভিক্ষুরই শ্রামণেরকে অনুকম্পা করা কর্তব্য।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) সঙ্ঘভেদ সুত্তং- সংঘভেদ সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৭.১। "ভন্তে, সংঘের ভিন্নতাকেই সংঘভেদ বলে। ভন্তে, কী কারণে সংঘমধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়?"

২। "হে উপালি, যখন ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তারা সংঘভেদ করে ও সংঘের মধ্যে পৃথকভাবে বিনয় কার্যাদি করে এবং পৃথক প্রাতিমোক্ষ উদ্দেস (বর্ণনা) করে। উপালি, এরূপেই সংঘমধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।" সপ্তম সূত্র।

(জ) সঙ্ঘসামগ্গী সুত্তং- সংঘের সমন্বয় সূত্র

৩৮.১। "ভন্তে, সাংঘিক একতাকেই সংঘের সমন্বয় বলা হয়। ভন্তে, কিরূপে সংঘের সমন্বয় হয়?"

২। "হে উপালি, এক্ষেত্রে, ভিক্ষুরা অধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তারা সংঘভেদ করে না ও সংঘের মধ্যে পৃথকভাবে বিনয় কার্যাদি করে না এবং পৃথক প্রাতিমোক্ষ উদ্দেস (বর্ণনা) করে না। উপালি, এরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘের সমন্বয় হয়।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) পঠম আনন্দ সুত্তং- প্রথম আনন্দ সূত্র

৩৯.১। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, সংঘের ভিন্নতাকেই সংঘভেদ বলা হয়। ভন্তে, কী কারণে সংঘমধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়?"

৩। "হে আনন্দ, যখন ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তারা সংঘভেদ করে ও সংঘের মধ্যে পৃথকভাবে বিনয় কার্যাদি করে এবং পৃথক প্রাতিমোক্ষ উদ্দেস (বর্ণনা) করে। আনন্দ, এরূপেই সংঘমধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।"

৪। "ভন্তে, যিনি সংঘের একতা নষ্ট করে তার কী বৃদ্ধি পায়?"

"আনন্দ, যিনি সংঘের একতা নষ্ট করে তার কল্পস্থায়ী দুঃখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"

"ভন্তে, কল্পস্থায়ী দুঃখ কী?"

"আনন্দ, যিনি সংঘভেদক তিনি কল্পকালব্যাপী অপায় নরকে অশেষ দুঃখ পায়।"

"সংঘভেদক গতি পায় নরক লোকে,
কল্প কাল দুঃখ ভোগে অশেষ শোকে;
সংঘচ্যুত, অধার্মিক বিনষ্ট তার যোগক্ষেমাদি,
সংঘভেদ দোষে সে-তো নিরয় ভোগে কল্পাবধি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঞ) দুতিয আনন্দ সুত্তং- দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র

৪০.১। "ভন্তে, সাংঘিক একতাকেই সংঘের সমন্বয় বলা হয়। ভন্তে, কিরূপে সংঘের সমন্বয় হয়?"

২। "হে আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষুরা অধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এই দশটি বিষয়ের মাধ্যমে তারা সংঘভেদ করে না ও সংঘের মধ্যে পৃথকভাবে বিনয় কার্যাদি করে না এবং পৃথক প্রাতিমোক্ষ উদ্দেস (বর্ণনা) করে না। আনন্দ, এরূপে সংঘের সমন্বয় হয়।"

৩। "ভন্তে, যিনি সংঘ মধ্যে একতা সৃষ্টি করেন তার কী বৃদ্ধি পায়?"

"আনন্দ, যে ভিন্ন সংঘকে একতাবদ্ধ করে তার ব্রহ্মপুণ্য অর্জন হয়।"

"ভন্তে, ব্রহ্মপুণ্য কী?"

"আনন্দ, কল্পকাল ব্যাপী স্বর্গে অভিনন্দিত হওয়াকেই ব্রহ্মপুণ্য বলে।"

"সংঘের একতা সদা সুখ পূর্ণ হয়,
একতার অনুগ্রহও সদা সুখময়;
একতারত ধার্মিক, শীলবান যিনি,
অধ্বংসিত যোগক্ষেম, দুঃখমুক্ত তিনি;
সংঘের একতা তিনি করে পুনস্থাপন,
কল্পকাল স্বর্গসুখে আমোদিত হন।" দশম সূত্র।

উপালি বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপালি, প্রাতিমোক্ষ স্থগিত আর বিচারক যথা,
উপসম্পদা, নিশ্রয়, শ্রমণ একই বর্গে গাথা;
ভেদ ও একতা সংঘের আর দু'য়ে আনন্দ কথন,
দশে মিলে উপালি বর্গের হলো বিবরণ ॥

(৫) ৫. আক্রোশ বর্গ

(ক) বিবাদ সুত্তং - বিবাদ সূত্র

৪১.১। অনন্তর আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, কোনো হেতুতে, কোনো প্রত্যয়ে সংঘ মধ্যে বিভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং ভিক্ষুগণ শান্তিতে অবস্থান করতে পারেন না?"

৩। "হে উপালি, এক্ষেত্রে, ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে। উপালি, এ সকল হেতুতে এবং এ সকল প্রত্যয়ই সংঘের মধ্যে বিভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং ভিক্ষুগণ শান্তিতে অবস্থান করতে পারেন না।" প্রথম সূত্র।

(খ) পঠম বিবাদ মূল সুত্তং- প্রথম বিবাদ মূল সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪২.১। "ভন্তে, বিবাদের মূল কারণ কত প্রকার?"

২। "হে উপালি, বিবাদের মূল কারণ হচ্ছে দশ প্রকার। সেই দশ প্রকার মূল কারণ গুলো কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অধর্মকে ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; ধর্মকে অধর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; অবিনয়কে বিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; বিনয়কে অবিনয় বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক ভাষিত, উল্লেখিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনুল্লেখিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত দ্বারা অনুশীলিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অননুশীলিত বলে ব্যাখ্যা করে; তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে; এবং তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করে। উপালি, এই দশটি কারণই বিবাদ সৃষ্টির মূল।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) দুতিয বিবাদ মূল সুত্তং- দ্বিতীয় বিবাদমূল সূত্র

৪৩.১। "ভন্তে, বিবাদের মূল কারণ কত প্রকার?"

২। "হে উপালি, বিবাদের মূল কারণ হচ্ছে দশ প্রকার। সেই দশ প্রকার মূল কারণ গুলো কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুরা অনাপত্তিকে আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; আপত্তিকে অনাপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; লঘু আপত্তিকে গুরুতর আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; গুরুতর আপত্তিকে লঘু আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; দুট্ঠুল্ল (নিকৃষ্টতর) আপত্তিকে অদুট্ঠুল্ল আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; অদুট্ঠুল্ল আপত্তিকে দুট্ঠুল্ল আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; সাবশেষ (অসম্পূর্ণ আছে এমন) আপত্তিকে অনবশেষ আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; অনবশেষ আপত্তিকে সাবশেষ আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে; সপ্রতিকর্ম (প্রতিকারযোগ্য) আপত্তিকে অপ্রতিকর্ম বলে ব্যাখ্যা করে; এবং অপ্রতিকর্ম আপত্তিকে সপ্রতিকর্ম আপত্তি বলে ব্যাখ্যা করে। উপালি, এই দশটি কারণই বিবাদ সৃষ্টির মূল।" দ্বিতীয় সূত্র।

(ঘ) কুসিনারা সুত্তং- কুশীনারা সূত্র

৪৪.১। একসময় ভগবান কুশীনারার বলিহরণের বনসন্ডে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ," ভিক্ষুরা "হ্যাঁ ভন্তে" বলে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, দোষ আরোপকারী ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় পাঁচটি বিষয় নিজ মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বিচার করে এবং সেই পাঁচটি গুণ ধর্ম নিজ মধ্যে আনয়ন করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হয়। এই পাঁচটি বিষয় কী কী যা নিজ মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বিচার ও প্রতিস্থাপন করতে হয়? যথা : দোষ আরোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'আমার কায়িক আচার পরিশুদ্ধ আছে কি? ছিদ্রাদি মল রহিত নির্দোষ পরিশুদ্ধ কায়িক আচারে কি আমি সমন্নাগত? আমার নিকট এই ধর্ম আছে না নাই?' ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর কায়িক আচার পরিশুদ্ধ না থাকে, ছিদ্রাদি মল রহিত নির্দোষ পরিশুদ্ধ কায়িক আচারে সে সমন্নাগত না হয় তাহলে তাকে লোকে বলবে, 'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং কায়িক আচার অভ্যাস করুন।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দোষারোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'আমার বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ আছে কি? ছিদ্রাদি মল রহিত নির্দোষ পরিশুদ্ধ বাচনিক আচারে কি আমি সমন্নাগত? আমার নিকট এই ধর্ম আছে না নাই?' ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ না থাকে, ছিদ্রাদি মল রহিত নির্দোষ পরিশুদ্ধ বাচনিক আচারে সে সমন্নাগত না হলে তাকে লোকে বলবেÍ'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং বাচনিক আচার অভ্যাস করুন।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দোষারোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'সব্রহ্মচারীদের প্রতিক্রোধহীন মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত আমার সর্বদা থাকে কি? আমার নিকট এ ধর্ম বিদ্যমান আছে কি না নাই?' ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুর চিত্ত সর্বদা সব্রহ্মচারীদের প্রতি ক্রোধহীন মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত না থাকে তাহলে তাকে লোকে বলবেÍ'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং মৈত্রীচিত্ত জাগ্রত করুন।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দোষারোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'আমি কি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী? যেই সব ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণময়; যা অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ সম্যকরূপে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে আমি বহুশ্রুত কি? বাক্য দ্বারা বুঝতে পেরেছি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দৃষ্টি দ্বারা সম্যকরূপে বুঝেছি কি?' ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী না হয়, যে সব ধর্ম আদিতে, মধ্যে ও পর্যবসানে কল্যাণময় এবং যা অর্থ ও ব্যঞ্জনসহ সম্যকরূপে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত না হয়; তা ধারণ না করে এবং বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা সম্যকরূপে বুঝতে না পারে তাহলে তাকে লোকে বলবেÍ'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করুন।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দোষারোপকারী ভিক্ষুর অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এরূপ চিন্তা করতে হয় যে 'সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত উভয় প্রাতিমোক্ষ (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ) আমার নিকট কি বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়েছে? আমার নিকট এই ধর্ম আছে কি নাই?' যদি ভিক্ষুগণ, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত উভয় প্রাতিমোক্ষ (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ) ভিক্ষুর নিকট বিস্তৃতভাবে জানা না থাকে, তাহলে 'আয়ুষ্মান, ভগবান বুদ্ধ এ বিষয় কোথায় বলেছেন?' এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না। সেজন্য অন্যরা তখন তাকে বলবেÍ'আয়ুষ্মান, প্রথমে স্বয়ং বিনয় শিক্ষা করুন।' ভিক্ষুগণ, দোষ আরোপকারী ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করার সময় এই পাঁচটি গুণধর্ম নিজ মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বিচার করে তারপরই অন্যের উপর দোষারোপ করতে হয়।

২। ভিক্ষুগণ, অপরকে দোষারোপ করার পূর্বে কোনো পাঁচটি গুণধর্ম নিজ মধ্যে উপস্থাপিত করতে হয়? যথা : (ক) সময়ে বলব, অসময়ে নয়; (খ) যথার্থ বলব, অযথার্থ নয়; (গ) মৃদুতার সাথে বলব, কর্কশভাবে নয়; (ঘ) হিত-মঙ্গলার্থে বলব, অহিতের জন্য নয়; এবং (ঙ) মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে বলব, দ্বেষবশে নয়। ভিক্ষুগণ, অপরকে দোষারোপ করার পূর্বে এই পাঁচটি গুণধর্ম নিজ মধ্যে উপস্থাপিত করতে হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) রাজন্তেপুরপ্পবেসন সুত্তং- রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ সূত্র

৪৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের দশ প্রকার আদীনব (অসুবিধা) রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : রাজা ও রাণী একত্রে বসে থাকার সময় কোনো প্রব্রজ্জিত তখন সেখানে প্রবেশ করলে যদি রাণী প্রব্রজ্জিতকে দেখে হাসে অথবা প্রব্রজ্জিত রাণীকে দেখে হাসে তবে রাজার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় যে 'নিশ্চয়ই এদের গোপন সম্পর্ক আছে, নয়তো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবে,' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা প্রথম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা বহুকৃত্য, বহুকাজের দরুন কোনো স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েও তা ভুলে যান। কিন্তু, রাজার সাথে সহবাসের পর রাজস্ত্রী গর্ভবতী হলে রাজার এমন চিন্তা জাগে যে 'এখানে প্রব্রজ্জিত ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজ্জিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা দ্বিতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে কোনো দামীরত্ন হারালে রাজার এমন চিন্তা জাগে যে 'এখানে প্রব্রজ্জিত ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজ্জিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা তৃতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরের আভ্যন্তরিক গোপন মন্ত্রণা প্রকাশ্যে প্রচার হলে তখন রাজার এমন চিন্তা জাগে যে 'এখানে প্রব্রজ্জিত ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজ্জিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা চতুর্থ আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে পিতা পুত্রকে ক্ষতি করতে ইচ্ছুক হয় এবং পুত্রও পিতার ক্ষতি সাধনে অভিলাষী হয়। তাদের মনে এমন সন্দেহ জাগে যে 'এখানে প্রব্রজ্জিত ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজ্জিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা পঞ্চম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা নিচস্থানীয়কে উচু পদমর্যাদার স্থান দিলে যাদের এ বিষয় অমনোপুত তারা এরূপ চিন্তা করে যে 'রাজার সাথে প্রব্রজ্জিতের সংসর্গ আছে। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজ্জিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা ষষ্ঠ আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা উচ্চ স্থানীয়কে নিচ পদমর্যাদায় স্থান দিলে যাদের এ বিষয় অমনোপুত তারা এরূপ চিন্তা করে যে 'রাজার সাথে প্রব্রজ্জিতের সংসর্গ আছে। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজ্জিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা সপ্তম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা অসময়ে সৈন্যদলকে যুদ্ধে প্ররোচিত করলে যাদের এবিষয় অমনোপুত তারা এরূপ চিন্তা করে যে 'রাজার সাথে প্রব্রজ্জিতের সংসর্গ আছে। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজ্জিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা অষ্টম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজা যথাসময়ে সৈন্যদলকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে মাঝপথ হতে ফিরিয়ে আনলে যাদের এ বিষয় অমনোপুত তারা এরূপ চিন্তা করে যে 'রাজার সাথে প্রব্রজ্জিতের সংসর্গ আছে। নিশ্চয়ই এটা প্রব্রজ্জিতের কাণ্ড।' ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের ইহা নবম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রাজ অন্তঃপুরে হস্তী, অশ্ব, রথ, প্রলোভনকারী রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের প্রাচুর্যতা থাকে যা প্রব্রজ্জিতের জন্য উপযুক্ত নয়। ভিক্ষুগণ, এটা রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের দশম আদীনব।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) সক্ক সুত্তং- শাক্য সূত্র

৪৬.১। একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের[১] কপিলাবস্তুর[২] নিকটস্থ নিগ্রোধারামে[৩] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর বহু শাক্য উপাসক উপোসথ দিবসে তথাগতের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই শাক্য উপাসকদের তথাগত এরূপ বললেন :

---

[১]। **শাক্য** শব্দটি একটি গোত্র বিশেষের নাম। তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ তার অন্তিম জন্মে এই শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শাক্যদের আদি পুরুষের নাম হচ্ছে **রাজা ওক্কাকা**। শাক্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন—দীর্ঘ নিকায়, শীলস্কন্ধ বর্গ, অম্বট্ঠ সূত্র, অনুবাদক : ধর্মরত্ন মহাথেরো।

[২]। **কপিলাবস্তু** হচ্ছে সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদনের রাজধানী। জাতক ৪র্থ খণ্ডের **কন্হ জাতকটি** কপিলাবস্তুতে অবস্থানকালে তথাগত দেশনা করেন। রোহিনী নদীর জল বন্টন নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে উৎপন্ন বিবাদ নিরসনের জন্য বুদ্ধ অত্তদন্ড জাতকসহ ফন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, রুক্খধম্ম, এবং বট্টক জাতকসমূহ দেশনা করেন এই কপিলাবস্তুতেই। কপিলাবস্তু নিগ্রোধারামে অবস্থানকালে রাজা শুদ্ধোদনের অনুরোধে তথাগত মাতৃ-পিতৃ অনুমতিতে প্রব্রজ্যা প্রদান বিষয়ক বিনয় বিধান করেন (বিনয় পিটক, মহাবর্গ, ৯২পৃ. অনুবাদক: প্রজ্ঞানন্দ স্থবির)।

[৩]। **নিগ্রোধারাম** হচ্ছে কপিলাবস্তুর নিকটস্থ অরণ্য বিহার। অভিসম্বুদ্ধ প্রাপ্তির প্রথম বছর পর তথাগত কপিলাবস্তুতে আসলে এই আরামটি নির্মিত হয় (মধ্যম নিকায় অত্থকথা, ১ম খণ্ড, ২৮৯পৃ.)। নিগ্রোধ নামক জনৈক শাক্য এটা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করেন বিধায় নিগ্রোধারাম নামে এটা খ্যাত হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, কালক্ষেম নামক জনৈক শাক্য নিগ্রোধারামের পাশে আলাদা বিহার নির্মাণ করেছিলেন (মধ্যম নিকায় অত্থকথা, ২য় খণ্ড)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "হে শাক্যগণ, আপনারা কি অষ্টাঙ্গসমন্বিত উপোসথ শীল পালন করছেন?" "ভন্তে, আমরা মাঝে মধ্যে উপোসথ শীল পালন করি, আবার মাঝে মধ্যে করি না।"

"হে শাক্যগণ, তা সত্যিই আপনাদের অলাভ, দুলব্ধ যে এমন শোক-সংকুল ও মরণভয়ে তাড়িত হয়ে জীবন ধারণ করেও মাত্র মাঝে মধ্যে অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করছেন আর মাঝে মধ্যে পালন করছেন না। শাক্যগণ, আপনারা এটা কীরূপ মনে করেন, যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ দিবসের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার কর্মস্থলে পারিশ্রমিক রূপে অর্ধ কাহাপন মাত্র পায় তবে অন্যেরা কি বলে যে 'এই ব্যক্তি দক্ষ ও উদ্যমী (উত্থানশীল)?'"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা এটা কীরূপ মনে করেন, যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ দিবসের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার কর্মস্থলে পারিশ্রমিক রূপে এক কাহাপন মাত্র পায় তবে অন্যেরা কি বলে যে 'এই ব্যক্তি দক্ষ ও উদ্যমী?'"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা এটা কীরূপ মনে করেন, যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ দিবসের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার কর্মস্থলে পারিশ্রমিক রূপে দুই কাহাপন মাত্র পায় তবে অন্যেরা কি তবুও বলে যে 'এই ব্যক্তি দক্ষ ও উদ্যমী?'"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা এটা কীরূপ মনে করেন, যেমন, যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ দিবসের সাক্ষাৎ না পেয়ে তার কর্মস্থলে পারিশ্রমিক রূপে তিন, এভাবে চার, পাচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ কাহাপন পর্যন্ত পায় তবে অন্যেরা কি বলে যে 'এই ব্যক্তি দক্ষ ও উদ্যমী?'"

"হ্যাঁ ভন্তে"

পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা তা কী মনে করেন, যদি সেই ব্যক্তি দৈনিক শত বা হাজার কাহাপন পারিশ্রমিক পেয়ে তা সঞ্চয় করে এবং সে যদি শতায়ু হয় তবে সে এভাবে (শত বছরের মধ্যে) বিশাল ধন-সম্পদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধিকারী হতে পারবে?

"হ্যাঁ ভন্তে"

"পুনশ্চ, শাক্যগণ, আপনারা তা কী মনে করেন যে সেই ব্যক্তি ভোগ সম্পত্তিহেতু, সেই ভোগ্য-সম্পত্তির কারণে এবং তা অর্জনের দরুন এক দিবা-রাত্র অথবা অর্ধ দিবারাত্রি পর্যন্ত একান্ত সুখী হয়ে অবস্থান পারবে?"

"না ভন্তে, আমরা তা মনে করি না।"

"তার কারণ কী?"

"কেননা ভন্তে, কাম্য বিষয় হচ্ছে অনিত্য, তুচ্ছ, মিথ্যে এবং মরিচিকাবৎ অসত্য।"

৩। "শাক্যগণ, আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য দশ বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হতে পারে।

শাক্যগণ, দশ বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য নয় বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, নয় বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য আট বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, আট বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য সাত বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, সাত বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য ছয় বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, ছয় বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য পাচ বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, পাচ বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য চার বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, চার বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য তিন বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, তিন বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য দুই বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দুই বছরের কথা রাখুন আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য এক বছর অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

৪। শাক্যগণ, এক বছরের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য দশ মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দশ মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য নয় মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, নয় মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য আট মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, আট মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য সাত মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, সাত মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য ছয় মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, ছয় মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য পাচ মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, পাচ মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য চার মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, চার মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য তিন মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, তিন মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য দুই মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দুই মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য এক মাস অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, এক মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য এমনকি অর্ধ মাস পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

৫। শাক্যগণ, অর্ধ মাসের কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য দশ দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দশ দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য নয় দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, নয় দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য আট দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, আট দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য সাত দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, সাত দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য ছয় দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, ছয় দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য পাচ দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, পাচ দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য চার দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, চার দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য তিন দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, তিন দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য দুই দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

শাক্যগণ, দুই দিবারাত্রির কথা রাখুন এই ধর্ম আমার এই ধর্ম-বিনয়ে আগত আমার শিষ্য এমনকি এক দিবারাত্রি পর্যন্ত অপ্রমত্ত হয়ে দৃঢ় উৎসাহে অবস্থানপূর্বক এবং আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শত বছর, হাজার বছর, এমনকি লক্ষ বছর পর্যন্ত একান্ত সুখ উপভোগ করে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সে যথার্থরূপে সকৃদাগামী নয়তো অনাগামী অথবা অর্হৎ, নচেৎ স্রোতাপন্ন হয়।

৬। সেহেতু, তা সত্যিই আপনাদের অলাভ, দুলব্ধ যে এমন শোক-সংকুল ও মরণভয়ে তাড়িত হয়ে জীবন ধারণ করেও মাত্র মাঝে মধ্যে অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করছেন আর মাঝে মধ্যে পালন করছেন না।"

৮। "ভন্তে, আজ হতে আমরা সবাই উপোসথ দিবসে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করব।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) মহালি সুত্তং- মহালি সূত্র

৪৭.১। একসময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে নির্মিত কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর লিচ্ছবী মহালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর লিচ্ছবী মহালি ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে[১] পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রবর্তিত হয়?"

"হে মহালি, লোভের হেতুতে ও লোভের প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; দ্বেষের হেতুতে ও দ্বেষের প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; মোহের হেতুতে ও মোহের প্রত্যয়েই

---

[১]। **হেতু**—মূল কারণ; **প্রত্যয়**—সহায়ক কারণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; জ্ঞানপূর্বক বিচার না করার হেতুতে ও জ্ঞানপূর্বক বিচার না করার প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; মিথ্যায় অভিনিবিষ্ট চিত্তের হেতুতে ও মিথ্যায় অভিনিবিষ্ট চিত্তের প্রত্যয়েই পাপকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে।"

৩। "পুন ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে কল্যাণ বা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়?"

"মহালি, অলোভ হেতুতে ও অলোভের প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; অদ্বেষের হেতুতে ও অদ্বেষের প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; অমোহের হেতুতে ও অমোহের প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; জ্ঞানপূর্বক বিচার করার হেতুতে ও জ্ঞানপূর্বক বিচার করার প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে; সত্যে অভিনিবিষ্ট চিত্তের হেতুতে ও সত্যে অভিনিবিষ্ট চিত্তের প্রত্যয়েই পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হয়ে থাকে। মহালি, যদি এই দশটি ধর্ম জগতে বিদ্যমান না থাকতো তবে অধর্মচর্যা-কুটিলতা এবং ধর্মচর্যা-সারল্যতা দৃষ্টিগোচর হতো না। মহালি, যেহেতু এই দশটি বিষয় জগতে বিদ্যমান সেহেতু জগতে অধর্মচর্যা-কুটিলতা এবং ধর্মচর্যা-সারল্যতা দৃষ্টিগোচর হয়।" সপ্তম সূত্র।

(জ) পব্বজিত অভিণ্হ সুত্তং- প্রব্রজ্জিতের সর্বদা চিন্তনীয় সূত্র

৪৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্ম প্রব্রজ্জিতগণের পুনঃপুনঃ প্রত্যবেক্ষণ বা চিন্তা করা কর্তব্য। সেই দশ কী কী? যথা :

২। 'আমি সংসারহীন, অনাগারিক প্রব্রজ্জিত কুলে আগমন করেছি' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমার জীবিকা এখন পরনির্ভরশীল' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'এখন আমাকে অবশ্যই শিষ্ট বা ভদ্রব্যবহার করতে হবে' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমি কি নিজ শীলস্খলনের জন্য আত্মনিন্দা করছি না?' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমার সব্রহ্মচারীরা আমার শীল পর্যবেক্ষণ করে আমাকে শীলচ্যুত বলে অপবাদ দিচ্ছে না তো?' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্তব্য।

'আমার সমস্ত প্রিয় ও মনোপুত বিষয়ই পরিবর্তনস্বভাবী ও বিনাশশীল।' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'নিজ কর্মের জন্য আমি নিজেই দায়ী, আমার কর্মের উত্তরাধিকারী আমি নিজেই, কর্মই আমার সুহৃদ, কর্মই আমার পুনর্জন্মের হেতু এবং কর্মই আমার একমাত্র প্রতিশরণ। আমি ভালো-মন্দ যে কর্ম করি না কেন সেই কর্মের ফল ভোগ করব।' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'কিরূপে আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হচ্ছে?' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমি কি নির্জন গৃহে অভিরমিত হচ্ছি?' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

'আমার নিকট কি মনুষ্যত্তর গুণধর্ম ও আর্যজ্ঞানদর্শন অধিগত হয়েছে. যে বিষয়ে সব্রহ্মচারীরা জিজ্ঞাসা করলে আমার অন্তিমকালে কি আমি অধোমুখ হয়ে রইব?' ইহা প্রব্রজ্জিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

৩। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণধর্ম প্রব্রজ্জিতগণের পুনঃপুনঃ প্রত্যবেক্ষণ বা চিন্তা করা কর্তব্য।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) সরীরট্‌ঠ ধম্ম সুত্তং- শরীরস্থ ধর্ম সূত্র

৪৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি শরীরস্থ ধর্মতা রয়েছে। সেই কী কী? যথা :

২। শীত, উষ্ণতা, ক্ষুধা, পিপাসা, বাহ্য-প্রস্রাব, কায়সংযম, বাক্যসংযম, জীবিকাসংযম এবং পুনর্জন্মদায়ী সংস্কার। ভিক্ষুগণ, এই দশটি বিষয়কেই শরীরস্থ ধর্ম বলে।" নবম সূত্র।

(ঞ) ভণ্ডন সুত্তং- ভণ্ডন সূত্র

৫০.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বহু ভিক্ষু আহারকৃত্য সমাপন করে উপস্থানশালায় একত্রিত হয়ে ভেদশীল, কলহপরায়ণ ও বিবাদাপন্ন হয়ে একে অপরকে বাক্যবানে ব্যথিত করে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সন্ধ্যা বেলায় ধ্যান হতে উঠে উপস্থানশালায় উপস্থিত হয়ে পূর্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্দিষ্ট (প্রজ্ঞাপ্ত) আসনে বসলেন। বসার পর ভগবান সেই ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একত্রিত হয়ে এতক্ষণ কী বিষয়ে আলাপ করছিলে? তোমাদের অসম্পন্ন আলোচ্য বিষয় কী ছিল?"

"ভন্তে, আমরা আহারকৃত্য শেষে এই উপস্থানশালায় একত্রিত হয়ে ভেদশীল, কলহপরায়ণ ও বিবাদাপন্ন হয়ে একে অপরকে বাক্যবানে ব্যথিত করে অবস্থান করছিলাম।"

"ভিক্ষুগণ, তোমরা যে ভেদশীল, কলহপরায়ণ ও বিবাদপন্ন হয়ে একে অপরকে বাক্যবানে ব্যথিত করছ, তা তোমাদের ন্যায় শ্রদ্ধায় গৃহ হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় আগত কুলপুত্রদের পক্ষে উচিত নয়। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার গুণধর্ম আছে্যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর্যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে; আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে, আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে; ইহা হচ্ছে এক প্রকার গুণধর্ম্যা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকর্যা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে, ইহা হচ্ছে আরেক প্রকার গুণধর্ম্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়, ইহা হচ্ছে অপর এক প্রকার গুণধর্মÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়। সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়, সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়, ইহা হচ্ছে আরেক প্রকার গুণধর্মÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে, ইহা হচ্ছে এক প্রকার গুণধর্মÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়; ইহা হচ্ছে অপর গুণধর্মÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে, ইহা হচ্ছে এক প্রকার গুণধর্মÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি লব্ধ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, ইহা হচ্ছে আরেক প্রকার গুণধর্মÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরমস্মৃতিতে প্রতিমন্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি স্মৃতিমান হয়, পরমস্মৃতিতে প্রতিমন্ডিত হয়। সে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ করতে ও অনুস্মরণ করতে সমর্থ হয়, ইহা হচ্ছে অপর গুণধর্মÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত হয়। ভিক্ষুগণ, এই যে ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবান হয়, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী আর্যনির্বেধিক প্রজ্ঞায় (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) সমলঙ্কৃত হয়; ইহাও হচ্ছে এক প্রকার গুণধর্মÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।

৩। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণধর্ম আছেÍযা মৈত্রীপূর্ণ, প্রীতিকর, গৌরবকরÍযা মিলন, অনৈক্যরহিত, অখণ্ড এবং ঐক্যমুখী।" দশম সূত্র।

আক্রোশ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদানং- সূত্রসূচি

বিবাদ, বিবাদমূল দ্বে এবং কুশীনারা,
রাজন্তঃপুরে প্রবেশ, শাক্য সূত্র তথা;
মহালি, প্রব্রজ্জিত আর শরীরস্থ ধর্ম,
প্রযুক্ত হযে ভণ্ডন সূত্র দশে সমাপ্ত ॥

প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) ১. সচিত্ত বর্গ

(ক) সচিত্ত সুত্তং- সচিত্ত সূত্র

৫১.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হব।' এরূপই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়; যথা : 'আমি কি অভিধ্যা বা লোভবহুল হয়ে নাকি নির্লোভী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ব্যাপাদ চিত্তে নাকি অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি আলস্য-তন্দ্রাভিভূত (স্ত্যান-মিদ্ধ) হয়ে অবস্থান করছি নাকি আলস্য-তন্দ্রা প্রহীণ করে অবস্থান করছি? আমি কি ঔদ্ধত্যবহুল নাকি অনুদ্ধত্যবহুল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি বিচিকিৎসা বা সন্দেহপ্রবণ হয়ে অবস্থান করছি নাকি বিচিকিৎসাহীন হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ক্রোধবহুল নাকি অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি সংক্লিষ্ট চিত্তে অবস্থান করছি নাকি অসংক্লিষ্ট (পবিত্র) চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি কায়িক অসহনশীল নাকি সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরাক্রমহীন হয়ে অবস্থান করছি নাকি দৃঢ়পরাক্রমশালী হয়ে অবস্থান করছি? আমি অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি নাকি সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি?'

৩। ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অভিধ্যাবহুল, ব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা, ক্রোধ বহুল হয়ে অবস্থান করছি; আমি সংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক অসহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমহীন হয়ে ও অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই পাপ অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য তাকে অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পাপ অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৪। ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অনভিধ্যাবহুল, অব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অনভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; অনুদ্ধত্য, বিচিকিৎসাহীন, অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি; আমি অসংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমী ও সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর এরূপ কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত থেকে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।" প্রথম সূত্র।

(খ) সারিপুত্ত সুত্তং- সারিপুত্র সূত্র

৫২.২। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদের 'আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

২। "হে আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হব।' এরূপই আবুসোগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিরূপে আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই আবুসোগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়; যথা : 'আমি কি অভিধ্যা বা লোভবহুল হয়ে নাকি নির্লোভী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ব্যাপাদ চিত্তে নাকি অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি আলস্য-তন্দ্রাভিভূত (স্ত্যান-মিদ্ধ) হয়ে অবস্থান করছি নাকি আলস্য-তন্দ্রা প্রহীণ করে অবস্থান করছি? আমি কি ঔদ্ধত্যবহুল নাকি অনুদ্ধত্যবহুল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি বিচিকিৎসা বা সন্দেহপ্রবণ হয়ে অবস্থান করছি নাকি বিচিকিৎসাহীন হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ক্রোধবহুল নাকি অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি সংক্লিষ্ট চিত্তে অবস্থান করছি নাকি অসংক্লিষ্ট (পবিত্র) চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি কায়িক অসহনশীল নাকি সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি পরাক্রমহীন হয়ে অবস্থান করছি নাকি দৃঢ়পরাক্রমশালী হয়ে অবস্থান করছি? আমি অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি নাকি সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি?'

৩। আবুসোগণ, যদি ভিক্ষু এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অভিধ্যাবহুল, ব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা, ক্রোধ বহুল হয়ে অবস্থান করছি; আমি সংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক অসহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমহীন হয়ে ও অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে আবুসোগণ, সেই পাপ অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য তাকে অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তদ্রুপই আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুকে পাপ অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৪। আবুসোগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অনভিধ্যাবহুল, অব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অনভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; অনুদ্ধত্য, বিচিকিৎসাহীন, অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি; আমি অসংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমী ও সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুর এরূপ কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত থেকে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) ঠিতি সুত্তং- স্থিতি সূত্র

৫৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহে আকড়ে পড়ে থাকা বা তাতে শুধু স্থিত থাকাকে আমি কখনই প্রশংসা করি না, পরিহানির কথাতো নয়ই। অধিকন্তু, ভিক্ষুগণ, আমি কুশলধর্মসমূহে ভিক্ষুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির হওয়াকেই প্রশংসা করি, তাতে স্থিত থাকা কিংবা তা হতে পরিহানি হওয়াকে নয়।

২। কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ স্থিতি এবং শ্রীবৃদ্ধি না পেয়ে শুধুই পরিহানি হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যতটুকু শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও প্রতিভান (বাক্‌শক্তি) চর্চা করে তা তার নিকট স্থিতও হয় না আবার বৃদ্ধিও পায় না। ভিক্ষুগণ, একেই আমি কুশলধর্মসমূহে স্থিতি ও ক্রমবৃদ্ধি না হয়ে শুধুই পরিহানি হওয়া বলি। এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ স্থিতি এমনকি শ্রীবৃদ্ধি না পেয়ে শুধুই পরিহানি হয়।

৩। কিরূপে, ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ শ্রীবৃদ্ধি ও পরিহানি না হয়ে স্থিতি হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যতটুকু শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও প্রতিভান (বাক্‌শক্তি) চর্চা করে তা তার নিকট ক্রমবৃদ্ধি পায় না এবং হ্রাসও হয় না। ভিক্ষুগণ, একে আমি কুশলধর্মসমূহে স্থিতি বলি, পরিহানি কিংবা ক্রমবৃদ্ধি নয়। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ শ্রীবৃদ্ধি ও পরিহানি না হয়ে স্থিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ স্থিত ও পরিহানি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যতটুকু শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও প্রতিভান (বাক্‌শক্তি) চর্চা করে তা তার নিকট শুধুমাত্র স্থিত হয় না এবং হ্রাসও পায় না। অধিকন্তু তা বৃদ্ধি পায়। ভিক্ষুগণ, একেই আমি কুশলধর্মসমূহে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি বলি, স্থিতি কিংবা পরিহানি নয়। এরূপেই ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহ স্থিত ও পরিহানি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হব।' এরূপই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়; যথা : 'আমি কি অভিধ্যা বা লোভবহুল হয়ে নাকি নির্লোভী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ব্যাপাদ চিত্তে নাকি অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি আলস্য-তন্দ্রাভিভূত (স্ত্যান-মিদ্ধ) হয়ে অবস্থান করছি নাকি আলস্য-তন্দ্রা প্রহীণ করে অবস্থান করছি? আমি কি ঔদ্ধত্যবহুল নাকি অনুদ্ধত্যবহুল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি বিচিকিৎসা বা সন্দেহপ্রবণ হয়ে অবস্থান করছি নাকি বিচিকিৎসাহীন হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি ক্রোধবহুল নাকি অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি সংক্লিষ্ট চিত্তে অবস্থান করছি নাকি অসংক্লিষ্ট (পবিত্র) চিত্তে অবস্থান করছি? আমি কি কায়িক অসহনশীল নাকি সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি? আমি কি পরাক্রমহীন হয়ে অবস্থান করছি নাকি দৃঢ়পরাক্রমশালী হয়ে অবস্থান করছি? আমি অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি নাকি সমাহিত চিত্তে অবস্থান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করছি?'

৬। ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষু এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অভিধ্যাবহুল, ব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা, ক্রোধ বহুল হয়ে অবস্থান করছি; আমি সংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক অসহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমহীন হয়ে ও অসমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই পাপ অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য তাকে অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে পাপ অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৭। ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে জ্ঞাত হয় যে 'আমি অনভিধ্যাবহুল, অব্যাপাদবহুল হয়ে অবস্থান করছি; আলস্য-তন্দ্রায় অনভিভূত হয়ে অবস্থান করছি; অনুদ্ধত্য, বিচিকিৎসাহীন, অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি; আমি অসংক্লিষ্ট চিত্তে এবং কায়িক সহনশীল হয়ে অবস্থান করছি; এবং আমি পরাক্রমী ও সমাহিত চিত্তে অবস্থান করছি'; তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর এরূপ কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত থেকে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) সমথ সুত্তং- সমথ সূত্র

৫৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হব।' এরূপই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়, যেমন, 'আমি কি নিজ চিত্তের সমাধি (আধ্যাত্মিক সমথভাব) লাভ করেছি নাকি করি নাই? আমি কি অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করেছি নাকি করি নাই?'

২। ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি প্রত্যবেক্ষণ কালে এরূপ জ্ঞাত হয় যে 'আমি চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি লাভ করেছি কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করি নাই।' তাহলে ভিক্ষুগণ, তখন তাকে চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এরূপে সে পরবর্তী সময়ে চিত্তের সমাধি এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করতে পারে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি প্রত্যবেক্ষণ কালে এরূপ জ্ঞাত হয় যে 'আমি অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করেছি কিন্তু চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি লাভ করি নাই।' তাহলে ভিক্ষুগণ, তখন তাকে লব্ধ অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি লাভের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এরূপে সে পরবর্তী সময়ে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন এবং চিত্তের সমাধি লাভ করতে পারে।

যদি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি প্রত্যবেক্ষণ কালে এরূপ জ্ঞাত হয় যে 'আমি চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি ও অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করি নাই।' তাহলে ভিক্ষুগণ, তখন তাকে কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। এরূপে সে পরবর্তী সময়ে চিত্তের সমাধি এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করতে পারে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি প্রত্যবেক্ষণ কালে এরূপ জ্ঞাত হয় যে 'আমি চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধি এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভ করেছি।' তাহলে ভিক্ষুগণ, তখন তাকে কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করতে হবে।

৩। ভিক্ষুগণ, চীবরকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : পরিধানযোগ্য ও পরিধানের অযোগ্য। পিণ্ডপাতকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আহারযোগ্য ও আহারের অযোগ্য। শয্যাসনকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : ব্যবহারযোগ্য ও ব্যবহারের অযোগ্য। গ্রামকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়। জনপদকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়। ব্যক্তিকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সংসর্গের যোগ্য ও অসংসর্গনীয়।

৪। ভিক্ষুগণ, চীবরকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : পরিধানযোগ্য ও পরিধানের অযোগ্য। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যে চীবর পরিধানে অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ চীবর পরিধানের অযোগ্য। আবার যেরূপ চীবর পরিধানে অকুশলধর্ম হ্রাস পায় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ চীবরই পরিধানযোগ্য। এ কারণেই বলা হয়েছে‘চীবরকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : পরিধানযোগ্য ও পরিধানের অযোগ্য।’

ভিক্ষুগণ, পিণ্ডপাতকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : আহারযোগ্য ও আহারের অযোগ্য। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ আহার পরিভোগে অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ আহার পরিভোগের অযোগ্য। আবার যেরূপ আহার গ্রহণে অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ আহারই পরিভোগযোগ্য। এ কারণেই বলা হয়েছে‘পিণ্ডপাতকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : আহারযোগ্য ও আহারের অযোগ্য।’

ভিক্ষুগণ, শয্যাসনকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : ব্যবহারযোগ্য ও ব্যবহারের অযোগ্য। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ শয্যাসন ব্যবহারে অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ শয্যাসন ব্যবহারের অযোগ্য। আবার যেরূপ শয্যাসন ব্যবহারে অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ শয্যাসনই ব্যবহারের যোগ্য। এ কারণেই বলা হয়েছে‘শয্যাসনকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : ব্যবহারযোগ্য ও ব্যবহারের অযোগ্য।’

ভিক্ষুগণ, গ্রামকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ গ্রামকে নিশ্রয় করে অবস্থানের দরুন অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ গ্রামকে নিশ্রয় করে অবস্থান করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুচিত। আবার যেরূপ গ্রামকে নিশ্রয় করে অবস্থানের দরুন অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ গ্রামকে নিশ্রয় করে অবস্থান করা উচিত। এ কারণেই বলা হয়েছে‘গ্রামকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়।’

ভিক্ষুগণ, জনপদকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ জনপদকে নিশ্রয় করে অবস্থানের দরুন অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ জনপদকে নিশ্রয় করে অবস্থান করা অনুচিত। আবার যেরূপ জনপদকে নিশ্রয় করে অবস্থানের দরুন অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ জনপদকে নিশ্রয় করে অবস্থান করা উচিত। এ কারণেই বলা হয়েছে‘জনপদকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সেবনীয় ও অসেবনীয়।’

ভিক্ষুগণ, ব্যক্তিকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সংসর্গযোগ্য ও অসংসর্গনীয়। ইহা বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে বলা হয়েছে? কারণ, যেরূপ ব্যক্তির সংসর্গে অকুশল বৃদ্ধি পায় ও কুশলধর্মসমূহের পরিহানি হয় সেরূপ ব্যক্তির সাথে মেশা অনুচিত। আবার যেরূপ ব্যক্তির সংসর্গে অবস্থানের দরুন অকুশলধর্মের হ্রাস হয় ও কুশলধর্মের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেরূপ ব্যক্তির সংসর্গে থাকা উচিত। এ কারণেই বলা হয়েছে‘ব্যক্তিকে আমি দু-প্রকার বলছি; যথা : সংসর্গযোগ্য ও অসংসর্গনীয়।’” চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) পরিহান সুত্তং- পরিহান সূত্র

৫৫.১। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদের ‘হে আবুসোগণ,’ বলে আহ্বান করলেন। ‘হ্যাঁ আবুসো,’ বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বলতে লাগলেন :

২। “হে আবুসোগণ, এই যে প্রায় বলা হয়‘পরিহানধর্মী ব্যক্তি, পরিহানধর্মী ব্যক্তি’ এবং ‘অপরিহানধর্মী ব্যক্তি, অপরিহানধর্মী ব্যক্তি’। আবুসোগণ, ভগবান কর্তৃক সেই পরিহানধর্মী ব্যক্তি এবং অপরিহানধর্মী ব্যক্তি কী প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে?”

“আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট এরূপ অর্থ জানার জন্য বহুদূর হতে এসেছি। তা সত্যিই উত্তম হবে যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র এই বিষয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আলোকপাত করেন। ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট হতে তা শ্রবণপূর্বক ধারণ করবেন।"

"তাহলে, আবুসোগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন। আমি ভাষণ করছি।"

'তাই হোক' বলে ভিক্ষুরা সম্মতি দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলতে লাগলেন :

৩। "হে আবুসোগণ, পরিহানধর্মী ব্যক্তি কিরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে?

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু অশ্রুতপূর্ব ধর্মশ্রবণ করে না; শ্রুত ধর্মসমূহ ভুলে যেতে থাকে; পূর্বে মনোগোচর হয়নি এমন বিষয়ও তার মনে উদিত হয় না; এবং অজানা বিষয়ও বুঝতে পারে না। আবুসোগণ, পরিহানধর্মী ব্যক্তি এরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৪। আবুসোগণ, অপরিহানধর্মী ব্যক্তি কিরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে?

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু অশ্রুতপূর্ব ধর্মশ্রবণ করে; শ্রুত ধর্মসমূহ ভুলে যায় না; পূর্বে মনোগোচর হয়নি এমন বিষয়ও তার মনে উদিত হয়; এবং অজানা বিষয়ও বুঝতে পারে। আবুসোগণ, অপরিহানধর্মী ব্যক্তি এরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৫। আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু অপরের চিত্ত সম্পর্কে দক্ষ হয় না। সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে 'আমি নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কেই দক্ষ হব।' এরূপই আবুসোগণ, আপনাদের শিক্ষা করা উচিত।

কিরূপে আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু নিজ চিত্তের গতিপথ সম্পর্কে দক্ষ হয়? যেমন, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বা যুবক কিংবা সাজসজ্জাপ্রিয় কেউ আয়না কিংবা পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল জলপাত্রে নিজ মুখাবয়ব দেখার সময় যদি কোনো দাগ বা ময়লা দেখে তাহলে সেই দাগ বা ময়লা বিদূরণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করে। আর যদি নিজ মুখমণ্ডলে কোনো দাগ বা ময়লা না দেখে তখন সে আনন্দিত হয় এবং ইচ্ছাপূরণহেতু ভাবে যে 'সত্যিই আমার লাভ হয়েছে, সত্যিই আমি দাগহীন পরিষ্কার আছি।'

এরূপেই আবুসোগণ, ভিক্ষুর কুশলধর্মসমূহের প্রত্যবেক্ষণ বহু প্রকারের হয়; যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আমি কি অনভিধ্যা বা নির্লোভী হয়ে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি আলস্য-তন্দ্রা প্রহীণপূর্বক অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অনুদ্ধত চিত্তে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি বিচিকিৎসাহীন বা সন্দেহাতীত চিত্তে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অক্রোধী হয়ে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অসংক্লিষ্ট চিত্তে অবস্থান করছি? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি ধর্ম সম্বন্ধে আত্ম-প্রসাদলাভী? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি নিজ চিত্তের একাগ্রতালাভী? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

'আমি কি অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী? এই গুণধর্ম আমার নিকট কি বিদ্যমান নাকি নয়?'

৬। আবুসোগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে সে সমস্ত কুশলধর্মাদি নিজমধ্যে না দেখে; তবে তাকে সেই কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৭। যদি আবুসোগণ, ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে সে সমস্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুশলধর্মাদির মধ্যে কিছু পরিমাণ কুশলধর্ম নিজমধ্যে বিদ্যমান দেখতে পায় এবং কিছু পরিমাণ না দেখে; তবে তাকে সেই বিদ্যমান কুশলধর্মসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অবিদ্যমান কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন, কারও কাপড় বা মাথায় যদি আগুন ধরে তবে তা নেভানোর জন্য তাকে যেমনটা অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হয়; ঠিক তদ্রুপই ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, প্রচেষ্টাশীল, উৎসাহী, উদ্যমী, উদ্দীপিত, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে।

৮। যদি আবুসোগণ, ভিক্ষুটি এরূপে প্রত্যবেক্ষণকালে সে সমস্ত কুশলধর্মাদি নিজমধ্যে বিদ্যমান দেখতে পায়, তবে ভিক্ষুটির তখন বিদ্যমান কুশলধর্মাদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা করা কর্তব্য।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) পঠম সঞ্ঞা সুত্তং- প্রথম সংজ্ঞা সূত্র

৫৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতে নিমজ্জন ও অমৃতে পর্যাবসানরূপ মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। সেই দশ সংজ্ঞা কী কী?

২। যথা : অশুভসংজ্ঞা, মৃত্যু সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, এই দশটি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতে নিমজ্জন ও অমৃতে পর্যাবসানরূপ মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) দুতিয সঞ্ঞা সুত্তং- দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র

৫৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতে নিমজ্জন ও অমৃতে পর্যাবসানরূপ মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। সেই দশ সংজ্ঞা কী কী?

২। যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, মৃত্যু সংজ্ঞা, সর্বলোকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনভিরতিসংজ্ঞা, অস্থি সংজ্ঞা, পুলবক সংজ্ঞা[১], বিনীলক সংজ্ঞা[২], বিচ্ছিদ্দক সংজ্ঞা[৩], উর্দ্ধমাতক সংজ্ঞা[৪]।

ভিক্ষুগণ, এই দশটি সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে অমৃতে নিমজ্জন ও অমৃতে পর্যাবসানরূপ মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" সপ্তম সূত্র।

(জ) মূলক সুত্তং- মূল সূত্র

৫৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ যদি তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করে-

'সর্ববিধ ধর্মের মূল কী? সর্ববিধ ধর্মের উৎপত্তি কী? সর্ববিধ ধর্মের সমুদয় কী? সর্ববিধ ধর্মের সংযোগ কী? সর্ববিধ ধর্মের প্রধান কী? সর্ববিধ ধর্মের আধিপত্য কী? সর্ববিধ ধর্মের অতিক্রমন কী? সর্ববিধ ধর্মের সার কী? সর্ববিধ ধর্মের নিমজ্জন কী? এবং সর্ববিধ ধর্মের পর্যাবসান বা সমাপ্তিই বা কী?'

এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই অন্যতীর্থিয়

---

[১]। পুলবক দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে নবম। আমক শ্মশানে পরিত্যক্ত শবদেহ বা মৃতদেহ পঁচে গেলে তাতে ক্রিমিকীট উৎপন্ন হয়ে যখন পঁচা ক্ষতদেহ ভক্ষণ করতে থাকে সেই সময়ে অশুভ ভাবনাকারী যোগী শবদেহের পরিবর্তে "ক্রিমিকীটের দ্বারা ভক্ষিত হচ্ছে" বলে ভাবনায় বা ধ্যানে মনোনিবেশ করে থাকেন। এই ধ্যানের মাধ্যমে যোগী উহাকে জানেন, তদপেক্ষা অধিক জানেন, বিশেষরূপে জানেন এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞাসহকারে জানেন। ইহাই "পুলবক সঞ্ঞা" বা "পুলবক সংজ্ঞা"।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (২য় খণ্ড), পৃ. ১১২১।

[২]। ইহা দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে দ্বিতীয়। উদ্ধুমাতকং বা মৃত শরীরের প্রথমাবস্থার পর শবদেহের দ্বিতীয়াবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে মাংসবহুল স্থানে রক্তবর্ণ, পুঁজ সঞ্চিত স্থানে শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলবর্ণ বা নীলবস্ত্রাবৃতের মত হওয়াকে 'বিনীলক' মৃতদেহ বলে। এই 'বিনীলক' মৃতদেহকে সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'বিনীলকসংজ্ঞা'।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খণ্ড), পৃ. ২৫৩।

[৩]। মৃতদেহের বিভিন্ন স্থানে ছিন্নভিন্ন অবস্থা। ইহা দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে চতুর্থ।

[৪]। মৃতদেহের প্রথমাবস্থা। শবদেহ বা মৃতদেহ ফুলে কামারের ভাঁতির ন্যায় অতি ভীষণ কুৎসিত আকার ধারণ করাকে 'উদ্ধুমাতক' বলে। এই 'উদ্ধুমাতক' মৃতদেহকে সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'উদ্ধুমাতকসংজ্ঞা'। 'উদ্ধুমাতক' দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে প্রথম।—শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খণ্ড), পৃ. ২৩৫।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিব্রাজকদের কি ব্যাখ্যা করবে?"

"ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক, প্রতিশরণ। সত্যিই ভন্তে, তা উত্তম হয় যদি ভগবান এই বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট হতে তা শ্রবণপূর্বক অবধারণ করবেন।"

"হে ভিক্ষুগণ, তাহলে শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'তা-ই হোক' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ যদি তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করে :

'সর্ববিধ ধর্মের মূল কী? সর্ববিধ ধর্মের উৎপত্তি কী? সর্ববিধ ধর্মের সমুদয় কী? সর্ববিধ ধর্মের সংযোগ কী? সর্ববিধ ধর্মের প্রধান কী? সর্ববিধ ধর্মের আধিপত্য কী? সর্ববিধ ধর্মের অতিক্রমন কী? সর্ববিধ ধর্মের সার কী? সর্ববিধ ধর্মের নিমজ্জন কী? এবং সর্ববিধ ধর্মের পর্যাবসান বা সমাপ্তিই বা কী?'

এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের এরূপ ব্যাখ্যা করবে :

'আবুসোগণ, ছন্দই সর্ববিধ ধর্মের মূল। সর্ববিধ ধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে মনোযোগ প্রদান। স্পর্শ হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের সমুদয়। সর্ববিধ ধর্মের সংযোগ হলো বেদনা। সমাধি হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের প্রধান। সর্ববিধ ধর্মের আধিপত্য হলো স্মৃতি। প্রজ্ঞা হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের অতিক্রমন। সর্ববিধ ধর্মের সার হলো বিমুক্তি। অমৃতে নিমজ্জনই হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের নিমজ্জন এবং নির্বাণ হচ্ছে সর্ববিধ ধর্মের পর্যাবসান বা সমাপ্তি।'

ভিক্ষুগণ, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলে এরূপ ব্যাখ্যা করবে।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) পব্বজ্জা সুত্তং- প্রব্রজ্যা সূত্র

৫৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, সেহেতু তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য-

'আমাদের চিত্ত প্রব্রজ্যায় অভ্যস্ত হবে; পাপ অকুশলধর্মসমূহ আমাদের চিত্তকে পরাভূত করে স্থিত হবে না; আমাদের চিত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনিত্যসংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; অনাত্মসংজ্ঞায় আমাদের চিত্ত অভ্যস্ত হবে; অশুভসংজ্ঞায় আমাদের চিত্ত অভ্যস্ত হবে; আমাদের চিত্ত আদীনবসংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; আমাদের চিত্ত জগতের ভালো-মন্দ জ্ঞাত হয়ে তদ্রুপ সংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; আমাদের চিত্ত জগতের ভব-বিভব সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তদ্রুপ সংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; আমাদের চিত্ত জগতের সমুদয় বা উৎপত্তি ও নিরোধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তদ্রুপ সংজ্ঞায় অভ্যস্ত হবে; প্রহাণসংজ্ঞায় আমাদের চিত্ত অভ্যস্ত হবে; বিরাগসংজ্ঞায় ও নিরোধসংজ্ঞায় আমাদের চিত্ত অভ্যস্ত হবে।' এরূপই ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য।

২। যখন ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর চিত্ত প্রব্রজ্যায় অভ্যস্ত হয়; পাপ অকুশলধর্মসমূহ তার চিত্তকে পরাভূত করে স্থিত হয় না; তার চিত্ত অনিত্যসংজ্ঞায়, অনাত্মসংজ্ঞায়, অশুভসংজ্ঞায়, আদীনবসংজ্ঞায় অভ্যস্ত হয়; জগতের ভালো-মন্দ জ্ঞাত হয়ে তদ্রুপ সংজ্ঞায় তার চিত্ত অভ্যস্ত হয়; জগতের ভব-বিভব এবং সমুদয় ও অস্তগমন সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তার চিত্ত তৎবিষয়ে অভ্যস্ত হয়; প্রহাণসংজ্ঞায়, বিরাগসংজ্ঞায় ও নিরোধসংজ্ঞায় সেই ভিক্ষুটির চিত্ত অভ্যস্ত হয়; তখন তার নিকট দুটি ফলের অন্যতর ফলই প্রত্যাশিত- 'হয় ইহ জীবনেই সে অর্হত্ত্বফল নয়তো জীবনের কিছু ইন্ধন বাকি রেখে অনাগামী ফল লাভ করবে।'" নবম সূত্র।

(ঞ) গিরিমানন্দ সুত্তং- গিরিমানন্দ সূত্র

৬০.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ অসুস্থ, পীড়িত ও অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি ভীষণ পীড়াদায়ক ক্ষতরোগে আক্রান্ত। ভন্তে, ভগবান অনুকম্পাবশতঃ আয়ুষ্মান গিরিমানন্দকে দর্শন করলে ভালো হয়।"

৩। "হে আনন্দ, যদি তুমি আয়ুষ্মান গিরিমানন্দকে দশ সংজ্ঞা পাঠ করে শোনাও তাহলে সেই দশ সংজ্ঞা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার রোগ উপশম হওয়ার হেতু আছে। সেই দশ সংজ্ঞা কী কী? যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞায়, আদীনবসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, সর্বসংস্কারে অনিত্যসংজ্ঞা এবং আনাপানস্মৃতিসংজ্ঞা।

৪। আনন্দ, অনিত্যসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়Í'রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞানও অনিত্য। এভাবে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে অনিত্যানুদর্শী হয়ে সেই ভিক্ষু অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই অনিত্যসংজ্ঞা।

৫। আনন্দ, অনাত্মসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়Í'চক্ষু অনাত্ম, রূপ অনাত্ম, শ্রোত্র অনাত্ম, শব্দ অনাত্ম, ঘ্রাণ অনাত্ম, গন্ধ অনাত্ম, জিহ্বা অনাত্ম, রস অনাত্ম, কায় অনাত্ম, স্পর্শ অনাত্ম, মন অনাত্ম এবং ধর্মও অনাত্ম। এভাবে ছয় বাহ্যিক আয়তন এবং ছয় প্রকার আভ্যন্তরীন আয়তনে অনাত্মদর্শী হয়ে সে অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই অনাত্মসংজ্ঞা।

৬। আনন্দ, অশুভসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু পাদতল হতে উর্ধ্বে কেশাগ্র পর্যন্ত চর্মাবৃত দেহে নানা প্রকার অশুচি পদার্থ পর্যবেক্ষণ করে; যথা : এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক; মাংস, পেশীতন্তু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক; হৃদয়, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস; অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, মল, মস্তিষ্ক; পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ; অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সিকনি, লাসিকা ও মূত্র আছে। এভাবে কায়ের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে সেই ভিক্ষু অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই অশুভসংজ্ঞা।

৭। আনন্দ, আদীনবসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়Í'এই দেহে অনেক দুঃখ, অনেক আদীনব (অসুবিধা বা দোষ) আছে। এই দেহে বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়; যথা : চক্ষু রোগ, শ্রোত্র রোগ, নাসিকার রোগ, জিহ্বা রোগ, কায় রোগ, শির রোগ, কর্ণ রোগ, মুখ রোগ, দন্ত রোগ ওষ্ঠ রোগ, কাঁশি, শ্বাস বা হাপানী রোগ, পিনাস বা সর্দি, দাহ, জ্বর, পেটের রোগ, মূর্চ্ছা, আমাশয়, সূল, কলেরা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুষ্ঠ, ফোড়া বা গন্ড, কিলাস বা একজিমা, যক্ষা, মৃগীরোগ, দাদ, কন্ডু বা চুলকানি, খোস-পাঁচড়া, চর্মরোগ, পান্ডুরোগ, বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস, অর্শ্ব বিষ ফোঁড়া, ভগন্দর, পিত্তরোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বাতব্যাধি, বায়ুজাত রোগ, শারীরিক রসজাত রোগ, সংক্রামক ব্যাধি, ঋতু পরিবর্তনের দরুন সৃষ্ট রোগ, শরীরের অত্যধিক চাপের ফলে সৃষ্ট রোগ, কর্মবিপাকজ রোগ এবং শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, মল-মূত্রাদি। এভাবে সে কায়ের প্রতি আদীনব বা দোষদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই আদীনবসংজ্ঞা।

৮। আনন্দ, প্রহাণসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি উৎপন্ন কামবিতর্ক চিন্তা করে না, বরং তা বর্জন করে, দমন করে, অন্ত সাধন করে এবং যাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে সেজন্য সচেষ্ট হয়। উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক চিন্তা করে না, বরং তা বর্জন করে, দমন করে, অন্ত সাধন করে এবং যাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে সেজন্য সচেষ্ট হয়। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ অকুশলধর্ম চিন্তা করে না, বরং তা বর্জন করে, দমন করে, অন্ত সাধন করে এবং যাতে পুনরুৎপন্ন হতে না পারে সেজন্য সচেষ্ট হয়।

৯। আনন্দ, বিরাগসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়Í'ইহাই যথার্থ, ইহাই প্রণীত যথা, সকল সংস্কারের উপশম, সকল উপধির (পুনর্জন্মের স্তম্ভ) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ ও নির্বাণ। আনন্দ, ইহাই বিরাগসংজ্ঞা।

১০। আনন্দ, নিরোধসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে এরূপে ধ্যানমগ্ন হয়Í'ইহাই যথার্থ, ইহাই প্রণীত যথা, সর্ববিধ সংস্কারের উপশম, সকল উপধির (পুনর্জন্মের স্তম্ভ) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, নিরোধ ও নির্বাণ। আনন্দ, ইহাই নিরোধসংজ্ঞা।

১১। আনন্দ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষুটি জগতের মধ্যে যে সমস্ত উপাদানসমূহ ও চিত্তের কুসংস্কার রয়েছে, তা পরিত্যাগপূর্বক এবং তাতে সংলগ্ন না হয়ে অবস্থান করে। আনন্দ, ইহাই সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা।

১২। আনন্দ, সকল সংস্কারের প্রতি অনিত্যসংজ্ঞা কীরূপ?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সকল সংস্কারের প্রতি বিরক্ত হয়, লজ্জিত হয় এবং ঘৃণাবোধ করে। আনন্দ, ইহাই সকল সংস্কারের প্রতি অনিত্যসংজ্ঞা।

১৩। আনন্দ, আনাপানস্মৃতিসংজ্ঞা কীরূপ?

আনন্দ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অরণ্য বা বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে গিয়ে পদ্মাসনে ঋজুভাবে বসে। তারপর কর্মস্থান বা স্মৃতি অভিমুখে মনোযোগ দেয়। সে স্মৃতিমান হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস ত্যাগ করে। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে জানে; 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছি' বলে জানে। হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে জানে; হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে জানে।

সে শিক্ষা করে যে 'আমি পুরো দেহে শ্বাসক্রিয়া অনুভবপূর্বক নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। কায়সংস্কারকে উপশান্ত করে আমি নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে আরও শিক্ষা করে যে 'আমি প্রীতি অনুভবপূর্বক নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি সুখ অনুভবপূর্বক নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে শিক্ষা করে যে 'আমি চিত্ত সংস্কারে সতর্ক হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। চিত্ত সংস্কারকে উপশান্ত করে আমি নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে আরও শিক্ষা করে যে 'আমি চিত্তকে নিরীক্ষণ করে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি প্রফুল্লমনা হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে শিক্ষা করে যে 'আমি চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি চিত্তকে বন্ধনমুক্ত করে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে আরও শিক্ষা করে যে 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব। আমি বিরাগানুদর্শী হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

সে শিক্ষা করে যে 'আমি নিরোধদর্শী হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্যাগ করব। আমি ত্যাগানুদর্শী (পটিনিস্সগ্গ) হয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করব ও ত্যাগ করব।'

১৪। আনন্দ, যদি তুমি গিরিমানন্দ ভিক্ষুকে এই দশ সংজ্ঞা আবৃত্তি করে শোনাও তাহলে এই দশ সংজ্ঞা শ্রবণের সাথে সাথে গিরিমানন্দের রোগ উপশমের হেতু আছে।"

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট হতে এই দশসংজ্ঞা শিক্ষা করে আয়ুষ্মান গিরিমানন্দের নিকট গিয়ে দশ সংজ্ঞা আবৃত্তি করলেন। আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ এই দশ সংজ্ঞা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করলেন। আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ সেই ব্যাধি হতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হলেন। এভাবে আয়ুষ্মান গিরিমানন্দের রোগ উপশম হয়েছিল। দশম সূত্র।

তস্সুদ্দানং- সূত্র সূচি

সচিত্ত, সারিপুত্র, স্থিতি হলো ব্যাখ্যাত,
সমথ, প্রহাণ সূত্রাদি হয়েছে আলোচিত;
দু'সংজ্ঞা, মূল, প্রব্রজ্যা ও গিরিমানন্দ,
এ দশে মিলে ষষ্ঠবর্গ হলো সমাপ্ত ॥

(৭) ২. যমক বর্গ

(ক) অবিজ্জা সুত্তং- অবিদ্যা সূত্র

৬১.১। "হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার অতীত সম্বন্ধে এরূপে জানা যায় না যে 'এই পূর্বে অবিদ্যা ছিল না, ইহা পরবর্তীতেই উৎপন্ন হয়েছে।'এই উক্তির প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে 'ইহার প্রত্যয়েই অবিদ্যা।'

২। ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অবিদ্যার আহার বা প্রত্যয় কী? পঞ্চ-নীবরণই হচ্ছে অবিদ্যার প্রত্যয় বা অবিদ্যা উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, পঞ্চ-নীবরণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। পঞ্চ-নীবরণের আহার বা প্রত্যয় কী? ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রই হচ্ছে পঞ্চ-নীবরণের প্রত্যয় বা পঞ্চ-নীবরণ উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের আহার বা প্রত্যয় কী? অসংযত ইন্দ্রিয়ই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হচ্ছে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের প্রত্যয় বা ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হওয়ার সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অসংযত ইন্দ্রিয়কে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অসংযত ইন্দ্রিয়ের আহার বা প্রত্যয় কী? বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানই হচ্ছে অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যয় বা অসংযত ইন্দ্রিয় হওয়ার সহায়ক কারণ। ভিক্ষুগণ, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের আহার বা প্রত্যয় কী? অযথার্থ মনোনিবেশই হচ্ছে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অযথার্থ মনোনিবেশকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অযথার্থ মনোনিবেশের আহার বা প্রত্যয় কী? অশ্রদ্ধাই হচ্ছে অযথার্থ মনোনিবেশের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অশ্রদ্ধাকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অশ্রদ্ধার আহার বা প্রত্যয় কী? অসদ্ধর্ম শ্রবণই হচ্ছে অশ্রদ্ধার প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম শ্রবণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অসদ্ধর্ম শ্রবণের আহার বা প্রত্যয় কী? অসৎ পুরুষের সংসর্গই হচ্ছে অসদ্ধর্ম শ্রবণের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

৩। এরূপে, ভিক্ষুগণ, অসৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন অসদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, অসদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন অশ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান অসম্ভবপর, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের অভাবে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান এসে ভর করে, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের কারণে পঞ্চ-নীবরণ পেয়ে বসে। পঞ্চ নীবরণের কারণে অবিদ্যা পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে অবিদ্যার আহার, এরূপেই হয় অবিদ্যার পূর্ণতা সাধিত।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে প্রচণ্ড বর্ষণ হলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটরে পূর্ণ হয়। পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটর জলপূর্ণ হয়ে ছোট গর্তাদি পূর্ণ হয় সেই উপচে পড়া জলে। ছোট গর্তাদি জলে ভরাট হওয়ার পর বড় বড় গর্তসমূহও জল পূর্ণ হয়; বড়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গর্তসমূহে জল উপচে পরে ছোট নদীতে মিশে যায়। ছোট নদীতে জল মিশে গিয়ে তা মহানদীতে প্রবাহিত হয়। মহানদীর জলও তারপর মহাসমুদ্র, সাগরের দিকে বয়ে চলে। এরূপে ইহাই হচ্ছে মহাসমুদ্র, সাগরের আহার; এরূপেই মহাসমুদ্র, সাগরের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৪। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, অসৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন অসদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, অসদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন অশ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান অসম্ভবপর, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের অভাবে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান এসে ভর করে, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের কারণে পঞ্চ-নীবরণ পেয়ে বসে। পঞ্চ নীবরণের কারণে অবিদ্যা পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে অবিদ্যার আহার, এরূপেই হয় অবিদ্যার পূর্ণতা সাধিত।

৫। ভিক্ষুগণ, বিদ্যা-বিমুক্তিকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। বিদ্যা-বিমুক্তির আহার বা প্রত্যয় কী? সপ্তবোধ্যঙ্গই হচ্ছে বিদ্যা-বিমুক্তির প্রত্যয় বা বিদ্যা-বিমুক্তি উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, সপ্তবোধ্যঙ্গকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। সপ্তবোধ্যঙ্গের আহার বা প্রত্যয় কী? চারি স্মৃতিপ্রস্থানই হচ্ছে সপ্তবোধ্যঙ্গের প্রত্যয় বা সপ্তবোধ্যঙ্গ উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের আহার বা প্রত্যয় কী? ত্রিবিধ সুচরিতই হচ্ছে চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রত্যয় বা চারি স্মৃতিপ্রস্থান সম্পাদিত হওয়ার সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ সুচরিতকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ত্রিবিধ সুচরিতের আহার বা প্রত্যয় কী? ইন্দ্রিয় সংযমই হচ্ছে ত্রিবিধ সুচরিতের প্রত্যয় বা ত্রিবিধ সুচরিত সম্পাদনের সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় সংযমকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ইন্দ্রিয় সংযমের আহার বা প্রত্যয় কী? স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের আহার বা প্রত্যয় কী? জ্ঞানত মনোনিবেশই হচ্ছে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, জ্ঞানত মনোনিবেশকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। জ্ঞানত মনোনিবেশের আহার বা প্রত্যয় কী? শ্রদ্ধাই হচ্ছে জ্ঞানত মনোনিবেশের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। শ্রদ্ধার আহার বা প্রত্যয় কী? সদ্ধর্ম শ্রবণই হচ্ছে শ্রদ্ধার প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম শ্রবণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। সদ্ধর্ম শ্রবণের আহার বা প্রত্যয় কী? সৎ পুরুষের সংসর্গই হচ্ছে সদ্ধর্ম শ্রবণের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

৬। এরূপে, ভিক্ষুগণ, সৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন সদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন শ্রদ্ধা জাগে, সশ্রদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান সম্ভব হয়, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের দরুন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ সুচরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ সুচরিত্রের কারণে চারি স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলিত হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের কারণে সপ্তবোধ্যঙ্গ পূর্ণ হয়। এবং সপ্তবোধ্যঙ্গের দরুন বিদ্যা-বিমুক্তি পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে বিদ্যা-বিমুক্তির আহার, এরূপেই হয় বিদ্যা-বিমুক্তির পূর্ণতা সাধিত।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে প্রচণ্ড বর্ষণ হলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটরে পূর্ণ হয়। পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটর জলপূর্ণ হয়ে ছোট গর্তাদি পূর্ণ হয় সেই উপচে পড়া জলে। ছোট গর্তাদি জলে ভরাট হওয়ার পর বড় বড় গর্তসমূহও জল পূর্ণ হয়; বড় গর্তসমূহে জল উপচে পরে ছোট নদীতে মিশে যায়। ছোট নদীতে জল মিশে গিয়ে তা মহানদীতে প্রবাহিত হয়। মহানদীর জলও তারপর মহাসমুদ্র, সাগরের দিকে বয়ে চলে। এরূপে ইহাই হচ্ছে মহাসমুদ্র, সাগরের আহার; এরূপেই মহাসমুদ্র, সাগরের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৭। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, সৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন সদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন শ্রদ্ধা জাগে, সশ্রদ্ধ অবস্থায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান সম্ভব হয়, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের দরুন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ সুচরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ সুচরিত্রের কারণে চারি স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলিত হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের কারণে সপ্তবোধ্যঙ্গ পূর্ণ হয়। এবং সপ্তবোধ্যঙ্গের দরুন বিদ্যা-বিমুক্তি পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে বিদ্যা-বিমুক্তির আহার, এরূপেই হয় বিদ্যা-বিমুক্তির পূর্ণতা সাধিত।" প্রথম সূত্র।

(খ) ভবতন্হা সুত্তং- ভবতৃষ্ণা সূত্র

৬২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ভবতৃষ্ণার অতীত সম্বন্ধে এরূপে জানা যায় না যে 'এই পূর্বে ভবতৃষ্ণা ছিল না, ইহা পরবর্তীতেই উৎপন্ন হয়েছে।'এই উক্তির প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে 'ইহার প্রত্যয়েই ভবতৃষ্ণা।'

২। ভিক্ষুগণ, ভবতৃষ্ণাকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ভবতৃষ্ণার আহার বা প্রত্যয় কী? অবিদ্যাই হচ্ছে ভবতৃষ্ণার প্রত্যয় বা ভবতৃষ্ণা উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অবিদ্যার আহার বা প্রত্যয় কী? পঞ্চ-নীবরণই হচ্ছে অবিদ্যার প্রত্যয় বা অবিদ্যা উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, পঞ্চ-নীবরণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। পঞ্চ-নীবরণের আহার বা প্রত্যয় কী? ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রই হচ্ছে পঞ্চ-নীবরণের প্রত্যয় বা পঞ্চ-নীবরণ উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের আহার বা প্রত্যয় কী? অসংযত ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের প্রত্যয় বা ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হওয়ার সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অসংযত ইন্দ্রিয়কে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অসংযত ইন্দ্রিয়ের আহার বা প্রত্যয় কী? বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানই হচ্ছে অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যয় বা অসংযত ইন্দ্রিয় হওয়ার সহায়ক কারণ। ভিক্ষুগণ, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের আহার বা প্রত্যয় কী? অযথার্থ মনোনিবেশই হচ্ছে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের প্রত্যয় বা সহায়ক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণ।

ভিক্ষুগণ, অযথার্থ মনোনিবেশকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অযথার্থ মনোনিবেশের আহার বা প্রত্যয় কী? অশ্রদ্ধাই হচ্ছে অযথার্থ মনোনিবেশের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অশ্রদ্ধাকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অশ্রদ্ধার আহার বা প্রত্যয় কী? অসদ্ধর্ম শ্রবণই হচ্ছে অশ্রদ্ধার প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম শ্রবণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। অসদ্ধর্ম শ্রবণের আহার বা প্রত্যয় কী? অসৎ পুরুষের সংসর্গই হচ্ছে অসদ্ধর্ম শ্রবণের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

৩। এরূপে, ভিক্ষুগণ, অসৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন অসদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, অসদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন অশ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান অসম্ভবপর, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের অভাবে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান এসে ভর করে, বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের কারণে পঞ্চ-নীবরণ পেয়ে বসে। পঞ্চ নীবরণের কারণে অবিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং অবিদ্যার কারণে ভবতৃষ্ণা জাগে। ইহাই হচ্ছে ভবতৃষ্ণার আহার, এরূপেই হয় ভবতৃষ্ণার পূর্ণতা সাধিত।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে প্রচণ্ড বর্ষণ হলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটরে পূর্ণ হয়। পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটর জলপূর্ণ হয়ে ছোট গর্তাদি পূর্ণ হয় সেই উপচে পড়া জলে। ছোট গর্তাদি জলে ভরাট হওয়ার পর বড় বড় গর্তসমূহও জল পূর্ণ হয়; বড় গর্তসমূহে জল উপচে পরে ছোট নদীতে মিশে যায়। ছোট নদীতে জল মিশে গিয়ে তা মহানদীতে প্রবাহিত হয়। মহানদীর জলও তারপর মহাসমুদ্র, সাগরের দিকে বয়ে চলে। এরূপে ইহাই হচ্ছে মহাসমুদ্র, সাগরের আহার; এরূপেই মহাসমুদ্র, সাগরের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৪। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, অসৎ পুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন অসদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, অসদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন অশ্রদ্ধা জাগে, শ্রদ্ধাহীন অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান অসম্ভবপর, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের অভাবে বিস্মৃতি-অসম্প্রজ্ঞান এসে ভর করে, বিস্মৃতি-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ দুশ্চরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ দুশ্চরিত্রের কারণে পঞ্চ-নীবরণ পেয়ে বসে। পঞ্চ নীবরণের কারণে অবিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং অবিদ্যার কারণে ভবতৃষ্ণা জাগে। ইহাই হচ্ছে ভবতৃষ্ণার আহার, এরূপেই হয় ভবতৃষ্ণার পূর্ণতা সাধিত।

৫। ভিক্ষুগণ, বিদ্যা-বিমুক্তিকে আমি আহার বা প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। বিদ্যা-বিমুক্তির আহার বা প্রত্যয় কী? সপ্তবোধ্যঙ্গই হচ্ছে বিদ্যা-বিমুক্তির প্রত্যয় বা বিদ্যা-বিমুক্তি উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, সপ্তবোধ্যঙ্গকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। সপ্তবোধ্যঙ্গের আহার বা প্রত্যয় কী? চারি স্মৃতিপ্রস্থানই হচ্ছে সপ্তবোধ্যঙ্গের প্রত্যয় বা সপ্তবোধ্যঙ্গ উৎপত্তির সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের আহার বা প্রত্যয় কী? ত্রিবিধ সুচরিতই হচ্ছে চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রত্যয় বা চারি স্মৃতিপ্রস্থান সম্পাদিত হওয়ার সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ সুচরিতকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ত্রিবিধ সুচরিতের আহার বা প্রত্যয় কী? ইন্দ্রিয় সংযমই হচ্ছে ত্রিবিধ সুচরিতের প্রত্যয় বা ত্রিবিধ সুচরিত সম্পাদনের সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় সংযমকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। ইন্দ্রিয় সংযমের আহার বা প্রত্যয় কী? স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের আহার বা প্রত্যয় কী? জ্ঞানত মনোনিবেশই হচ্ছে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, জ্ঞানত মনোনিবেশকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। জ্ঞানত মনোনিবেশের আহার বা প্রত্যয় কী? শ্রদ্ধাই হচ্ছে জ্ঞানত মনোনিবেশের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রদ্ধার আহার বা প্রত্যয় কী? সদ্ধর্ম শ্রবণই হচ্ছে শ্রদ্ধার প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম শ্রবণকে আমি প্রত্যয়সম্ভূত বলছি, প্রত্যয় বা কারণহীন নয়। সদ্ধর্ম শ্রবণের আহার বা প্রত্যয় কী? সৎ পুরুষের সংসর্গই হচ্ছে সদ্ধর্ম শ্রবণের প্রত্যয় বা সহায়ক কারণ।

৬। এরূপে, ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন সদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন শ্রদ্ধা জাগে, সশ্রদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান সম্ভব হয়, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের দরুন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ সুচরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ সুচরিত্রের কারণে চারি স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলিত হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের কারণে সপ্তবোধ্যঙ্গ পূর্ণ হয়। এবং সপ্তবোধ্যঙ্গের দরুন বিদ্যা-বিমুক্তি পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে বিদ্যা-বিমুক্তির আহার, এরূপেই হয় বিদ্যা-বিমুক্তির পূর্ণতা সাধিত।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বতের উপরে প্রচণ্ড বর্ষণ হলে সেই জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটরে পূর্ণ হয়। পর্বতের গুহা, বৃক্ষ কোটর জলপূর্ণ হয়ে ছোট গর্তাদি পূর্ণ হয় সেই উপচে পড়া জলে। ছোট গর্তাদি জলে ভরাট হওয়ার পর বড় বড় গর্তসমূহও জল পূর্ণ হয়; বড় গর্তসমূহে জল উপচে পরে ছোট নদীতে মিশে যায়। ছোট নদীতে জল মিশে গিয়ে তা মহানদীতে প্রবাহিত হয়। মহানদীর জলও তারপর মহাসমুদ্র, সাগরের দিকে বয়ে চলে। এরূপে ইহাই হচ্ছে মহাসমুদ্র, সাগরের আহার; এরূপেই মহাসমুদ্র, সাগরের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৭। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের সাথে সংসর্গের দরুন সদ্ধর্ম শ্রবণ সম্পাদিত হয়, সদ্ধর্ম শ্রবণের দরুন শ্রদ্ধা জাগে, সশ্রদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানত মনোনিবেশ প্রদান সম্ভব হয়, জ্ঞানপূর্ণ মনোনিবেশের দরুন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দরুন ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সংযত ইন্দ্রিয়ের কারণে ত্রিবিধ সুচরিত্র সম্পাদিত হয়, ত্রিবিধ সুচরিত্রের কারণে চারি স্মৃতিপ্রস্থান অনুশীলিত হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানের কারণে সপ্তবোধ্যঙ্গ পূর্ণ হয়। এবং সপ্তবোধ্যঙ্গের দরুন বিদ্যা-বিমুক্তি পূর্ণতা পায়। ইহাই হচ্ছে বিদ্যা-বিমুক্তির আহার, এরূপেই হয় বিদ্যা-বিমুক্তির পূর্ণতা সাধিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) নিট্‌ঠঙ্গত সুত্তং- পূর্ণাঙ্গতা সূত্র

৬৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস লাভ করেছে তারা সকলেই দৃষ্টিসম্পন্ন। সেই দৃষ্টিসম্পন্নদের ইহজগতেই পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় এবং ইহলোক ত্যাগে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয়।

২। ইহ জগতেই যে পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় তা কী কী?

যথা, সে সাতবার মাত্র জন্ম ধারণ করে, কোলংকোল, একবীজি, সকৃদাগামী এবং ইহজন্মেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়। এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ইহলোকে লব্ধ পূর্ণাঙ্গতা।

৩। ইহলোক ত্যাগে অপর যে পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা তার অর্জিত হয় তা কী কী?

যথা, অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী, উপহচ্চ পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কার পরিনির্বাণলাভী, সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী এবং অকনিষ্ঠগামী ঊর্ধ্বস্রোতা। এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ইহলোক ত্যাগে লব্ধ পূর্ণাঙ্গতা।

৪। ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস লাভ করেছে তারা সকলেই দৃষ্টিসম্পন্ন। সেই দৃষ্টিসম্পন্নদের ইহজগতেই পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় এবং ইহলোক ত্যাগে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) অবেচ্চপ্পসন্ন সুত্তং- অটুট প্রসাদ সূত্র

৬৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস লাভ করেছে তারা সকলেই স্রোতাপন্ন। সেই স্রোতাপন্নদের ইহজগতেই পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় এবং ইহলোক ত্যাগে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয়।

২। ইহ জগতেই যে পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় তা কী কী?

যথা, সে সাতবার মাত্র জন্ম ধারণ করে, কোলংকোল, একবীজি, সকৃদাগামী এবং ইহজন্মেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়। এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ইহলোকে লব্ধ পূর্ণাঙ্গতা।

৩। ইহলোক ত্যাগে অপর যে পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা তার অর্জিত হয় তা কী কী?

যথা, অন্তরা-পরিনির্বাণলাভী, উপহচ্চ পরিনির্বাণলাভী, অসংস্কার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিনির্বাণলাভী, সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী এবং অকনিষ্ঠগামী ঊর্ধ্বস্রোতা। এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ইহলোক ত্যাগে লব্ধ পূর্ণাঙ্গতা।

৪। ভিক্ষুগণ, যারা আমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস লাভ করেছে তারা সকলেই স্রোতাপন্ন। সেই স্রোতাপন্নদের ইহজগতেই পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয় এবং ইহলোক ত্যাগে অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) পঠম সুখ সুত্তং- প্রথম সুখ সূত্র

৬৫.১। একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র মগধরাজ্যের নালকগ্রামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর সামন্ডকানি পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সম্বোধনসূচক আলাপ ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সামন্ডকানি পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২। "হে আবুসো সারিপুত্র, সুখ কী? দুঃখই বা কী?"

"হে আবুসো সামন্ডকানি, পুনর্জন্মই দুঃখ এবং পুনর্জন্মের নিরোধই সুখ। আবুসো সামন্ডকানি, পুনর্জন্মহেতু এসকল দুঃখই প্রত্যাশিত; যথা : শীত-উষ্ণতা, ক্ষুধা-পিপাসা, মল-মূত্রজনিত দুঃখ, অগ্নির সংস্পর্শ, দন্ড বা শাস্তি ভোগ, অস্ত্রাঘাত পাওয়া এমনকি নিজ জ্ঞাতিমিত্রদের সম্মিলিত রোষানল ভোগ করা। আবুসো সামন্ডকানি, এসকল হচ্ছে পুনর্জন্মহেতু প্রত্যাশিত দুঃখ।

অধিকন্তু, আবুসো সামন্ডকানি, পুনর্জন্ম নিরোধহেতু এসকল সুখই প্রত্যাশিত; যথা : শীত-উষ্ণহীনতা, ক্ষুধা-পিপাসারহিত ও মল-মূত্রহীন সুখময় অবস্থা, অগ্নির অসংস্পর্শ, শাস্তিভোগ হতে চির রেহাই, অস্ত্রাঘাত না পাওয়া এমনকি নিজ জ্ঞাতিমিত্রদের সম্মিলিত রোষানল হতে মুক্ত থাকা। আবুসো সামন্ডকানি, এসকল হচ্ছে পুনর্জন্ম নিরোধহেতু প্রত্যাশিত সুখ।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) দুতিয সুখ সুত্তং- দ্বিতীয় সুখ সূত্র

৬৬.১। একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র মগধরাজ্যের নালক গ্রামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর সামন্ডকানি পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সম্বোধনসূচক আলাপ ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বসে সামন্ডকানি পরিব্রাজক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২। "হে আবুসো সারিপুত্র, এই ধর্ম-বিনয়ে সুখ কী? দুঃখই বা কী?"

"হে আবুসো সামন্ডকানি, এই ধর্ম-বিনয়ে অনভিরতিই দুঃখ পক্ষান্তরে অভিরতিই সুখ। আবুসো সামন্ডকানি, এই ধর্ম-বিনয়ে অনভিরতিহেতু এই দুঃখসমূহই প্রত্যাশিত; যথা : এই ধর্ম-বিনয়ে অনভিরতিহেতু গমনে বা দাড়াঁনে, অথবা উপবেশনে বা শয়নে যেকোনো অবস্থায়ই সে সুখ-আনন্দ লাভ করতে পারে না। অরণ্য, বৃক্ষমূল কিংবা শূন্যাগার অথবা খোলা আকাশের নিচে, এমনকি ভিক্ষুদের সাহচর্যেও সে সুখ-আনন্দ লাভ করতে অক্ষম হয়। আবুসো সামন্ডকানি, এসকল হচ্ছে এই ধর্ম-বিনয়ে অনভিরতিহেতু প্রত্যাশিত দুঃখ।

অধিকন্তু, আবুসো সামন্ডকানি, এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরতিহেতু এই সুখসমূহই প্রত্যাশিত; যথা : এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরতিহেতু গমনে বা দাড়াঁনে, অথবা উপবেশনে বা শয়নে যেকোনো অবস্থায়ই সে সুখ-আনন্দ লাভ করতে পারে। অরণ্য, বৃক্ষমূল কিংবা শূন্যাগার অথবা খোলা আকাশের নিচে, এমনকি ভিক্ষুদের সাহচর্যেও সে সুখ-আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হয়। আবুসো সামন্ডকানি, এসকল হচ্ছে এই ধর্ম-বিনয়ে অভিরতিহেতু প্রত্যাশিত সুখ।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) পঠম নলকপান সুত্তং- প্রথম নলকপান সূত্র

৬৭.১। একসময় ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘসহ কোশলরাজ্যে ধর্ম পরিক্রমা করছিলেন। পর্যটন করতে করতে কোশলদের নলকপান নামক নিগম বা নগরে পৌছলেন। তারপর ভগবান সেই নলকপান নামক নগরীর পলাসবনে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় এক উপোসথ দিবসে ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে বসলেন। অতঃপর ভগবান অধিকরাত্রি পর্যন্ত ভিক্ষুদের ধর্ম উপদেশ ব্যাখ্যা করে, হৃদয়ঙ্গম করিয়ে, শিক্ষা পালনে উৎসাহিত করে এবং পুলকিত করে তাদের নিরব দেখতে পেয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ডেকে বললেন :

২। "হে সারিপুত্র, উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ আলস্য-তন্দ্রাভিভূত নয়। সারিপুত্র, তুমি ভিক্ষুদেরকে ধর্মকথা শোনাও। আমার পৃষ্ঠদেশ ক্লান্ত হয়েছে, আমি বিশ্রাম করব।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। অতঃপর ভগবান সংঘাটি চারভাজ করে বিছালেন। তারপর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে 'যথাসময়ে জাগব' এরূপ অধিষ্ঠানপূর্বক দক্ষিণ পাশে সিংহশয্যায় শয়ন করলেন।

৩। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদের 'হে আবুসোগণ' বলে সম্বোধন করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুবৃন্দ প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

৪। "হে আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই এবং প্রজ্ঞাও নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। যেমন, আবুসোগণ, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী, আভা এবং আকার-আয়তন ক্ষীণ হয়। ঠিক তদ্রুপ আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই এবং প্রজ্ঞাও নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

আবুসোগণ, এরূপে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়, পাপে নির্লজ্জী-নির্ভয়ী, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমহীন, দুষ্প্রাজ্ঞ জনের কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়। ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী (উপনাহী), পাপেচ্ছুক, পাপমিত্র এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন জনের কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়।

৫। পুনশ্চ, আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাও বিদ্যমান; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, আবুসোগণ, শুক্লপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং আকার-আয়তনও প্রসারিত হয়। ঠিক তদ্রুপ আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম বিদ্যমান এবং প্রজ্ঞাও উপস্থিত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবুসোগণ, এরূপে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়, পাপে সলজ্জী-সভয়ী, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ জনের কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়। অক্রোধী, দোষান্বেষণকারী নয় এমন ব্যক্তি, অল্পেচ্ছুক, কল্যাণমিত্র এবং সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন জনের কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধি হয়।"

৬। অতঃপর ভগবান বিশ্রাম শেষে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ডেকে বললেন :

সাধু, সারিপুত্র, সাধু। সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই এবং প্রজ্ঞাও নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। যেমন, সারিপুত্র, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী, আভা এবং আকার-আয়তন ক্ষীণ হয়। ঠিক তদ্রুপ সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই এবং প্রজ্ঞাও নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

সারিপুত্র, এরূপে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়, পাপে নির্লজ্জী-নির্ভয়ী, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমহীন, দুষ্প্রাজ্ঞ জনের কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়। ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী (উপনাহী), পাপেচ্ছুক, পাপমিত্র এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন জনের কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানি হয়।

৭। পুনশ্চ, সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞাও বিদ্যমান; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, সারিপুত্র, শুক্লপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং আকার-আয়তনও প্রসারিত হয়। ঠিক তদ্রুপ সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম বিদ্যমান এবং প্রজ্ঞাও উপস্থিত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিহানি নয়।

সারিপুত্র, এরূপে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়, পাপে সলজ্জী-সভয়ী, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ জনের কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়। অক্রোধী, দোষান্বেষণকারী নয় এমন ব্যক্তি, অল্পেচ্ছুক, কল্যাণমিত্র এবং সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন জনের কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধি হয়।" সপ্তম সূত্র।

(জ) দুতিয নলকপান সুত্তং- দ্বিতীয় নলকপান সূত্র

৬৮.১। একসময় ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘসহ কোশলরাজ্যে ধর্ম পরিক্রমা করছিলেন। পর্যটন করতে করতে কোশলদের নলকপান নামক নিগম বা নগরে পৌছলেন। তারপর ভগবান সেই নলকপান নামক নগরীর পলাসবনে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময় এক উপোসথ দিবসে ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে বসলেন। অতঃপর ভগবান অধিকরাত্রি পর্যন্ত ভিক্ষুদের ধর্ম উপদেশ ব্যাখ্যা করে, হৃদয়ঙ্গম করিয়ে, শিক্ষা পালনে উৎসাহিত করে এবং পুলকিত করে তাদের নিরব দেখতে পেয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ডেকে বললেন :

২। "হে সারিপুত্র, উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ আলস্য-তন্দ্রাভিভূত নয়। সারিপুত্র, তুমি ভিক্ষুদেরকে ধর্মকথা শোনাও। আমার পৃষ্ঠদেশ ক্লান্ত হয়েছে, আমি বিশ্রাম করব।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান সংঘাটি চারভাজ করে বিছালেন। তারপর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে 'যথাসময়ে জাগব' এরূপ অধিষ্ঠানপূর্বক দক্ষিণ পাশে সিংহশয্যায় শয়ন করলেন।

৩। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমবেত ভিক্ষুদের 'হে আবুসোগণ' বলে সম্বোধন করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুবৃন্দ প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

৪। "হে আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই, প্রজ্ঞা নাই, শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগ নাই, ধর্মাদির অবধারণ নাই, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ নাই, ধর্মানুধর্ম আচরণ নাই এবং অপ্রমাদ নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নয়। যেমন, আবুসোগণ, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী, আভা এবং আকার-আয়তন ক্ষীণ হয়। ঠিক তদ্রুপ আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই, প্রজ্ঞা নাই, শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগ নাই, ধর্মাদির অবধারণ নাই, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ নাই, ধর্মানুধর্ম আচরণ নাই এবং অপ্রমাদ নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

৫। পুনশ্চ, আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যে শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগকারী, ধর্মাদি অবধারণ করে, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, ধর্মানুধর্ম আচরণ করে এবং অপ্রমত্ত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, আবুসোগণ, শুক্লপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং আকার-আয়তনও প্রসারিত হয়। ঠিক তদ্রুপ আবুসোগণ, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যে শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগকারী, ধর্মাদি অবধারণ করে, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, ধর্মানুধর্ম আচরণ করে এবং অপ্রমত্ত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।”

৬। অতঃপর ভগবান বিশ্রাম শেষে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ডেকে বললেন :

সাধু, সারিপুত্র, সাধু। সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই, প্রজ্ঞা নাই, শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগ নাই, ধর্মাদির অবধারণ নাই, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ নাই, ধর্মানুধর্ম আচরণ নাই এবং অপ্রমাদ নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। যেমন, সারিপুত্র, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী, আভা এবং আকার-আয়তন ক্ষীণ হয়। ঠিক তদ্রুপ সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা নাই, পাপে লজ্জা ও ভয় নাই, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যম নাই, প্রজ্ঞা নাই, শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগ নাই, ধর্মাদির অবধারণ নাই, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ নাই, ধর্মানুধর্ম আচরণ নাই এবং অপ্রমাদ নাই; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহ হতে পরিহানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

৭। পুনশ্চ, সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যে শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগকারী, ধর্মাদি অবধারণ করে, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, ধর্মানুধর্ম আচরণ করে এবং অপ্রমত্ত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়। যেমন, সারিপুত্র, শুক্লপক্ষের রাত্রি বা দিন যতই পার হয় ততই চাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, চারিদিকের আলোকমণ্ডলী ও আভা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় এবং আকার-আয়তনও প্রসারিত হয়। ঠিক তদ্রুপ সারিপুত্র, কুশলধর্মসমূহে যার শ্রদ্ধা বিদ্যমান, পাপে লজ্জা ও ভয় বিদ্যমান, কুশলধর্মাদি আচরণে দৃঢ় উদ্যমসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বিদ্যমান, যে শ্রুত বিষয়ে মনোসংযোগকারী, ধর্মাদি অবধারণ করে, ভাষিত অর্থের সত্যতা যাচাইগুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, ধর্মানুধর্ম আচরণ করে এবং অপ্রমত্ত; তার দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) পঠম কথাবত্থু সুত্তং- প্রথম আলোচনার বিষয় সূত্র

৬৯.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেইসময় বহু ভিক্ষু আহারকৃত্য সমাপনে উপস্থান শালায় একত্রিত হয়ে বিবিধ প্রকার বাজে আলাপচারিতায় সময় কাটাচ্ছিলেন। যেমন, রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয় সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বর্গ, পূবপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছিল।

অনন্তর ভগবান সন্ধ্যাবেলায় নির্জনতারূপ ধ্যান হতে এসে উপস্থান শালায় উপস্থিত হলেন এবং পূর্ব প্রস্তুত আসনে বসলেন। আসনে বসে ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করে বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একত্রিত হয়ে এতক্ষণ কী বিষয়ে আলাপ করছিলে? আমি আসা মাত্র যা অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো?"

"ভন্তে, আজ আমরা আহার শেষে এই উপস্থানশালায় একত্রিত হয়ে রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয় সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূবপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছিলাম।"

"ভিক্ষুগণ, তোমরা যে রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয় সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূবপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছ, তা তোমাদের ন্যায় শ্রদ্ধায় গৃহ হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় আগত কুলপুত্রদের পক্ষে সমীচিন নয়।

৩। ভিক্ষুগণ, প্রব্রজ্জিতদের দশ প্রকার আলোচনার যোগ্য কথা রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : অল্পেচ্ছা কথা, সন্তুষ্টি কথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, শীল কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনের কথা।। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার কথাই প্রব্রজ্জিতদের আলোচনার যোগ্য।

৪। ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা এই দশ প্রকার বিষয় নির্ভর আলোচনা কর তবে এই মহাশক্তিধর, মহানুভব চন্দ্র-সূর্যের তেজকেও তা আপন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তেজচ্ছটায় জয় করবে, অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের মিথ্যে মতবাদের কথাই বা কী,,” নবম সূত্র।

(ঞ) দুতিয কথাবত্থু সুত্তং- দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় সূত্র

৭০.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেইসময় বহু ভিক্ষু আহারকৃত্য সমাপনে উপস্থান শালায় একত্রিত হয়ে বিবিধ প্রকার বাজে আলাপচারিতায় সময় কাটাচ্ছিলেন। যেমন, রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয় সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূবপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছিল।

অনন্তর ভগবান সন্ধ্যাবেলায় নির্জনতারূপ ধ্যান হতে এসে উপস্থান শালায় উপস্থিত হলেন এবং পূর্ব প্রস্তুত আসনে বসলেন। আসনে বসে ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করে বললেন :

২। “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা একত্রিত হয়ে এতক্ষণ কী বিষয়ে আলাপ করছিলে? আমি আসা মাত্র যা অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো?”

“ভন্তে, আজ আমরা আহার শেষে এই উপস্থানশালায় একত্রিত হয়ে রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয় সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূবপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছিলাম।”

“ভিক্ষুগণ, তোমরা যে রাজা সম্বন্ধীয় আলোচনা, চোর, মহামাত্য, সৈন্য সম্বন্ধে আলাপ, ভয় সংক্রান্ত কথাবার্তা, যুদ্ধ বিষয়ক, অন্ন-পানীয় সম্বন্ধে আলাপ, বস্ত্র, শয্যাসন বিষয়ক কথা, পুষ্পমাল্য, গন্ধ সংক্রান্ত আলাপ, জ্ঞাতি বিষয়ে আলোচনা, যান-বাহন, গ্রাম-নিগম, নগর-জনপদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বন্ধে আলাপ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলাপ, শৌর্য-বীর্যের কথা, শান বাধানো রাস্তা, স্বর্গ, পূবপ্রেত সম্বন্ধীয় আলাপ, জগৎ-সমুদ্র এবং ভব-বিভব সম্বন্ধীয় আলাপে রত হয়ে অবস্থান করছ, তা তোমাদের ন্যায় শ্রদ্ধায় গৃহ হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় আগত কুলপুত্রদের পক্ষে সমীচিন নয়।

৩। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার প্রশংসনীয় বিষয় রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্বয়ং অল্পেচ্ছুক হয় এবং ভিক্ষুদের নিকট অল্পেচ্ছা বিষয়ে আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু অল্পেচ্ছুক এবং ভিক্ষুদের নিকট অল্পেচ্ছা বিষয়ে আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে যথালাভে সন্তুষ্ট থাকে এবং যথালাভে সন্তুষ্ট থাকার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'ইনি যথালাভে সন্তুষ্ট এবং যথালাভে সন্তুষ্ট থাকার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি স্বয়ং প্রবিবেক বা নির্জনপ্রিয় হয় এবং নির্জনপ্রিয়তার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু নির্জনপ্রিয় এবং নির্জনপ্রিয়তার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে (কোলাহলে) অসংশ্লিষ্ঠ এবং ভিক্ষুদের নিকট অসংশ্লিষ্ঠতার কথা আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু (কোলাহলে) অসংশ্লিষ্ঠ এবং ভিক্ষুদের নিকট অসংশ্লিষ্ঠতার কথা আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি স্বয়ং দৃঢ় পরাক্রমী হয় এবং দৃঢ় পরাক্রমতার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু দৃঢ় পরাক্রমী হয় এবং দৃঢ় পরাক্রমতার কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে শীলবান এবং শীল পালনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু শীলবান এবং শীল পালনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি স্বয়ং সমাধিলাভী এবং সমাধি অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু সমাধিলাভী এবং সমাধি অর্জনের কথা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে প্রজ্ঞাবান এবং প্রজ্ঞা অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান এবং প্রজ্ঞা অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি স্বয়ং বিমুক্তিসম্পন্ন এবং বিমুক্তি অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু বিমুক্তিসম্পন্ন এবং বিমুক্তি অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

ভিক্ষুটি নিজে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন প্রতিমন্ডিত এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করে। 'এই ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান এবং প্রজ্ঞা অর্জনের কথা ভিক্ষুদের নিকট আলোচনা করেন'- এই উভয় গুণাবলীই প্রশংসনীয়।

৪। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে প্রশংসনীয় বিষয়।" দশম সূত্র।

যমক বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

অবিদ্যা, ভবতৃষ্ণা, পূর্ণাঙ্গতা সূত্রত্রয়,
অটুট প্রসাদ ও দ্বে সুখ সূত্র উক্ত হয়;
দুই নলকপান সূত্রযোগে হল অষ্টবিধ,
আলোচ্য বিষয় সূত্র দু'য়ে যমকবর্গ গঠিত ॥

(৮) ৩। আকাঙ্ক্ষা বর্গ

(ক) আকাঙ্ক্ষা সুত্তং- আকাঙ্ক্ষা সূত্র

৭১.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পন্ন ও প্রাতিমোক্ষ অধিগত হয়ে অবস্থান কর। প্রাতিমোক্ষ অনুযায়ী সংযত ও আচার-গোচরশীল হয়ে অবস্থান কর। অনুমাত্র বর্জনীয় পাপে ভয় দর্শনপূর্বক শিক্ষাপদসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষা কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যদি আমার সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোপুত ও সম্মান্বিত হতাম এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতাম।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যদি চীবর, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয় ও ভৈষজ্যসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করতে পারতাম।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমার যেই রক্ত সম্বন্ধীয় কালগত জ্ঞাতি-প্রেতরা প্রসন্নচিত্ত বা কুশলচিত্ত অনুস্মরণ করে, তা তাদের মহাফলদায়ক ও মহানিশংসকর হোক।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যাতে যথালব্ধ চীবর, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয় ও ভৈষজ্যসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যাতে শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-পিপাসা, ডাঁশ-মশাদিসহ সরীসৃপের সংস্পর্শে সহনশীল থাকতে পারি। আমি যাতে নিন্দা, মনোকষ্টদায়ক দুর্বাক্য এবং তীব্র, কষ্টকর, কটু, অপ্রিয়, অমনোপুত, প্রাণহরণকর উৎপন্ন শারীরিক দুঃখদায়ক বেদনা সহিষ্ণু হই।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রতি-অরতিকে অতিক্রম করতে পারি। রতি-অরতি যেন আমাকে পরাভূত করতে না পারে এবং উৎপন্ন রতি-অরতিভাবকে যেন আমি পরাভূত করে অবস্থান করতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যেন ভয়-ভীতিকে অতিক্রম করতে পারি। ভয়-ভীতি যেন আমাকে পরাভূত করতে না পারে এবং উৎপন্ন ভয়-ভীতিকে যেন আমি পরাভূত করে অবস্থান করতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যেন ইহজীবনেই সুখবিহারসরূপ আভিচৈসিক চর্তুবিধ ধ্যানসমূহ সহজে, অনায়াসে এবং বিনাকষ্টে লাভ করতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুটি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে 'অহো, আমি যেন আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব হয়ে ইহজীবনেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞান বলে সাক্ষাৎ করে এবং তা অধিগত হয়ে অবস্থান করতে পারি।' তবে সেই ভিক্ষুটিকে অবশ্যই শীলসমূহ পরিপূর্ণকারী হতে হবে। তাকে নিজ চিত্তের একাগ্রতা লাভে সচেষ্ট, অনবরত ধ্যানানুশীলন, বিদর্শনে প্রতিমন্ডিত এবং নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হতে হবে।

৪। ভিক্ষুগণ, তোমরা শীলসম্পন্ন ও প্রাতিমোক্ষ অধিগত হয়ে অবস্থান কর। প্রাতিমোক্ষ অনুযায়ী সংযত ও আচার-গোচরশীল হয়ে অবস্থান কর। অনুমাত্র বর্জনীয় পাপে ভয় দর্শনপূর্বক শিক্ষাপদসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষা কর। ইহা বলা হয়েছে, এই প্রত্যয়েই তা বলা হয়েছে।" প্রথম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) কণ্টক সুত্তং- কণ্টক বা কাটা সূত্র

৭২.১। একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনের কূটাগার শালায় বহু স্থবির শ্রাবক যথা : আয়ুষ্মান চাল, আয়ুষ্মান উপচাল, আয়ুষ্মান কুক্কুট, আয়ুষ্মান কলিম্ভ, আয়ুষ্মান নিকট, আয়ুষ্মান কটিস্সহসহ আরও অন্যান্য নামকরা, সুপরিচিত শিষ্যদের সাথে অবস্থান করছিলেন। তখন একদিন অনেক নামজাদা, সুপরিচিত লিচ্ছবীগণ ভগবানের দর্শনেচ্ছায় যানারূঢ় হয়ে মহাবনের দিকে উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ করতে করতে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সেই আয়ুষ্মান ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলোÍ'এই নামজাদা, সুপরিচিত লিচ্ছবীগণ ভগবানের দর্শনেচ্ছায় যানারূঢ় হয়ে মহাবনের দিকে উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ করতে করতে প্রবেশ করছে। অধিকন্তু ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে ধ্যানের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে **শব্দ**। সেহেতু আমরা মনোরম গোশৃঙ্গ শালবনে গিয়ে অল্পশব্দে ও অল্পাকীর্ণ হয়ে অবস্থান করব।' অতঃপর সেই আয়ুষ্মানবৃন্দ মনোরম গোশৃঙ্গ শালবনে গিয়ে অল্পশব্দে ও অল্পাকীর্ণ হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

২। এদিকে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, চাল, উপচাল, কুক্কুট, কলিম্ভ, নিকট, কটিস্সহসহ আরও অন্যান্য শিষ্যরা কোথায়? তারা কোথায় গিয়েছে?"

"ভন্তে, আয়ুষ্মানবৃন্দের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল যে 'এই নামজাদা, সুপরিচিত লিচ্ছবীগণ ভগবানের দর্শনেচ্ছায় যানারূঢ় হয়ে মহাবনের দিকে উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ করতে করতে প্রবেশ করছে। অধিকন্তু ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে ধ্যানের কণ্টকস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে **শব্দ**। সেহেতু আমরা মনোরম গোশৃঙ্গ শালবনে গিয়ে অল্পশব্দে ও অল্পাকীর্ণ হয়ে অবস্থান করব।' অতঃপর ভন্তে, সেই আয়ুষ্মানবৃন্দ মনোরম গোশৃঙ্গ শালবনে গিয়ে অল্পশব্দে ও অল্পাকীর্ণ হয়ে অবস্থান করছেন।"

"সাধু, ভিক্ষুগণ, সাধু। 'ধ্যানের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে **শব্দ**' এরূপ আমার দ্বারা ভাষিত বিষয়ের অর্থ সেই মহাশ্রাবকেরা সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পেরেছে।

৩। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার কণ্টক রয়েছে। সেই দশ কী কী? যথা :

প্রবিবেক বা নির্জনতায় অবস্থানকারীর কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সঙ্গপ্রিয়তা, অশুভ নিমিত্ত দর্শনকারীর প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শুভ নিমিত্ত দর্শন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(দোষকে দোষরূপে না দেখা), ইন্দ্রিয়সমূহে সংযতজনের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমোদ-প্রমোদ দর্শন, ব্রহ্মচর্যের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে স্ত্রীলোকের সংসর্গতা, প্রথম ধ্যানের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শব্দ, দ্বিতীয় ধ্যানের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে বিতর্ক-বিচার, তৃতীয় ধ্যানের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রীতি, চতুর্থ ধ্যানের কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তির প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সংজ্ঞা ও বেদনা এবং রাগ-দ্বেষ-মোহও হচ্ছে কণ্টকসরূপ প্রতিবন্ধকতা।

৪। ভিক্ষুগণ, কণ্টকহীন হয়ে অবস্থান কর। নিষ্কন্টক হয়ে অবস্থান কর। কণ্টকহীন ও নিষ্কন্টক হয়েই অবস্থান কর। কণ্টকহীনতায় অর্হত্ত্বফল লাভ হয়, নিষ্কন্টকতায় অর্হত্ত্বফল লাভ হয় এবং কণ্টকহীনতায় ও নিষ্কন্টকতায় অর্হত্ত্বফল লাভ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) ইট্‌ঠধম্ম সুত্তং- ইষ্টধর্ম সূত্র

৭৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, জগতে দশটি ধর্ম বা বিষয় আছে যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু অতীব দুর্লভ। সেই দশ কী কী? যথা :

জগতে ভোগ্যবিষয় হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে উত্তম বর্ণ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে আরোগ্য সম্পত্তি হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে শীল হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে ব্রহ্মচর্যা হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে সৎমিত্র হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ। জগতে বহু বিষয়ে জ্ঞান (বহুসচ্চ) হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে প্রজ্ঞা হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; জগতে ধর্ম বা শিক্ষা হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ; এবং জগতে স্বর্গ লাভ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ।

২। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম যা জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ, তার আবার দশ প্রকার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে; যথা :

আলস্য ও অনুত্থান হচ্ছে হচ্ছে ভোগ্য সম্পত্তি লাভের প্রতিবন্ধকতা; সাজসজ্জা না করা হচ্ছে বর্ণের প্রতিবন্ধক; অশোভনীয় কর্ম হচ্ছে আরোগ্যের প্রতিবন্ধক; পাপমিত্রতা হচ্ছে শীলাদির প্রতিবন্ধক; অসংযত ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্রহ্মচর্যার প্রতিবন্ধক; প্রবঞ্চনা হচ্ছে সৎমিত্র লাভের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিবন্ধকতা; অনধ্যয়ন হচ্ছে বিদ্যা অর্জনের প্রতিবন্ধক; শ্রবণেচ্ছাহীনতা এবং জিজ্ঞাসা না করা হচ্ছে প্রজ্ঞা লাভের বাধাসরূপ; অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ না করা হচ্ছে ধর্ম বা শিক্ষা লাভের প্রতিবন্ধকতা; এবং মিথ্যা আচরণ বা পাপ আচরণ হচ্ছে স্বর্গ লাভের প্রতিবন্ধকতা।

৩। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম যা জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, কিন্তু দুর্লভ, তার আবার দশ প্রকার আহার বা তা লাভের পন্থা রয়েছে; যথা :

পরিশ্রম ও উত্থান হচ্ছে হচ্ছে ভোগ্য সম্পত্তি লাভের আহার বা ভোগ্যবিষয় লাভের সহায়ক; সাজসজ্জা করা হচ্ছে বর্ণ লাভের সহায়ক; শোভনীয় কর্ম হচ্ছে আরোগ্যের আহার; কল্যাণমিত্রতা হচ্ছে শীলাদির আহার; সংযত ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্রহ্মচর্যার আহার; প্রবঞ্চনাহীনতা বা সততা হচ্ছে সৎমিত্র লাভের সহায়ক; অধ্যয়ন হচ্ছে বিদ্যা অর্জনের সহায়ক; শ্রবণেচ্ছা এবং জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে প্রজ্ঞা লাভের সহায়ক; অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ধর্ম বা শিক্ষা লাভের পন্থা; এবং সম্যক আচরণ বা কুশল আচরণ হচ্ছে স্বর্গ লাভের সহায়ক। ভিক্ষুগণ, এ সকল হচ্ছে দশ প্রকার ধর্ম লাভের পন্থা বা আহার।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) বড়্ঢি সুত্তং- বৃদ্ধি সূত্র

৭৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার বর্ধনের দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পাওয়ার সময় একজন আর্যশ্রাবক আর্যরূপ বর্ধনে সমৃদ্ধ হয় এবং অত্যাবশ্যক বিষয় প্রাপ্ত হয় ও কায়ভেদে মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ অবস্থা অর্জন করে। সেই দশ কী কী? যথা :

২। সে ক্ষেত্র সম্পত্তিতে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ধন-ধান্যতে সমৃদ্ধ হয়, স্ত্রী-পুত্র দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পায়, দাস-কর্মচারী ও ভৃত্যদের মাধ্যমে সমৃদ্ধি পায়, চতষ্পদী বা গৃহপালিত পশুর মাধ্যমেও সমৃদ্ধি লাভ করে। তার শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়, সে শীলগুণ, শ্রুতি, ত্যাগগুণে সমৃদ্ধ হয় এবং প্রজ্ঞা বর্ধনে সমৃদ্ধি পায়। এই দশ প্রকার বর্ধনের দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পাওয়ার সময় একজন আর্যশ্রাবক আর্যরূপ বর্ধনে সমৃদ্ধ হয় এবং অত্যাবশ্যক বিষয় প্রাপ্ত হয় ও কায়ভেদে মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ অবস্থা অর্জন করে।"

"ধন-ধান্যে হয় বৃদ্ধি আরও পুত্র-পত্নী,
চতুষ্পদ লাভে হয় সুসমৃদ্ধি অতি;
জ্ঞাতি, মিত্র, রাজার নিকট হয়ে পূজিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যশস্বী হন ভোগবান অতি আমোদিত।
শ্রদ্ধা, শীল, প্রজ্ঞা যার হয় বর্ধিত,
ত্যাগ, শ্রুতি উভয়ের প্রবৃদ্ধি সতত;
তেমন সৎপুরুষ, বিচক্ষণ সর্বদা যিনি,
ইহধামে উভয় দিকেই হন বর্ধমান তিনি।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) মিগসালা সুত্তং- মিগসালা সূত্র

৭৫.১। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উপাসিকা মিগসালার[১] গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তারপর উপাসিকা মিগসালা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্টা উপাসিকা মিগসালা আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, আনন্দ, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম জানা কষ্টকর; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে? ভন্তে, আমার পিতা পোরাণ গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত, দূরে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত লোকে উৎপন্ন হয়েছেন। কিন্তু ভন্তে, আমার কাকা ঋষিদত্ত ছিলেন অব্রহ্মচারী এবং শুধুমাত্র নিজ ভার্যায় সন্তুষ্ট। তিনিও কালগত হলে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম জানা কষ্টকর; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে?"

"হে ভগ্নি, ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে।"

৩। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ উপাসিকা মিগসালার গৃহে পিণ্ডপাত গ্রহণ করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তারপর আয়ুষ্মান আনন্দ আহার কৃত্য সমাপনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে

---

[১]। ইনি বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। মিগসালার পিতা পোরাণ গৃহী অবস্থায় রাজা প্রসেনজিতের গৃহাধ্যক্ষ বা গৃহস্থালি কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ঋষিদত্ত পোরাণের আপন ভ্রাতা হতেন। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৬ষ্ঠ নিপাত, ৪৪ নং সূত্র; অনু. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪। "ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উপাসিকা মিগসালার গৃহে গমন করি। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশনের পর উপাসিকা মিগসালা আমার সম্মুখে আসেন। এসে আমাকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করেন। একপাশে উপবেশনের পর উপাসিকা মিগসালা আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৫। "ভন্তে, আনন্দ, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম জানা কষ্টকর; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে? ভন্তে, আমার পিতা পোরাণ গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত, দূরে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত লোকে উৎপন্ন হয়েছেন। কিন্তু ভন্তে, আমার কাকা ঋষিদত্ত ছিলেন অব্রহ্মচারী এবং শুধুমাত্র নিজ ভার্যায় সন্তুষ্ট। তিনিও কালগত হলে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম কষ্টকর; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে?"

এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি উপাসিকা মিগসালাকে বললাম, "হে ভগ্নি, ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে।"

৬। "হে আনন্দ, কে সেই নির্বোধ, অজ্ঞ, স্ত্রী-কায়িক, স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না উপাসিকা মিগসালা যে মানুষে মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে? আনন্দ, জগতে দশ প্রকার পুদ্গল বা মানুষ বিদ্যমান। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

৭। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি দুঃশীল হয়। সেরূপ দুঃশীলতা যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য[১] বিষয়ও অকৃত

---

[১]। "বাহুসচ্চ" শব্দটির আভিধানিক অর্থ মহাজ্ঞান। কিন্তু অত্থকথায় "বাহুসচ্চেন" এর অর্থ দেয়া হয়েছে—'বীরিযং'। যথা : বাহুসচ্চেনপি অকতং হোতীতি এত্থ বহুসচ্চং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও[১] লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি দুঃশীল হয়। কিন্তু সেরূপ দুঃশীলতা যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই দুঃশীলতা বিদ্যমান, অপর জনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে দুঃশীল কিন্তু সেরূপ দুঃশীলতা যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা, আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কি অন্য কোনো ব্যক্তির তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

৮। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি সুশীল হয়। সেরূপ শীল

বুচ্চতি বীরিযং, বীরিযেন কত্তব্বযুত্তকং অকতং হোতীতি অত্থো। সম্পূর্ণ বইটিতেই মূল ও অত্থকথার সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে অনুবাদের প্রয়াস করা হয়েছে।

[১]। সাময়িক বিমুক্তি লাভ করে না অর্থাৎ ধর্মশ্রবণহেতু উৎপন্ন প্রীতি-প্রমোদ্য লাভ করে না। (অত্থকথা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি সুশীল হয়। কিন্তু সেরূপ শীল যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই শীলগুণ বিদ্যমান, অপর জনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে সুশীল কিন্তু সেরূপ শীল যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা, আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কি অন্য কোনো ব্যক্তির তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

৯। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি তীব্র রাগ বা আসক্তিপরায়ণ হয়। সেরূপ তীব্র আসক্তি যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি তীব্র আসক্তিপরায়ণ হয়। কিন্তু সেরূপ তীব্র আসক্তি যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই তীব্র আসক্তি বিদ্যমান, অপর জনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে তীব্র আসক্তিপরায়ণ কিন্তু সেরূপ তীব্র আসক্তি যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা, আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কি অন্য কোনো ব্যক্তির তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

১০। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধী হয়। সেরূপ ক্রোধ যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধী হয়। কিন্তু সেরূপ ক্রোধ যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই ক্রোধ বিদ্যমান, অপর জনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে ক্রোধী কিন্তু সেরূপ ক্রোধ যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা, আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কি অন্য কোনো ব্যক্তির তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

১১। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ঔদ্ধত্য হয়। সেরূপ ঔদ্ধত্য যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে না। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় না এবং সে সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নয়।

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ঔদ্ধত্য হয়। কিন্তু সেরূপ ঔদ্ধত্য যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সিদ্ধিই লাভ করে, পরিহানি নয়।

আনন্দ, এই দুজনের মধ্যে তুলনাকারীরা এমন তুলনা করে যে 'এর মধ্যে যেই ঔদ্ধত্য বিদ্যমান, অপর জনের নিকটও একই। কিন্তু কী কারণে একজন হীন আবার আরেকজন উত্তম?' আনন্দ, এমনতরো চিন্তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

আনন্দ, এ দুজনের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য কিন্তু সেরূপ ঔদ্ধত্য যে কারণে অশেষরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে সে জানতে পারে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও সম্পাদিত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয় উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ হয়। আনন্দ, এই পুদ্গল পূর্বের ব্যক্তিটি হতে শ্রেষ্ঠতর ও প্রণীত। তার কারণ কী? কেননা, আনন্দ, এই ব্যক্তিকে ধর্ম-শ্রোত্র বা ধর্মশ্রবণ রক্ষা করে। তা তথাগত ব্যতীত আর কেই বা জানতে সক্ষম, তাই আনন্দ, বলি কি অন্য কোনো ব্যক্তির দোষ-গুণের তুলনাকারী হয়ো না এবং তুলনা করতেও যেও না। অপরের মূল্যায়ন করতে যাওয়া মানে নিজের জন্য গর্ত খোঁড়া। আনন্দ, কেবল আমি কিংবা আমার ন্যায় ব্যক্তিই অপরকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

১২। আনন্দ, কে সেই নির্বোধ, অজ্ঞ, স্ত্রী-কায়িক এমনকি স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না উপাসিকা মিগসালা; যে মানুষে মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে, আনন্দ, জগতে এই দশ প্রকার পুদ্গল বা মানুষ বিদ্যমান। আনন্দ, যেরূপ শীলে পোরাণ সমৃদ্ধ ছিলেন, একই শীলেও ঋষিদত্ত ছিলেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিষ্ঠিত। তাই, এক্ষেত্রে, পোরাণ ও ঋষিদত্তের পরলৌকিক গতি ভিন্ন হয়নি। আনন্দ, যেরূপ প্রজ্ঞায় ঋষিদত্ত সমৃদ্ধ ছিলেন, একই প্রজ্ঞা বিমণ্ডিত ছিলেন পোরাণও। তাই, ঋষিদত্ত ও পোরাণের গতিও একই স্থানে হয়েছে। আনন্দ, এরূপে এই উভয় ব্যক্তিরই একটি অঙ্গ[১] কম ছিল।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) তযোধম্ম সুত্তং- ত্রিবিধ ধর্ম সূত্র

৭৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় যদি জগতে বিদ্যমান না থাকতো তবে তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভাব হতেন না। এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ও জগৎ মাঝে প্রচার পেত না। সেই তিন কী কী? যথা : জন্ম, জরা ও মরণ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় যদি জগতে বিদ্যমান না থাকতো তবে তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভাব হতেন না। এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ও জগৎ মাঝে প্রচার পেত না। যেহেতু ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয় জগতে বিদ্যমান সেহেতু তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভাব হন এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ও জগৎ মাঝে প্রচার পায়।

২। ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে জন্ম-জরা ও মরণকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে জন্ম-জরা ও মরণকে ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত পরামর্শ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত পরামর্শকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্ব। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত

---

[১]। একঙ্গহীনা অর্থাৎ 'পূরণো সীলেন বিসেসী অহোসি ইসিদত্তো পঞ্ঞায'। পুরাণ ছিলেন শীলসমৃদ্ধ আর ঋষিদত্ত প্রজ্ঞামণ্ডিত। উভয়েই পৃথক গুণাধিকারী ছিল। এবং একের গুণ অন্যেতে প্রকট ছিল না বিধায় একঙ্গহীনা উল্লেখ আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরামর্শকে ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বকে ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : অবজ্ঞা, একগুয়েমি ও পাপমিত্রতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ না করে অবজ্ঞা, একগুয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা ও প্রমাদ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করে অবজ্ঞা, একগুয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পাপে নির্লজ্জী, ভয়হীন এবং প্রমত্ত হয়। সেরূপ প্রমত্ত হয়ে সে অবজ্ঞা, একগুয়েমিভাব ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সক্ষম হয় না। সেরূপ পাপমিত্র হয়ে সে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করতে পারে না। অলসতাহেতু সে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করতে অক্ষম হয়। দুঃশীল বিধায় সে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণের অনীহা এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। পরনিন্দুকহেতু সে বিস্মরনশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্তভাব ত্যাগ করতে অক্ষম হয়। বিক্ষিপ্তচিত্তহেতু সে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বভাব ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। সেরূপ লীনত্ব চিত্ত হয়ে সে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত পরামর্শ ত্যাগ করতে অক্ষম হয়। সে বিচিকিৎসা বা ধর্মে সন্দেহপরায়ণ হয়ে রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগে অসমর্থ হয়। এবং সে রাগ, দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ না করে জন্ম, জরা ও মরণ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।

৪। ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে জন্ম-জরা ও মরণকে ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে জন্ম-জরা ও মরণকে ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত পরামর্শ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত পরামর্শকে ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্ব। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম ধারণা, ধর্মে সন্দেহ (বিচিকিৎসা) এবং শীলব্রত পরামর্শকে ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বকে ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বকে ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে বিস্মরণশীলতা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণে অনীহা এবং পরনিন্দা করার মন ত্যাগ করা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : অবজ্ঞা, একগুয়েমি ও পাপমিত্রতা। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করা সম্ভব।

ভিক্ষুগণ, তিনটি বিষয় আছে যা পরিত্যাগ করে অবজ্ঞা, একগুয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা সম্ভব। সেই তিন কী কী? যথা : নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা ও প্রমাদ। এই তিনটি বিষয় পরিত্যাগ করে অবজ্ঞা, একগুয়েমি ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করা সম্ভব।

৫। ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পাপে সলজ্জী, সভয়ী এবং অপ্রমত্ত হয়। সেরূপ প্রমত্ত হয়ে সে অবজ্ঞা, একগুয়েমিভাব ও পাপমিত্রতা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। সেরূপ পাপ কল্যাণমিত্রত্ব হয়ে সে অশ্রদ্ধা, কৃপণতা এবং অলসতা ত্যাগ করতে পারে। অলসতা পরিত্যাগহেতু সে ঔদ্ধত্য, অসংযম ও দুঃশীলতা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। সুশীল বিধায় সে আর্যদের অদর্শনেচ্ছা, আর্যধর্ম শ্রবণের অনীহা এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়। পরনিন্দুক নয় বিধায় সে বিস্মরনশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ও চিত্তের বিক্ষিপ্তভাব ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। একাগ্রচিত্তহেতু সে জ্ঞানত মনোযোগ না দেয়া, খারাপ পথে চলা এবং চিত্তের লীনত্বভাব ত্যাগ করতে সক্ষম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। সেরূপ লীনত্ব চিত্ত পরিত্যক্ত করে সে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত পরামর্শ ত্যাগ করতে সমর্থ হয়। সে বিচিকিৎসাহীন বা ধর্মে সন্দেহমুক্ত হয়ে রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগে সমর্থ হয়। এবং সে রাগ, দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ করে জন্ম, জরা ও মরণ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) কাক সুত্তং- কাক সূত্র

৭৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, কাক পাখি দশ প্রকার খারাপ গুণে ভরা। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২। আক্রমণাত্মক, বেপোরোয়া, লোভী, পেটুক, প্রচণ্ড, নির্দয়, দুর্বল, কর্কশকণ্ঠী, বোকা (বিস্মরণশীল) ও খাদ্য মজুতকারী। ভিক্ষুগণ, কাক পাখি এই দশ প্রকার খারাপ গুণে ভরা। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, একজন পাপী ভিক্ষু দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

৩। সে আক্রমণাত্মক, বেপোরোয়া, লোভী, পেটুক, প্রচণ্ড, নির্দয়, দুর্বলমনা, কর্কশকণ্ঠী, বিস্মরণশীল ও খাদ্য মজুতকারী হয়। ভিক্ষুগণ, একজন পাপী ভিক্ষু এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ।" সপ্তম সূত্র।

(জ) নিগণ্ঠ সুত্তং- নির্গ্রন্থ সূত্র

৭৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থরা (এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী) দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : নির্গ্রন্থরা শ্রদ্ধাহীন; দুঃশীল; নির্লজ্জী; পাপে ভয়হীন; অসৎপুরুষের মিত্র; আত্ম প্রশংসাকারী ও পরনিন্দুক; সাংসারিক বিষয়ে জড়িত, স্বার্থান্বেষী এবং তৎবিষয় ত্যাগ করা তাদের পক্ষে দূরূহ; কুহক; পাপেচ্ছাসম্পন্ন; এবং পাপমিত্র। ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থরা এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) আঘাতবত্থু সুত্তং- শত্রুতার কারণ সূত্র

৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার শত্রুতার কারণ রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২। 'সে আমার ক্ষতি সাধন করেছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার ক্ষতি সাধন করছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার ক্ষতি সাধন করবে' এরূপ ভেবেও কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার প্রিয় ও মনোপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করেছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার প্রিয় ও মনোপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার প্রিয় ও মনোপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করবে' এরূপ ভেবেও কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার অপ্রিয় ও অমনোপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করেছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার অপ্রিয় ও অমনোপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করছে' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। 'সে আমার অপ্রিয় ও অমনোপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করবে' এরূপ ভেবেও কোনো কোনো জন অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করে। এবং রাগের অযোগ্য পাত্রে সে বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার শত্রুতার কারণ রয়েছে।" নবম সূত্র।

(ঞ) আঘাত পটিবিনয সুত্তং- শত্রুতার জয় সূত্র

৮০.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার চিন্তা হচ্ছে শত্রুতা উপশমকর। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

২। 'সে আমার ক্ষতি সাধন করেছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। 'সে আমার ক্ষতি সাধন করছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। 'সে আমার ক্ষতি সাধন করবে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। 'সে আমার প্রিয় ও মনোপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করেছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। 'সে আমার প্রিয় ও মনোপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। 'সে আমার প্রিয় ও মনোপুত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করবে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিদ্বেষভাব উপশম হয়। 'সে আমার অপ্রিয় ও অমনোপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করেছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। 'সে আমার অপ্রিয় ও অমনোপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করছে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। 'সে আমার অপ্রিয় ও অমনোপুত ব্যক্তিকে সহায়তা করবে কিন্তু তাতে কী আসে যায়?' এরূপ ভেবে কোনো কোনো জনের অপরের প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব উপশম হয়। এবং রাগের অযোগ্য পাত্রে সে বিদ্বেষভাব পোষণ করে না। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার চিন্তা হচ্ছে শত্রুতা উপশমকর।" দশম সূত্র।

আকাঙ্ক্ষা বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

আকাঙ্ক্ষা, কণ্টক, ইষ্ট, বৃদ্ধি, মৃগশালা,
ধর্মত্রয়, কাক, নির্গ্রন্থ ও দ্বে শত্রুতা সুত্র মালা;
উক্ত দশ সূত্র যোগে আঘাত বর্গ গঠিত,
অষ্ট বর্গের তৃতীয় বিভাগরূপে জান পণ্ডিত ॥

(৯) ৪. থেরো বর্গ

(ক) বাহন সুত্তং- বাহন সূত্র

৮১.১। একসময় ভগবান চম্পায় গগ্গরা পুষ্কুরিনীর তীরে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বাহন ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান বাহন ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, কত প্রকার ধর্ম তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও তথাগত তাতে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন?"

"হে বাহন, দশ প্রকার ধর্ম তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও তথাগত তাতে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাহন, রূপ তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও তাতে তথাগত বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এভাবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, জন্ম, জরা, মরণ, দুঃখ এবং ক্লেশাদি তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও সেসমস্তে তথাগত বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। যেমন, বাহন, উৎপল, পদ্ম, কিংবা শ্বেতপদ্ম পানিতে জাত, পানি হতে ঊর্ধ্বে বর্ধমান এবং পানিতে স্থিত হলেও তা পানি দ্বারা অনুলিপ্ত হয় না। ঠিক তদ্রুপ বাহন, এই দশ প্রকার ধর্ম তথাগতের পরিত্যক্ত, বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও তথাগত তাতে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন।" প্রথম সূত্র।

(খ) আনন্দ সুত্তং- আনন্দ সূত্র

৮২.১। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে আনন্দ, সত্যিই একজন শ্রদ্ধাহীন ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা অসম্ভব। একজন দুঃশীল, অল্পশ্রুত, কটুভাষী, পাপমিত্র, অলস, অমনোযোগী; যথালাভে অসন্তুষ্ট, পাপেচ্ছুক ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা অসম্ভব। আনন্দ, এই দশ প্রকার খারাপ চারিত্রিক গুণে সমৃদ্ধ কোনো ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা অসম্ভব।

৩। কিন্তু, আনন্দ, সত্যিই একজন শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা সম্ভব। একজন সুশীল, বহুশ্রুত, মিষ্টভাষী, কল্যাণমিত্র, উদ্যমী, মনোযোগী; যথালাভে সন্তুষ্ট, অল্পেচ্ছুক ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা সম্ভব। সত্যিই আনন্দ, এই দশ প্রকার সৎগুণে গুণান্বিত কোনো ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হবে, তা সম্ভব।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) পুণ্নিয সুত্তং- পুর্ণিয় সূত্র

৮৩.১। অনন্তর আয়ুষ্মান **পুর্ণিয়** ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান **পুর্ণিয়** ভগবানকে এরূপ বললেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "ভন্তে, কী কারণে কী হেতুতে তথাগত কোনো কোনো সময় ধর্মদেশনা করেন আবার কোনো কোনো সময় ধর্মদেশনা করেন না?"

৩। "হে পূর্ণিয়, এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয় কিন্তু যতক্ষণ তথাগতের নিকট উপস্থিত হয় না ততক্ষণ তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় কিন্তু শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশনও করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়ে শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে কিন্তু তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশন করে ও তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কিন্তু মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয় এবং শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণও করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে কিন্তু শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণও করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে কিন্তু ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে এবং ধৃত ধর্মের অর্থও পরীক্ষা করে, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে কিন্তু অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে এবং অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়, তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় কিন্তু কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করে না, মঙ্গলপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করে না, নগরস্থ ভাষা ব্যবহার করে, বিদায় প্রাক্কালে বিদায় সম্ভাষণ জানায় না এবং পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বক্তব্য উপস্থাপন করে না; তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় এবং কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করে, মঙ্গলপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করে, নগরস্থ ভাষা ব্যবহার করে না, বিদায় প্রাক্কালে বিদায় সম্ভাষণ জানায় এবং পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বক্তব্য উপস্থাপন করে; তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

পূর্ণিয়, ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়, কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করে, মঙ্গলপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করে, নগরস্থ ভাষা ব্যবহার করে না, বিদায় প্রাক্কালে বিদায় সম্ভাষণ জানায় এবং পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বক্তব্য উপস্থাপন করে কিন্তু সব্রহ্মচারীদেরকে ধর্ম পথে পরিচালিত করে না, ধর্মে উদ্বুদ্ধ করায় না, উৎসাহিত করায় না এবং আনন্দিতও করায় না; তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন না। কিন্তু পূর্ণিয়, যখন ভিক্ষুটি শ্রদ্ধাবান হয়ে তথাগতের নিকট উপনীত হয়, শ্রবণ করার জন্য উপবেশনপূর্বক তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মনোযোগের সাথে ধর্মশ্রবণ করে, শ্রুত ধর্ম মনে ধারণ করে, ধৃত ধর্মের অর্থ পরীক্ষা করে, অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়, কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করে, মঙ্গলপ্রদ বিষয় ব্যাখ্যা করে, নগরস্থ ভাষা ব্যবহার করে না, বিদায় প্রাক্কালে বিদায় সম্ভাষণ জানায় ও পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং সব্রহ্মচারীদেরকে ধর্ম পথে পরিচালিত করে, ধর্মে উদ্বুদ্ধ করায়, উৎসাহিত করায় এবং আনন্দিতও করায়; তখন তথাগত ধর্মদেশনা করেন।

৪। পূর্ণিয়, এই দশটি গুণধর্ম ভিক্ষুটির নিকট বিদ্যমান থাকলে তবেই তথাগত ধর্মদেশনা করেন।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) ব্যাকরণ সুত্তং- ব্যাখ্যা সূত্র

৮৪.১। একসময় আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন ভিক্ষুবৃন্দদের ওহে আবুসোগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুবৃন্দ প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান মহামোদ্গাল্যায়ন এরূপ বললেন :

২। "হে আবুসোগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অর্হত্ত্বলাভ সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করে যথা : 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'

৩। অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল (ধ্যানে সুদক্ষ), পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে, ঘনিষ্টভাবে জেরা করে এবং তৎবিষয়ে আলাপ করে। সেই ভিক্ষুটি ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দ্বারা সেই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঘনিষ্টভাবে জেরা এবং তৎবিষয়ে আলাপচারিতার সময় বাকরূদ্ধ হয়, সন্দেহান্বীত হয়, প্রত্যুত্তরে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়, অযোগ্যতার প্রকাশ পায় এবং দূর্বিপাকে পরে।

৪। তখন ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে "কী কারণে এই আয়ুষ্মান নিজ অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করে যে, 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'?"

৫। তারপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান ক্রোধী এবং ক্রোধে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। ক্রোধে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দোষ অন্বেষণকারী (উপনাহী) এবং দোষান্বেষণে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দোষান্বেষণে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দোষ পরগুণ ধ্বংসী এবং পরগুণ ধ্বংসে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পরগুণ ধ্বংসে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান নির্দয় এবং নির্দয়তায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। নির্দয়তায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান ঈর্ষুক এবং ঈর্ষায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। ঈর্ষায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান পরশ্রীকাতর এবং পরশ্রীকাতরতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পরশ্রীকাতরতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান শঠ এবং শঠতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। শঠতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই আয়ুষ্মান মায়াবী এবং মায়ায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। মায়ায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান পাপেচ্ছুক এবং পাপেচ্ছায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পাপেচ্ছায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মানের অর্হত্ত্ব লাভের জন্য উত্তরোত্তর করণীয় থাকলেও সে সামান্য বিষয় অধিগমহেতু মধ্যপথেই থেমে গেছে। মধ্যপথে থেমে যাওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।'

৬। আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগ না করে এরূপ ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে তা অসম্ভব। অধিকন্তু আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগপূর্বক এরূপ ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে তা সম্ভব।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) কত্থী সুত্তং- দাম্ভিক সূত্র

৮৫.১। একসময় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ চেতী নগরীর সহজাতিয়তে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ভিক্ষুদের 'আবুসো ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাচুন্দ এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "হে আবুসোগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো নিজ অধিগত বিষয়ে এমন দম্ভ প্রকাশ করে এবং অহংকারী হয়; যথা : 'আমি প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি তৃতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি অকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; এবং আমি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই।'

৩। অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল (ধ্যানে সুদক্ষ), পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে, ঘনিষ্টভাবে জেরা করে এবং তৎবিষয়ে আলাপ করে। সেই ভিক্ষুটি ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দ্বারা সেই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঘনিষ্টভাবে জেরা এবং তৎবিষয়ে আলাপচারিতার সময় বাকরুদ্ধ হয়, সন্দেহান্বীত হয়, প্রত্যুত্তরে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়, অযোগ্যতার প্রকাশ পায় এবং দূর্বিপাকে পরে।

৪। তখন ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে "কী কারণে এই আয়ুষ্মান নিজ অধিগত বিষয়ে এমন দম্ভ প্রকাশ করে এবং অহংকারী হয়; যথা : 'আমি প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি তৃতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি অকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; এবং আমি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই'?

৫। তারপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান দীর্ঘকাল ব্যাপী শীলসমূহে খন্ড বা অসামঞ্জস্যকারী, ভেদকারী, শীলাদি অনুচিতভাবে সম্পাদনকারী, ত্রুটিপূর্ণভাবে নিষ্পন্নকারী এবং সংগতপূর্ণভাবে ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে শীলাদি আচরণ করে না। এই আয়ুষ্মান দুঃশীল। দুঃশীলতা তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান শ্রদ্ধাহীন এবং অশ্রদ্ধায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অশ্রদ্ধায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অল্পশ্রুত এবং অল্পশ্রুতিতে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অল্পশ্রুতিতে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুর্বাক্যভাষী এবং দুর্বাক্য ভাষণে পরাভূত চিত্তে অবস্থান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। দুর্বাক্য ভাষণে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান পাপ বা খারাপমিত্র এবং পাপ মিত্রত্বে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পাপ মিত্রত্বে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অলস এবং অলসতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অলসতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান বিস্মরণশীল এবং বিস্মরণশীলতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। বিস্মরণশীলতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান কুহক এবং কুহকতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। কুহকতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুর্পোষ্য (দুব্‌ভরো) এবং দুর্পোষ্যতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুর্পোষ্যতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুষ্প্রাজ্ঞ এবং দুষ্প্রাজ্ঞতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুষ্প্রাজ্ঞতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।'

৬। যেমন, আবুসোগণ, কোনো বন্ধু তার অন্য সহায়ককে এরূপ বলল যে 'সৌম্য, তোমার অর্থের প্রয়োজন হলে আমার নিকট হতে নিও। আমি তোমাকে অর্থ দিব।' পরবর্তীতে কোনো উপলক্ষে সেই বন্ধুটির অর্থের প্রয়োজন হলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধুকে এরূপ বলে যে 'সৌম্য, আমার অর্থের প্রয়োজন। আমায় কিছু অর্থ দাও।' প্রত্যুত্তরে বন্ধুটি তাকে বলল যে 'তবে সৌম্য, এখানটায় খনন কর।' সেখানে খনন করে কিছুই না পেয়ে অপর বন্ধুটি বলল যে 'অলীক কথাই বললে, সৌম্য, ভ্রান্ত কথাই বললে যে 'এখানটায় খনন কর', তখন দাতা বন্ধুটি বলল, 'না না, সৌম্য, আমি অলীক কিংবা ভ্রান্ত বলিনি। আচ্ছা তবে এদিকটায় খনন করে দেখতো দেখি।' অপর বন্ধুটি সেখানটায়ও খনন করে কিছুই না পেয়ে বলল যে 'অলীক কথাই বললে, সৌম্য, ভ্রান্ত কথাই বললে যে 'এখানটায় খনন কর', তখন দাতা বন্ধুটি বলল, 'না না, সৌম্য, আমি অলীক কিংবা ভ্রান্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিছুই বলিনি। পরন্তু আমি স্মরণ করতে পারছি না, উন্মাদ হলাম মনে হচ্ছে,'

৭। এরূপেই আবুসোগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো নিজ অধিগত বিষয়ে এমন দম্ভ প্রকাশ করে এবং অহংকারী হয়; যথা : 'আমি প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি তৃতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি অকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; এবং আমি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই।'

৮। অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল (ধ্যানে সুদক্ষ), পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে, ঘনিষ্টভাবে জেরা করে এবং তৎবিষয়ে আলাপ করে। সেই ভিক্ষুটি ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দ্বারা সেই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঘনিষ্টভাবে জেরা এবং তৎবিষয়ে আলাপচারিতার সময় বাকরুদ্ধ হয়, সন্দেহান্বীত হয়, প্রত্যুত্তরে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়, অযোগ্যতার প্রকাশ পায় এবং দূর্বিপাকে পরে।

৯। তখন ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে "কী কারণে এই আয়ুষ্মান নিজ অধিগত বিষয়ে এমন দম্ভ প্রকাশ করে এবং অহংকারী হয়; যথা : 'আমি প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি তৃতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি অকিঞ্চন-আয়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই; এবং আমি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানে নিমগ্ন হই এবং উত্থিত হই'?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। তারপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান দীর্ঘকাল ব্যাপী শীলসমূহে খন্ড বা অসামঞ্জস্যকারী, ভেদকারী, শীলাদি অনুচিতভাবে সম্পাদনকারী, ত্রুটিপূর্ণভাবে নিষ্পন্নকারী এবং সংগতপূর্ণভাবে ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে শীলাদি আচরণ করে না। এই আয়ুষ্মান দুঃশীল। দুঃশীলতা তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান শ্রদ্ধাহীন এবং অশ্রদ্ধায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অশ্রদ্ধায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অল্পশ্রুত এবং অল্পশ্রুতিতে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অল্পশ্রুতিতে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুর্বাক্যভাষী এবং দুর্বাক্য ভাষণে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুর্বাক্য ভাষণে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান পাপ বা খারাপমিত্র এবং পাপ মিত্রত্বে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। পাপ মিত্রত্বে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অলস এবং অলসতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অলসতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান বিস্মরণশীল এবং বিস্মরণশীলতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। বিস্মরণশীলতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান কুহক এবং কুহকতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। কুহকতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুর্পোষ্য (দুব্‌ভরো) এবং দুর্পোষ্যতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুর্পোষ্যতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান দুষ্প্রাজ্ঞ এবং দুষ্প্রাজ্ঞতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। দুষ্প্রাজ্ঞতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিহানিকর।'

১১। আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগ না করে এরূপ ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে তা অসম্ভব। অধিকন্তু আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগপূর্বক এরূপ ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে তা সম্ভব।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) অধিমান সুত্তং- অধিমান সূত্র

৮৬.১। একসময় আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ রাজগৃহের সন্নিকটস্থ বেনুবনের কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ ভিক্ষুদের 'আবুসো ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকশ্যপকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "হে আবুসোগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করে যথা : 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'

৩। অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল (ধ্যানে সুদক্ষ), পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য তাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে, ঘনিষ্টভাবে জেরা করে এবং তৎবিষয়ে আলাপ করে। সেই ভিক্ষুটি ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দ্বারা সেই বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঘনিষ্টভাবে জেরা এবং তৎবিষয়ে আলাপচারিতার সময় বাকরুদ্ধ হয়, সন্দেহান্বীত হয়, প্রত্যুত্তরে ভুল সিদ্ধান্ত দেয়, অযোগ্যতার প্রকাশ পায় এবং দূর্বিপাকে পরে।

৪। তখন ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে "কী কারণে এই আয়ুষ্মান নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করে যে, 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। তারপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান অধিমানসম্পন্ন (নিজ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণকারী)। অধিমানবশে এই আয়ূষ্মান অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি, অসম্পাদিত বিষয় সম্পাদিত হয়েছে এবং অনধিগত বিষয় অধিগত হয়েছে বলে মনে করে। অধিমানবশেই এই আয়ুষ্মান অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করেছে যে 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'

৬। অতঃপর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত এরূপে নিরীক্ষণ করে যে 'কী কারণে এই আয়ুষ্মান অধিমানসম্পন্ন এবং অধিমানবশে অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি, অসম্পাদিত বিষয় সম্পাদিত হয়েছে এবং অনধিগত বিষয় অধিগত হয়েছে বলে মনে করে? এবং কী কারণে অধিমানবশে অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করেছে যে 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয় নাই এরূপে আমি অবগত আছি'?

৭। অনন্তর ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী। যেরূপ ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং সমাপ্তিতেও কল্যাণপ্রদ, যা সার্থক, সব্যঞ্জক, শুধুমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মে এই আয়ুষ্মান বহুশ্রুত, সেরূপ ধর্ম বাক্য দ্বারা তার পরিচিত, মনেতে অবধারণকৃত এবং দৃষ্টির দ্বারা উত্তমরূপে উপলব্ধ। তদ্ধেতু, এই আয়ুষ্মান অধিমানসম্পন্ন। অধিমানবশে অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি, অসম্পাদিত বিষয় সম্পাদিত হয়েছে এবং অনধিগত বিষয় অধিগত হয়েছে বলে মনে করে। এবং অধিমানবশে অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রকাশ করেছে যে 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আমার দুঃখমুক্তি লাভের জন্য অন্য করণীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাই এরূপে আমি অবগত আছি।'

৮। অধিকন্তু ধ্যানী, সমাপত্তিকুশল, পরচিত্ত নিরীক্ষণে দক্ষ, পরচিত্তের অবস্থা নিরীক্ষণে সুদক্ষ তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্য সেই ভিক্ষুটির চিত্ত সম্বন্ধে এরূপ জানতে পারে যে 'এই আয়ুষ্মান অভিধ্যালু এবং অভিধ্যায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অভিধ্যায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান বিদ্বেষী এবং বিদ্বেষে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। বিদ্বেষে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান অলস ও তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং অলসতা ও তন্দ্রাচ্ছন্নতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। অলসতা ও তন্দ্রাচ্ছন্নতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান ঔদ্ধত্য এবং ঔদ্ধত্যে পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। ঔদ্ধত্যে পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান সন্দেহপূর্ণ এবং সন্দেহপূর্ণতায় পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে। সন্দেহপূর্ণতায় পরাভূত হওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান কর্মপ্রিয়, কর্মে লিপ্ত এবং কর্মপ্রিয়তায় রত। কর্মপ্রিয়তা তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান গল্পপ্রিয়, গল্পে অনুযুক্ত এবং খোশগল্পে রত। খোশগল্প তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান নিদ্রাপ্রিয়, নিদ্রায় বিভোর এবং নিদ্রায় নিমগ্ন। নিদ্রাপ্রিয়তা তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মান সঙ্গপ্রিয়, সঙ্গকামী এবং জন সংসর্গে সংশ্লিষ্ট। সঙ্গপ্রিয়তা তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।

এই আয়ুষ্মানের অর্হত্ত্ব লাভের জন্য উত্তরোত্তর করণীয় থাকলেও সে সামান্য বিষয় অধিগমহেতু মধ্যপথেই থেমে গেছে। মধ্যপথে থেমে যাওয়া তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে পরিহানিকর।'

৯। আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগ না করে এরূপ ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে তা অসম্ভব। অধিকন্তু আবুসোগণ, সেই ভিক্ষুটি এই দশ প্রকার অবস্থা পরিত্যাগপূর্বক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করবে তা সম্ভব।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) নপ্পিয সুত্তং- অপ্রিয় সূত্র

৮৭.১। তখন জনৈক কালগত ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে ভগবান ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কলহপরায়ণ হয়, কলহ উপশমের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু কলহপরায়ণ এবং কলহ উপশমের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি শিক্ষাকামী হয় না এবং শিক্ষা আচরণের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু শিক্ষাকামী নয় এবং শিক্ষা আচরণের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পাপেচ্ছুক হয় এবং পাপেচ্ছা পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু পাপেচ্ছুক এবং পাপেচ্ছা পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ক্রোধী হয় এবং ক্রোধ পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু ক্রোধী এবং ক্রোধ পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পরগুণধ্বংসী (ম্রক্ষী) হয় এবং পরগুণধ্বংস বা ম্রক্ষ পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু পরগুণধ্বংসী এবং পরগুণধ্বংস পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি শঠ হয় এবং শঠতা পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু শঠ এবং শঠতা পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি মায়াবী হয় এবং মায়া পরিত্যাগের প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু মায়াবী হয় এবং মায়া পরিত্যাগের প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হয় না এবং ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হয় না এবং ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নির্জন স্থানে অবস্থান করে না এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু নির্জন স্থানে অবস্থান করে না এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করে না এবং সম্ভাষণ করার প্রশংসা করে না। এই যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করে না এবং সম্ভাষণ করার প্রশংসা করে না, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয় না।

৩। ভিক্ষুগণ, যদি এমনতরো ভিক্ষুর মনে ইচ্ছা জাগে যে 'অহো, সব্রহ্মচারীরা আমায় সৎকার করুক, সম্মান করুক, মান্য করুক এবং সেবা-পূজা করুক।' তবে তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সৎকার করে না, সম্মান করে না, মান্য করে না এবং সেবা-পূজাও করে না। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা তার মধ্যে সেই পাপ অকুশল বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান দেখতে পায়।

যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো নিকৃষ্টতর অশ্বের যদি এমন সাধ জাগে-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'অহো, এই মানুষেরা যদি আমায় উৎকৃষ্ট অশ্বের স্থলে স্থান দিত, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়াতো এবং উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় আমাকে পরিচর্যা করতো,' কিন্তু, তবুও মানুষেরা সেই নিকৃষ্টতর অশ্বকে উৎকৃষ্ট অশ্বরূপে স্থান দেয় না, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়ায় না এবং উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় পরিচর্যাও করে না। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, অভিজ্ঞ মানুষেরা সেই নিকৃষ্ট অশ্বটির মধ্যে শঠতা, ফাকি দেয়ার প্রবণতা, ছলনা এবং বক্রতা বিদ্যমান দেখতে পায়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, যদি তেমন ভিক্ষুর মনে ইচ্ছা জাগে যে 'অহো, সব্রহ্মচারীরা আমায় সৎকার করুক, সম্মান করুক, মান্য করুক এবং সেবা-পূজা করুক।' তবে তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সৎকার করে না, সম্মান করে না, মান্য করে না এবং সেবা-পূজাও করে না। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা তার মধ্যে সেই পাপ অকুশল বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান দেখতে পায়।

৪। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কলহপরায়ণ হয় না, কলহ উপশমের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু কলহপরায়ণ নয় এবং কলহ উপশমের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি শিক্ষাকামী হয় এবং শিক্ষা আচরণের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু শিক্ষাকামী এবং শিক্ষা আচরণের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পাপেচ্ছুক হয় না এবং পাপেচ্ছা পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু পাপেচ্ছুক নয় এবং পাপেচ্ছা পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি অক্রোধী হয় এবং ক্রোধ পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু অক্রোধী এবং ক্রোধ পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পরগুণধ্বংসী (ম্রক্ষী) হয় না এবং পরগুণধ্বংস বা ম্রক্ষ পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু পরগুণধ্বংসী নয় এবং পরগুণধ্বংস পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি অশঠ হয় এবং শঠতা পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু অশঠ এবং শঠতা পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি অমায়াবী হয় এবং মায়া পরিত্যাগের প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু অমায়াবী হয় এবং মায়া পরিত্যাগের প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হয় এবং ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হয় এবং ধর্মসমূহে পর্যবেক্ষণশীল হওয়ার প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নির্জন স্থানে অবস্থান করে এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু নির্জন স্থানে অবস্থান করে এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করার প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করে এবং সম্ভাষণ করার প্রশংসা করে। এই যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করে এবং সম্ভাষণ করার প্রশংসা করে, তার এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট বন্ধুত্বতা সৃষ্টি, সম্মান করা, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ, পারম্পারিক মিল এবং একতা সৃষ্টির লক্ষে পরিচালিত হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, এমনতরো ভিক্ষুর মনে কখনও এরূপ ইচ্ছা জাগে না যে 'অহো, সব্রহ্মচারীরা আমায় সৎকার করুক, সম্মান করুক, মান্য করুক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং সেবা-পূজা করুক।' তবে তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সৎকার করে, সম্মান করে, মান্য করে এবং সেবা-পূজাও করে। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা তার মধ্যে সেই পাপ অকুশল বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান দেখতে পায় না।

যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো উৎকৃষ্টতর অশ্বের কদাপি এমন সাধ জাগে না- 'অহো, এই মানুষেরা যদি আমায় উৎকৃষ্ট অশ্বের স্থলে স্থান দিত, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়াতো এবং উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় আমাকে পরিচর্যা করতো,' কিন্তু, তবুও মানুষেরা সেই উৎকৃষ্টতর অশ্বকে উৎকৃষ্ট অশ্বরূপে স্থান দেয়, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়ায় এবং উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় পরিচর্যাও করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, অভিজ্ঞ মানুষেরা সেই উৎকৃষ্ট অশ্বটির মধ্যে শঠতা, ফাকি দেয়ার প্রবণতা, ছলনা এবং বক্রতা বিদ্যমান দেখতে পায় না। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, তেমন ভিক্ষুর মনে কদাচিৎ এরূপ ইচ্ছা জাগে না যে 'অহো, সব্রহ্মচারীরা আমায় সৎকার করুক, সম্মান করুক, মান্য করুক এবং সেবা-পূজা করুক।' তবে তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সৎকার করে, সম্মান করে, মান্য করে এবং সেবা-পূজাও করে। তার কারণ কী? কেননা, ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীরা তার মধ্যে সেই পাপ অকুশল বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান দেখতে পায় না।" সপ্তম সূত্র।

(জ) অক্কোসক সুত্তং- আক্রোশকারী সূত্র

৮৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশ করে, ভর্ৎসনা করে ও আর্যদের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে সে দশ প্রকার বিনাশের অন্যতর বিনাশ প্রাপ্ত হবে তা যৌক্তিক ও সম্ভব।

২। ভিক্ষুগণ, সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয়ের পরিহানি ঘটে, সদ্ধর্ম তার নিকট উপলব্ধ হয় না, সদ্ধর্মে সে অধিমানী হয়, ব্রহ্মচর্যে অনভিরতি উৎপন্ন হয়, সংক্লিষ্ট অপরাধ সম্পাদন করে, অতিশয় রোগগ্রস্ত হয়, উন্মাদ হয়, বিক্ষিপ্ত চিত্তে মৃত্যুবরণ করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশ করে, ভর্ৎসনা করে ও আর্যদের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে সে এই দশ প্রকার বিনাশের অন্যতর বিনাশ প্রাপ্ত হবে তা যৌক্তিক ও সম্ভব।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অষ্টম সূত্র।

(ঝ) কোকালিক সুত্তং- কোকালিক সূত্র

৮৯.১। সেই সময় কোকালিক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু পাপেচ্ছাসম্পন্ন। তারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়েছেন।"

কোকালিক ভিক্ষু কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হলে ভগবান তাকে বললেন :

"হে কোকালিক, তা কখনই তদ্রুপ নয়, তা কখনই তদ্রুপ নয়। কোকালিক, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হও। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন সর্বদাই সদাচারী।"

দ্বিতীয়বারও কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, যদিওবা আপনি আমার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ও আস্থা স্থাপনের যোগ্য কিন্তু তবুও বলব, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু পাপেচ্ছাসম্পন্ন। তারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়েছেন।"

কোকালিক ভিক্ষু কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হলে দ্বিতীয়বারও ভগবান তাকে বললেন :

"হে কোকালিক, তা কখনই তদ্রুপ নয়, তা কখনই তদ্রুপ নয়। কোকালিক, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হও। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন সর্বদাই সদাচারী।"

তৃতীয়বারও কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, যদিওবা আপনি আমার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ও আস্থা স্থাপনের যোগ্য কিন্তু তবুও বলব, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু পাপেচ্ছাসম্পন্ন। তারা পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়েছেন।"

কোকালিক ভিক্ষু কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হলে তৃতীয়বারও ভগবান তাকে বললেন :

"হে কোকালিক, তা কখনই তদ্রুপ নয়, তা কখনই তদ্রুপ নয়। কোকালিক, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হও। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়ন সর্বদাই সদাচারী।"

৩। অতঃপর কোকালিক ভিক্ষু আসন হতে উঠে ভগবানকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক চলে গেলেন। প্রস্থানের কিছুক্ষণ পরই কোকালিক ভিক্ষুর সমস্ত শরীর সরিষা প্রমাণ বিষব্রণে পূর্ণ হলো। তা সরিষা প্রমাণ হতে মুগডাল প্রমাণ হলো। তারপর মুগ প্রমাণ হতে মাসকলায় প্রমাণ, মাসকলায় প্রমাণ হতে কুলবীজ প্রমাণ হলো, কুলবীজ প্রমাণ হতে কুলফল প্রমাণ হলো, কুলফল প্রমাণ হতে আমলকি প্রমাণ হলো, আমলকি প্রমাণ হতে কাঁচা বেল প্রমাণ হলো, কাঁচা বেল প্রমাণ হতে সেই বিষব্রণসমূহ পাকা বেল প্রমাণ হলো। সেই বিষব্রণসমূহ পাকা বেল প্রমাণ হয়ে ফেটে গেল এবং তা হতে রক্ত ও পূঁজ বের হতে লাগল। বিষে আক্রান্ত মাছের ন্যায় সে সেখানে কলাপাতার উপর পরে রইল।

অতঃপর তুরূ নামক প্রত্যেক ব্রহ্মা[১] কোকালিক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশে স্থিত থেকেই কোকালিক ভিক্ষুকে এরূপ বললেন :

৪। "হে কোকালিক, সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হোন, তারা সদাচারী।"

"হে বন্ধু, আপনি কে?"

"আমি তুরূ নামক প্রত্যেক ব্রহ্মা।"

"বন্ধু, আপনি তো ভগবান কর্তৃক অনাগামী বলে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। তৎসত্ত্বেও কেন এই জগতে আবার এসেছেন? আপনি তো অনাগামী ফললাভী হতে পারেন না। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে।"

অতঃপর তুরূ ব্রহ্মা কোকালিক ভিক্ষুকে এই গাথা বললেন :

"জন্মহেতু উৎপত্তি হয় মুখতুন্ডের,
দুর্বাক্য ভাষণে মূর্খ ক্ষতি করেই নিজের।
নিন্দনীয়ের প্রশংসায় উতলায় যেবা,
পক্ষান্তরে প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে সদা;
তেমন পাপ কর্মে সে সুখ না লভে,
দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে দিন সদাই গত করে।
ধন, প্রাণ যায় যদি পাশাতে কারো,
তুলনীয় পাপে তা তুচ্ছ সতত;
সুগত ক্ষেত্রে যদি চিত্ত ক্লেশপূর্ণ হয়,
গুরুপাপ হয় তা হয় অতিশয়;

১।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দশ কোটি বছরে হয় এক অব্বুদ,
তেমন বিশ অব্বুদে হয় এক নিরব্বুদ;
লক্ষ নিরব্বুদ হল সেই নরক আয়ুষ্কাল,
গতি সেথায় তেমন পাপীর অনন্তকাল।
কায়-বাক্য-মনে কেউ আর্য নিন্দায় হলে যুক্ত,
আর্য নিন্দা সম্পাদনে হলে স্বয়ং প্রবৃত;
তেমন পাপ কর্মহেতু হয় নিরয়ে দগ্ধ।"

৫। অতঃপর কোকালিক ভিক্ষু সেই রোগের দ্বারাই মারা গেলেন। সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়নের প্রতি নিজ চিত্ত প্রদুষ্ট করায় মৃত্যুর পর তিনি পদুম নামক নরকে উৎপন্ন হলেন। তারপর সহম্পতি ব্রহ্মা রাত্রির শেষ যামে সমস্ত জেতবন আলোকিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে দাড়াঁলেন। একপাশে দন্ডায়মান অবস্থায় সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানকে এরূপ বললেন :

৬। "ভন্তে, কোকালিক ভিক্ষু কালগত হয়েছেন। সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়নের প্রতি নিজ চিত্ত প্রদুষ্ট করায় তিনি মৃত্যুর পর পদুম নামক নরকে উৎপন্ন হয়েছেন।"

সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হলেন। অতঃপর সেই রাত্রির অবসানে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে এরূপ বললেন :

৭। "হে ভিক্ষুগণ, অদ্য রাত্রির শেষ যামে সহম্পতি ব্রহ্মা সমস্ত জেতবন আলোকিত করে আমর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে দাড়াঁলেন। একপাশে দন্ডায়মান অবস্থায় সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বললেন :

'ভন্তে, কোকালিক ভিক্ষু কালগত হয়েছেন। সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়নের প্রতি নিজ চিত্ত প্রদুষ্ট করায় তিনি মৃত্যুর পর পদুম নামক নরকে উৎপন্ন হয়েছেন।'

সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হলেন।"

ভগবান এরূপ বলায় অন্য্ কজন ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। "ভন্তে,"

"হে ভিক্ষু, পদুম নরকে পাপ ভোগের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ এতবছর, কিংবা দীর্ঘ এত শত বছর অথবা এত হাজার বছর কিংবা এত লক্ষ বছর, এরূপ বলে নির্ণয় করা যায় না।"

"কিন্তু ভন্তে, উপমা দেয়া সম্ভব কি?"

হ্যাঁ ভিক্ষু, তা সম্ভব। যেমন ভিক্ষু, একটি বিশ খাড়ি তিলভার বিশিষ্ট কোশলক হতে কোনো ব্যক্তি যদি প্রতি একশত বছর অন্তর অন্তর এক একটি করে তিল সরায়, তাহলে সমস্ত তিল সরাতে যে সময় লাগবে ঐসময় অপেক্ষা বেশি দীর্ঘতর অব্বুদ নরকে আয়ুষ্কাল। ভিক্ষু, এরূপে বিশবার অব্বুদ নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি নিরব্বুদ নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। আবার, বিশবার নিরব্বুদ নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি অব্ব নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। এভাবে বিশবার অব্ব নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি অহ্হ নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। আবার, বিশবার অহ্হ নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি অট্ট নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। এভাবে বিশবার অট্ট নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি কুমুদ নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। আবার, বিশবার কুমুদ নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি সোবান্ধিক নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। এভাবে বিশবার সোবান্ধিক নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি উপ্পলক নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। আবার, বিশবার উপ্পলক নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি পুন্ডরীক নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। এভাবে বিশবার পুন্ডরীক নরকের অবস্থান কাল পরিমাণ দীর্ঘতর হচ্ছে একটি পদুম নরকে অবস্থানের আয়ুষ্কাল। ভিক্ষু, সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়নের প্রতি নিজ চিত্ত প্রদুষ্ট করায় কোকালিক ভিক্ষু এই পদুম নরকেই উৎপন্ন হয়েছে।"

অতঃপর সুগত শাস্তা এরূপ বললেন :

"জন্মহেতু উৎপত্তি হয় মুখতুন্ডের,
দুর্বাক্য ভাষণে মূর্খ ক্ষতি করেই নিজের।
নিন্দনীয়ের প্রশংসায় উতলায় যেবা,
পক্ষান্তরে প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে সদা;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তেমন পাপ কর্মে সে সুখ না লভে,
দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে দিন সদাই গত করে।
ধন, প্রাণ যায় যদি পাশাতে কারো,
তুলনীয় পাপে তা তুচ্ছ সতত;
সুগত ক্ষেত্রে যদি চিত্ত ক্লেশপূর্ণ হয়,
গুরুপাপ হয় তা হয় অতিশয়;
দশ কোটি বছরে হয় এক অব্বুদ,
তেমন বিশ অব্বুদে হয় এক নিরব্বুদ;
লক্ষ নিরব্বুদ হল সেই নরক আয়ুষ্কাল,
গতি সেথায় তেমন পাপীর অনন্তকাল।
কায়-বাক্য-মনে কেউ আর্য নিন্দায় হলে যুক্ত,
আর্য নিন্দা সম্পাদনে হলে স্বয়ং প্রবৃত;
তেমন পাপ কর্মহেতু হয় নিরয়ে দগ্ধ।" নবম সূত্র।

(ঞ) খীণাসব সুত্তং- ক্ষীণাসব সূত্র

৯০.১। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে সারিপুত্র, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল (ক্ষমতা) কত প্রকার, যে বল বা ক্ষমতার দরুন ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানে যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'?"

৩। "ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল (ক্ষমতা) দশ প্রকার, যে বল বা ক্ষমতার দরুন ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা :

ভন্তে, ইহজগতে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর নিকট অনিত্যরূপে সকল সংস্কার যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধ হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষু অনিত্যরূপে সকল সংস্কারকে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন, ইহা হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর নিকট অঙ্গারপূর্ণ গর্ত সদৃশ কাম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধ হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষু অঙ্গারপূর্ণ গর্ত সদৃশ কামকে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন, ইহাও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেক বা ভাবনায় রত হয়, বিবেক বা ভাবনাভিমুখী এবং বিবেকের দিকেই ক্রমাবনত হয়। তার চিত্ত বিবেকস্থ বা ধ্যানস্থ ও সে নৈষ্ক্রম্যে অভিরত হয় এবং তার সমস্ত আসবস্থানীয় বিষয় বিনাশ পায়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেক বা ভাবনায় রত হয়, বিবেক বা ভাবনাভিমুখী এবং বিবেকের দিকেই ক্রমাবনত হয়। তার চিত্ত বিবেকস্থ বা ধ্যানস্থ ও সে নৈষ্ক্রম্যে অভিরত হয় এবং তার সমস্ত আসবস্থানীয় বিষয় বিনাশ পায়, ইহাও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চ বল ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর পঞ্চ বল ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

পুনশ্চ, ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। ভন্তে, এই যে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও সুভাবিত হয়, তা-ও হচ্ছে ক্ষীণাসব ভিক্ষুর বল। যে বলে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।

৪। ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর এই দশ প্রকার বল, যে বল বা ক্ষমতার দরুন ক্ষীণাসব ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় সম্বন্ধে জানেন যে 'আমার আসবসমূহ ক্ষীণ হয়েছে'।" দশম সূত্র।

থের বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

বাহন, আনন্দ, পূর্ণিয় আর ব্যাকরণ,
দাম্ভিক, অধিমান, অপ্রিয় ও আক্রোশন;
কোকালিক, ক্ষীণাসব সূত্র হল উক্ত,
দশ সূত্র যোগে থেরবর্গ হল সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) ৫. উপালি বর্গ

(ক) কামভোগী সুত্তং- কামভোগী সূত্র

৯১.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে গৃহপতি, জগতের মধ্যে দশ প্রকার কামভোগী পুদ্গল বা বিষয় বাসনায় লিপ্ত ব্যক্তি রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা, গৃহপতি, এ জগতে এক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে অপর এক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে অপর আরেক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে এক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে অপর এক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে বন্টন করে না

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে অপর আরেক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে এক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে অপর এক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে আরেক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে বন্টনও করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে। কিন্তু তারা ভোগ্য বিষয়ে গ্রথিত, মোহগ্রস্ত, লালায়িত, শুভদর্শী, বা আদীনব অদর্শনকারী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ না হয়ে তা পরিভোগ করে।

এক্ষেত্রে, গৃহপতি, এ জগতে আরেক শ্রেণীর কামভোগী ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে। ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে বন্টনও করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে। এবং তারা ভোগ্য বিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে।

৩। গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি এই তিনটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে তা বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি দ্বিবিধ কারণে গর্হিত এবং একটি কারণে প্রশংসিত হয়ে থাকে। 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। কিন্তু 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণীর কামভোগী ব্যাক্তি এই দ্বিবিধ কারণে গর্হিত এবং একটি কারণে প্রশংসিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি একটি কারণে গর্হিত এবং দুটি কারণে প্রশংসিত হয়ে থাকে। 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। কিন্তু 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণীর কামভোগী ব্যাক্তি এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

৪। গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত ও অধর্মত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি একটি কারণে প্রশংসিত এবং তিনটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত পাপে সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। কিন্তু 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি এই একটি কারণে প্রশংসিত ও তিনটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে তা বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি দুটি কারণে প্রশংসিত এবং দ্বিবিধ কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত পাপে সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। কিন্তু 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে অপর একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না' ইহা হচ্ছে অপর দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণীর কামভোগী ব্যাক্তি এই দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত এবং দ্বিবিধ কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত ও অধর্মত পাপে ভয় ও নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে; গৃহপতি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ কামভোগী ব্যক্তি তিনটি কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত পাপে সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে অধর্মত নির্ভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। কিন্তু 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে অপর দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। এবং 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণীর কামভোগী ব্যাক্তি এই তিনটি কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

৫। গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি একটি কারণে প্রশংসিত এবং দুটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত পাপে সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে না' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি এই একটি কারণে প্রশংসিত এবং দুটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু অপরের মধ্যে তা বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না; গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। যেমন, 'সে ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। এবং 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে অপর একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। কিন্তু 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে না' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণীর কামভোগী ব্যাক্তি এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিবিধ কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে। কিন্তু 'সে ভোগ্য বিষয়ে গ্রথিত, মোহগ্রস্ত, লালায়িত, শুভদর্শী, বা আদীনব অদর্শনকারী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ না হয়ে তা পরিভোগ করে'। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি তিনটি কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে। 'সে ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। এবং 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। কিন্তু, 'সে ভোগ্য বিষয়ে গ্রথিত, মোহগ্রস্ত, লালায়িত, শুভদর্শী, বা আদীনব অদর্শনকারী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ না হয়ে তা পরিভোগ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে গর্হিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণীর কামভোগী ব্যাক্তি এই তিনটি কারণে প্রশংসিত এবং একটি কারণে গর্হিত হয়ে থাকে।

পুনশ্চ, গৃহপতি, তথায় যে সকল কামভোগী ব্যাক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে। এবং 'সে ভোগ্য বিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে'। গৃহপতি, এরূপ কামভোগী ব্যক্তি চারটি কারণেই প্রশংসিত হয়ে থাকে। 'সে ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অন্বেষণ করে' ইহা হচ্ছে একটি কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। আবার 'সে নিজে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। এবং 'সে অপরের মধ্যে ভোগ্যবিষয় বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে' ইহা হচ্ছে তৃতীয় কারণ, যার দরুন সে প্রশংসিত হয়। এবং 'সে ভোগ্য বিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে' ইহা হচ্ছে চতুর্থ কারণ, যার দরুন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে প্রশংসিত হয়। গৃহপতি, এই শ্রেণীর কামভোগী ব্যাক্তি এই চারটি কারণেই প্রশংসিত হয়ে থাকে।

৬। গৃহপতি, জগতে এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তি বিদ্যমান। গৃহপতি, এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে যে কামভোগী ব্যক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে। এবং 'সে ভোগ্য বিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে'; সে এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধার, উত্তম এবং প্রবর। যেমন, গৃহপতি, গাভী হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘি এবং ঘি হতে ঘৃতমন্ড উৎপন্ন হয় এবং সে সকল হতে ঘৃতমন্ডই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ, গৃহপতি, এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে যে কামভোগী ব্যক্তি ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে এবং ধর্মত সভয়ে ভোগ্যবিষয় অনুসন্ধান করে নিজেকে সুখী ও সন্তুষ্ট করতে পারে, অপরের মধ্যে তা বন্টন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনও করে। এবং 'সে ভোগ্য বিষয়ে অগ্রথিত, অমোহগ্রস্ত, অলালায়িত, দোষদর্শী, বা আদীনবদর্শী এবং নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে'; সে এই দশ প্রকার কামভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং প্রবর।" প্রথম সূত্র।

(খ) ভয সুত্তং- ভয় সূত্র

৯২.১। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে গৃহপতি, যেহেতু একজন আর্যশ্রাবকের পাঁচ প্রকার ভয়-ভৈবর উপশান্ত হয়, চার প্রকার স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে সমন্নাগত হলে এবং আর্যজ্ঞান তার নিকট সম্যক প্রজ্ঞায় উত্তমরূপে উপলব্ধ হলে যদি সে ইচ্ছা করে তবে নিজেই নিজেকে এরূপে প্রকাশ করতে পারে যে 'আমার নিরয় গমন ক্ষীণ হয়েছে, তীর্যক গমন ক্ষীণ হয়েছে, প্রেতলোকেও প্রতিসন্ধির হেতু ক্ষীণ হয়েছে এবং আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বোধিপরায়ণ।'

৩। সেই পাঁচ প্রকার ভয়-ভৈবর কী কী যা তার উপশান্ত হয়?

গৃহপতি, যে প্রাণীহত্যাকারী তার প্রাণীহত্যার দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। প্রাণীহত্যা হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। প্রাণীহত্যা হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উপশান্ত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী (চোর) তার অদত্তবস্তু গ্রহণের দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। অদত্তবস্তু গ্রহণ বা চুরি করা হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উপশান্ত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ব্যাভিচারী তার ব্যাভিচারের দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। ব্যাভিচার হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। ব্যাভিচার করা হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উপশান্ত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যাকথনের দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উপশান্ত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, সুরা, মদ, গাজাঁ সেবনকারী তার নেশা সেবনের দরুন ইহলোক ও পরলোকে ভয়-বৈরব প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) ভোগ করে। নেশা সেবন হতে বিরত জনের ইহলোকে ও পরলোকেও ভয়-বৈরব উৎপন্ন হয় না এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করতে হয় না। নেশা সেবন হতে বিরত জনের এরূপেই তেমন ভয়-বৈরব উপশান্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। কোনো চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গেতে সে সমন্নাগত হয়?

গৃহপতি, এক্ষেত্রে, আর্যশ্রাবক বুদ্ধে পূর্ণবিশ্বাসসম্পন্ন হয়। যেমন, 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী, দেবমানবের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' এক্ষেত্রে, আর্যশ্রাবক ধর্মে পূর্ণবিশ্বাসসম্পন্ন হয়, যেমন, 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রাপ্তব্য।' এক্ষেত্রে, আর্যশ্রাবক সংঘে পূর্ণবিশ্বাসসম্পন্ন হয়, যেমন, 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমিচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী চারি যুগ্ম হিসেবে আট প্রকার পুরুষই আহ্বানযোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অন্‌জলি করণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।'

এবং আর্যশ্রাবক আর্যসম্মত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, বিশুদ্ধ, নিষ্কলিত, বিমুক্ত, বিজ্ঞকর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত ও সমাধি লাভের সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। এই চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গের মাধ্যমে সুসমৃদ্ধ হয়।

৫। কিরূপে আর্যজ্ঞান তার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়?

গৃহপতি, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক এরূপে বিচার করে যে উহার কারণে ইহা হয়, ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি হয়, ইহার অনুপস্থিতিতে ইহা হয় না, ইহার নিরোধে উহাও নিরুদ্ধ হয়। যেমন, অবিদ্যার কারণে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণ ভব, ভবের কারণে জাতি (জন্ম), জাতির কারণে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন (বিলাপ), দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (মানসিক যন্ত্রণা) উৎপন্ন হয়। ইহাই সম্পূর্ণরূপে দুঃখ স্কন্ধের কারণ। অবিদ্যার প্রতি অশেষ বিরাগ ও অবিদ্যার নিরোধের কারণে সংস্কার নিরোধ হয়; সংস্কার নিরোধের কারণে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণ ভব, ভবের কারণে জাতি (জন্ম), জাতির কারণে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(বিলাপ), দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (মানসিক যন্ত্রণা) উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এরূপেই সম্পূর্ণরূপে দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ইহাও আর্যজ্ঞান যা তার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়।

৬। গৃহপতি, যেহেতু একজন আর্যশ্রাবকের এই পাঁচ প্রকার ভয়-ভৈবর উপশান্ত হয়, চার প্রকার স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে সমন্নাগত হলে এবং আর্যজ্ঞান তার নিকট সম্যক প্রজ্ঞায় উত্তমরূপে উপলব্ধ হলে যদি সে ইচ্ছা করে তবে নিজেই নিজেকে এরূপে প্রকাশ করতে পারে যে 'আমার নিরয় গমন ক্ষীণ হয়েছে, তীর্যক গমন ক্ষীণ হয়েছে, প্রেতলোকেও প্রতিসন্ধির হেতু ক্ষীণ হয়েছে এবং আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) কিংদিট্‌ঠিক সুত্তং- কীরূপ দৃষ্টি সূত্র

৯৩.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক মধ্যাহ্নকালীন সময়ে ভগবানকে দর্শনের জন্য শ্রাবস্তী হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো'এখন ভগবানকে দর্শন করার যথার্থ সময় নয়। ভগবান এখন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবেন। এবং ভাবিতমনা ভিক্ষুদের সাথে দর্শনেরও এখন যথার্থ সময় নয়। ভাবিতমনা ভন্তেগণও এখন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবেন। তাহলে আমি এখন যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরাম সেখানেই গমন করি।

২। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরাম তথায় উপনীত হলেন। সেই সময়ে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা একত্রে মিলিত হয়ে কোলাহল করে ও উচ্চশব্দে-মহাশব্দে বহুপ্রকার তিরচ্ছান কথা বা বৃথা কথায় রত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে আগমন কালে দূর স্থান হতে দেখলেন। এবং তাকে দেখে পরস্পর পরস্পরকে এরূপ বললেন, "ওহে বন্ধুগণ, অল্পশব্দে অবস্থান করুন, শব্দ করে বাক্যালাপে রত হবেন না। কেননা শ্রমণ গৌতমের শিষ্য (গৃহী) গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক আমাদের আরামের দিকেই আসছেন। শ্রমণ গৌতমের যে সকল শ্বেতবস্ত্রধারী গৃহী শিষ্য শ্রাবস্তীতে অবস্থান করেন, তাদের মধ্যে এই গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক অন্যতম। সেই আয়ুষ্মানেরা অল্পশব্দকামী, অল্পশব্দে বিনীত এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অল্পশব্দের প্রশংসাকারী। তা উত্তম হয়, যদি এই পরিষদকে অল্পশব্দসম্পন্ন জ্ঞাত হয়ে এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন। অতঃপর সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা তুষ্ণীভাব (নিরবতা) অবলম্বন করলেন। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের সহিত সম্বোধন ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ করলেন। সম্বোধন ও প্রীত্যালাপ পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

৩। ওহে গৃহপতি, বলুন তো শ্রমণ গৌতম কীরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন (এখানে দৃষ্টি অর্থ- মতবাদ বা ধারণা)?"

"ভদন্ত, আমি ভগবানের সর্ববিধ দৃষ্টি জ্ঞাত নই।"

"হে গৃহপতি, আমরা তাহাই মনে করছি যে, আপনি শ্রমণ গৌতমের সর্ববিধ দৃষ্টি জ্ঞাত নন। গৃহপতি, বলুন তো ভিক্ষুগণ (বুদ্ধের শ্রাবক শিষ্যেরা) কীরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন?"

"ভদন্ত, আমি ভিক্ষুগণেরও দৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত নই।"

"গৃহপতি, আচ্ছা, আমরা তাই মনে করছি যে, আপনি শ্রমণ গৌতমের সর্ববিধ দৃষ্টি জ্ঞাত নন এবং ভিক্ষুগণেরও সর্ববিধ দৃষ্টি সম্পর্কে অবগত নন। গৃহপতি, বলুন তো আপনি কীরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করেন?"

"ভদন্ত, আমরা যেই দৃষ্টিসম্পন্ন তা ব্যাখ্যা করা আমাদের দ্বারা দুষ্কর নয়। দেখুন, যদি আয়ুষ্মানেরা নিজ নিজ দৃষ্টি প্রথমে ব্যাখ্যা করেন তবে পরবর্তীতে আমরা যেই দৃষ্টিসম্পন্ন তা ব্যাখ্যা করা আমাদের দ্বারা আরও সহজ হবে।"

৪। 'গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে জনৈক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বললেন :

"'জগৎ শাশ্বত (নিত্য)' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"'জগৎ অশাশ্বত (অনিত্য)' এবিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতঃপর অপর এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"'জগৎ অনন্ত' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"'জগৎ অনন্ত নয়' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি পোষণ করি।"

অতঃপর আরেক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"'যেই জীব সেই শরীর নয়' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"'মৃত্যুর পর থাকে না' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না আবার থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

অতঃপর অন্য এক পরিব্রাজক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

৫। অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই পরিব্রাজকদের এরূপ বললেন : "ভদন্ত, যে আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'জগৎ শাশ্বত (নিত্য)' এবিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু (অযোনিশ মনসিকারহেতু) উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'জগৎ অশাশ্বত' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'জগৎ অনন্ত' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'জগৎ অনন্ত নয়' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'যেই জীব সেই শরীর নয়' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর থাকে না' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকে না আবার থাকে' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

পুনশ্চ, ভদন্ত, যে সকল আয়ুষ্মান এরূপ বলেন যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' এ বিষয় সত্য অন্য সব মিথ্যা। গৃহপতি আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।' এই দৃষ্টি বা ধারণা আয়ুষ্মানের নিজের অযথার্থ বিবেচনাহেতু উৎপন্ন অথবা অপরের উক্তি অবলম্বনে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দৃষ্টি ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভুত। যা কিছু ভূত, সংস্কারজাত, চিন্তিত ও কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ। যা দুঃখ তাতে সেই আয়ুষ্মান অনুরক্ত হন এবং তাতে সেই আয়ুষ্মান উপনীত (আগত) হন।

৬। গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে সেই পরিব্রাজকেরা গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন :

"গৃহপতি, আমরা যেই দৃষ্টি পোষণ করি তা আমাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখন, গৃহপতি, বলুন আপনি কী দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করেন?"

"ভদন্ত, যা কিছু ভূত, (পরিণতিসরূপ ঘটিত) সংস্কারজাত, চিন্তিত, কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য, যা অনিত্য দুঃখ পূর্ণ, যা দুঃখ তা আমার নয়, তাতে আমি নই ও তা আমার আত্মা নহে। ভদন্ত, আমি এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ পোষণ করি।"

"গৃহপতি, যা কিছু ভূত (পরিণতিসরূপ ঘটিত), সংস্কারজাত, চিন্তিত কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য, যা অনিত্য তা দুঃখপূর্ণ তাতে, গৃহপতি, আপনি অনুরক্ত এবং তাতে গৃহপতি, আপনি উপনীত (আগত)"।

ভদন্ত, যা কিছু ভূত সংস্কারজাত, চিন্তিত, কোনো না কোনো হেতু প্রত্যয়ের ফলসরূপ উদ্ভূত তা অনিত্য, যা অনিত্য দুঃখ পূর্ণ, যা দুঃখ তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার নয়, তাতে আমি নই ও তা আমার আত্মা নয়। আমি ইহা এরূপে যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত আছি। তার চেয়েও অতিরিক্ত নিঃসরণ যথাভূতভাবে ও প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত আছি।"

৭। গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে সেই পরিব্রাজকেরা মৌনাবলম্বন করলেন, হতোদ্যম হলেন, অধোশির, অধোবদন, অনুতপ্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকলেন। অতঃপর, গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই পরিব্রাজকদের মৌন, হতোদ্যম, অধোশির, অধোবদন, অনুতপ্ত ও তাদের হতবুদ্ধি হয়ে থাকতে দেখে আসন হতে উঠে যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে যা কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছে, সে সমস্ত ভগবানকে জ্ঞাপন করলেন।

৮। ভগবান বললেন, "সাধু, সাধু, গৃহপতি, এরূপই গৃহপতি মূর্খ পুরুষদেরকে যথা সময়ে প্রমাণিত তথ্য দ্বারা উত্তমরূপে নিগৃহিত কর উচিত।"

অতঃপর ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ধর্ম কথায় বললেন, ধর্মকথা গ্রহণ করালেন, ধর্মকথায় উৎসাহিত ও পুলকিত করলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ভগবানের নিকট ধর্মকথা শুনে, তা গ্রহণ করে এবং ধর্মকথায় উৎসাহিত ও পুলকিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করলেন। ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গমনের কিয়ৎকাল পরে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম-বিনয়ে যে ভিক্ষুর উপস্পন্নতা শত বর্ষ, সে এরূপেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে প্রমাণিত তথ্য দ্বারা উত্তমরূপে নিগৃহিত করতে পারে, যেমনটি গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক করা হয়েছে।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) বজ্জিযমাহিত সুত্তং- বজ্জিযমাহিত সূত্র

৯৪.১। একসময় ভগবান চম্পা নগরের গর্গরা নামক পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত মধ্যাহ্ন সময়ে ভগবানকে দর্শনের জন্য চম্পা নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অনন্তর গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো‘এখন ভগবানকে দর্শন করার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথার্থ সময় নয়। ভগবান এখন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবেন। এবং ভাবিতমনা ভিক্ষুদের সাথে দর্শনেরও এখন যথার্থ সময় নয়। ভাবিতমনা ভন্তেগণও এখন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবেন। তাহলে আমি এখন যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরাম সেখানেই গমন করি।

২। অতঃপর গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত যেখানে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরাম তথায় উপনীত হলেন। সেই সময়ে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা একত্রে মিলিত হয়ে কোলাহল করে ও উচ্চশব্দে-মহাশব্দে বহুপ্রকার তিরচ্ছান কথা বা বৃথা কথায় রত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতকে আগমনকালে দূর স্থান হতে দেখলেন। এবং তাকে দেখে পরস্পর পরস্পরকে এরূপ বললেন, "ওহে বন্ধুগণ, অল্পশব্দে অবস্থান করুন, শব্দ করে বাক্যালাপে রত হবেন না। কেননা শ্রমণ গৌতমের শিষ্য (গৃহী) গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত আমাদের আরামের দিকেই আসছেন। শ্রমণ গৌতমের যে সকল শ্বেতবস্ত্রধারী গৃহী শিষ্য শ্রাবস্তীতে অবস্থান করেন, তাদের মধ্যে এই গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত অন্যতম। সেই আয়ুষ্মানেরা অল্পশব্দকামী, অল্পশব্দে বিনীত এবং অল্পশব্দের প্রশংসাকারী। তা উত্তম হয়, যদি এই পরিষদকে অল্পশব্দসম্পন্ন জ্ঞাত হয়ে এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন। অতঃপর সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা তুষ্ণীভাব (নিরবতা) অবলম্বন করলেন। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের সহিত সম্বোধন ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ করলেন। সম্বোধন ও প্রীত্যালাপ পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতকে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

৩। "হে গৃহপতি, সত্যিই কি শ্রমণ গৌতম অন্যান্য সর্ববিধ তপশ্চর্যাকে নিন্দা করেন। অন্য সব তপস্বীই যৎপরোনাস্তি দুঃখী জীবনযাপনকারী এরূপে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করেন ও অপমান করেন?"

"ভদন্ত, প্রকৃতপক্ষে ভগবান অন্যান্য সর্ববিধ তপশ্চর্যাকে নিন্দা করেন না, অন্য সব তপস্বীই যৎপরোনাস্তিভাবে দুঃখী জীবন যাপনকারী এরূপে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা ও অপমান করেন না। ভদন্ত, ভগবান গর্হিতকে গর্হিত বলেন ও প্রশংসার যোগ্যকে প্রশংসা করেন। ভদন্ত, যেহেতু ভগবান গর্হিতকে গর্হিত বলেন ও প্রশংসার যোগ্যকে প্রশংসা করেন সেহেতু তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিভাজ্যবাদী। ভগবান এখানে একাংশ বাদী নন।"

গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে জনৈক পরিব্রাজক গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতকে এরূপ বললেন, "গৃহপতি, আপনি যে শ্রমণ গৌতমের গুণ বর্ণনা করছেন, শ্রমণ গৌতম নাকি প্রচলিত সামাজিক নীতি-প্রথার ধ্বংসকামী[১] এবং অপ্রজ্ঞাপক?"

"ভদন্ত, এখন আমি আয়ুষ্মানকে প্রমাণিত তথ্য দ্বারা বলছি যে ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে যে 'ইহা কুশল, ইহা অকুশল'। যেহেতু ভগবান এরূপ কুশলাকুশল প্রজ্ঞাপনে রত সেহেতু ভগবান সপ্রজ্ঞাপক; এবং ভগবান সামাজিক নীতি-প্রথার ধ্বংসকামী নন।"

৪। গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে সেই পরিব্রাজকেরা মৌনাবলম্বন করলেন, হতোদ্যম হলেন, অধোশির, অধোবদন, অনুতপ্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকলেন। অতঃপর, গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত সেই পরিব্রাজকদের মৌন, হতোদ্যম, অধোশির, অধোবদন, অনুতপ্ত ও তাদের হতবুদ্ধি হয়ে থাকতে দেখে আসন হতে উঠে যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে যা কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছে, সে সমস্ত ভগবানকে জ্ঞাপন করলেন।

৫। "সাধু, সাধু, গৃহপতি, এরূপেই গৃহপতি মূর্খ পুরুষদেরকে যথা সময়ে প্রমাণিত তথ্য দ্বারা উত্তমরূপে নিগৃহীত করা উচিত। গৃহপতি, আমি সর্ববিধ তপশ্চর্যাকে তপশ্চর্যার যোগ্য বলি না; আবার সর্ববিধ তপশ্চর্যাকে তপশ্চর্যার অযোগ্যও বলি না। আমি সকল রীতি-নীতিকে পালনযোগ্য বলি না; আবার সর্ববিধ রীতি-নীতিকে পালনের অযোগ্যও বলি না; আমি সকল

---

[১]। 'বেনযিকো' বলতে এক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক নীতি-প্রথার ধ্বংসকামী বুঝানো হয়েছে। '**বেনযিকো**'- এর অপর অর্থ হচ্ছে **বিনয় বিশারদ A. iv, 175**। তুলনীয়: মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড, ১৪০; *বেনযিকো* ***সমণো গোতমো সতো সত্তস্স উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং পঞ্ঞাপেতি। সো যেব বেনযিকো*** (মধ্যম নিকায় অথকথা ২য় খণ্ডে ১১৭ প্যারায় বলা হয়েছে ***বিনযতি বিনাসেতী'তি, বিনযো***)। আমাদের অথকথায় বলা হয়েছে- সত্ত-বিনাসকো। কিন্তু তার পূর্বে উক্ত হয়েছে ***সযং অবিনীতো অঞ্ঞেঞ্ঞহি বিনেতব্বো।***

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকার প্রধানকে (প্রচেষ্টাকে) প্রচেষ্টার যোগ্য বলছি না; আবার, সকল প্রকার প্রধান (প্রচেষ্টাকে) প্রচেষ্টার অযোগ্যও বলছি না; আমি সর্ববিধ পরিত্যাগ বা বিসর্জনকে পরিত্যাগ যোগ্য বলছি না; আবার, সর্ববিধ পরিত্যাগ বা বিসর্জনকে পরিত্যাগ অযোগ্য বলছি না; আমি সর্ববিধ বিমুক্তিকে বন্ধনমুক্তির যোগ্য বলছি না; আবার সর্ববিধ বিমুক্তিকে বন্ধমুক্তির অযোগ্য বলছি না।

গৃহপতি, যে সমস্ত তপশ্চর্যার ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ তপশ্চর্যাকে আমি তপশ্চর্যার অযোগ্য বলি। আবার যে সমস্ত তপশ্চর্যার ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ তপশ্চর্যাকে আমি তপশ্চর্যার যোগ্য বলি।

পুনশ্চ, গৃহপতি, যে সমস্ত রীতি-নীতি পালনের ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ রীতি-নীতিকে আমি পালনের অযোগ্য বলছি। আবার যে রীতি-নীতি পালনের ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ রীতি-নীতিকে আমি পালনের যোগ্য বলছি।

পুনশ্চ, গৃহপতি, যে সমস্ত প্রধানের (প্রচেষ্টার) ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ প্রচেষ্টাকে আমি প্রচেষ্টার অযোগ্য বলি। আবার, যে প্রচেষ্টার ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ প্রচেষ্টাকে আমি প্রচেষ্টার যোগ্য বলি।

পুনশ্চ, গৃহপতি, যে সমস্ত (বিষয়) পরিত্যাগ বা বিসর্জনের ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ পরিত্যাগকে আমি পরিত্যাগের অযোগ্য বলছি। আবার যে পরিত্যাগের ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ পরিত্যাগকে আমি পরিত্যাগের যোগ্য বলি।

পুনশ্চ, গৃহপতি, যে বিমুক্তির ফলে অকুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং কুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ বিমুক্তিকে আমি বন্ধনমুক্তির অযোগ্য বলছি। আবার যে বিমুক্তির ফলে কুশলধর্মের অভিবৃদ্ধি হয় এবং অকুশলধর্মের পরিহানি হয়; সেরূপ বিমুক্তিকে আমি বন্ধনমুক্তির যোগ্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলছি।

অতঃপর গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত ভগবানের নিকট ধর্মকথা শুনে, তা গ্রহণ করে এবং ধর্মকথায় উৎসাহিত ও পুলকিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করলেন। গৃহপতি বজ্জিয়মাহিতের গমনের পর অনতিবিলম্বে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম বিনয়ে যে ভিক্ষু দীর্ঘ সময় ব্যাপী অল্প কলুষসম্পন্ন সে-ই এরূপে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে প্রমাণিত তথ্য যোগে নিগৃহীত করতে পারে যেমনটি গৃহপতি বজ্জিয়মাহিত কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) উত্তিয সুত্তং- উত্তিয় সূত্র

৯৫.১। অনন্তর উত্তিয় পরিব্রাজক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানের সহিত প্রীতিপূর্ণ কথা বললেন। প্রীতিপূর্ণ কথা ও কুশ বিনিময়ের পর উত্তিয় পরিব্রাজক একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট উত্তিয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "হে মাননীয় গৌতম, 'কিজন্য জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাকৃত (অব্যাখ্যাত) যে 'জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।'"

"মাননীয় গৌতম, 'কিজন্য জগৎ অশাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?'"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অশাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।'"

"মাননীয় গৌতম, 'জগৎ অনন্ত' কিজন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অনন্ত' ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

"মাননীয় গৌতম, 'জগৎ অনন্ত নয়' কিজন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অনন্ত নয়' ইহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

"মাননীয় গৌতম, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর' কিজন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর' ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

"মাননীয় গৌতম, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়' কিজন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়' ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

"মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন' কিজন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন' ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

"মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না' কিজন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না' ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

"মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন' কিজন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন' ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

"মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' কিজন্য ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা?"

"উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা।"

৩। "মাননীয় গৌতম, 'জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেন আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহা আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ শাশ্বত অন্য সব মিথ্যা।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'জগৎ অশাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেনইবা আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অশাশ্বত অন্য সব মিথ্যা।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'জগৎ অনন্ত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কিজন্য আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অনন্ত অন্য সব মিথ্যা।'

পুনঃরায়, মাননীয় গৌতম, 'জগৎ অনন্ত নয় ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেনইবা আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'জগৎ অনন্ত নয় অন্য সব মিথ্যা।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কিজন্য আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর।'

পুনঃরায়, মাননীয় গৌতম, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেন আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কিজন্য আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন।'

পুনঃরায়, মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেন আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না।'

আবার, মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কিজন্য আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন।'

পুনঃরায়, মাননীয় গৌতম, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কেন আপনি এরূপ বলছেন যে 'উত্তিয়, ইহাও আমার দ্বারা অব্যাখ্যাত যে 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না।' তাহলে ভো গৌতমের দ্বারা কী ব্যাখ্যাত হয়েছে?"

৪। "উত্তিয়, আমি সত্ত্বদের বিশুদ্ধির জন্য, শোক, পরিদেবন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(বিলাপ) অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের তিরোধানের জন্য, জ্ঞান (আর্য-মার্গ) হৃদয়ঙ্গমের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য অভিজ্ঞা দ্বারা শ্রাবকদের নিকট ধর্ম দেশনা করি।

মাননীয় গৌতম, সত্ত্বদের বিশুদ্ধির জন্য, শোক, পরিদেবন (বিলাপ) অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের তিরোধানের জন্য, জ্ঞান (আর্য-মার্গ) হৃদয়ঙ্গমের জন্য ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য এই যে আপনি অভিজ্ঞা দ্বারা শ্রাবকদের নিকট ধর্মদেশনা করেন তা জগৎকে সর্বতোভাবে কিংবা অর্ধেক, অথবা তিন ভাগের একভাগ মাত্র মুক্তিতে উপনীত করায় কি?"

এরূপ উক্ত হলে ভগবান মৌনাবলম্বন করলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো"তা কখনই তদ্রুপ নহে, প্রকৃতপক্ষে উত্তিয় পরিব্রাজকের পাপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে'আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের মধ্যে প্রশংসিত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে শ্রমণ গৌতম উত্তর দিতে বিলম্বিত হবেন, সাড়া দিবেন না এবং সমর্থও হবেন না।'

ইহা উত্তিয় পরিব্রাজকের দীর্ঘ দিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হবে।"তারপর, আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তিয় পরিব্রাজককে এরূপ বললেন :

"তাহলে হে আবুসো উত্তিয়, আমি তোমাকে উপমা প্রদান করব। যেমন, এখানে একশ্রেণীর বিজ্ঞব্যাক্তিগণ আছেন যারা উপমাযোগে বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারেন। যেমন, আবুসো উত্তিয়, কোনো রাজার সীমান্তবর্তী এক ফটক বিশিষ্ট সুবিশাল ও সুদৃঢ় প্রাকার-প্রাচীর বেষ্টিত নগর রয়েছে। এবং সেই দ্বার বা ফটকে সুদক্ষ, সতর্ক, মেধাবী দ্বাররক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন যিনি অপরিচিতদের প্রবেশ না করিয়ে শুধুমাত্র পরিচিতদের নগরে প্রবেশ করান। সে মাঝে মধ্যে সেই নগরের চারদিকে পর্যবেক্ষণ করে। সে পর্যবেক্ষণকালে প্রাকারে কোনো ফাটল ও কোনোরূপ গর্ত দেখতে পায় না। এমনকি বিড়াল বের হওয়ার মতো ছোট গর্তও দেখতে পায় না। তার এরূপ ধারণা হয় না যে 'এই নগরে বহু প্রাণী প্রবেশ করছে ও বহির্গত হচ্ছে।' অধিকন্তু তার মনে এমন ধারণা হয় যে 'এই নগরে যেকোনো আকৃতির প্রাণী প্রবেশ করুক আর বের হোক না কেন, সবাই এই একটি মাত্র ফটক দিয়েই প্রবেশ করছে ও বের হচ্ছে।'

ঠিক এরূপেই আবুসো উত্তিয়, তথাগতের এরূপ উৎসাহ নেই যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'জগৎ সর্বতোভাবে কিংবা অর্ধেক, অথবা তিন ভাগের একভাগ মাত্র মুক্তিতে উপনীত হোক।' অধিকন্তু তথাগতের এমন মনোভাব জাগে যে 'যারা এই জগৎ হতে মুক্তি পেয়েছে, কিংবা মুক্তি পাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে বিমুক্ত হবে, তারা সকলেই পঞ্চ নীবরণ পরিত্যাগ করে, চিত্তের উপক্লেশকে প্রজ্ঞার দ্বারা দুর্বলকরণের মাধ্যমে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ যথাযথভাবে অনুশীলন করেই মুক্ত হয়েছে, কিংবা মুক্তি পাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে বিমুক্ত হবে। এরূপেই সত্ত্বগণ জগৎ হতে মুক্ত হয়েছে, কিংবা মুক্তি পাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে বিমুক্ত হবে। আবুসো উত্তিয়, তুমি ভগবানকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে, তাই ভগবান তোমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) কোকনুদ সুত্তং- কোকনুদ সূত্র

৯৬..১। একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহের তপোদ নামক আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ অতি প্রত্যুষে উত্থিত হয়ে স্নানের জন্য তপোদায় গমন করলেন। তপোদাতে গা ধুয়ে উঠে এসে শরীর শুকানোর জন্য একটি চীবর পরিধান করে রইলেন। সেদিন কোকনুদ পরিব্রাজকও অতিপ্রত্যুষে শয্যা হতে উত্থিয় হয়ে যেখানে তপোদা সেখানে গাত্র প্রক্ষালনের জন্য গমন করলেন। কোকনুদ পরিব্রাজক তথায় আগমন কালে আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখলেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে দেখে দূর হতেই এরূপ বললেন, "বন্ধু, আপনি কে?" প্রত্যুত্তরে আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন, "আবুসো, আমি ভিক্ষু।"

"বন্ধু, আপনি কোনো ভিক্ষু?"

"আবুসো, আমি শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু।"

"যদি আয়ুষ্মান প্রশ্ন করার জন্য অবকাশ প্রদান করেন তাহলে আমরা আয়ুষ্মানকে যৎসামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।"

"আবুসো, জিজ্ঞাসা করুন। তা শ্রবণ করে বিদিত হব।"

২। "বন্ধু, 'জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'যথা জগৎ শাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'"

"বন্ধু, 'জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা' কিজন্য এরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'যথা জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'"

"বন্ধু, 'জগৎ অনন্ত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'যথা জগৎ অনন্ত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'"

"বন্ধু, 'জগৎ অনন্ত নয় ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'যথা জগৎ অনন্ত নয় ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'"

"বন্ধু, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর।'"

"বন্ধু, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়।'"

"বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন।'"

"বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না।'"

"বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না আবার থাকেন' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'মৃত্যুর পর তথাগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকেন না আবার থাকেন।'"

"বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?"

"আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না।'"

"বন্ধু, তাহলে কি আপনি অস্থিত্বের অবস্থাকে (ভবকে) জানেন না দর্শন করেন না?"

"আবুসো, আমি জানি না দর্শন করি না তা নয়। তা আমি জানি ও দর্শন করি।"

৩। "বন্ধু, 'জগৎ শাশ্বত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যথা জগৎ শাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'

পুনঃরায়, বন্ধু, 'জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যথা জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'

আবার, বন্ধু, 'জগৎ অনন্ত ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যথা জগৎ অনন্ত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'

বন্ধু, 'জগৎ অনন্ত নয় ইহা সত্য অন্য সব মিথ্যা কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যথা জগৎ অনন্ত নয় ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।'

পুনঃরায়, বন্ধু, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর।'

বন্ধু, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয় কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়।'

বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন।'

আবার, বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না' কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না।'

পুনঃরায়, বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না আবার থাকেন কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন।'

বন্ধু, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না কিজন্য এরূপ দৃষ্টি বা মতবাদ আছে?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি এরূপ মতবাদী নই যথা : মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না।'

বন্ধু, 'তাহলে কি আপনি অস্থিত্বের অবস্থাকে জানেন না দর্শন করেন না এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি এরূপ বলছেন যে 'আবুসো, আমি জানি না দর্শন করি না তা নয়। তা আমি জানি ও দর্শন করি।'

বন্ধু, আপনার এরূপ ভাষণের অর্থ কিরূপে জ্ঞাতব্য?"

৪। "আবুসো, "জগৎ শাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।' ইহা হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা।

আবুসো, 'জগৎ অশাশ্বত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।' ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণার অন্তর্গত।

আবুসো, 'জগৎ অনন্ত ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।' এরূপ ধারণাও মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত।

আবুসো, 'জগৎ অনন্ত নয় ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা।' ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণার অন্তর্গত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবুসো, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর।' ইহাও হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা।

আবুসো, 'যেই জীব (আত্ম) সেই শরীর নয়।' এরূপ ধারণাও মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত।

আবুসো, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন।' ইহাও হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা।

আবুসো, 'মৃত্যুর পর তথাগত (সত্ত্ব বা জীব) থাকেন না।' ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণার অন্তর্গত।

আবুসো, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না আবার থাকেন।' এরূপ ধারণাও মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত।

আবুসো, 'মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না আবার না থাকেন তা-ও না।' ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণার অন্তর্গত।

আবুসো, যাবত বা যতদূর ভ্রান্ত মতবাদ, দৃষ্টিস্থান (কাল্পনিক দর্শনের অবলম্বিত মত বা নীতি), দৃষ্টি অধিষ্ঠান, দৃষ্টি সমুত্থান (উৎপত্তি), দৃষ্টি পর্যুস্থান, দৃষ্টি অপসারণ; ততদূর আমি জানি এবং ততদূর আমি দর্শন করি। তা জ্ঞাতবস্থায় ও দর্শনকারী হয়ে কেন বলব- 'আমি জানি না দর্শন করি না?' আবুসো, আমি তা জানি এবং দর্শন করি।"

৫। "আয়ুষ্মান আপনার নাম কী? আপনাকে সব্রহ্মচারীগণ কী নামে জানেন?"

"আবুসো, আমার নাম আনন্দ। আমাকে আনন্দ নামেই সব্রহ্মচারীগণ জানেন।"

"মাননীয়, মহা আচার্যের সাথের আলোচনার সময় আমরা জানতে পারলাম না যে ইনিই আয়ুষ্মান আনন্দ। যদি আমরা জানতাম যে ইনিই আয়ুষ্মান আনন্দ- তাহলে আমরা এরূপে প্রতিভাষণ করতাম না। আয়ুষ্মান আনন্দ, আমাকে ক্ষমা করুন।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) আহুনেয্য সুত্তং- আহ্বানীয় সূত্র

৯৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশবিধ গুণধর্মে সমলংকৃত ভিক্ষুই জগতের মধ্যে আহ্বানীয়, পূজনীয়, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করার যোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই দশবিধ গুণধর্মসমূহ কী কী?

২। যথা, এক্ষেত্রে, ভিক্ষুটি শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে অবস্থান করে; আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং সম্যক দর্শনগুণে গুণান্বিত হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু নানাবিধ ঋদ্ধিতে অভিজ্ঞ হয়। যেমন, সে একজন হয়েও বহুজন হয়, বহুজন হয়েও একজন হয়; হঠাৎ অন্তর্হিত হয় এবং হঠাৎ দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হয়, আকাশে গমনের ন্যায় সে পর্বত, প্রাচীর ভেদ করে গমন করতে পারে; জলে ডুব দেয়া ও জল হতে উত্থিত হওয়ার ন্যায় সে মাটিতে ডুব দিতে পারে এবং উত্থিত হতে পারে; জলে মাটির ন্যায় পদব্রজে গমন করতে পারে; পক্ষীর ন্যায় আকাশ পথে উড়ে যেতে পারে; মহাঋদ্ধির মাধ্যমে সে চন্দ্র সূর্যকেও হস্ত দ্বারা স্পর্শ করতে এবং পরিমর্দন করতে পারে; যে যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর স্বশরীরের গমন করতে পারে;

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অতি মানবীয় দিব্য কর্ণসম্পন্ন হয়ে স্বর্গভূমি-মনুষ্যভূমি, দূরবর্তী স্থান ও সন্নিকটের শব্দ বা কথা শ্রবণ করতে পারে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু অপর পুদ্গলদের (সত্ত্বদের) চিত্ত ভাব প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। সে সরাগ চিত্তকে (আসক্ত চিত্তকে) সরাগ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়; বীতরাগ চিত্তকে (অনাসক্ত চিত্তকে) বীতরাগ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়; দ্বেষ চিত্তকে (দ্বেষপূর্ণ চিত্তকে) সদ্বেষ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়; বীত দ্বেষ চিত্তকে (দ্বেষহীন চিত্তকে) বীত দ্বেষ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, বীতমোহ চিত্তকে (মোহহীন) বীতমোহ চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, সক্ষিপ্ত চিত্তকে (আলস্য ও জড়তা ভাবাপন্ন চিত্তকে) সক্ষিপ্ত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, মহদ্গত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্তকে (কামলোকের চিত্তকে) মহদ্গত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, সউত্তর চিত্তকে সউত্তর চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলে জ্ঞাত হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি[এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে অবস্থান করে।

৩। ভিক্ষুগণ, এই দশবিধ গুণধর্মে সমলংকৃত ভিক্ষুই জগতের মধ্যে আহ্বানীয়, পূজনীয়, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করার যোগ্য ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।" সপ্তম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জ) থের সুত্তং- স্থবির সূত্র

৯৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু যেই যেই দিকেতে অবস্থান করে; তথায় সুখেই অবস্থান করে। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী এবং দীর্ঘদিন ধরেই প্রব্রজ্জিত হয়।

পুনশ্চ, সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল পালন করে, আচারগোচরসম্পন্ন হয় ও অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে।

পুনশ্চ, যে সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্মে, সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; সেরূপ ধর্মে বহুশ্রুত হয়ে তা বাক্যের দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে এবং দৃষ্টিদ্বারা উত্তমরূপে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়।

পুনশ্চ, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত অনুব্যঞ্জনসহ সূত্রে নিশ্চিতকৃত ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ এই উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করে।

পুনশ্চ, সে কলহের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে দক্ষ হয়।

পুনশ্চ, সে ধর্মকামী, মনোজ্ঞ বা প্রিয়ভাষী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়।

পুনশ্চ, সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ওষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকে।

পুনশ্চ, সে গমনে, প্রত্যাগমনে এবং সংযত হয়ে গৃহমধ্যে উপবেশনকালেও প্রসন্ন থাকে।

পুনশ্চ, এই জীবনেই সুখ অবস্থানরূপ অভিচৈতসিক চতুর্থধ্যান সে যথেচ্ছা লাভ করতে পারে, সহজে এবং অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হয়।

পুনশ্চ, সে ইহজীবনে আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে তা লাভ করে অবস্থান করে।

৩। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণধর্মে সমলংকৃত স্থবির ভিক্ষু যেই যেই দিকেতে অবস্থান করে, তথায় সুখেই অবস্থান করে।" অষ্টম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) উপালি সুত্তং- উপালি সূত্র

৯৯.১। সেই সময় আয়ুষ্মান উপালি যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন অতঃপর একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, আমি অরণ্যে বনপ্রস্থ জীবন (জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থান) এবং বিজন প্রান্তে (জনহীন স্থানে) শয়নাসন সেবন করতে (অভ্যাস করতে) ইচ্ছা করছি।"

"হে উপালি, অরণ্যে বনপ্রস্থ জীবন, বিজন প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস দূরভিসম্ভব (কষ্টকর), বিবেক-বৈরাগ্য সাধন দুষ্কর এবং দুরভিরাম।

মনে হয় একাকী অবস্থানে যে ভিক্ষু সমাধি লাভ করতে পারে নাই, নিবিড় বন তার মনকে টানে। উপালি, যদি কেউ এরূপ বলে যে 'আমি সমাধি লাভ না করে অরণ্যে বনপ্রস্থ জীবন এবং বিজন প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করব।' তার ইহাই প্রত্যাশিত যে 'তার চিত্তের নিরুৎসাহ উৎপন্ন হবে ও মনে উদ্বিগ্নভাব জাগবে।'

যেমন, হে উপালি, বিশাল জলাশয়ে (সরোবরে) যদি সাত বা আট হাত উচ্চতার কোনো হাতি আসে তথায় তার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হয় যে 'নিশ্চয়ই আমি এই জলাশয়ে (সরোবরে) অবগাহন করে কর্ণ ধৌত করে যথেচ্ছা ক্রীড়া করব এবং পৃষ্ঠদেশ ধৌত করে ক্রীড়া করব। হাতিটি কর্ণ ও পৃষ্ঠদেশ ধৌত করে, যথেচ্ছা ক্রীড়া করতঃ সেখানে স্নান করে ও পানি পান করে। অতঃপর সেখান হতে উত্থিত হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করে। তার কারণ কী? উপালি, তার কারণ হচ্ছে হাতিটি জলাশয়ের গভীরেও নিজ পা রাখার বা পায়ের খুট পাতার দৃঢ়স্থান লাভ করে।

অতঃপর যদি সেখানে খরগোশ বা বিড়াল এসে এমন চিন্তা করে যে 'কে আমি আর কেবা হস্তী, নিশ্চয়ই আমিও এই জলাশয়ে নেমে কর্ণ ধৌত করে যথেচ্ছা ক্রীড়া করব এবং পৃষ্ঠদেশ ধৌত করে ক্রীড়া করব। এবং যথেচ্ছা ক্রীড়া করতঃ স্নান করে ও পানি পান করে জলাশয় হতে উঠে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করব।' সে সেই জলাশয়ে না ভেবে না চিন্তে সহসা ঝাপিয়ে পরে। সেহেতু তার ইহাই প্রত্যাশিত যে 'তার চিত্তের নিরুৎসাহ উৎপন্ন হবে ও মনে উদ্বিগ্নভাব জাগবে।' তার কারণ কী?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপালি, তার কারণ হচ্ছে সেই খরগোশ বা বিড়ালটি জলাশয়ের গভীরে নিজ পায়ের খুট পাতার দৃঢ়স্থান লাভ করে না।

ঠিক তদ্রুপ, উপালি, যদি কেউ এরূপ বলে যে 'আমি সমাধি লাভ না করে অরণ্যে বনপ্রস্থ জীবন এবং বিজন প্রান্তে শয়নাসন অভ্যাস করব।' তার ইহাই প্রত্যাশিত যে 'তার চিত্তের নিরুৎসাহ উৎপন্ন হবে ও মনে উদ্বিগ্নভাব জাগবে।'

৩। যেমন, উপালি, ছোট বালক, উত্তানশায়ী শিশু নিজ মল-মূত্র নিয়ে খেলা করে। উপালি, তুমি তা কীরূপ মনে করো, ইহা কি শুধুমাত্র শিশুখেলা নয়?"

'হ্যাঁ ভন্তে, তদ্রুপই।"

"উপালি, সেই শিশুটি পরবর্তী সময়ে বুদ্ধি বৃদ্ধির পর, ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে কিশোরদের বিভিন্ন রকমের খেলা রপ্ত করে। যেমন বঙ্কক বা লাঙ্গলখেলা, যষ্ঠি খেলা (লম্বা লাটির আঘাতে ছোট লাটি দূরে নিক্ষেপ), ডিগবাজি, বায়ুচালিত কল নিয়ে খেলা, তালপাতায় তৈরি আঁঢ়ি নিয়ে খেলা, খেলনার গাড়ি নিয়ে খেলা, খেলনার ধনু নিয়ে খেলা সে আয়ত্ত্ব করে। উপালি, তা কীরূপ মনে কর, এরূপ বিভিন্ন ক্রীড়া উত্তানশায়ী শিশুর খেলার চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"উপালি, সেই কিশোর পরবর্তীতে আরও বুদ্ধি বৃদ্ধির পর, ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে পঞ্চ কামগুণে সমর্পিত ও তাতে সমন্বিত হয়ে চিত্ত বিনোদন করে, সে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায় দ্বারা জ্ঞাতব্য ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামোদ্দীপক ও রজনীয় বিবিধ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ সুখে সমর্পিত হয়ে ও তাতে সমন্বিত হয়ে চিত্ত বিনোদন করে। উপালি, তা কীরূপ মনে কর, এরূপ আমোদ-প্রমোদ পূর্বের চেয়েও কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

৪। "এক্ষেত্রে, উপালি, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদমনকারী সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান জগতে উৎপন্ন হন। তিনি এই জগৎকে ও দেব-মারসহ ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সমেত দেবমনুষ্য ও সকল সত্ত্বদের স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপলব্ধি করে বিদিত হন। তিনি এমন ধর্ম প্রকাশ করেন যা আদিতে কল্যাণময়, মধ্যেও মঙ্গলপ্রদ এবং পর্যবসানেও কল্যাণপ্রদ; যা সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবলমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে।

তেমন ধর্ম কোনো গৃহপতি কিংবা গৃহপতির সন্তান, অথবা অন্য যেকোনো কুলে জন্মধারী শ্রবণ করে। সে এবম্বিধ ধর্মশ্রবণ করে তথাগতের প্রতি তার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সে তেমন শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়ে এরূপ বিবেচনা করে যে গৃহবাস বাধাপূর্ণ, আবর্জনা সদৃশ, আর প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়। এমন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ও শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করা গৃহে থেকে সম্ভব নয়। নিশ্চয় আমি কেশ-শ্মশ্রু মুন্ডন করে, কাষায় বস্ত্র পড়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজ্জিত হব।'

সে পরবর্তীতে অল্প-বিস্তর ভোগ্যরাশি ও জ্ঞাতিস্বজনদের ত্যাগ করে কেশ-শ্মশ্রু মুড়িয়ে কাষায় বস্ত্র পড়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজ্জিত হয়।

সে এরূপে প্রব্রজ্জিত হয়ে ভিক্ষুদের শিক্ষা ও জীবন ধারণ প্রণালী অনুসারে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়। সে দন্ডহীন, শস্ত্রহীন, পাপে লজ্জী, দয়ালু ও সকল প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

সে অদত্তদ্রব্য ত্যাগ করে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত হয় এবং শুধুমাত্র প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করে ও প্রদত্ত বিষয়ই প্রত্যাশা করে। সে বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করে, চৌর্যমনা হয়ে নয়।

সে অব্রহ্মচর্যা ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী হয় এবং গ্রাম্য ধর্ম মৈথুন হতে বিরত থাকে।

সে মিথ্যাভাষণ ত্যাগ করে মিথ্যা বলা হতে বিরত থাকে। এবং সত্যবাদী, সত্যানুসন্ধী, সত্যনিষ্ঠ, বিশস্ত ও জগতে অবিসংবাদী হয়।

সে ভেদমূলক বাক্য বলা পরিত্যাগ করে তেমন বাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

সে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

সে বীজ ও চারা বিনষ্ট করা হতে বিরত থাকে। সে একাহারী হয়, রাত্রি ভোজন ও বিকালে ভোজন হতে বিরত থাকে। সে নৃত্য-গান, বাদ্য-বাজনা ও ব্যঙ্গরসাত্মক বিষয় দর্শন হতে বিরত হয়; সে মালা, সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার ও সাজসজ্জা হতে বিরত থাকে। উচু আসন ও মহার্ঘ্য শয্যা ব্যবহার হতেও সে দূরে থাকে। সে স্বর্ণ-রৌপ্য, আমন ধান, তাজা মাংস গ্রহণ করে না। স্ত্রী-কুমারী ও দাসদাসী গ্রহণ করা হতেও সে বিরত থাকে। ছাগল, মুরগী, শুকর, হাতি, গরু, অশ্ব, বলদ ইত্যাদি গ্রহণ হতেও সে বিরত হয়। সে ক্ষেত্র, বস্তু গ্রহণ করে না। দূতকার্য করা হতেও সে বিরত থাকে। ক্রয় বিক্রয় করা, নিক্তিতে অপরকে ঠকানো ওজনে কম দেয়া কিংবা প্রতারণা করা হতেও সে বিরত হয়। সে অবৈধ্য বিচারের দ্বারা বঞ্চনা, প্রতারণা ও ঠকানো হতেও বিরত থাকে। এবং ছেদন-বধ, কিংবা বন্ধন করা, ডাকাতি করা, অথবা দিবা গ্রামলুণ্ঠণসহ বিবিধ সন্ত্রাসী কার্যক্রম হতে বিরত থাকে।

৫। সে দেহ আচ্ছাদনের জন্য শুধু মাত্র চীবরেই এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য পরিমিত পিন্ডপাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে যেখানেই গমন করুক না কেন তাতেই নির্ভর করে গমন করে। যেমন, পাখি কোনখানে উড়ে গেলে বোঝাসরূপ শুধু তার ডানাই সাথে নিয়ে যায়, ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুটি দেহ আচ্ছাদনের জন্য শুধুমাত্র চীবরেই এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য পরিমিত পিন্ডপাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে যেখানেই গমন করুক না কেন তাতেই নির্ভর করে গমন করে। সে এরূপ আর্য শীলস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে নিজমধ্যে অনবদ্য সুখ লাভ করে।

সে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্ত গ্রহণ করে না ও ব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অগ্রসর হয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে এরূপ আর্য ইন্দ্রিয় সংবরণে সংবৃত হয়ে নিজমধ্যে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করে।

সে গমন ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞানী হয়, সম্মুখে দর্শন ও পশ্চাতেও দর্শনের সময় সে সম্প্রজ্ঞানী হয়, সে দেহ সংকোচন ও প্রসারণেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। সংঘাটি, পাত্র-চীবর গ্রহণকালেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। পান-ভোজন ও খাদ্য চাবনোর সময় এবং রস আস্বাদনের সময়ও সে সম্প্রজ্ঞানী হয়। বাহ্য-প্রস্রাব করার সময়ও সে সম্প্রজ্ঞানী হয়। সে গমনকালে, স্থিতবস্থায়, উপবেশন কালে, শায়িতবস্থায় এবং জাগ্রত হওয়ার সময়, কথা বলার সময় ও নিরব অবস্থায়ও সম্প্রজ্ঞানী হয়।

সে এরূপ আর্য শীলস্কন্ধ, আর্য ইন্দ্রিয় সংবর ও এরূপ আর্য স্মৃতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্প্রজ্ঞানে সমন্নাগত হয়ে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে বা গিরিগুহায়, নয়তো শ্মশানে, বানপ্রস্থ কিংবা উন্মুক্ত আকাশতলে, তৃণপুঞ্জে নির্জন শয্যাসন রচনা করে অবস্থান করতে থাকে। সে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যগৃহে গিয়ে ঋজুকায়ে পদ্মাসনে বসে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে।

৬। সে জগতে অভিধ্যা ত্যাগ করে অভিধ্যাহীন চিত্তে অবস্থান করে এবং অভিধ্যা হতে চিত্তকে পরিশোধিত করে। ব্যাপাদ-প্রদোষ ত্যাগ করে অব্যাপন্নচিত্তে সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে এবং ব্যাপাদ-প্রদোষ হতে চিত্তকে পরিশোধিত করে। সে আলস্য-তন্দ্রা ত্যাগ করে আলস্য-তন্দ্রাহীন হয়ে আলোকসংজ্ঞী হয় ও স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে। এবং আলস্য-তন্দ্রা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

সে ঔদ্ধত্য-অনুশোচনা ত্যাগ করে অনুদ্ধত ও অধ্যাত্মভাবে উপশান্ত চিত্ত হয়ে অবস্থান করে এবং ঔদ্ধত্য-অনুশোচনা হতে চিত্তকে পরিশোধিত করে। সে বিচিকিৎসা বা সন্দেহভাব পরিত্যাগ করে সন্দেহোতীর্ণ ও কুশলধর্মসমূহে সন্দেহমুক্ত হয়ে অবস্থান করে এবং সন্দেহভাব হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

৭। সে এই পঞ্চ নীবরণকে ত্যাগ করে চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞার দ্বারা দুর্বলকরণের মাধ্যমে কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবিতর্ক-বিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। তা কীরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্ম নিজ মধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবত তার নিজ সদর্থ প্রাপ্ত না হয় তাবত সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমহেতু অধ্যাত্মভাবে প্রশান্ত ও চিত্তের একাগ্রময় বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। তা কীরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্মও নিজ মধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবত তার নিজ সদর্থ প্রাপ্ত না হয় তাবত সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে ধ্যানস্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে ভিক্ষুটি অবস্থান করে। তা কীরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্মও নিজ মধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবত তার নিজ সদর্থ প্রাপ্ত না হয় তাবত সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষুর শারীরিক সুখ-দুঃখবোধ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য প্রহীণ হয় এবং তিনি সেই না-সুখ, না-দুঃখরূপ উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। তা কীরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্মও নিজ মধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবত তার নিজ সদর্থ প্রাপ্ত না হয় তাবত সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু সর্ববিধ রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ সংজ্ঞার (হিংসাত্মক চিন্তা) বিলয় সাধন করে, নানান সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে শুধুই 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ধ্যান করতে করতে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করে। তা কীরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্ম নিজ মধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবত তার নিজ সদর্থ প্রাপ্ত না

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় তাবত সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করে শুধুই 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ধ্যান করতে করতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করে। তা কীরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্ম নিজ মধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবত তার নিজ সদর্থ প্রাপ্ত না হয় তাবত সেখানেই অবস্থান করে।

পুনশ্চ, উপালি, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করে শুধুই 'কিছু নাই বা অকিঞ্চন ' এরূপ ধ্যান করতে করতে অকিঞ্চন-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করে। তা কীরূপ মনে কর, উপালি, এরূপ অবস্থান পূর্বের অবস্থানের চেয়ে কী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"উপালি, বর্তমানে আমার শিষ্যগণ এই ধর্মও নিজ মধ্যে দর্শন করে অরণ্যের বানপ্রস্থ শয্যাসন অভ্যাস করে। যাবত তার নিজ সদর্থ প্রাপ্ত না হয় তাবত সেখানেই অবস্থান করে।

এরূপেই উপালি, তুমি সংঘমধ্যে অবস্থান কর। সংঘমধ্যে এরূপে অবস্থানকারীর সুখ লাভ হবে।" নবম সূত্র।

(ঞ) অভব্বসুত্তং- অভব্য সূত্র

১০০.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম প্রহীণ না হলে অর্হত্ত্বফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

১। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা : রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা) ও মান। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম প্রহীণ না হলে অর্হত্ত্বফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

২। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম প্রহীণ হলে অর্হত্ত্বফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

৩। সেই দশ প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা : রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, পলাস, ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা) ও মান। ভিক্ষুগণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই দশ প্রকার ধর্ম প্রহীণ হলে অর্হত্ত্বফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

উপালিবর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দান- সূত্রসূচি

কামভোগী, ভয়, দৃষ্টিক, বজ্জিয়মাহুত, উত্তিয়,
কোকনুদ, আহুনেয়্য, থের, উপালি, অভব্য, হলো বিবৃত ॥

"দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত"

তৃতীয় পঞ্চাশক

(১১) ১. শ্রমণ সংজ্ঞা বর্গ

(ক) সমনসঞ্ঞা সুত্তং- শ্রমণসংজ্ঞা সূত্র

১০১। হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার শ্রমণ সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে সাত প্রকার ধর্ম পরিপূর্ণ হয়। সেই তিন প্রকার কী কী?

২। যথা : 'আমি সংসারহীন, অনাগারিক প্রব্রজ্জিত কুলে আগমন করেছি'; 'আমার জীবিকা এখন পরনির্ভরশীল'; 'এখন আমাকে অবশ্যই শিষ্ট বা ভদ্র ব্যবহার করতে হবে'। ভিক্ষুগণ, এই তিন প্রকার শ্রমণ সংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে সপ্তবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।

৩। সেই সাত প্রকার ধর্মসমূহ কী কী? যথা : সে সঙ্গত ব্যবহার ও সঙ্গত কর্মী হয়; শীলাদিতে অনভিধ্যালু হয়; অব্যাপাদসম্পন্ন হয়; অনতিমানী হয় (অত্যধিক মানসম্পন্ন হয় না); শিক্ষাকামী হয়; জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সে ভাবে যে 'ইহাই আমার বিষয়'; এবং সে আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, উক্ত তিন প্রকার শ্রমণ-সংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে এই সপ্তবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।" প্রথম সূত্র।

(খ) বোজ্ঝঙ্গ সুত্তং- বোধ্যঙ্গ সূত্র

১০২. ১। "হে ভিক্ষুগণ, সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তিন প্রকার বিদ্যা পরিপূর্ণ হয়। সেই সাত প্রকার বোধ্যঙ্গসমূহ কী কী?

২। যথা : স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এই সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ত্রিবিধ বিদ্যা পরিপূর্ণ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, সেই ত্রিবিধ বিদ্যা কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি[এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে সক্ষম হয়।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ইহজীবনে আসবক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, উক্ত সাত প্রকার বোধ্যঙ্গ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে এই বিদ্যাত্রয় পরিপূর্ণ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) মিচ্ছত্ত সুত্তং- ভ্রান্তধারণা সূত্র

১০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, ভ্রান্তধারণার দরুন কার্য নিষ্ফলা হয়, কৃতকার্য নয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভ্রান্তধারণার দরুন কার্য নিষ্ফলা হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কৃতকার্য নয়? ভিক্ষুগণ, মিথ্যা ধারণার বশবর্তী জনের সংকল্প মিথ্যা বা ভ্রান্ত হয়। মিথ্যাসংকল্পকারীর বাক্যও হয় ভুলে পর্যবসিত। মিথ্যাবাক্যভাষীর সম্পাদিত কর্ম মিথ্যারূপে প্রতীত হয় এবং মিথ্যাকর্মীর জীবিকা নির্বাহও অসৎ হয়ে থাকে। অসদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর যাবতীয় প্রচেষ্টাও ভ্রান্তিতে পূর্ণ হয়। তেমন মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল জনের স্মৃতি বা মনোযোগও হয় ভ্রান্তিতে পূর্ণ। মিথ্যাস্মৃতি চর্চাকারীর সমাধিও মিথ্যা বা ভ্রান্ত হয়। এরূপ মিথ্যাসমাধিহেতু তার জ্ঞানও মিথ্যা বা অসত্য বলে হয় পরিগণিত আর মিথ্যাজ্ঞানীর বিমুক্তিও অসত্য বা ভ্রান্তই হয়ে থাকে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভ্রান্তধারণার দরুন কার্য নিষ্ফলা হয়, কৃতকার্য নয়।

২। ভিক্ষুগণ, সম্যক বা যথাযথ ধারণার দরুন কার্য সফল হয়, নিষ্ফলা নয়। ভিক্ষুগণ, কিরূপে সম্যক বা যথাযথ ধারণার দরুন কার্য সফল হয়, নিষ্ফলা নয়? ভিক্ষুগণ, সম্যক ধারণার বশবর্তী জনের সংকল্প যথাযথ বা সম্যক হয়। সম্যকসংকল্পকারীর বাক্যও হয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যভাষীর সম্পাদিত কর্ম সঠিক বলে প্রতীত হয় এবং উচিতকর্মীর জীবিকা নির্বাহও সৎ হয়ে থাকে। সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর যাবতীয় প্রচেষ্টাও সম্যক হয়। তেমন সম্যক প্রচেষ্টাশীল জনের স্মৃতি বা মনোযোগও হয় যথাযথ। সম্যকস্মৃতি চর্চাকারীর সমাধিও যথার্থ হয়। এরূপ সম্যক সমাধিহেতু তার জ্ঞানও সম্যক বা সত্য বলে হয় পরিগণিত আর সম্যক জ্ঞানীর বিমুক্তিও সত্য বা যথার্থই হয়ে থাকে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, সম্যক ধারণার দরুন কার্য সফলা হয়,নিষ্ফলা নয়।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) বীজ সুত্তং- বীজ সূত্র

১০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, মিথ্যাসংকল্পকারী, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা জীবিকা নির্বাহকারী, মিথ্যাপ্রচেষ্টাকারী, মিথ্যাস্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী ও মিথ্যাবিমুক্তিধর ব্যক্তি যেরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কায়-বাক্য ও মনেতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সমুদয় এবং তাদের চেতনা, প্রার্থনা, প্রণিধিসহ সমস্ত কিছুই অনিষ্টকর, অকান্তকর, অমনোপুত এবং তা অহিত ও দুঃখে পরিচালিত করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বা ধারণা পাপমূলক তাই।

যেমন ভিক্ষুগণ, নিম, ঝিঙ্গা ও তিক্ত শসার বীজ ভেজা মাটিতে বপন করলে সেই মাটি ও পানির নির্যাস তিক্ত, কটু ও অস্বাদু হয়ে পড়ে। তার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, বীজগুলোর খারপ গুণই তার কারণ। এরূপেই ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, মিথ্যাসংকল্পকারী, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা জীবিকা নির্বাহকারী, মিথ্যা প্রচেষ্টাকারী, মিথ্যাস্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী ও মিথ্যাবিমুক্তিধর ব্যক্তি যেরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কায়-বাক্য ও মনেতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সমুদয় এবং তাদের চেতনা, প্রার্থনা, প্রণিধিসহ সমস্ত কিছুই অনিষ্টকর, অকান্তকর, অমনোপুত এবং তা অহিত ও দুঃখে পরিচালিত করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বা ধারণা পাপমূলক তাই।

২। ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, সম্যক সংকল্পকারী, সত্যভাষী, সম্যককর্মী, সৎজীবিকা নির্বাহকারী, সম্যক প্রচেষ্টকারী, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সত্যজ্ঞানী ও সম্যক বিমুক্তিধর ব্যক্তি যেরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কায়-বাক্য ও মনেতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সমুদয় এবং তাদের চেতনা, প্রার্থনা, প্রণিধিসহ সমস্ত কিছুই ইষ্ট, কান্ত, মনোপুত এবং তা হিত-মঙ্গল সাধনে পরিচালিত করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বা ধারণা মঙ্গলজনক তাই।

যেমন ভিক্ষুগণ, আখ, শালি বা আমন ধানের বীজ কিংবা আঙ্গুরের বীজ ভেজা মাটিতে বপন করলে সেই মাটি ও পানির নির্যাস স্বাদু, মধুর ও রসালো হয়ে পড়ে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, বীজগুলোর ভালোগুণই তার কারণ। এভাবেই, ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, সম্যক সংকল্পকারী, সত্যভাষী, সম্যককর্মী, সৎজীবিকা নির্বাহকারী, সম্যক প্রচেষ্টকারী, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সত্যজ্ঞানী ও সম্যক বিমুক্তিধর ব্যক্তি যেরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কায়-বাক্য ও মনেতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সমুদয় এবং তাদের চেতনা, প্রার্থনা, প্রণিধিসহ সমস্ত কিছুই ইষ্ট, কান্ত, মনোপুত এবং তা হিত-মঙ্গল সাধনে পরিচালিত করে। তার কারণ কী? কেননা ভিক্ষুগণ, দৃষ্টি বা ধারণা মঙ্গলজনক তাই।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) বিজ্জা সুত্তং- বিদ্যা সূত্র

১০৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, অকুশলধর্ম লাভের জন্য অবিদ্যা অগ্রগামী হয় আর পাপে নির্লজ্জা ও নির্ভয়তা হয় তার পশ্চাত সঙ্গী। ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাগত, অজ্ঞানীর নিকট মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যা ধারণা উৎপন্ন হয়। মিথ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধারণার বশবর্তী জনের সংকল্প মিথ্যা বা ভ্রান্ত হয়। মিথ্যাসংকল্পকারীর বাক্যও হয় ভুলে পর্যবসিত। মিথ্যাবাক্যভাষীর সম্পাদিত কর্ম মিথ্যারূপে প্রতীত হয় এবং মিথ্যাকর্মীর জীবিকা নির্বাহও অসৎ হয়ে থাকে। অসদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর যাবতীয় প্রচেষ্টাও ভ্রান্তিতে পূর্ণ হয়। তেমন মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল জনের স্মৃতি বা মনোযোগও হয় ভ্রান্তিতে পূর্ণ। মিথ্যাস্মৃতি চর্চাকারীর সমাধিও মিথ্যা বা ভ্রান্ত হয়। এরূপ মিথ্যাসমাধিহেতু তার জ্ঞানও মিথ্যা বা অসত্য বলে হয় পরিগণিত আর মিথ্যাজ্ঞানীর বিমুক্তিও অসত্য বা ভ্রান্তই হয়ে থাকে।

২। ভিক্ষুগণ, কুশলধর্ম লাভের জন্য বিদ্যা অগ্রগামী হয় আর পাপে লজ্জা ও ভয় হয় তার পশ্চাত সঙ্গী। ভিক্ষুগণ, বিদ্যাগত, জ্ঞানীর নিকট সম্যকদৃষ্টি বা সম্যক ধারণা উৎপন্ন হয়। সম্যক ধারণার বশবর্তী জনের সংকল্প যথাযথ বা সম্যক হয়। সম্যক সংকল্পকারীর বাক্যও হয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যভাষীর সম্পাদিত কর্ম সঠিক বলে প্রতীত হয় এবং উচিতকর্মীর জীবিকা নির্বাহও সৎ হয়ে থাকে। সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারীর যাবতীয় প্রচেষ্টাও সম্যক হয়। তেমন সম্যক প্রচেষ্টাশীল জনের স্মৃতি বা মনোযোগও হয় যথাযথ। সম্যকস্মৃতি চর্চাকারীর সমাধিও যথার্থ হয়। এরূপ সম্যক সমাধিহেতু তার জ্ঞানও সম্যক বা সত্য বলে হয় পরিগণিত আর সম্যক জ্ঞানীর বিমুক্তিও সত্য বা যথার্থই হয়ে থাকে।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) নিজ্জর সুত্তং- জীর্ণ সূত্র

১০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার জীর্ণ বা বিনাশের বিষয় রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী?

২। যথা : ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন জনের মিথ্যাদৃষ্টি বা ধারণা জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যাসংকল্প জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, সম্যক বাক্যভাষীর মিথ্যাবাক্য জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক কর্মীর মিথ্যাকর্ম জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টাকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যা স্মৃতি বা মনোযোগ জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি জীর্ণ বা প্রহীণ হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ বা ক্ষয় হয়। এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বা সত্যজ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান জীর্ণ হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার জীর্ণ হয়। এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তজনের মিথ্যাবিমুক্তি জীর্ণ হয়। মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তার জীর্ণ হয়। এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে জীর্ণ বা বিনাশের বিষয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) ধোবন সুত্তং- আচমন সূত্র

১০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, দক্ষিণ জনপদসমূহে আচমন বা পুণ্যস্নান করা হয়। তখন সেখানে অন্ন-পানীয়, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্য-পেয়্যর ছড়াছড়ি হয় এবং নৃত্য-গীত চলে ও বাদ্য ধ্বনিত হয়। ভিক্ষুগণ, এমন পুণ্যস্নান বিদ্যমান, তা 'বিদ্যমান নাই' এরূপ বলছি না। ভিক্ষুগণ, এরূপ পুণ্যস্নানও হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য, অনর্থকর। তা নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ উৎপত্তির জন্য, নিরোধের জন্য, উপশম লাভের জন্য, অভিজ্ঞা অর্জনের জন্য, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে না।

২। ভিক্ষুগণ, আমিও আর্যস্নান দেশনা করব, যেরূপ পুণ্যস্নান একান্তই নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ উৎপত্তির জন্য, নিরোধের জন্য, উপশম লাভের জন্য, অভিজ্ঞা অর্জনের জন্য, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে; যেরূপ পুণ্যস্নানে স্নাত হয়ে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৩। "হে ভিক্ষুগণ, সেই আর্যস্নান কীরূপ যা একান্ত নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ উৎপত্তির জন্য, নিরোধের জন্য, উপশম লাভের জন্য, অভিজ্ঞা অর্জনের জন্য, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে; যেরূপ পুণ্যস্নানে স্নাত হয়ে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি বিধৌত হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যাসংকল্প বিধৌত হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বা সত্যভাষীর মিথ্যাবাক্য বিধৌত হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যককর্মীর মিথ্যাকর্ম বিধৌত হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সৎজীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা বিধৌত হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা বিধৌত হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যাস্মৃতি বিধৌত হয়। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি বিধৌত হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বা সত্যজ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান বিধৌত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তজনের মিথ্যাবিমুক্তি বিধৌত হয়। মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার বিধৌত হয়। এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

৫। ভিক্ষুগণ, এই আর্যস্নানই একান্ত নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ উৎপত্তির জন্য, নিরোধের জন্য, উপশম লাভের জন্য, অভিজ্ঞা অর্জনের জন্য, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে; যেরূপ পুণ্যস্নানে স্নাত হয়ে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়।" সপ্তম সূত্র।

(জ) তিকিচ্ছক সুত্তং- চিকিৎসক সূত্র

১০৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, চিকিৎসক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু বিকারজনিত রোগে জোলাপ বা বিরেচন দিয়ে থাকে। ভিক্ষুগণ, তেমন বিরেচন বিদ্যমান, 'তা নাই' তা বলছি না। ভিক্ষুগণ, তেমন জোলাপ বা বিরেচন প্রয়োগে কাজ হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

ভিক্ষুগণ, আমিও আর্যবিরেচন সম্বন্ধে দেশনা করব। যেই বিরেচন সফলভাবে কাজ করে, নিষ্ফল নয়। সেরূপ বিরেচন ব্যবহারে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি ভাষণ করছি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'তথাস্তু ভন্তে,' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি নিঃসারিত হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যাসংকল্প নিঃসারিত হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সত্যভাষীর মিথ্যাবাক্য নিঃসারিত হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সত্যবাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যককর্মীর মিথ্যাকর্ম নিঃসারিত হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সৎজীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা নিঃসারিত হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা নিঃসারিত হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যাস্মৃতি নিঃসারিত হয়। মিথ্যাস্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যকস্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি নিঃসারিত হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান নিঃসারিত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তিলাভীর মিথ্যাবিমুক্তি নিঃসারিত হয়। মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে নিঃসারিত হয়। এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

৩। ভিক্ষুগণ, এই সেই আর্যবিরেচন, যেই বিরেচন ব্যবহারে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) বমন সুত্তং- বমন সূত্র

১০৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, চিকিৎসক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুবিকারজনিত রোগ আরোগ্যের জন্য বমি করায়। ভিক্ষুগণ, তেমন বমন বা উদ্গারণ বিদ্যমান 'তা বিদ্যমান নাই' তা বলছি না। ভিক্ষুগণ, তেমন বমন বা উদ্গারণে আরোগ্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

ভিক্ষুগণ, আমিও আর্যবমন সম্বন্ধে দেশনা করব। যেই বমন সফলভাবে কাজ করে, নিষ্ফল নয়। সেরূপ বমনের ফলে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি ভাষণ করছি।"

'তথাস্তু ভন্তে,' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি বমিত হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যাসংকল্প বমিত হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সত্যভাষীর মিথ্যাবাক্য বমিত হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সত্যবাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যককর্মীর মিথ্যাকর্ম বমিত হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সৎজীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা বমিত হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা বমিত হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যাস্মৃতি বমিত হয়। মিথ্যাস্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যকস্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি বমিত হয়। মিথ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান বমিত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তিলাভীর মিথ্যাবিমুক্তি বমিত হয়। মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে বমিত হয়। এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

৩। ভিক্ষুগণ, এই সেই আর্যবমন, যেই বমনের ফলে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্মধারণ হতে মুক্ত হয়, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরায় আক্রান্ত হওয়ার হাত হতে রেহাই পায়, মরণাধীন সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে চিরমুক্ত হয় এবং শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়।" নবম সূত্র।

(ঞ) নিদ্ধমনীয় সুত্তং- দূরীভূত করণ সূত্র

১১০.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার দূরীভূত করণযোগ্য বিষয় আছে। সেই দশ কী কী? যথা :

২। ভিক্ষুগণ, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয়। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্পকারীর মিথ্যাসংকল্প দূরীভূত হয়। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সত্যভাষীর মিথ্যাবাক্য দূরীভূত হয়। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সত্যবাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যককর্মীর মিথ্যাকর্ম দূরীভূত হয়। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সৎজীবিকা নির্বাহকারীর মিথ্যা বা অসৎ জীবিকা দূরীভূত হয়। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক প্রচেষ্টকারীর মিথ্যা প্রচেষ্টা দূরীভূত হয়। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতিমানের মিথ্যাস্মৃতি দূরীভূত হয়। মিথ্যাস্মৃতির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যকস্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধিলাভীর মিথ্যা সমাধি দূরীভূত হয়। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক জ্ঞানীর মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক বিমুক্তিলাভীর মিথ্যাবিমুক্তি দূরীভূত হয়। মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ে যেরূপ বহুবিধ পাপ-অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, সেরূপ অকুশলধর্ম তার নিকট হতে দূরীভূত হয়। এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ কুশলধর্ম তার নিকট পূর্ণতা পায়।

ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে দূরীভূত করণযোগ্য বিষয়।" দশম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্র।

(ট) পঠম অসেখ সুত্তং- প্রথম অশৈক্ষ্য সূত্র

১১১.১। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

২। "ভন্তে, এই যে অশৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য বলা হয়, ভন্তে, কিরূপে একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্য হয়?"

"এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষু, একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্যের ন্যায় সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সে অশৈক্ষ্যের ন্যায় সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধিতে গুণান্বিত হয় এবং অশৈক্ষ্যের ন্যায় সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তিতেও সে হয় সমন্নাগত। এরূপেই ভিক্ষু, একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্য হয়।" একাদশ সূত্র।

(ট) দুতিয অসেখ সুত্তং- দ্বিতীয় অশৈক্ষ্য সূত্র

১১২.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার অশৈক্ষ্য ধর্ম আছে, সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : অশৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি, অশৈক্ষ্য সম্যক সংকল্প, অশৈক্ষ্য সম্যক বাক্য, অশৈক্ষ্য সম্যক কর্ম, অশৈক্ষ্য সম্যক জীবিকা, অশৈক্ষ্য সম্যক প্রচেষ্টা, অশৈক্ষ্য সম্যক স্মৃতি, অশৈক্ষ্য সম্যক সমাধি, অশৈক্ষ্য সম্যক জ্ঞান, অশৈক্ষ্য সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে অশৈক্ষ্য ধর্ম।" দ্বাদশ সূত্র।

শ্রমণ সংজ্ঞাবর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্র সূচি

সংজ্ঞা, বোধ্যঙ্গ, মিথ্যা ও বীজ, বিদ্যাসূত্র,
জীর্ন, ধোবন আর হল চিকিৎসক উক্ত;
বমন, দূরীভূত করণ সূত্রসহ,
দ্বে অশৈক্ষ্য সূত্রযোগে বর্গ সমাপ্ত ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১২) ২. পচ্চোরোহণী বা যজ্ঞাগ্নি বর্গ

(ক) পঠম অধম্ম সুত্তং- প্রথম অধর্ম সূত্র

১১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল (অনর্থ) কী তা জ্ঞাতব্য। আবার ধর্ম ও মঙ্গল কী তাও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

২। ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল কীরূপ? যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাবিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এসকলকে বলা হয় অধর্ম ও অমঙ্গল।

৩। ভিক্ষুগণ, ধর্ম ও মঙ্গল কীরূপ? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এসকলকে বলা হয় ধর্ম ও মঙ্গল।

এই প্রত্যয়েই বলা হয়েছে যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল কী তাও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।'" প্রথম সূত্র।

(খ) দুতিয অধম্ম সুত্তং- দ্বিতীয় অধর্ম সূত্র

১১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, আবার অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম-ধর্ম ও অমঙ্গল-মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

২। ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম কীরূপ এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল কীরূপ? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যকদৃষ্টি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাসংকল্প হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক সংকল্প হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক বাক্য হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাকর্ম হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক কর্ম হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা জীবিকা হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক জীবিকা হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা প্রচেষ্টা হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক প্রচেষ্টা হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাস্মৃতি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক স্মৃতি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা সমাধি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক সমাধি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাজ্ঞান হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক জ্ঞান হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাবিমুক্তি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক বিমুক্তি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হচ্ছে মঙ্গল।

৩। এই প্রত্যয়েই তাই বলা হয়েছে- 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, আবার অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম-ধর্ম ও অমঙ্গল-মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) ততিয অধম্ম সুত্তং- তৃতীয় অধর্ম সূত্র

১১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য"

ভগবান এরূপ বলে আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করলেন। অতঃপর ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে সমবেত ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা জাগল- "বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?"

২। অতঃপর সেই ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা হলো'আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান আনন্দই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে এ'বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান আনন্দ যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

৩। অতঃপর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ শেষে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

৪। "হে আবুসো আনন্দ, আজ ভগবান বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করছেন- 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।'

আবুসো আনন্দ, তখন ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আমাদের এরূপ চিন্তা জাগল যে 'বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?' অতঃপর আবুসো আনন্দ, আমাদের এরূপ চিন্তা হলো।'আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান আনন্দই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে এ'বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান আনন্দ যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

আয়ুষ্মান আনন্দ, আপনি উক্ত বিষয়ের অর্থ আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।"

৫। "আবুসোগণ, বৃক্ষ সার সংগ্রাহক ও বৃক্ষ সার অন্বেষণকারী কোনো পুরুষ যেমন বৃক্ষসার অন্বেষণ করতে গিয়ে সারবান, স্থিত মহাবৃক্ষকে বাদ দিয়ে, মূল বাদ দিয়ে শাখা-পত্ররাশিতে সার অন্বেষণ করা উচিত বলে মনে করে; ঠিক তদ্রুপ শাস্তার সম্মুখাৎ উপস্থিত থেকেও আয়ুষ্মানগণ সেই ভগবানকে জিজ্ঞাসা না করে আমার নিকট এ বিষয়ের অর্থ জ্ঞাতব্য বলে মনে করছেন। আবুসোগণ, সেই ভগবান যথাযথই জানেন এবং দর্শন করেন। সবই তার চক্ষুর গোচরীভূত ও জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি ধার্মিক, ব্রহ্মসরূপ, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ মীমাংসক, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। আপনাদের নিশ্চয়ই ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এবিষয় জিজ্ঞাসা করার সুযোগ ছিল। ভগবান যেরূপ প্রকাশ করবেন সেরূপই আপনাদের ধারণ করা উচিত।"

৬। "নিশ্চয় আবুসো আনন্দ, সেই ভগবান যথাযথই জানেন ও দর্শন করেন। সবই তার চক্ষুর গোচরীভূত ও জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি ধার্মিক,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রহ্মসরূপ, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ মীমাংসক, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। এবং ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এ'বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ আমাদের ছিল। ভগবান আমাদের যেরূপ প্রকাশ করতেন সেরূপেই আমরা অবধারণ করতে পারতাম। অধিকন্তু আনন্দ, অনুগ্রহপূর্বক তা ব্যাখ্যা করুন।"

৭। "তবে আবুসোগণ, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বলতে লাগলেন :

"আবুসোগণ, এই যে ভগবান আপনাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য?'

আবুসোগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যকদৃষ্টি হল ধর্ম। যে মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যকদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাসংকল্প হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক সংকল্প হল ধর্ম। যে মিথ্যাসংকল্পের প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক বাক্য হল ধর্ম। যে মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাকর্ম হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক কর্ম হল ধর্ম। যে মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবুসোগণ, মিথ্যা জীবিকা হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক জীবিকা হল ধর্ম। যে মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা প্রচেষ্টা হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক প্রচেষ্টা হল ধর্ম। যে মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা স্মৃতি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক স্মৃতি হল ধর্ম। যে মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যা সমাধি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক সমাধি হল ধর্ম। যে মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাজ্ঞান হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক জ্ঞান হল ধর্ম। যে মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাবিমুক্তি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যক বিমুক্তি হল ধর্ম। যে মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

৮। আবুসোগণ, এই যে ভগবান আপনাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত অর্থ আমি এরূপই মনে করি। আপনারা যদি ইচ্ছ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন তবে পুনঃ ভগবানের নিকট গিয়ে এই বিস্তৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ভগবান আপনাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন, সেরূপই আপনারা অবধারণ করুন।"

৯। 'তাই হোক আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণ অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানের নিকট গেলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভগবান আমাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।"

"ভন্তে, তখন ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আমাদের এরূপ চিন্তা জাগল যে 'বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?'

অতঃপর ভন্তে, আমাদের এরূপ চিন্তা হলো'আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান আনন্দই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে এ'বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান আনন্দ যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

তারপর ভন্তে, আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট যাই এবং এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ভন্তে, তখন আয়ুষ্মান আনন্দ আমাদের এই এই প্রকারে এবং এই এই পদব্যঞ্জনে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। "সাধু, ভিক্ষুগণ, সাধু। ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, সে মহাপ্রাজ্ঞ। ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করলে আমিও সেরূপই প্রত্যুত্তর দিতাম যেরূপে আনন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ বিষয়ের অর্থ সেরূপই, সেরূপই তা অবধারণ কর।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) অজিত সুত্তং- অজিত সূত্র

১১৬.১। অতঃপর পরিব্রাজক অজিত ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপের পর একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর পরিব্রাজক অজিত ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "মাননীয় গৌতম, পণ্ডিত নামক আমাদের এক সব্রহ্মচারী রয়েছেন। তার নিকট চিত্তের পাঁচশ বিষয় চিন্তিত যেই বিষয়ের দরুন অন্যতীর্থিয়রা নিন্দা করার সময় জানতে পারে যে 'আমরা নিন্দার্হ।'

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত বথু বা পণ্ডিত কাকে বলে তা কি তোমরা জান?"

"হে ভগবান, এখন উপযুক্ত সময়, হে সুগত, এখন যথার্থ সময়। ভগবান যা বর্ণনা করবেন তা শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ অবধারণ করবেন।"

"তাহলে, ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৩। "এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন স্বয়ং অধর্মত মতবাদ দ্বারা আরেক অধর্মবাদ খণ্ডন করে, নিবারণ করে এবং সেই অধার্মিক পরিষদকে আনন্দিত করে। সেকারণে সেই অধার্মিক পরিষদ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করতে থাকে যে 'সত্যিই এই মহাশয় পণ্ডিত। সত্যিই ইনি পণ্ডিত বটে।'

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন স্বয়ং অধর্মত মতবাদ দ্বারা ধর্মত মতবাদকে খণ্ডন করে, নিবারণ করে এবং সেই অধার্মিক পরিষদকে আনন্দিত করে। সেকারণে সেই অধার্মিক পরিষদ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করতে থাকে যে 'সত্যিই এই মহাশয় পণ্ডিত। সত্যিই ইনি পণ্ডিত বটে।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন স্বয়ং অধর্মত মতবাদ দ্বারা ধর্মত মতবাদ এবং অধর্মত মতবাদ উভয় খণ্ডন করে, নিবারণ করে এবং সেই অধার্মিক পরিষদকে আনন্দিত করে। সেকারণে সেই অধার্মিক পরিষদ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করতে থাকে যে 'সত্যিই এই মহাশয় পণ্ডিত। সত্যিই ইনি পণ্ডিত বটে।'

৪। তাই ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জানা উচিত এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধেও জানা কর্তব্য। অধর্ম-ধর্ম ও অমঙ্গল-মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

২। ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম কীরূপ এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল কীরূপ? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যকদৃষ্টি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক দৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাসংকল্প হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক সংকল্প হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক বাক্য হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাকর্ম হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক কর্ম হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাকর্মের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক কর্মের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা জীবিকা হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক জীবিকা হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা প্রচেষ্টা হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক প্রচেষ্টা হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমঙ্গল আর সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাস্মৃতি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক স্মৃতি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যা সমাধি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক সমাধি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যা সমাধির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক সমাধির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাজ্ঞান হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক জ্ঞান হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাজ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক জ্ঞানের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাবিমুক্তি হচ্ছে অধর্ম আর সম্যক বিমুক্তি হচ্ছে ধর্ম। মিথ্যাবিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল আর সম্যক বিমুক্তির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্ম পূর্ণতা পায় তাই হচ্ছে মঙ্গল।

৫। এই প্রত্যয়েই তাই বলা হয়েছে- 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, আবার অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম-ধর্ম ও অমঙ্গল-মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।'" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) সঙ্গারব সুত্তং- সঙ্গারব সূত্র

১৭৭.১। অতঃপর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ শেষে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "হে মাননীয় গৌতম, এই তীর (সমুদ্রের তীর বা পার) কাকে বলে আর ঐ তীর কাকে বলে?"

"হে ব্রাহ্মণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এই তীর, আর সম্যক দৃষ্টি হল ঐ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তীর। মিথ্যাসংকল্পকে বলা হয় এই তীর আর সম্যক সংকল্পকে ঐ তীর বলা হয়। মিথ্যাবাক্য হচ্ছে এই তীর আর সম্যক বা সত্য বাক্য হচ্ছে ঐ তীর। এভাবে মিথ্যাকর্ম, মিথ্যাজীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় এই তীর। পক্ষান্তরে, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে বলা হয় ঐ তীর।

ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে এই তীর আর ঐ তীর।

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত[১],
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী, যারা এই জগতে অপার,
তারাই হতে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেক শূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ।
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্তমাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
আত্মশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্ত ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
এই জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) ওরিমতীর সুত্তং- এই তীর সূত্র

১১৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, এই তীর ও ঐ তীর সম্বন্ধে দেশনা করব। তা শ্রবণ করে, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, এই তীর কাকে বলে আর ঐ তীর কাকে বলে? মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এই তীর, আর সম্যক দৃষ্টি হল ঐ তীর। মিথ্যাসংকল্পকে বলা হয় এই তীর আর সম্যক সংকল্পকে ঐ তীর বলা হয়। মিথ্যাবাক্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হচ্ছে এই তীর আর সম্যক বা সত্য বাক্য হচ্ছে ঐ তীর। এভাবে মিথ্যাকর্ম, মিথ্যাজীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় এই তীর। পক্ষান্তরে, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে বলা হয় ঐ তীর।

ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে এই তীর আর ঐ তীর।

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী, যারা এই জগতে অপার,
তারাই হতে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেক শূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ।
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্তমাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
আত্মশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্ত ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
এই জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) পঠম পচ্চোরোহনী সুত্তং- প্রথম যজ্ঞাগ্নি সূত্র

১১৯.১। সেই সময়ে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ কোনো এক উপোসথ দিবসে মস্তক ধুয়ে নতুন ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে কুশতৃণ হাতে নিয়ে ভগবানের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভগবান ধৌত মস্তক ও নতুন ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে হাতে কুশতৃণ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তা দেখে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে এরূপ বললেন :

২। "হে ব্রাহ্মণ, উপোসথ দিনে, মস্তক ধুয়ে নতুন বস্ত্র পড়ে আছেন। হাতে কুশ তৃণ নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপার কী? ব্রাহ্মণ কুলে আজ কি বিশেষ দিন নাকি?"

"মাননীয় গৌতম, আজ ব্রাহ্মণ কুলে পচ্চোরোহণী বা যজ্ঞাগ্নি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুষ্ঠান।”

“ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি অনুষ্ঠান কেমন?”

“মাননীয় গৌতম, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা উপোসথ দিনে মস্তক ধুয়ে, নতুন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করেন। এদিন ভেজা গোবর দিয়ে ঘর লেপন করে সবুজ কুশতৃণ ছড়িয়ে দেয় এবং গৃহসীমানা ও অগ্নিশালার মধ্যেবর্তী স্থানে শয্যা রচনা করেন। অতঃপর সেই রাত্রিতে তিনবার উঠে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে অগ্নি পূজা করেন‘আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি, আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি।’ এরূপ বলে বহু ঘি, তেল, মাখন অগ্নিতে আহুতি দেন। রাত্রির অবসানে তারা প্রণীত খাদ্য-ভোজ্য দানে ব্রাহ্মণদের পরিতৃপ্ত করেন। মাননীয় গৌতম, এরূপেই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি সম্পাদিত হয়?”

৩। “ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি এক রকম আর আর্য-বিনয়ে বা নিয়মে যজ্ঞাগ্নি আরেক রকম।”

“মাননীয় গৌতম, আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি কীরূপ? মাননীয় গৌতম, সত্যিই তা উত্তম হয় যদি আমাকে আর্য-নিয়মে যজ্ঞাগ্নি সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করেন।” “তাহলে ব্রাহ্মণ শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন। আমি ভাষণ করছি।” “হ্যাঁ মাননীয়” বলে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৪। “হে ব্রাহ্মণ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে ‘মিথ্যাদৃষ্টির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যা সংকল্পের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাসংকল্প ত্যাগ করে এবং মিথ্যাসংকল্প হতে নেমে আসে।

পুনঃরায়, এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যাবাক্যের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে এবং মিথ্যাবাক্য হতে নেমে আসে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যাকর্মের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাকর্ম ত্যাগ করে এবং মিথ্যাকর্ম হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যা জীবিকার দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা জীবিকা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা জীবিকা হতে নেমে আসে।

পুনঃ এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যা প্রচেষ্টার দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা প্রচেষ্টা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যাস্মৃতির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা স্মৃতি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা স্মৃতি হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যা সমাধির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা সমাধি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা সমাধি হতে নেমে আসে।

পুনঃ এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যাজ্ঞানের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাজ্ঞান ত্যাগ করে এবং মিথ্যাজ্ঞান হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে‘মিথ্যাবিমুক্তির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাবিমুক্তি ত্যাগ করে এবং মিথ্যাবিমুক্তি হতে নেমে আসে।

ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি।”

৫। “মাননীয় গৌতম, সত্যিই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান এক আর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান আরেক। মাননীয় গৌতম, এই আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের তুলনায় ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান ষোল ভাগের একভাগও পুরোয় না।"

অদ্ভূত মাননীয় গৌতম, সত্যিই চমৎকার, যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথপ্রদর্শন কিংবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করলে যেমন চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পায়, ঠিক তদ্রুপ, মাননীয় গৌতম কর্তৃক বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত হল। আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। মাননীয় গৌতম, আজ হতে আমায় শরনাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" সপ্তম সূত্র

(জ) দুতিয পচ্চোরোহনী সুত্তং- দ্বিতীয় যজ্ঞাগ্নি সূত্র

১২০.১। "হে ভিক্ষুগণ, আর্য পচ্চরোহনী বা যজ্ঞাগ্নি সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।" 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি কীরূপ?

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করে 'মিথ্যাদৃষ্টির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'মিথ্যা সংকল্পের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাসংকল্প ত্যাগ করে এবং মিথ্যাসংকল্প হতে নেমে আসে।

পুনঃরায়, এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'মিথ্যাবাক্যের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে এবং মিথ্যাবাক্য হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'মিথ্যাকর্মের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়'। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাকর্ম ত্যাগ করে এবং মিথ্যাকর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যা জীবিকার দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা জীবিকা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা জীবিকা হতে নেমে আসে।

পুনঃ এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যা প্রচেষ্টার দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা প্রচেষ্টা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যাস্মৃতির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা স্মৃতি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা স্মৃতি হতে নেমে আসে।

পুনশ্চ, এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যা সমাধির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যা সমাধি ত্যাগ করে এবং মিথ্যা সমাধি হতে নেমে আসে।

পুনঃ এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যাজ্ঞানের দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাজ্ঞান ত্যাগ করে এবং মিথ্যাজ্ঞান হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যাবিমুক্তির দরুন ইহ ও পর উভয় লোকেই পাপ বা খারাপ বিপাক পেতে হয়’। সে এরূপ চিন্তা করে মিথ্যাবিমুক্তি ত্যাগ করে এবং মিথ্যাবিমুক্তি হতে নেমে আসে।

ভিক্ষুগণ, একেই আর্য পচ্চরোহনী বা আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান বলা হয়।” অষ্টম সূত্র

(ঝ) পুব্বঙ্গম সুত্তং- পূর্বগামী সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২১.১। "হে ভিক্ষুগণ, অরুণচ্ছটা[১] হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ, কুশলধর্মসমূহের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে 'সম্যকদৃষ্টি'। সম্যকদৃষ্টিরসম্পন্নের সংকল্প সম্যক হয়, সম্যক সংকল্পবান সম্যক বা সত্য বাক্য ভাষণ করে যাকে, সম্যক বাক্যভাষীর কর্ম সম্যক হয় এবং সম্যককর্মীর জীবিকা নির্বাহও সম্যক হয়। সম্যকভাবে জীবিকা নির্বাহকারীর প্রচেষ্টা সম্যক হয়, সম্যক প্রচেষ্টাকারীর স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সম্যকস্মৃতির সম্যক সমাধি লাভ হয়, সম্যক সমাধিলাভীর সম্যক বা যথাযথ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সম্যকজ্ঞানীর সম্যক বিমুক্তি অর্জিত হয়।" নবম সূত্র।

(ঞ) আসবক্খয সুত্তং - আসবক্ষয় সূত্র

১২২.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হলে তা আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হলে তা আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" দশম সূত্র।

যজ্ঞাগ্নি বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

তিন অধর্ম, অজিত আর সঙ্গারব সূত্র,
এ'তীর ও দুই যজ্ঞাগ্নি সূত্র হল উক্ত;
পূর্বগামী সূত্র আর সূত্র আসবক্ষয়,
দশসূত্র যোগে বর্গ গ্রথিত হয় ॥

---

[১]। উপমাটি সংযুক্ত নিকায়, ৫ম খণ্ড, ৮৬নং পৃ. ১৯৩ নং সূত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৩) ৩. পরিশুদ্ধ বর্গ

(ক) পঠম সুত্তং- প্রথম সূত্র

১২৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম পরিশুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্মল যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র হয় না। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার ধর্ম পরিশুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্মল যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র হয় না।" প্রথম সূত্র।

(খ) দুতিয সুত্তং- দ্বিতীয় সূত্র

১২৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে তা উৎপন্ন হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে তা উৎপন্ন হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) ততিয সুত্তং- তৃতীয় সূত্র

১২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম মহাফলদায়ী ও মহাআনিশংসকর, যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম মহাফলদায়ী ও মহাআনিশংসকর, যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) চতুর্থ সুত্তং- চতুর্থ সূত্র

১২৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম রাগ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয়ে পরিসমাপ্ত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম রাগ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয়ে পরিসমাপ্ত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" চতুর্থ সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) পঞ্চম সুত্তং- পঞ্চম সূত্র

১২৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম একান্তই নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম একান্তই নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) ছট্‌ঠ সুত্তং- ষষ্ঠ সূত্র

১২৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) সত্তম সুত্তং- সপ্তম সূত্র

১২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মহাফলদায়ী ও মহাআনিশংসকর হয়, কিন্তু তা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মহাফলদায়ী ও মহাআনিশংসকর হয়, কিন্তু তা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" সপ্তম সূত্র।

(জ) অষ্ঠম সুত্তং- অষ্টম সূত্র

১৩০.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে রাগ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয় হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে রাগ, দ্বেষ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মোহ ক্ষয় হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) নবম সুত্তং- নবম সূত্র

১৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা একান্ত নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। এই দশ প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা একান্ত নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত হয় যা সুগত বিনয় ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব।" নবম সূত্র।

(ঞ) দসম সুত্তং- দশম সূত্র

১৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার মিথ্যা বিষয় রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে মিথ্যা বিষয়।" দশম সূত্র।

(ট) একাদশ সুত্তং- একাদশতম সূত্র

১৩৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার সম্যক বিষয় রয়েছে। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার হচ্ছে সম্যক বিষয়।" একাদশতম সূত্র।

পরিশুদ্ধ বর্গ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৪) ৪. সাধুবর্গ

(ক) সাধু সুত্তং- সাধু সূত্র

১৩৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, সাধু ও অসাধু সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অসাধু কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অসাধু। ভিক্ষুগণ, সাধু কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সাধু বলে।" প্রথম সূত্র।

(খ) অরিয ধম্ম সুত্তং- আর্য ধর্ম সূত্র

১৩৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, আর্যধর্ম ও অনার্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনার্যধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অনার্যধর্ম। ভিক্ষুগণ, আর্যধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে আর্যধর্ম বলে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) অকুশল সুত্তং- অকুশল সূত্র

১৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, কুশল ও অকুশল সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অকুশল কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অকুশল। ভিক্ষুগণ, কুশল কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে কুশল বলে।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) অত্থ সুত্তং- অর্থ সূত্র

১৩৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, অর্থ ও অনর্থ সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনর্থ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অনর্থ। ভিক্ষুগণ, অর্থ বা মঙ্গল কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অর্থ বলে।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) ধম্ম সুত্তং- ধর্ম সূত্র

১৩৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অধর্ম। ভিক্ষুগণ, ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে ধর্ম বলে।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) সাসব সুত্তং- আসব সূত্র

১৩৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, আসব ও অনাসব সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, আসব কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় আসব। ভিক্ষুগণ, অনাসব কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অনাসব বলে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) সাবজ্জ সুত্তং- নিন্দনীয় সূত্র

১৪০.১। "হে ভিক্ষুগণ, নিন্দনীয় ও অনিন্দনীয় সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, নিন্দনীয় কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় নিন্দনীয়। ভিক্ষুগণ, অনিন্দনীয় কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অনিন্দনীয় বলে।" সপ্তম সূত্র।

(জ) তপনীয় সুত্তং- অনুতাপ যোগ্য সূত্র

১৪১.১। "হে ভিক্ষুগণ, অনুতাপ যোগ্য ও অনুতাপের অযোগ্য বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনুতাপ যোগ্য কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অনুতাপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোগ্য। ভিক্ষুগণ, অনুতাপের অযোগ্য কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অনুতাপের অযোগ্য বলে।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) আচযগামি সুত্তং- পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী সূত্র

১৪২.১। "হে ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী ধর্ম এবং পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী ধর্ম। ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী ধর্ম বলে।" নবম সূত্র।

(ঞ) দুখুদ্রয সুত্তং- দুঃখের হেতুপ্রদ সূত্র

১৪৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম এবং সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিমুক্তিকে সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম বলে।" দশম সূত্র।

(ট) দুক্খবিপাক সুত্তং- দুঃখ বিপাক সূত্র

১৪৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ বিপাক এবং সুখ বিপাক সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, দুঃখ বিপাক ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় দুঃখ বিপাক ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সুখ বিপাক ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সুখ বিপাক ধর্ম বলে।" একাদশতম সূত্র।

সাধু বর্গ সমাপ্ত

(১৫) ৫. আর্য বর্গ

(ক) অরিযমগ্গ সুত্তং- আর্যমার্গ সূত্র

১৪৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, আর্যমার্গ ও অনার্যমার্গ সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনার্যমার্গ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অনার্যমার্গ। ভিক্ষুগণ, আর্যমার্গ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে আর্যমার্গ বলে।" প্রথম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) কন্থমগ্গ সুত্তং- কৃষ্ণমার্গ সূত্র

১৪৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণমার্গ ও শুক্লমার্গ সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণমার্গ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় কৃষ্ণমার্গ। ভিক্ষুগণ, শুক্লমার্গ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে শুক্লমার্গ বলে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) সদ্ধম্ম সুত্তং- সর্দ্ধম সূত্র

১৪৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম ও অসদ্ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অসদ্ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সদ্ধর্ম বলে।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) সপ্পুরিসধম্ম সুত্তং- সৎপুরুষ ধর্ম সূত্র

১৪৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ধর্ম ও অসৎপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অসৎপুরুষ ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সৎপুরুষ ধর্ম বলে।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) উপ্পাদেতব্ব সুত্তং- উৎপন্ন করা উচিত সূত্র

১৪৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, উৎপন্ন করা উচিত এমন ধর্ম এবং উৎপন্ন করা অনুচিত এমন ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, উৎপন্ন করা অনুচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় উৎপন্নের অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, উৎপন্ন করা উচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে উৎপন্নযোগ্য ধর্ম বলে।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) আসেবিতব্ব সুত্তং- সম্পাদনযোগ্য সূত্র

১৫০.১। "হে ভিক্ষুগণ, সম্পাদন যোগ্য ধর্ম এবং সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, সম্পাদন যোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে সম্পাদন যোগ্য ধর্ম বলে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) ভাবেতব্ব সুত্তং- ভাবিত করা উচিত সূত্র

১৫১.১। "হে ভিক্ষুগণ, ভাবিত করা উচিত এমন ধর্ম এবং ভাবিত করার অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, ভাবিত করার অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় ভাবিত করার অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, ভাবিত করা উচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে ভাবিতব্য ধর্ম বলে।" সপ্তম সূত্র।

(জ) বহুলীকাতব্ব সুত্তং- বহুলীকৃতব্য সূত্র

১৫২.১। "হে ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃত করা উচিত এমন ধর্ম এবং বহুলীকৃত করার অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃত করার অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় বহুলীকৃত করার অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃত করা উচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে বহুলীকৃত করার যোগ্য ধর্ম বলে।" অষ্টম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) অনুস্সরিতব্ব সুত্তং- অনুস্মরণযোগ্য সূত্র

১৫৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণযোগ্য ধর্ম এবং অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণযোগ্য ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে অনুস্মরণযোগ্য ধর্ম বলে।" নবম সূত্র।

(ঞ) সচ্ছিকাতব্ব সুত্তং- লাভ করা উচিত সূত্র

১৫৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, লাভ করা উচিত এমন ধর্ম এবং লাভ করা অনুচিত এমন ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ এবং লাভ করা অনুচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাবিমুক্তিকে বলা হয় লাভ করার অযোগ্য ধর্ম। ভিক্ষুগণ, লাভ করা উচিত এমন ধর্ম কাকে বলে? ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যকজ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তিকে লাভের যোগ্য ধর্ম বলে।" দশম সূত্র।

আর্য বর্গ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬) ১. পুদ্গল বর্গ

(ক) সেবিতব্ব সুত্তং- সেবার যোগ্য সূত্র

১৫৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সেবার যোগ্য নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সেবার অযোগ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার যোগ্য, সেই দশ কী কী যথা : যে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার যোগ্য।" প্রথম সূত্র।

(খ-ঠ) ভজিতব্বাদি সুত্তানি- ভজনার যোগ্য প্রভৃতি সূত্রাদি

১৫৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি ভজনার যোগ্য নয়। সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি ভজনার অযোগ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার যোগ্য। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার যোগ্য।" দ্বিতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের অযোগ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য।" তৃতীয় সূত্র।

১৫৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পূজনীয় নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পূজনীয় নয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি পূজনীয়। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি পূজনীয়।" চতুর্থ সূত্র।

১৫৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশংসার্হ নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশংসার্হ নয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রশংসার্হ। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রশংসার্হ।" পঞ্চম সূত্র।

১৬০.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গৌরবের অযোগ্য। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গৌরবের অযোগ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি গৌরবের যোগ্য। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি গৌরবের যোগ্য।" ষষ্ঠ সূত্র।

১৬১.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অবাধ্য। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অবাধ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবাধ্য। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবাধ্য।" সপ্তম সূত্র।

১৬২.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষেত্রে সফল হয় না। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো ক্ষেত্রে সফল হয় না।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সর্বত্রই সফল হয়। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সর্বত্রই সফল হয়।" অষ্টম সূত্র।

১৬৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ হয়। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সম্যক বা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ হয়।" নবম সূত্র।

১৬৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে পারে না। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে পারে না।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সক্ষম হয়। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।" দশম সূত্র।

১৬৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না।

২। দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়।" একাদশ সূত্র।

১৬৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যাসংকল্পবান, মিথ্যাভাষী, মিথ্যাকর্মী, মিথ্যা বা অসৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাশীল, মিথ্যা স্মৃতিমান, মিথ্যা সমাধিলাভী, মিথ্যাজ্ঞানী এবং মিথ্যাবিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয় না। সেই দশ কী কী যথা : সে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পবান, সম্যকভাষী, সম্যককর্মী, সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক প্রচেষ্টাশীল, সম্যক স্মৃতিমান, সম্যক সমাধিলাভী, সম্যকজ্ঞানী এবং সম্যক বিমুক্তিবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয় না।" দ্বাদশ সূত্র।

পুদ্গল বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৭) ২. জানুশ্রোণি বর্গ

(ক) ব্রাহ্মণ পচ্চোরোহণী সুত্তং- ব্রাহ্মণ যজ্ঞাগ্নি সূত্র

১৬৭.১। সেই সময়ে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ কোনো এক উপোসথ দিবসে মস্তক ধুয়ে নতুন ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে কুশতৃণ হাতে নিয়ে ভগবানের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভগবান ধৌত-মস্তক ও নতুন ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে হাতে কুশতৃণ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তা দেখে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে এরূপ বললেন :

২। "হে ব্রাহ্মণ, উপোসথ দিনে, মস্তক ধুয়ে নতুন বস্ত্র পড়ে আছেন। হাতে কুশ তৃণ নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপার কী? ব্রাহ্মণ কুলে আজ কি বিশেষ দিন নাকি?"

"মাননীয় গৌতম, আজ ব্রাহ্মণ কুলে পচ্চোরোহণী বা যজ্ঞাগ্নি অনুষ্ঠান।"

"ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি অনুষ্ঠান কেমন?"

"মাননীয় গৌতম, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা উপোসথ দিনে মস্তক ধুয়ে, নতুন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করেন। এদিন ভেজা গোবর দিয়ে ঘর লেপন করে সবুজ কুশতৃণ ছড়িয়ে দেয় এবং গৃহসীমানা ও অগ্নিশালার মধ্যেবর্তী স্থানে শয্যা রচনা করেন। অতঃপর সেই রাত্রিতে তিনবার উঠে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে অগ্নি পূজা করেন‘‘আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি, আমরা আপনার জন্য যজ্ঞ করছি।' এরূপ বলে বহু ঘি, তেল, মাখন অগ্নিতে আহুতি দেন। রাত্রির অবসানে তারা প্রণীত খাদ্য-ভোজ্য দানে ব্রাহ্মণদের পরিতৃপ্ত করেন। মাননীয় গৌতম, এরূপেই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি সম্পাদিত হয়?"

৩। "ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি এক রকম আর আর্য-বিনয়ে বা নিয়মে যজ্ঞাগ্নি আরেক রকম।"

"মাননীয় গৌতম, আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি কীরূপ? মাননীয় গৌতম, সত্যিই তা উত্তম হয় যদি আমাকে আর্য-নিয়মে যজ্ঞাগ্নি সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করেন।" "তাহলে ব্রাহ্মণ শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন। আমি ভাষণ করছি।" "হ্যাঁ মাননীয়" বলে জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। "হে ব্রাহ্মণ, এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'প্রাণীহত্যার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে এবং প্রাণীহত্যা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'অদত্ত দ্রব্য চুরির ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে অদত্ত দ্রব্য চুরি করা ত্যাগ করে এবং অদত্ত দ্রব্য চুরি হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'মিথ্যাকামাচারের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যাকামাচার করা ত্যাগ করে এবং মিথ্যাকামাচার হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'মিথ্যা ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যা বলা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'পিশুন বা কুৎসাত্মক ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে কুৎসাত্মক বাক্য বলা ত্যাগ করে এবং তেমন বাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'কর্কশ বাক্য ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে কর্কশ বাক্য বলা ত্যাগ করে এবং কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'সম্প্রলাপ বা বৃথা কথা বলার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে বৃথাবাক্য বলা ত্যাগ করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ'অভিধ্যার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।' এরূপ চিন্তা করে সে অভিধ্যা বা লোভ করা ত্যাগ করে এবং তেমন অভিধ্যা হতে নেমে আসে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘ব্যাপাদের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে ব্যাপাদ বা হিংসা করা ত্যাগ করে এবং তেমন ব্যাপাদ হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যাদৃষ্টির ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করা ত্যাগ করে এবং তেমন ভ্রান্ত দৃষ্টি হতে নেমে আসে। ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে আর্যবিনয়ে যজ্ঞাগ্নি।

৫। “মাননীয় গৌতম, সত্যিই ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান এক আর আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান আরেক। মাননীয় গৌতম, এই আর্যবিনয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের তুলনায় ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান ষোল ভাগের একভাগও পুরোয় না।”

অদ্ভূত মাননীয় গৌতম, সত্যিই চমৎকার, যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথপ্রদর্শন কিংবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করলে যেমন চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পায়, ঠিক তদ্রুপ, মাননীয় গৌতম কর্তৃক বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত হল। আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। মাননীয় গৌতম, আজ হতে আমায় শরনাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।” প্রথম সূত্র।

(খ) অরিয পচ্চোরোহণী সুত্তং- আর্য যজ্ঞাগ্নি সূত্র

১৬৮.১। “হে ভিক্ষুগণ, আর্য পচ্চরোহনী বা যজ্ঞাগ্নি সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।” ‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। “ভিক্ষুগণ, আর্য যজ্ঞানুষ্ঠান কীরূপ?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘প্রাণীহত্যার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে এবং প্রাণীহত্যা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘অদত্ত দ্রব্য চুরির ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে অদত্ত দ্রব্য চুরি করা ত্যাগ করে এবং অদত্ত দ্রব্য চুরি হতে নেমে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যাকামাচারের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যাকামাচার করা ত্যাগ করে এবং মিথ্যাকামাচার হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যা ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যা বলা ত্যাগ করে এবং মিথ্যা ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘পিশুন বা কুৎসাত্মক ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে কুৎসাত্মক বাক্য বলা ত্যাগ করে এবং তেমন বাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘কর্কশ বাক্য ভাষণের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে কর্কশ বাক্য বলা ত্যাগ করে এবং কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘সম্প্রলাপ বা বৃথা কথা বলার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে বৃথাবাক্য বলা ত্যাগ করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণ করা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘অভিধ্যার ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে অভিধ্যা বা লোভ করা ত্যাগ করে এবং তেমন অভিধ্যা হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘ব্যাপাদের ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে ব্যাপাদ বা হিংসা করা ত্যাগ করে এবং তেমন ব্যাপাদ হতে নেমে আসে।

এক্ষেত্রে একজন আর্যশ্রাবক এরূপে গভীরভাবে চিন্তা করেÍ‘মিথ্যাদৃষ্টির ফল ইহ-পর উভয় জীবনেই অত্যন্ত খারাপ।’ এরূপ চিন্তা করে সে মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করা ত্যাগ করে এবং তেমন ভ্রান্ত দৃষ্টি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে নেমে আসে।

ভিক্ষুগণ, একেই আর্য যজ্ঞানুষ্ঠান বলা হয়। দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) সঙ্গারব সুত্তং- সঙ্গারব সূত্র

১৬৯.১। অতঃপর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ শেষে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "হে মাননীয় গৌতম, এই তীর (সমুদ্রের তীর বা পার) কাকে বলে আর ঐ তীর কাকে বলে?"

"হে ব্রাহ্মণ, প্রাণীহত্যা হচ্ছে এই তীর, আর প্রাণীহত্যা হতে বিরতি হচ্ছে ঐতীর। অদত্তগ্রহণ বা চুরি করাকে বলা হয় এই তীর আর চুরি বিরতিকে ঐতীর বলা হয়। মিথ্যাকামাচার হচ্ছে এই তীর আর মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি হল ঐতীর। এভাবে মিথ্যাভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, বৃথা বাক্য ব্যয় ও অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এই তীর আর মিথ্যা ভাষণ হতে বিরতি, পিশুন, কর্কশ, বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরতি এবং অনভিধ্যা অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টি হচ্ছে ঐতীর।

ব্রাহ্মণ, ইহাই হচ্ছে এই তীর আর ঐ তীর।

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী, যারা এই জগতে অপার,
তারাই হতে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেক শূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ।
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্তমাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
আত্মশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্ত ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) ওরিম সুত্তং- এই তীর সূত্র

১৭০.১। "হে ভিক্ষুগণ, এই তীর ও ঐ তীর সম্বন্ধে দেশনা করব। তা শ্রবণ করে, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "ভিক্ষুগণ, এই তীর কাকে বলে আর ঐ তীর কাকে বলে? প্রাণীহত্যা হচ্ছে এই তীর, আর প্রাণীহত্যা হতে বিরতি হচ্ছে ঐতীর। অদত্তগ্রহণ বা চুরি করাকে বলা হয় এই তীর আর চুরি বিরতিকে ঐতীর বলা হয়। মিথ্যাকামাচার হচ্ছে এই তীর আর মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি হল ঐতীর। এভাবে মিথ্যাভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, বৃথা বাক্য ব্যয় ও অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে এই তীর আর মিথ্যা ভাষণ হতে বিরতি, পিশুন, কর্কশ, বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরতি এবং অনভিধ্যা অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টি হচ্ছে ঐতীর।

ভিক্ষুগণ, ইহাই হচ্ছে এই তীর আর ঐ তীর।

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী, যারা এই জগতে অপার,
তারাই হতে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পুণ্য কর হে পণ্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেক শূন্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ।
কামবাসনা পরিত্যাগে হয়ে অকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্তমাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
আত্মশুদ্ধ করে তা হতে পণ্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্ত ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাসব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
এই জগৎ হতে পরিনিবৃত হন।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) পঠম অধম্ম সুত্তং- প্রথম অধর্ম সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭১.১। "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল (অনর্থ) কী তা জ্ঞাতব্য। আবার ধর্ম ও মঙ্গল কী তাও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।

২। ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অনর্থ কাকে বলে? প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার বা মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, পিশুন ভাষণ, কর্কশ ভাষণ, বৃথালাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অধর্ম ও অনর্থ।

৩। ভিক্ষুগণ, ধর্ম ও অর্থ কাকে বলে? প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্তগ্রহণ হতে বা চুরি করা হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি, পিশুন ভাষণ হতে বিরতি, কর্কশ ও বৃথা বাক্য বলা হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টি পোষণকে বলা হয় ধর্ম ও অর্থ বা মঙ্গল।

এই প্রত্যয়েই বলা হয়েছে যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল কী তাও জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।'" পঞ্চম সূত্র।

(চ) দুতিয অধম্ম সুত্তং- দ্বিতীয় অধর্ম সূত্র

১৭২.১। "হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য"

ভগবান এরূপ বলে আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করলেন। অতঃপর ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে সমবেত ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা জাগল- "বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?"

২। অতঃপর সেই ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা হলো'আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করতে এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট গিয়ে এ'বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

৩। অতঃপর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ শেষে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে এরূপ বললেন :

৪। "হে আবুসো মহাকাত্যায়ন, আজ ভগবান বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করছেন- 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।'

আবুসো মহাকাত্যায়ন, তখন ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আমাদের এরূপ চিন্তা জাগল যে 'বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?' অতঃপর আবুসো মহাকাত্যায়ন, আমাদের এরূপ চিন্তা হলোÍ'আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষণের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে এ'বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।'

আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, আপনি উক্ত বিষয়ের অর্থ আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।"

৫। "আবুসোগণ, বৃক্ষ সার সংগ্রাহক ও বৃক্ষ সার অন্বেষণকারী কোনো পুরুষ যেমন বৃক্ষসার অন্বেষণ করতে গিয়ে সারবান, স্থিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহাবৃক্ষকে বাদ দিয়ে, মূল বাদ দিয়ে শাখা-পত্ররাশিতে সার অন্বেষণ করা উচিত বলে মনে করে; ঠিক তদ্রুপ শাস্তার সম্মুখাৎ উপস্থিত থেকেও আয়ুষ্মানগণ সেই ভগবানকে জিজ্ঞাসা না করে আমার নিকট এ বিষয়ের অর্থ জ্ঞাতব্য বলে মনে করছেন। আবুসোগণ, সেই ভগবান যথাযথই জানেন এবং দর্শন করেন। সবই তার চক্ষুর গোচরীভূত ও জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি ধার্মিক, ব্রহ্মসরূপ, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ মীমাংসক, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। আপনাদের নিশ্চয়ই ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এবিষয় জিজ্ঞাসা করার সুযোগ ছিল। ভগবান যেরূপ প্রকাশ করবেন সেরূপই আপনাদের ধারণ করা উচিত।"

৬। "নিশ্চয় আবুসো মহাকাত্যায়ন, সেই ভগবান যথাযথই জানেন ও দর্শন করেন। সবই তার চক্ষুর গোচরীভূত ও জ্ঞানের অন্তর্গত। তিনি ধার্মিক, ব্রহ্মসরূপ, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ মীমাংসক, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী, তথাগত। এবং ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এ'বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ আমাদের ছিল। ভগবান আমাদের যেরূপ প্রকাশ করতেন সেরূপেই আমরা অবধারণ করতে পারতাম। অধিকন্তুমহাকাত্যায়ন, অনুগ্রহপূর্বক তা ব্যাখ্যা করুন।"

৭। "তবে আবুসোগণ, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ আবুসো' বলে ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন এরূপ বলতে লাগলেন :

"আবুসোগণ, এই যে ভগবান আপনাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।' সেই অধর্ম ও ধর্ম কীরূপ এবং অনর্থ ও অর্থও বা কীরূপ?

আবুসোগণ, প্রাণীহত্যা হচ্ছে অধর্ম, আর প্রাণীহত্যা হতে বিরতি হল ধর্ম। প্রাণীহত্যার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবুসোগণ, অপরের দ্রব্য গ্রহণ বা চুরি করা হচ্ছে অধর্ম, আর চুরি বিরতি হল ধর্ম। চুরি করার দরুন যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং চুরি ছেড়ে দেয়ার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাকামাচার হচ্ছে অধর্ম, আর মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি হল ধর্ম। মিথ্যাকামাচারের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর মিথ্যাবাক্য হতে বিরতি হল ধর্ম। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং মিথ্যাবাক্যের বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, পিশুন বা ভেদবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর ভেদবাক্যের বিরতি হল ধর্ম। ভেদবাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং ভেদবাক্যের বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, কর্কশ বাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর কর্কশ বাক্য হতে বিরতি হল ধর্ম। কর্কশ বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং কর্কশ বাক্য বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, বৃথাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর বৃথাবাক্য হতে বিরতি হল ধর্ম। বৃথাবাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং বৃথাবাক্য হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, অভিধ্যা হচ্ছে অধর্ম, আর অনভিধ্যা হল ধর্ম। অভিধ্যার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং অনভিধ্যার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

আবুসোগণ, ব্যাপাদ হচ্ছে অধর্ম, আর অব্যাপাদ হল ধর্ম। ব্যাপাদের কারণে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং অব্যাপাদের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবুসোগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যকদৃষ্টি হল ধর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যকদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

৮। আবুসোগণ, এই যে ভগবান আপনাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত অর্থ আমি এরূপই মনে করি। আপনারা যদি ইচ্ছ করেন তবে পুনঃ ভগবানের নিকট গিয়ে এই বিস্তৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ভগবান আপনাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন, সেরূপই আপনারা অবধারণ করুন।"

৯। 'তাই হোক আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের ভাষণ অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানের নিকট গেলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একান্তে উপবেশনের পর সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভগবান আমাদের বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।"

"ভন্তে, তখন ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আমাদের এরূপ চিন্তা জাগল যে 'বন্ধু, বিস্তারিতভাবে না বলে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় প্রকাশ করে ভগবান আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়া কর্তব্য।' ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত এ বিষয়ের অর্থ কে আমাদের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারেন?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতঃপর ভন্তে, আমাদের এরূপ চিন্তা হলো‘আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শাস্তা কর্তৃক প্রশংসিত ও বিজ্ঞব্রহ্মচারীদের নিকট সম্মানিত। ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে এই আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নই সক্ষম। তাহলে আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট গিয়ে এ’বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন যেরূপ বর্ণনা করবেন সেরূপই আমরা অবধারণ করব।’

তারপর ভন্তে, আমরা আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট যাই এবং এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ভন্তে, তখন আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন আমাদের এই এই প্রকারে এবং এই এই পদব্যঞ্জনে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন।”

১০। “সাধু, ভিক্ষুগণ, সাধু। ভিক্ষুগণ, মহাকাত্যায়ন পণ্ডিত, সে মহাপ্রাজ্ঞ। ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করলে আমিও সেরূপই প্রত্যুত্তর দিতাম যেরূপে মহাকাত্যায়ন কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ বিষয়ের অর্থ সেরূপই, সেরূপই তা অবধারণ কর।” ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) ততিয অধম্ম সুত্তং- তৃতীয় অর্ধম সূত্র

১৭৩.১। “হে ভিক্ষুগণ, অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।

২। সেই অধর্ম ও ধর্ম কীরূপ এবং অনর্থ ও অর্থও বা কীরূপ?

ভিক্ষুগণ, প্রাণীহত্যা হচ্ছে অধর্ম, আর প্রাণীহত্যা হতে বিরতি হল ধর্ম। প্রাণীহত্যার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, অপরের দ্রব্য গ্রহণ বা চুরি করা হচ্ছে অধর্ম, আর চুরি বিরতি হল ধর্ম। চুরি করার দরুন যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং চুরি ছেড়ে দেয়ার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাকামাচার হচ্ছে অধর্ম, আর মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি হল ধর্ম। মিথ্যাকামাচারের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর মিথ্যাবাক্য হতে বিরতি হল ধর্ম। মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং মিথ্যাবাক্যের বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, পিশুন বা ভেদবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর ভেদবাক্যের বিরতি হল ধর্ম। ভেদবাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং ভেদবাক্যের বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, কর্কশ বাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর কর্কশ বাক্য হতে বিরতি হল ধর্ম। কর্কশ বাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং কর্কশ বাক্য বিরতির দরুন যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, বৃথাবাক্য হচ্ছে অধর্ম, আর বৃথাবাক্য হতে বিরতি হল ধর্ম। বৃথাবাক্যের প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং বৃথাবাক্য হতে বিরতির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, অভিধ্যা হচ্ছে অধর্ম, আর অনভিধ্যা হল ধর্ম। অভিধ্যার প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং অনভিধ্যার প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, ব্যাপাদ হচ্ছে অধর্ম, আর অব্যাপাদ হল ধর্ম। ব্যাপাদের কারণে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং অব্যাপাদের প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অধর্ম, আর সম্যকদৃষ্টি হল ধর্ম। মিথ্যাদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বহুবিধ পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয় তা-ই হচ্ছে অমঙ্গল এবং সম্যকদৃষ্টির প্রত্যয়ে যে বিবিধ কুশলধর্মের পূর্ণতা পায় তা-ই হচ্ছে মঙ্গল।

৩। তাই ভিক্ষুগণ, এ কারণেই বলা হয়েছে- 'অধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য। অধর্ম ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে বিদিত হয়ে যথাযথ ধর্ম ও যথাযথ মঙ্গলে প্রতিপন্ন হওয়ার কর্তব্য।'" সপ্তম সূত্র।

(জ) কম্ম নিদান সুত্তং- কর্ম নিদান সূত্র

১৭৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, প্রাণীহত্যাকে আমি তিন প্রকার বলছি; যথা : লোভহেতুজ, দ্বেষহেতুজ এবং মোহহেতুজ। এভাবে, অদত্তগ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, পিশুনবাক্য বলা, কর্কশবাক্য ভাষণ, বৃথালাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি এ সমস্তও তিন প্রকার; যথা : লোভ, দ্বেষ ও মোহহেতুজ। ভিক্ষুগণ, এই লোভ, দ্বেষ ও মোহ কার্য কারণসম্ভূত। লোভ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয় হলে কার্য-কারণ শৃঙ্খলও ধ্বংস হয়।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) পরিক্কমন সুত্তং- সুগম সূত্র

১৭৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্মের সর্বত্রই সুগমন বা সহজে যাওয়া যায়, ইহা অগম্য নয়। কিরূপে ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম সুগমন হয় অগম্য নয়?

২। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, প্রাণীহত্যাকারীর প্রাণীহত্যা হতে বিরতি হচ্ছে সুগমন। অদত্তগ্রহণকারী বা চোরের চৌর্যবৃত্তি ত্যাগই হচ্ছে সুগমন, মিথ্যাকামাচারী বা ব্যভিচারীর সেরূপ ব্যভিচার হতে বিরতি হচ্ছে সুগমন, মিথ্যাভাষীর মিথ্যাকথা ত্যাগ করাই হচ্ছে সুগমন, পিশুনভাষী, কর্কশভাষী ও বৃথালাপকারীর সেরূপ বাক্য না বলাই হচ্ছে সুগমন। অভিধ্যালু জনের অনভিধ্যা হচ্ছে সুগমন। বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির সেরূপ বিদ্বেষ পরিত্যাগ হচ্ছে সুগমন এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন জনের নিকট সম্যকদৃষ্টিই হচ্ছে সুগমন। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, এই ধর্মের সর্বত্রই সুগমন বা সহজে যাওয়া যায়, ইহা অগম্য নয়।" নবম সূত্র।

(ঞ) চুন্দ সুত্তং- চুন্দ সূত্র

১৭৬.১। একসময় ভগবান পাবার কামারপুত্র চুন্দের আম্রকাননে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর কামারপুত্র চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট কামারপুত্র চুন্দকে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে চুন্দ, তুমি কীরূপ শুদ্ধতায় সন্তুষ্ট হও?"

"ভন্তে, কমন্ডলুধারী (জলপাত্রধারী), মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ আছেন যারা শুদ্ধতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বন্ধে প্রচার করেন। আমি তাদের প্রচারিত শুদ্ধতায় সন্তুষ্ট হই।"

"চুন্দ, সেই কমন্ডলুধারী (জলপাত্রধারী), মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ কীরূপ শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রচার করেন?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে কমন্ডলুধারী, মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ তাদের শিষ্যদের এরূপ শিক্ষা দেন যথা : 'ওহে, আসো তোমরা, প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে মাটি স্পর্শ কর, মাটি স্পর্শ না করলে সদ্য গোবর স্পর্শ কর, সদ্য গোবর স্পর্শ না করলে সবুজ তৃণ স্পর্শ কর, সবুজ তৃন স্পর্শ না করলে অগ্নি পরিচর্যা কর, অগ্নি পরিচর্যা না করলে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্য প্রণাম কর, সূর্য প্রণাম না করলে সন্ধ্যায় তৃতীয় বার জলে অবতরণ কর।'

ভন্তে, এরূপেই কমন্ডলুধারী, শৈবালের মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রচার করেন। আমি তাদের প্রচারিত শুদ্ধতায় সন্তুষ্ট হই।"

৩। "চুন্দ, কমন্ডলুধারী, শৈবালের মালা পরিহিত, অগ্নি পরিচর্যাকারী ও জলে স্নানকারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণগণ একরকম শুদ্ধতা প্রচার করেন আর আর্যবিনয়ে শুদ্ধতা অন্যরকম।"

"ভন্তে, আর্যবিনয়ে শুদ্ধতা কীরূপ? ভন্তে, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আর্যবিনয়ের শুদ্ধতা সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করেন।"

"তাহলে চুন্দ, শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও। আমি সে সম্বন্ধে বলব।"

"তাই হোক" বলে কামারপুত্র চুন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৪। "চুন্দ, কায়িক ত্রিবিধ অবিশুদ্ধিতা রয়েছে। আরও আছে চার প্রকার বাচনিক অবিশুদ্ধিতা এবং তিন প্রকার মানসিক অবিশুদ্ধিতা।

চুন্দ, কায়িক ত্রিবিধ অবিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে চুন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে।

এবং এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যাকামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা[১] এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এরূপেই চুন্দ, কায়িক অবিশুদ্ধিতা তিন প্রকার।

৫। চুন্দ, চার প্রকার বাচনিক অবিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, চুন্দ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনাকারণে বহু

---

[১]। **সপরিদন্ডা** – একজাতীয় স্ত্রীলোক যাদের সাথে জৈবিক সম্পর্কের দরুন পুরুষদের দন্ড বা শাস্তি পেতে হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে। চুন্দ, এরূপে চার প্রকার বাচনিক অবিশুদ্ধিতা রয়েছে।

৬। চুন্দ, তিন প্রকার মানসিক অবিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, চুন্দ, কোনো কোনো জন অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করেÍ'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,'

পুন কোনো কোনো জন মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিকসত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' চুন্দ, এরূপে তিন প্রকার মানসিক অবিশুদ্ধিতা রয়েছে।

৭। চুন্দ, এই দশ প্রকার হচ্ছে অকুশল কর্মপথ বা অকুশল সম্পাদনের পন্থা। চুন্দ, এই দশ প্রকার অকুশল কর্মপথে সমন্নাগত কোনো ব্যক্তি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে যদি মাটি স্পর্শ করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি মাটি স্পর্শ না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সদ্য গোবর স্পর্শ করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি গোবর স্পর্শ না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সবুজ তৃণ স্পর্শ করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি তৃণ স্পর্শ না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে অগ্নি পরিচর্যা করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি অগ্নি পরিচর্যা না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্যকে প্রণাম করে তবে সে অবিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্যকে প্রণাম না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সন্ধ্যায় তৃতীয়বার জলে অবতরণ করে তবে সে অবিশুদ্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে; আবার যদি সন্ধ্যায় তৃতীয়বার জলে অবতরণ না করে তবুও সে অবিশুদ্ধই থাকে। তার কারণ কী? কেননা, চুন্দ, এই দশ অকুশল কর্মপথ অবিশুদ্ধ এবং তা অবিশুদ্ধিতার কারণও বটে।

চুন্দ, এই দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ আচরণের দরুন নরক, তীর্যক, প্রেতসহ অন্য যেকোনোরূপ দুর্গতিই তার নিকট প্রকাশিত হয়।

৮। চুন্দ, কায়িক ত্রিবিধ বিশুদ্ধিতা রয়েছে, আরও আছে চার প্রকার বাচনিক বিশুদ্ধিতা এবং তিন প্রকার মানসিক বিশুদ্ধিতা।

চুন্দ, কায়িক ত্রিবিধ বিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে চুন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, দন্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্ত দ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। এরূপেই চুন্দ, কায়িক বিশুদ্ধিতা তিন প্রকার।

৯। চুন্দ, চার প্রকার বাচনিক বিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, চুন্দ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে। চুন্দ, এরূপে চার প্রকার বাচনিক বিশুদ্ধিতা রয়েছে।

১০। চুন্দ, তিন প্রকার মানসিক বিশুদ্ধিতা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, চুন্দ, কোনো কোনো জন অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক,'

পুন কোনো কোনো জন সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' চুন্দ, এরূপে তিন প্রকার মানসিক বিশুদ্ধিতা রয়েছে।

১১। চুন্দ, এই দশ প্রকার হচ্ছে কুশল কর্মপথ বা কুশল সম্পাদনের পন্থা। চুন্দ, এই দশ প্রকার কুশল কর্মপথে সমন্নাগত কোনো ব্যক্তি প্রত্যুষে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শয্যা ত্যাগ করে যদি মাটি স্পর্শ করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি মাটি স্পর্শ না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সদ্য গোবর স্পর্শ করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি গোবর স্পর্শ না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সবুজ তৃণ স্পর্শ করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি তৃণ স্পর্শ না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে অগ্নি পরিচর্যা করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি অগ্নি পরিচর্যা না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্যকে প্রণাম করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সূর্যকে প্রণাম না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে।

যদি সে সন্ধ্যায় তৃতীয়বার জলে অবতরণ করে তবে সে বিশুদ্ধ থাকে; আবার যদি সন্ধ্যায় তৃতীয়বার জলে অবতরণ না করে তবুও সে বিশুদ্ধই থাকে। তার কারণ কী? কেননা, চুন্দ, এই দশ কুশল কর্মপথ বিশুদ্ধ এবং তা বিশুদ্ধিতার কারণও বটে।

চুন্দ, এই দশ প্রকার কুশল কর্মপথ আচরণের দরুন দেব, মনুষ্যসহ অন্য যেকোনোরূপ সুগতিই তার নিকট প্রকাশিত হয়।"

এরূপ বলা হলে কামারপুত্র চুন্দ ভগবানকে বললেন :

১২। "অদ্ভূত মাননীয় গৌতম, সত্যিই চমৎকার, যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথপ্রদর্শন কিংবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করলে যেমন চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পায়, ঠিক তদ্রুপ, মাননীয় গৌতম কর্তৃক বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত হল। আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। মাননীয় গৌতম, আজ হতে আমায় শরনাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" দশম সূত্র।

(ট) জানুস্সোণি সুত্তং- জানুশ্রোণি সূত্র

১৭৭.১। অতঃপর জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "মাননীয় গৌতম, আমরা এই ব্রাহ্মণেরা দান সম্পাদন করি এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করে থাকি; যথা : 'আমাদের প্রয়াত রক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞাতিদের নিকট এই দানফল পৌঁছুক, আমাদের প্রয়াত রক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞাতিগণ তা পরিভোগ করুক।' মাননীয় গৌতম, সেই দান বাস্তবিকই কি প্রয়াত রক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞাতিগণের নিকট পৌঁছায়? সেই দান কি সত্যিই প্রয়াত জ্ঞাতিগণ পরিভোগ করে?"

"হে ব্রাহ্মণ, সেই দান নির্দিষ্ট স্থানেই পৌঁছায়, অস্থানে নয়।"

৩। "মাননীয় গৌতম, সেই নির্দিষ্ট স্থান কীরূপ আর অস্থানই বা কীরূপ?"

"এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যুক, ভেদবাক্য ভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী হয় এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হয়। নারকী সত্ত্বগণের যেরূপ আহার তৎদ্বারা সে সেখানে অবস্থান করে, সেরূপ আহারের মাধ্যমেই সেখানে সে স্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ, ইহা হচ্ছে অস্থান যেখানে অবস্থানকারীর নিকট সেরূপ দানফল পৌঁছায় না।

এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনুষ্যদের সাহচর্যে পুনঃজন্ম লাভ করে। মানুষদের যেরূপ আহার তৎদ্বারা সে সেখানে অবস্থান করে, সেরূপ আহারের মাধ্যমেই সেখানে সে স্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ, ইহা হচ্ছে অস্থান যেখানে অবস্থানকারীর নিকট সেরূপ দানফল পৌঁছায় না।

এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর দেবতাদের সাহচর্যে পুনঃজন্ম লাভ করে। দেবতাদের যেরূপ আহার তৎদ্বারা সে সেখানে অবস্থান করে, সেরূপ আহারের মাধ্যমেই সেখানে সে স্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ, ইহা হচ্ছে অস্থান যেখানে অবস্থানকারীর নিকট সেরূপ দানফল পৌঁছায় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যুক, ভেদবাক্য ভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী হয় এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। প্রেতদের যেরূপ আহার তৎদ্বারা সে সেখানে অবস্থান করে। বন্ধু-বান্ধব অথবা রক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞাতিগণ তাদের উদ্দেশ্যে এখান হতে দান দিলে সেই দানফল দ্বারাই সে সেখানে অবস্থান করে, সেরূপ দান ফলের মাধ্যমেই সেখানে সে স্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ, ইহা হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থান যেখানে অবস্থানকারীর নিকট সেরূপ দানফল পৌঁছায়।"

৪। "মাননীয় গৌতম, যদি সেই প্রয়াত রক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞাতিটি সেখানে উৎপন্ন না হয় তবে কে সেই দান পরিভোগ করে থাকে?"

"ব্রাহ্মণ, তবে প্রয়াত রক্ত সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতিগণ সেখানে থাকলে তারাই সেই প্রদত্ত দান পরিভোগ করে।"

"মাননীয় গৌতম, যদি প্রয়াত রক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞাতিটি এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গও সেখানে উৎপন্ন না হয় তবে কে সেই দান পরিভোগ করে?"

"ব্রাহ্মণ, সেই প্রেতকুল প্রয়াত রক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞাতি প্রেতশূন্য হয়ে থাকবে তা অসম্ভব, তার কোনো অবকাশ নেই। অধিকন্তু, ব্রাহ্মণ, দাতাও দান দিয়ে নিষ্ফল হয় না।"

৫। "মাননীয় গৌতম, অসাধ্য বিষয়ের প্রতি কি আপনি কোনো সত্যতা স্বীকার করেন?

"হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমি অসাধ্য বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করি। এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যুক, ভেদবাক্য ভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী হয় এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় কিন্তু, সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভৃতি দান করে থাকে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যদি হস্তীদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয় তবে সেখানেও সে অন্ন-পানীয়সহ মালা ও নানান অলংকার লাভ করে।

যেহেতু, ব্রাহ্মণ, সেই জন প্রাণীহত্যাকারী, চৌর্যকর্মী, ব্যভিচারী, মিথ্যুক, ভেদবাক্য ভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী এবং অভিধ্যালু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(পরদ্রব্য লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তাই তেমন পাপ কর্মফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর হস্তীদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, যেহেতু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভূতি দান করে থাকে তাই সে সেখানেও অন্ন-পানীয়সহ মালা ও নানান অলংকার লাভ করে।

এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যুক, ভেদবাক্য ভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী হয় এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, কিন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভূতি দান করে থাকে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যদি অশ্ব কিংবা গরু নয়তো কুকুরদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয় তবে সেখানেও সে অন্ন-পানীয়সহ মালা ও নানান অলংকার লাভ করে।

যেহেতু, ব্রাহ্মণ, সেই জন প্রাণীহত্যাকারী, চৌর্যকর্মী, ব্যভিচারী, মিথ্যুক, ভেদবাক্য ভাষী, কর্কশভাষী, বৃথালাপকারী এবং অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা), ব্যাপন্ন বা প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তাই তেমন পাপ কর্মফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অশ্ব কিংবা গরু নয়তো কুকুরদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, যেহেতু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভূতি দান করে থাকে তাই সে সেখানেও অন্ন-পানীয়সহ মালা ও নানান অলংকার লাভ করে।

৬। এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অধিকন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভূতি দান করে থাকে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যদি মনুষ্যদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয় তবে মনুষ্য ভূমিতেও সে মানবীয় পঞ্চকাম গুণ সম্পদ লাভ করে।

যেহেতু, ব্রাহ্মণ, সেই জন প্রাণীহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন তাই তেমন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্মফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনুষ্যদের উৎপন্ন হয়। এবং যেহেতু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভূতি দান করে থাকে তাই সে সেখানেও মানবীয় পঞ্চকামগুণ সম্পদ লাভ করে।

এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অধিকন্তু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভূতি দান করে থাকে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর যদি দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয় তবে দেব ভূমিতেও সে দিব্য পঞ্চকামগুণ সম্পদ লাভ করে।

যেহেতু, ব্রাহ্মণ, সেই জন প্রাণীহত্যা হতে বিরত, চৌর্যকর্ম হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হতেও বিরত এবং অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন তাই তেমন কর্মফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর দেবতাদের মনুষ্যদের উৎপন্ন হয়। এবং যেহেতু সে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অন্ন-পান, বস্ত্র, যান, মালা সুগন্ধি দ্রব্য, শয্যা, আবাস ও প্রদীপ প্রভূতি দান করে থাকে তাই সে সেখানেও দিব্য পঞ্চকামগুণ সম্পদ লাভ করে। অধিকন্তু, ব্রাহ্মণ, দায়কের দানও নিষ্ফলা হয় না।

৭। "আশ্চর্য মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত মানীয় গৌতম, এই ভেবে হলেও দান দেয়া উচিত, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করার উচিত যে 'সত্যিই দাতাও দান দিয়ে নিষ্ফল হন না।'"

"এরূপই ব্রাহ্মণ, দাতাও দান দিয়ে নিষ্ফলা হন না।"

"অতি অনুপম, অতি চমৎকার, মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথপ্রদর্শন কিংবা অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করলে যেমন চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পায়, ঠিক তদ্রুপ, মাননীয় গৌতম কর্তৃক বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত হল। আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিচ্ছি। মাননীয় গৌতম, আজ হতে আমায় শরনাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" একাদশ সূত্র।

জানুশ্রোণি বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৮) ৩. সাধুবর্গ

(ক) সাধু সুত্তং- সাধু সূত্র

১৭৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, সাধু ও অসাধু সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অসাধু কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অসাধু।

ভিক্ষুগণ, সাধু কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় সাধু।" প্রথম সূত্র

(খ) অরিয ধম্ম সুত্তং- আর্যধর্ম সূত্র

১৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, আর্য ও অনার্য সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনার্য কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অনার্য।

ভিক্ষুগণ, আর্য কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় আর্য।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) কুসল সুত্তং- কুশল সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮০.১। "হে ভিক্ষুগণ, কুশল ও অকুশল সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অকুশল কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অকুশল।

ভিক্ষুগণ, কুশল কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় কুশল।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) অত্থ সুত্তং- অর্থ বা মঙ্গল সূত্র

১৮১.১। "হে ভিক্ষুগণ, মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অমঙ্গল কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অমঙ্গল।

ভিক্ষুগণ, মঙ্গল কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় মঙ্গল।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) ধম্ম সুত্তং- ধর্ম সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অধর্ম।

ভিক্ষুগণ, ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় ধর্ম।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) আসব সুত্তং- আসব সূত্র

১৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, আসব ও অনাসব সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, আসব কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় আসব।

ভিক্ষুগণ, অনাসব কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় অনাসব।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) বজ্জ সুত্তং- বদ্য বা দূষণীয় সূত্র

১৮৪.৪। "হে ভিক্ষুগণ, বদ্য বা দূষণীয় ও অনবদ্য সম্বন্ধে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, বদ্য বা দূষণীয় কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় বদ্য বা দূষণীয়।

ভিক্ষুগণ, অনবদ্য কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় অনবদ্য।" সপ্তম সূত্র।

(জ) তপনীয় সুত্তং- অনুতাপযোগ্য সূত্র

১৮৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, অনুতাপ যোগ্য ও অনুতাপের অযোগ্য সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনুতাপ যোগ্য কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অনুতাপ যোগ্য।

ভিক্ষুগণ, অনুতাপের অযোগ্য কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় অনুতাপের অযোগ্য।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) আচযগামি সুত্তং- পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী সূত্র

১৮৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী ও পুনর্জন্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হেতু ধ্বংসকারী সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী।

ভিক্ষুগণ, পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী।" নবম সূত্র।

(ঞ) দুক্খুদ্রয সুত্তং- দুঃখের হেতুপ্রদ সূত্র

১৮৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম ও সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় দুঃখের হেতুপ্রদ ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় সুখের হেতুপ্রদায়ী ধর্ম।" দশম সূত্র।

(ট) বিপাক সুত্তং- বিপাক সূত্র

১৮৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ বিপাক ও সুখ বিপাক সম্বন্ধে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, দুঃখ বিপাক কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় দুঃখ বিপাক।

ভিক্ষুগণ, সুখ বিপাক কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় সুখ বিপাক।" একাদশ সূত্র।

সাধু বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত

(১৯) ৪. আর্যমার্গ বর্গ

(ক) অরিযমগ্গ সুত্তং- আর্যমার্গ সূত্র

১৮৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, আর্যমার্গ ও অনার্যমার্গ সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনার্যমার্গ কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অনার্যমার্গ।

ভিক্ষুগণ, আর্যমার্গ কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যমার্গ।" প্রথম সূত্র।

(খ) কন্‌হমগ্গ সুত্তং- কৃষ্ণমার্গ সূত্র

১৯০.১। "হে ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণমার্গ ও শুক্লমার্গ সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণমার্গ কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় কৃষ্ণমার্গ।

ভিক্ষুগণ, শুক্লমার্গ কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় শুক্লমার্গ।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) সদ্ধম্ম সুত্তং- সদ্ধর্ম সূত্র

১৯১.১। "হে ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম ও অসদ্ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অসদ্ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অসদ্ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সদ্ধর্ম।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) সুপ্পরিস ধম্ম সুত্তং- সৎপুরুষ ধর্ম সূত্র

১৯২.১। "হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ধর্ম ও অসৎপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অসৎপুরুষ ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় সৎপুরুষ ধর্ম।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) উপ্পাদেতব্ব ধর্ম সুত্তং- উৎপাদন যোগ্য ধর্ম সূত্র

১৯৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, উৎপাদনযোগ্য ধর্ম ও উৎপাদনের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, উৎপাদনের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় উৎপাদনের অযোগ্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, উৎপাদনযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপাদনযোগ্য ধর্ম।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) আসেবিতব্ব ধম্ম সুত্তং- সম্পাদনযোগ্য ধর্ম সূত্র

১৯৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, সম্পাদনযোগ্য ধর্ম ও সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় সম্পাদনের অযোগ্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, সম্পাদনযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় সম্পাদনযোগ্য ধর্ম।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) ভাবেতব্ব ধম্ম সুত্তং- ভাবিত করা উচিত ধর্ম সূত্র

১৯৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ভাবিতব্য ধর্ম ও অভাবিতব্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অভাবিতব্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অভাবিতব্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, ভাবিতব্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাবিতব্য ধর্ম।" সপ্তম সূত্র।

(জ) বহুলীকাতব্ব সুত্তং- বহুলীকৃতব্য সূত্র

১৯৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃতব্য ধর্ম ও অবহুলীকৃতব্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অবহুলীকৃতব্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অবহুলীকৃতব্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, বহুলীকৃতব্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় বহুলীকৃতব্য ধর্ম।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) অনুস্সরিতব্ব সুত্তং- অনুস্মরণ যোগ্য সূত্র

১৯৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণ যোগ্য ধর্ম ও অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় অনুস্মরণের অযোগ্য ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, অনুস্মরণ যোগ্য ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুস্মরণ যোগ্য ধর্ম।" নবম সূত্র।

(ঞ) সচ্ছিকাতব্ব সুত্তং- লাভ করা উচিত সূত্র

১৯৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, লাভ করা উচিত ধর্ম ও লাভ করা অনুচিত ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ধর্মদেশনা করব। তা শ্রবণ কর। উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সমবেত ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, লাভ করা অনুচিত ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য বলা, কর্কশ বা কটু কথা বলা, বৃথা বা সম্প্রলাপ করা, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টিকে বলা হয় লাভ করা অনুচিত ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, লাভ করা উচিত ধর্ম কাকে বলে?

প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরতি এবং অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যকদৃষ্টিকে ভিক্ষুগণ, বলা হয় লাভ করা উচিত ধর্ম।" দশম সূত্র।

আর্যমার্গ বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত

(২০) ৫. অপর পুদ্গল বর্গ

(ক-ঠ) নসেবিতব্বদি সুত্তানি- ভজনার অযোগ্য প্রভৃতি সূত্র

১৯৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগত পুদ্গল বা ব্যক্তি সেবার অযোগ্য। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ এই দশ বিষয়ে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার অযোগ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার যোগ্য। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সেবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোগ্য।" প্রথম সূত্র।

২০০.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগত পুদ্গল বা ব্যক্তি ভজনার অযোগ্য। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ এই দশ বিষয়ে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার অযোগ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার যোগ্য। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি ভজনার যোগ্য।" দ্বিতীয় সূত্র।

২০১.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের অযোগ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য।" তৃতীয় সূত্র।

২০২.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পূজনীয় নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পূজনীয় নয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি পূজনীয়। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি পূজনীয়।" চতুর্থ সূত্র।

২০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশংসার্হ নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশংসার্হ নয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রশংসার্হ। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রশংসার্হ।" পঞ্চম সূত্র।

২০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গৌরবের অযোগ্য। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গৌরবের অযোগ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি গৌরবের যোগ্য। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি গৌরবের যোগ্য।" ষষ্ঠ সূত্র।

২০৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অবাধ্য। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অবাধ্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবাধ্য। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবাধ্য।" সপ্তম সূত্র।

২০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো ক্ষেত্রে সফল হয় না। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি কোনো ক্ষেত্রে সফল হয় না।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সর্বত্রই সফল হয়। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সর্বত্রই সফল হয়।" অষ্টম সূত্র।

২০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিশুদ্ধ নয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ হয়। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ হয়।" নবম সূত্র।

২০৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মানকে পরাজিত করতে পারে না। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে পারে না।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি মানকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।" দশম সূত্র।

২০৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি প্রজ্ঞায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। " একাদশ সূত্র।

২১০.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, চুরি করে, মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার করে মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদবাক্য ভাষণ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, প্রদুষ্টমনা ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার গুণধর্মে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেয় না। সেই দশ কী কী যথা : যে প্রাণীহত্যা হতে বিরত, অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত হয়, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কর্কশ কথা ও বৃথা আলাপ হতে বিরত হয় এবং সে হয় অনভিধ্যালু, অপ্রদুষ্টমনা ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার গুণে সমন্নাগত ব্যক্তি বহু অপুণ্য জন্ম দেয় না।" দ্বাদশ সূত্র।

অপর পুদ্গল বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত

চতুর্থ পঞ্চাশক সমাপ্ত

(২১) ১. অপবিত্র কায় বর্গ

(ক) পঠম নিরযসগ্গ সুত্তং- প্রথম নরক-স্বর্গ সূত্র

২১১.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগত জন তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এবং এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যাকামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা[১] এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয়

---

[১]। **সপরিদন্ডা** – একজাতীয় স্ত্রীলোক যাদের সাথে জৈবিক সম্পর্কের দরুন পুরুষদের দন্ড বা শাস্তি পেতে হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনাকারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করেÍ'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,'

পুন কোনো কোনো জন মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন তার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণ ধর্মে গুণান্বিত ব্যক্তি তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, দন্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্ত দ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনঃ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক,'

পুন কোনো কোনো জন সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' এই দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত ব্যক্তি তার কর্মানুসারে স্বর্গে স্বর্গে আমোদিত হয়।" প্রথম সূত্র।

(খ) দুতিয নিরয সগ্গ সুত্তং- দ্বিতীয় নরক- স্বর্গ সূত্র

২১২.১। ... ... হুবহু পূর্বের সূত্রটির ন্যায় . . .

(গ) মাতুগাম সুত্তং- স্ত্রীজাতি সূত্র

২১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগতা একজন স্ত্রীলোক তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারীনি, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এবং এমন স্ত্রীলোক আছে যে মিথ্যাকামাচারীনি বা ব্যভিচারীনি হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষীনি হয় সে।

এবং কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনাকারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করেÍ'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,'

পুন কোনো কোনো স্ত্রীলোক মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারীনি হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত স্ত্রীলোক তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণ ধর্মে গুণান্বিত স্ত্রীলোক তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক রয়েছে যে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, দন্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পীনি হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে অদত্ত দ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন স্ত্রীলোক আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো স্ত্রীলোক আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো স্ত্রীলোক অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক,'

পুন কোনো কোনো স্ত্রীলোক সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারীনি হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' এই দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত স্ত্রীলোক তার কর্মানুসারে স্বর্গে স্বর্গে আমোদিত হয়।" তৃতীয় সূত্র

(ঘ) উপাসিকা সুত্তং- উপাসিকা সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগতা একজন উপাসিকা তার কর্মানুযায়ী নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারীনি, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এবং এমন উপাসিকা আছে যে মিথ্যাকামাচারীনি বা ব্যভিচারীনি হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষীনি হয় সে।

এবং কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনাকারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করেÍ'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,'

পুন কোনো কোনো উপাসিকা মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারীনি হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত উপাসিকা তার কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণ ধর্মে গুণান্বিত উপাসিকা তার কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা রয়েছে যে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, দন্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পীনি হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে অদত্ত দ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন উপাসিকা আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক,'

পুন কোনো কোনো উপাসিকা সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারীনি হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' এই দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত উপাসিকা তার কর্মানুসারে স্বর্গে স্বর্গে আমোদিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) বিসারদ সুত্তং- বিশারদ সূত্র

২১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি বিষয়ে সমন্নাগতা উপাসিকা অবিশারদ বা অদক্ষ হয়ে গৃহ বাস করে। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারীনি, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এবং এমন উপাসিকা আছে যে মিথ্যাকামাচারীনি বা ব্যভিচারীনি হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষীনি হয় সে।

এবং কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনাকারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করেÍ'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,'

পুন কোনো কোনো উপাসিকা মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারীনি হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ভিক্ষুগণ, এই দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত উপাসিকা অবিশারদ বা অদক্ষ হয়ে গৃহ বাস করে।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণ ধর্মে গুণান্বিত উপাসিকা বিশারদ বা দক্ষ হয়ে গৃহ বাস করে। সেই দশ কী কী?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা রয়েছে যে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, দন্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পীনি হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে অদত্ত দ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন উপাসিকা আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে বিরত হয়। যেকোনো পুরুষের সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো উপাসিকা আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো উপাসিকা অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আত্মসুখ লাভ করুক,'

পুন কোনো কোনো উপাসিকা সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারীনি হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' এই দশটি গুণধর্মে গুণান্বিত উপাসিকা বিশারদ বা দক্ষ হয়ে গৃহ বাস করে।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) সংসপ্পনীয সুত্তং- আবরণ উন্মোচনকরণ বা কর্মফল সম্বন্ধে বিচার সূত্র

২১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, কর্মফল সম্বন্ধীয় ধর্মপর্যায় তোমাদের দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "ভিক্ষুগণ, আবরণ উন্মোচনকরণ ধর্মপর্যায় কাকে বলে? যথা : ভিক্ষুগণ, কর্মই সত্ত্বগণের স্বকীয়, কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু ও কর্মই আশ্রয়, সত্ত্বগণ ভালোমন্দ যেরূপ কর্মই করুক না কেন তার উত্তরাধিকারীই হয়ে থাকে।

৩। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি নির্দয়ী। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৪। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৫। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাকামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা[১] এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির

---

[১]। **সপরিদন্ডা**—একজাতীয় স্ত্রীলোক যাদের সাথে জৈবিক সম্পর্কের দরুন পুরুষদের দন্ড বা শাস্তি পেতে হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৬। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৭। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৮। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষীনি হয় সে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

৯। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনাকারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১০। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করে‘অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।’ সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১১। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে ‘এই ব্যক্তিরা মরুক,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১২। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয়[1]'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে। তার কায়-বাক্য ও মনঘটিত কর্ম সবই বক্র বা অসৎ হয় এবং তার মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বক্র তার দুটি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : সে একান্তই দুঃখকর নরক নয়তো ভীত প্রজাতির তীর্যক কুলে উৎপন্ন হবে। ভিক্ষুগণ, সেই ভীতু প্রজাতির তীর্যককুল কীরূপ? যথা : সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী, নকুল, বিড়াল, ইদুর, পেঁচাসহ অন্য যেকোনো তীর্যক প্রাণী যারা মানুষদের দেখলে ভয়ে সংগোপনে পালিয়ে যায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

ভিক্ষুগণ, কর্মই সত্ত্বগণের স্বকীয়, কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু ও কর্মই আশ্রয়, সত্ত্বগণ ভালোমন্দ যেরূপ কর্মই করুক না কেন তার উত্তরাধিকারীই হয়ে থাকে।

১৩। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকে, দন্ড, শস্ত্র ত্যাগী, লজ্জী, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অদত্ত বস্তু ত্যাগ করে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা[১] এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৬। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত

---

[১]। **সপরিদন্ডা** – একজাতীয় স্ত্রীলোক যাদের সাথে জৈবিক সম্পর্কের দরুন পুরুষদের দন্ড বা শাস্তি পেতে হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৭। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৮। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ়্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

১৯। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে। সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ়্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

২০। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ়্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

২১। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক,' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ়্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

২২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয়I'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা বক্র বা অসাধুভাবে চলে না। তার কায়-বাক্য ও মনোঘটিত কর্ম ঋজু হয় এবং তা মৃত্যু ও পুনর্জন্মও ঋজু হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, যার মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঋজু তার দুটি গতি মধ্যে যেকোনো একটিই লাভ হয়ে থাকে; যথা : হয়তো সে একান্ত সুখকর স্বর্গে অভিরমিত হয় নয়তো যে সকল উচ্চ কুল যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অথবা আঢ়্য, মহাধনী, মহাভোগী, নানান স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত সম্পত্তি ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনো গৃহপতি মহাশালকুলে জন্ম লাভ করে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, প্রাণী হতে প্রাণীর পুনরোৎপত্তি হয়। যা করা হয় তদ্দরুণ পুনর্জন্মের সৃজন হয়। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে ইন্দ্রিয়স্পর্শসমূহ মনেতে রেখাপাত করে। তাই ভিক্ষুগণ, আমি বলি যে সত্ত্বগণ কর্মের উত্তরাধিকারী।

ভিক্ষুগণ, কর্মই সত্ত্বগণের স্বকীয়, কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু ও কর্মই আশ্রয়, সত্ত্বগণ ভালোমন্দ যেরূপ কর্মই করুক না কেন তার উত্তরাধিকারীই হয়ে থাকে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) পঠম সঞ্চেতনিক সুত্তং- প্রথম ইচ্ছাকৃত সূত্র

২১৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

২। ভিক্ষুগণ, তথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশল রয়েছে। অনুরূপ চতুর্বিধ বাচনিক অকুশল কর্ম ও ত্রিবিধ মানসিক অকুশল কর্ম বিদ্যমান।

৩। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশল কর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে প্রাণীহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি নির্দয়ী।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাকামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশল কর্ম।

৪। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী চতুর্বিধ অপবিত্র ও অহিতকর বাচনিক অকুশল কর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষীনি হয় সে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনাকারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী বাচনিক অকুশল কর্ম।

৫। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর মানসিক অকুশল কর্ম কী কী?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করেÍ'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয়Í'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।'

ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী মানসিক অকুশল কর্ম।

৬। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র ও অহিতকর ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনকর্মরূপ অকুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, যেমন ভিক্ষুগণ, অবিমিশ্রিত মনি ঊর্ধ্বে ছুড়ে মারলে তা যেখানেই পড়ুক না কেন তথায় সুপ্রতিষ্ঠিতভাবেই পড়ে, এরূপেই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র ও অহিতকর ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনকর্মরূপ অকুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

তাই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

৭। ভিক্ষুগণ, তথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়িক কুশল কর্ম সম্পত্তি রয়েছে, অনুরূপ চতুর্বিধ বাচনিক কুশল কর্ম সম্পত্তি ও ত্রিবিধ মানসিক কুশল কর্ম সম্পত্তি বিদ্যমান।

৮। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়িক কুশল কর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকে, দন্ড, শস্ত্র ত্যাগী, লজ্জী, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অদত্ত বস্তু ত্যাগ করে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী কায়িক কুশল কর্ম সম্পত্তি।

৯। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী চার প্রকার বাচনিক কুশল কর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী বাচনিক কুশল কর্ম সম্পত্তি।

১০। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ মানসিক কুশল কর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক,'

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয়Í'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।'

ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী মানসিক কুশল কর্ম সম্পত্তি।

১১। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনকর্মরূপ কুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, যেমন ভিক্ষুগণ, অবিমিশ্রিত মনি ঊর্ধ্বে ছুড়ে মারলে তা যেখানেই পড়ুক না কেন তথায় সুপ্রতিষ্ঠিতভাবেই পড়ে, এরূপেই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনকর্মরূপ কুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

তাই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।" সপ্তম সূত্র।

(জ) দুতিয সঞ্চেতনিক সুত্তং- দ্বিতীয় ইচ্ছাকৃত সূত্র

২১৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

২। ভিক্ষুগণ, তথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশল রয়েছে। অনুরূপ চতুর্বিধ বাচনিক অকুশল কর্ম ও ত্রিবিধ মানসিক অকুশল কর্ম বিদ্যমান।

৩। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশল কর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে প্রাণীহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি নির্দয়ী।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাকামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী অপবিত্র ও অহিতকর কায়িক অকুশল কর্ম।

৪। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী চতুর্বিধ অপবিত্র ও অহিতকর বাচনিক অকুশল কর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষীনি হয় সে।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনাকারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী বাচনিক অকুশল কর্ম।

৫। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী ত্রিবিধ অপবিত্র ও অহিতকর মানসিক অকুশল কর্ম কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করেÍ'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,'

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয়Í'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।'

ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী মানসিক অকুশল কর্ম।

৬। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র ও অহিতকর ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনকর্মরূপ অকুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয় হয়।

তাই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

৭। ভিক্ষুগণ, তথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়িক কুশল কর্ম সম্পত্তি রয়েছে, অনুরূপ চতুর্বিধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাচনিক কুশল কর্ম সম্পত্তি ও ত্রিবিধ মানসিক কুশল কর্ম সম্পত্তি বিদ্যমান।

৮। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়িক কুশল কর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন রয়েছে যে প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকে, দন্ড, শস্ত্র ত্যাগী, লজ্জী, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন অদত্ত বস্তু ত্যাগ করে অদত্তগ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী কায়িক কুশল কর্ম সম্পত্তি।

৯। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী চার প্রকার বাচনিক কুশল কর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়া, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে।

ভিক্ষুগণ, এই চারটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী বাচনিক কুশল কর্ম সম্পত্তি।

১০। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ মানসিক কুশল কর্ম সম্পত্তি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক,'

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো জন আছে যে সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয়I'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, এই তিনটিই হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী মানসিক কুশল কর্ম সম্পত্তি।

১১। ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী ত্রিবিধ কায়কর্ম, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মনকর্মরূপ কুশল করার কারণে সত্ত্বগণ কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

তাই ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) করজ কায সুত্তং- অপবিত্র কায় সূত্র

২১৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহ জীবনে উৎপন্ন হোক বা পর জীবনে হোক না কেন। ভিক্ষুগণ, সেরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব নয় বলে আমি প্রচার করি।

২। ভিক্ষুগণ, সেই অভিধ্যা ও ব্যাপাদহীন আর্যশ্রাবক এরূপে অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞানী ও মনোযোগী হয়ে মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা এক দিক বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সেরূপে দুইদিক, তিন ও চারদিকও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সে আরও ঊর্ধ্ব, অধঃ, তীর্যক, সর্বত্র, সকল অবস্থায়, সমগ্র জগৎকে, বিপুলভাবে, মহৎ ও অপ্রমাণরূপে অবৈর- অব্যাপাদ মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ব্যাপৃত করে অবস্থান করে।

সে এভাবে জানে যে পূর্বে আমার এই চিত্ত অল্পমাত্র ছিল এবং তা ছিল অভাবিত। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে এই চিত্ত অপ্রমাণ ও সুভাবিত। পরিমাণ করা যায় এমন যা কিছু কর্ম রয়েছে সেই শ্রেণীরূপে এই চিত্ত আর পরিগণিত হবে না এবং সেই শ্রেণীতে এই চিত্ত আর স্থিত নাই।

৩। তা কীরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, উঠতি বয়স হতে যদি কোনো বালক মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করে তবে তার দ্বারা কোনো পাপকর্ম সম্পাদিত হয় কী?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"না ভন্তে"

"পাপকর্ম না করার দরুন তাকে কি দুঃখ পেতে হয়?"

"না, ভন্তে, পাপ না করলে সে দুঃখ কোত্থেকে পাবে,"

"ভিক্ষুগণ, তাই এই মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি স্ত্রী-পুরুষ সকলের অনুশীলন করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ এই ভূত-দেহ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। মৃত্যুতে শুধুই চিত্ত গমন করে। সে এরূপ জানে যে 'আমার দ্বারা এই অপবিত্র দেহে পূর্ব সম্পাদিত পাপকর্ম সমস্ত ইহলোকেই অনুভবযোগ্য, তা আর অনুগামী হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত বা অনুশীলিত হলে তা এই শাসনভুক্ত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর অনাগামী লাভের পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু তার উত্তরোত্তর বিমুক্তি অনুপলব্ধ থেকে যায়।

৪। সেই অভিধ্যা ও ব্যাপাদহীন আর্যশ্রাবক এরূপে অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞানী ও মনোযোগী হয়ে করুণাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা এক দিক বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সেরূপে দুইদিক, তিন ও চারদিকও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সে আরও ঊর্ধ্ব, অধঃ, তীর্যক, সর্বত্র, সকল অবস্থায়, সমগ্র জগৎকে, বিপুলভাবে, মহৎ ও অপ্রমাণরূপে অবৈর-অব্যাপাদ করুণাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ব্যাপৃত করে অবস্থান করে।

সে এভাবে জানে যে পূর্বে আমার এই চিত্ত অল্পমাত্র ছিল এবং তা ছিল অভাবিত। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে এই চিত্ত অপ্রমাণ ও সুভাবিত। পরিমাণ করা যায় এমন যা কিছু কর্ম রয়েছে সেই শ্রেণীরূপে এই চিত্ত আর পরিগণিত হবে না এবং সেই শ্রেণীতে এই চিত্ত আর স্থিত নাই।

৫। তা কীরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, উঠতি বয়স হতে যদি কোনো বালক করুণাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করে তবে তার দ্বারা কোনো পাপকর্ম সম্পাদিত হয় কি?"

"না ভন্তে"

"পাপকর্ম না করার দরুন তাকে কি দুঃখ পেতে হয়?"

"না, ভন্তে, পাপ না করলে সে দুঃখ কোত্থেকে পাবে,"

"ভিক্ষুগণ, তাই এই করুণাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিও স্ত্রী-পুরুষ সকলের অনুশীলন করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ এই ভূত-দেহ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। মৃত্যুতে শুধুই চিত্ত গমন করে। সে এরূপ জানে যে 'আমার দ্বারা এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপবিত্র দেহে পূর্ব সম্পাদিত পাপকর্ম সমস্ত ইহলোকেই অনুভবযোগ্য, তা আর অনুগামী হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে করুণাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত বা অনুশীলিত হলে তা এই শাসনভুক্ত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর অনাগামী লাভের পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু তার উত্তরোত্তর বিমুক্তি অনুপলব্ধ থেকে যায়।

৬। সেই অভিধ্যা ও ব্যাপাদহীন আর্যশ্রাবক এরূপে অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞানী ও মনোযোগী হয়ে মুদিতাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা এক দিক বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সেরূপে দুইদিক, তিন ও চারদিকও মুদিতাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সে আরও ঊর্ধ্ব, অধঃ, তীর্যক, সর্বত্র, সকল অবস্থায়, সমগ্র জগৎকে, বিপুলভাবে, মহৎ ও অপ্রমাণরূপে অবৈর-অব্যাপাদ মুদিতাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ব্যাপৃত করে অবস্থান করে।

সে এভাবে জানে যে পূর্বে আমার এই চিত্ত অল্পমাত্র ছিল এবং তা ছিল অভাবিত। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে এই চিত্ত অপ্রমাণ ও সুভাবিত। পরিমাণ করা যায় এমন যা কিছু কর্ম রয়েছে সেই শ্রেণীরূপে এই চিত্ত আর পরিগণিত হবে না এবং সেই শ্রেণীতে এই চিত্ত আর স্থিত নাই।

৭। তা কীরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, উঠতি বয়স হতে যদি কোনো বালক মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করে তবে তার দ্বারা কোনো পাপকর্ম সম্পাদিত হয় কি?"

"না ভন্তে"

"পাপকর্ম না করার দরুন তাকে কি দুঃখ পেতে হয়?"

"না, ভন্তে, পাপ না করলে সে দুঃখ কোত্থেকে পাবে,"

"ভিক্ষুগণ, তাই এই মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিও স্ত্রী-পুরুষ সকলের অনুশীলন করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ এই ভূত-দেহ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। মৃত্যুতে শুধুই চিত্ত গমন করে। সে এরূপ জানে যে 'আমার দ্বারা এই অপবিত্র দেহে পূর্ব সম্পাদিত পাপকর্ম সমস্ত ইহলোকেই অনুভবযোগ্য, তা আর অনুগামী হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত বা অনুশীলিত হলে তা এই শাসনভুক্ত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর অনাগামী লাভের পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু তার উত্তরোত্তর বিমুক্তি অনুপলব্ধ থেকে যায়।

৮। সেই অভিধ্যা ও ব্যাপাদহীন আর্যশ্রাবক এরূপে অবিমূঢ়, সম্প্রজ্ঞানী ও মনোযোগী হয়ে উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা এক দিক বিস্তৃত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে অবস্থান করে। সেরূপে দুইদিক, তিন ও চারদিকও উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা বিস্তৃত করে অবস্থান করে। সে আরও ঊর্ধ্ব, অধঃ, তীর্যক, সর্বত্র, সকল অবস্থায়, সমগ্র জগৎকে, বিপুলভাবে, মহৎ ও অপ্রমাণরূপে অবৈর-অব্যাপাদ উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ব্যাপৃত করে অবস্থান করে।

সে এভাবে জানে যে পূর্বে আমার এই চিত্ত অল্পমাত্র ছিল এবং তা ছিল অভাবিত। কিন্তু বর্তমানে আমার মধ্যে এই চিত্ত অপ্রমাণ ও সুভাবিত। পরিমাণ করা যায় এমন যা কিছু কর্ম রয়েছে সেই শ্রেণীরূপে এই চিত্ত আর পরিগণিত হবে না এবং সেই শ্রেণীতে এই চিত্ত আর স্থিত নাই।

৯। তা কীরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, উঠতি বয়স হতে যদি কোনো বালক উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি অনুশীলন করে তবে তার দ্বারা কোনো পাপকর্ম সম্পাদিত হয় কি?"

"না ভন্তে"

"পাপকর্ম না করার দরুন তাকে কি দুঃখ পেতে হয়?"

"না, ভন্তে, পাপ না করলে সে দুঃখ কোত্থেকে পাবে,"

"ভিক্ষুগণ, তাই এই উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিও স্ত্রী-পুরুষ সকলের অনুশীলন করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ এই ভূত-দেহ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। মৃত্যুতে শুধুই চিত্ত গমন করে। সে এরূপ জানে যে 'আমার দ্বারা এই অপবিত্র দেহে পূর্ব সম্পাদিত পাপকর্ম সমস্ত ইহলোকেই অনুভবযোগ্য, তা আর অনুগামী হবে না।' ভিক্ষুগণ, এরূপে উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত বা অনুশীলিত হলে তা এই শাসনভুক্ত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর অনাগামী লাভের পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু তার উত্তরোত্তর বিমুক্তি অনুপলব্ধ থেকে যায়। নবম সূত্র।

(ঞ) অধম্মচরিযা সুত্তং- অধর্মচর্যা সূত্র

২২০.১। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতি আলাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "মাননীয় গৌতম, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে ব্রাহ্মণ, অধর্মচর্যার ন্যায় বিসমচর্যার দরুন এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।"

"মাননীয় গৌতম, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়?"

"ব্রাহ্মণ, ধর্মচর্যার ন্যায় সমচর্যার দরুন এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

৩। "আমি মাননীয় গৌতমের এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তৃতার্থ জ্ঞাত নই। সত্যিই তা উত্তম হয় যদি মাননীয় গৌতম সেরূপ ধর্মদেশনা করেন যাতে আমি মাননীয় গৌতম কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত হতে পারি।"

"তবে ব্রাহ্মণ, শুনুন, মনোযোগ দিয়ে। আমি বলছি সে কথা।"

"তাই হোক," বলে সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৪। "ব্রাহ্মণ, কায়িক ত্রিবিধ অধর্মচর্যা রয়েছে। আরও আছে চার প্রকার বাচনিক অধর্মচর্যা এবং তিন প্রকার মানসিক অধর্মচর্যা।

ব্রাহ্মণ, কায়িক ত্রিবিধ অধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণীহত্যাকারী, লোভী, রক্তহস্ত, হত্যাযজ্ঞে রত এবং সকল প্রাণীদের প্রতি দয়াহীন।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলেও চৌর্য মনে গ্রহণ করে।

এবং এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যাকামাচারী বা ব্যভিচারী হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এরূপেই ব্রাহ্মণ, কায়িক অধর্মচর্যা তিন প্রকার।

৫। ব্রাহ্মণ, চার প্রকার বাচনিক অধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যা ভাষণ করে। সভা কিংবা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি না' বলে এমনকি অদেখা বিষয় 'দেখেছি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখিনি' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষ গ্রহণ করে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ভাষণ করে। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয়। এভাবে সে একতা বিনষ্ট করে, সেই বিবাদপন্নদের আরও উসকিয়ে দেয়। সে দলবিভাগে স্বস্তি পায়, মতভেদপ্রিয় হয়, মতভেদ সৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করে এবং ভেদমূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে থাকে। যেরূপ বাক্য রূঢ়, কর্কশ, অপরের নিকট শ্রুতিকটু, অপরের নিন্দামূলক, ক্রোধদ্দীপক এবং মনের বিক্ষিপ্তভাব আনয়ন করে সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ করে। কারণ বহির্ভূত বাক্য বলে, মিথ্যা ও অনর্থমূলক বাক্য ভাষণ করে। সে অধর্মত ও বিনয় বহির্ভূত বাক্য এবং মূল্যহীন বাক্য বলে। সে অসময়ে বিনাকারণে বহু অমঙ্গলপ্রদ বাক্য ভাষণ করে থাকে। ব্রাহ্মণ, এরূপে চার প্রকার বাচনিক অধর্মচর্যা রয়েছে।

৬। ব্রাহ্মণ, তিন প্রকার মানসিক অধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, চুন্দ, কোনো কোনো জন অভিধ্যালু (পরদ্রব্য লোলুপতা) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অভিধ্যা পোষণ করেÍ'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো!'

সে ব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং প্রদুষ্ট মনে ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা মরুক, বধ হোক, ধ্বংস হোক, বিনাশ প্রাপ্ত হোক, এদের অস্তিত্ব লোপ পাক,'

পুন কোনো কোনো জন মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে ও এরূপ বিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান নাই, কোনো যজ্ঞও নাই, আবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোনোরূপ আহুতিও নাই, ভালো-মন্দ কর্মের ফলও নাই, এই জগৎও নাই আবার পর লোকও নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, নাই কোনো উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান নাই যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ব্রাহ্মণ, এরূপে তিন প্রকার মানসিক অধর্মচর্যা রয়েছে।

ব্রাহ্মণ, এই অধর্মচর্যার ন্যায় বিসমচর্যার দরুন এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

৮। ব্রাহ্মণ, কায়িক ত্রিবিধ ধর্মচর্যা রয়েছে, আরও আছে চার প্রকার বাচনিক ধর্মচর্যা এবং তিন প্রকার মানসিক ধর্মচর্যা।

ব্রাহ্মণ, কায়িক ত্রিবিধ ধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো ব্যক্তি রয়েছে যে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, দন্ড-শস্ত্রহীন, লজ্জাবোধসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল প্রাণীদের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে অদত্ত দ্রব্য ত্যাগ করে ও তা গ্রহণ হতে বিরত হয়। গ্রাম বা অরণ্যে স্থিত অপরের সম্পত্তি তাকে দেয়া না হলে চৌর্য মনে তা গ্রহণ করে না।

এবং এমন ব্যক্তি আছে যে মিথ্যাকামাচার ত্যাগ করে কামাচার হতে বিরত হয়। মাতা রক্ষিতা, বা পিতারক্ষিতা কন্যা অথবা মাতা-পিতা রক্ষিতা, ভ্রাতা রক্ষিতা, ভগ্নি কর্তৃক রক্ষিতা, জ্ঞাতি কিংবা গোত্র কর্তৃক রক্ষিতা, অথবা ধর্মরক্ষিতা, বিবাহিতা, সপরিদণ্ডা এবং অন্তত পুষ্পমালা পরিহিতা (বাগদত্তা) যেকোনো স্ত্রী জাতির সাথে সে অবৈধ্য কায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে না। এরূপেই ব্রাহ্মণ, কায়িক ধর্মচর্যা তিন প্রকার।

৯। ব্রাহ্মণ, চার প্রকার বাচনিক ধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন আছে যে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ করা হতে বিরত হয়। সভা কিংবা পরিষদ, অথবা জ্ঞাতিদের সম্মুখে নয়তো সমবায় সংঘ এমনকি রাজকুলে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে যদি তাকে এরূপ বলে হাজির করানো হয় যে 'আসুন, মহাশয়, যা জানেন তা বলুন।' তবে সে অজানা বিষয়কে 'জানি না' এবং জ্ঞাত বিষয়কে 'জানি' বলে এবং অদেখা বিষয় 'দেখিনি' এবং দৃষ্ট ঘটনা 'আমি দেখেছি' বলে সঠিক সাক্ষ্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেয়। এরূপে নিজ কিংবা অপরের কারণে অথবা ঘুষের কারণে জেনে শুনে মিথ্যা ভাষণ করে না।

কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে ভেদবাক্য ত্যাগ করে ভেদবাক্য বলা হতে বিরত হয়। এর সাথে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নিকট শুনে অন্যকে বলে দেয় না এবং অন্যের সাথে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেই অন্যের নিকট হতেই শ্রুত বিষয় একে বলে দেয় না। এভাবে সে একতা সৃষ্টি করে, সেই বিবাদপন্নদের বিবাদ মিটায়। সে একতাকরণে স্বস্তি পায়, একতাপ্রিয় হয়, একীভাব করণে আনন্দ লাভ করে এবং একতামূলক বাক্য ভাষণ করে।

পুনঃ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে কর্কশ বাক্য ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ভাষণ করা হতে বিরত থাকে। যেরূপ বাক্য ত্রুটিহীন, শ্রুতিমধুর, প্রেমোদ্দীপক, হৃদয়স্পর্শী, ভদ্র, জননন্দিত এবং অপরের মনোপুত সেরূপ বাক্যভাষী হয় সে।

এবং কোনো কোনো ব্যক্তি আছে যে বৃথালাপ ত্যাগ করে বৃথালাপ হতে বিরত হয়। সে কালবাদী, সত্যবাদী, মঙ্গলপ্রদ বাক্যভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হয়। সে যথাসময়ে ধর্মত ও বিনয় সম্মত বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলে। ব্রাহ্মণ, এরূপে চার প্রকার বাচনিক ধর্মচর্যা রয়েছে।

১০। ব্রাহ্মণ, তিন প্রকার মানসিক ধর্মচর্যা কী কী? যথা : এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো জন অনভিধ্যালু (পরদ্রব্যে নির্লোভী) হয়। অপরের ধন-সম্পত্তিতে সে এরূপে অনভিধ্যা পোষণ করে না যে 'অহো, এই অন্যের সম্পত্তি যদি আমার হতো।'

সে অব্যাপন্ন চিত্ত পোষণ করে এবং অপ্রদুষ্ট মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে যে 'এই ব্যক্তিরা শত্রুহীন হোক, বিপদহীন ও অন্তরায়হীন হয়ে আত্মসুখ লাভ করুক,'

পুন কোনো কোনো জন সম্যকদৃষ্টি পোষণ করে ও এরূপ অবিপরীত দর্শনকারী হয় যে 'দান বিদ্যমান, যজ্ঞও বিদ্যমান, আবার কোনোরূপ আহুতিও বিদ্যমান, ভালো-মন্দ কর্মের ফল আছে, এই জগৎও আবার পর লোকও রয়েছে, মাতা আছেন, পিতা আছেন, আরও আছে উপপাতিক সত্ত্ব। পূণাঙ্গ ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে বিদ্যমান যারা ইহ-পর লোক স্বয়ং অভিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রচার করে থাকেন।' ব্রাহ্মণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপে তিন প্রকার মানসিক ধর্মচর্যা রয়েছে।

"ব্রাহ্মণ, এই ধর্মচর্যার ন্যায় সমচর্যার দরুন এক্ষেত্রে কোনো কোনো সত্ত্ব কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" দশম সূত্র।

অপবিত্র কায়বর্গ সমাপ্ত।

(২২) ২. শ্রামণ্য বর্গ

২২১.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই দশ কী কী? যথা :

সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, মিথ্যাবাক্য বলে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, কর্কশভাষী হয়, বৃথালাপ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই দশ কী কী? যথা :

সে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাক্য বলে না, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে না, কর্কশভাষী হয় না, বৃথালাপ করে না এবং সে হয় অনভিধ্যালু, মৈত্রীপরায়ণ ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।" প্রথম সূত্র।

২২২.১। "হে ভিক্ষুগণ, বিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে ও অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে এবং অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে ও অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে এবং অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে কর্কশভাষী হয় ও অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ করে ও অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং সে নিজে অভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২। ভিক্ষুগণ, বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই বিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয় ও অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না ও অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয় ও অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে এবং অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে মিষ্টভাষী হয় ও অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয় ও অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং সে নিজে অনভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

২২৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ত্রিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায় এবং প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায় এবং অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যাকামাচারকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে। সে নিজে কর্কশভাষী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায় এবং কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অভিধ্যা-কে অনুমোদন করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২। ভিক্ষুগণ, ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই ত্রিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায় এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায় এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায় এবং মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্যকদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমোদিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

২২৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, চল্লিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই চল্লিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে, অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায়, প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করে এবং প্রাণীহত্যার গুণকীর্তন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে এবং অদত্ত দ্রব্য গ্রহণের গুণকীর্তন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যাকামাচারকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাকামাচারের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা ভাষণের প্রশংসা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে এবং ভেদবাক্যের প্রশংসা করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে এবং কর্কশ ভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে, বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণের প্রশংসা করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অভিধ্যা-কে অনুমোদন করে এবং অভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতার প্রশংসা করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা মিথ্যাদৃষ্টির প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন কর্মানুসারে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

২। ভিক্ষুগণ, চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়। সেই চল্লিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, প্রাণীহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে এবং মিষ্টভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে, বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতির প্রশংসা করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অনভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতার গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, সম্যকদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং সম্যকদৃষ্টি পোষণের প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন কর্মানুসারে স্বর্গে আমোদিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

২২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, মিথ্যাবাক্য বলে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, কর্কশভাষী হয়, বৃথালাপ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না। সেই দশ কী কী? যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাক্য বলে না, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে না, কর্কশভাষী হয় না, বৃথালাপ করে না এবং সে হয় অনভিধ্যালু, মৈত্রীপরায়ণ ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না।" পঞ্চম সূত্র।

২২৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, বিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে। সেই বিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে ও অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে এবং অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে ও অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে এবং অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে কর্কশভাষী হয় ও অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ করে ও অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং সে নিজে অভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।

২। ভিক্ষুগণ, বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না। সেই বিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয় ও অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না ও অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয় ও অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে এবং অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে মিষ্টভাষী হয় ও অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয় ও অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং সে নিজে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না।" ষষ্ঠ সূত্র।

২২৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে। সেই ত্রিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায় এবং প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায় এবং অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যাকামাচারকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায় এবং কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অভিধ্যা-কে অনুমোদন করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।

২। ভিক্ষুগণ, ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না। সেই ত্রিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায় এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায় এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায় এবং মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্যকদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।" সপ্তম সূত্র।

২২৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, চল্লিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে। সেই চল্লিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে, অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায়, প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করে এবং প্রাণীহত্যার গুণকীর্তন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে এবং অদত্ত দ্রব্য গ্রহণের গুণকীর্তন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যাকামাচারকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাকামাচারের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা ভাষণের প্রশংসা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে এবং ভেদবাক্যের প্রশংসা করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে এবং কর্কশ ভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে, বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণের প্রশংসা করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অভিধ্যা-কে অনুমোদন করে এবং অভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতার প্রশংসা করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা মিথ্যাদৃষ্টির প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে।

২। ভিক্ষুগণ, চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না। সেই চল্লিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, প্রাণীহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে এবং মিষ্টভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে, বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতির প্রশংসা করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অনভিধ্যার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রশংসা করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতার গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, সম্যকদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং সম্যকদৃষ্টি পোষণের প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করে রাখে না।" অষ্টম সূত্র।

২২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, মিথ্যাবাক্য বলে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, কর্কশভাষী হয়, বৃথালাপ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সেই দশ কী কী? যথা :

সে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাক্য বলে না, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে না, কর্কশভাষী হয় না, বৃথালাপ করে না এবং সে হয় অনভিধ্যালু, মৈত্রীপরায়ণ ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" নবম সূত্র।

২৩০.১। "হে ভিক্ষুগণ, বিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সেই বিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে ও অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে এবং অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে ও অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে এবং অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে কর্কশভাষী হয় ও অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ করে ও অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং সে নিজে অভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

২। ভিক্ষুগণ, বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সেই বিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয় ও অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না ও অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয় ও অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে এবং অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে মিষ্টভাষী হয় ও অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয় ও অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং সে নিজে অনভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" দশম সূত্র।

২৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সেই ত্রিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায় এবং প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায় এবং অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যাকামাচারকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায় এবং কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অভিধ্যা-কে অনুমোদন করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

২। ভিক্ষুগণ, ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সেই ত্রিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায় এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায় এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায় এবং মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্য প্ররোচিত করে এবং অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্যকদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" একাদশ সূত্র।

২৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ, চল্লিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। সেই চল্লিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে, অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায়, প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করে এবং প্রাণীহত্যার গুণকীর্তন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে এবং অদত্ত দ্রব্য গ্রহণের গুণকীর্তন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যাকামাচারকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাকামাচারের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা ভাষণের প্রশংসা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে এবং ভেদবাক্যের প্রশংসা করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে এবং কর্কশ ভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে, বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণের প্রশংসা করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অভিধ্যা-কে অনুমোদন করে এবং অভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতার প্রশংসা করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা মিথ্যাদৃষ্টির প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হয়।

২। ভিক্ষুগণ, চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সেই চল্লিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, প্রাণীহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে এবং মিষ্টভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে, বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতির প্রশংসা করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অনভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতার গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, সম্যকদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং সম্যকদৃষ্টি পোষণের প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ কোনো কোনো জন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

২৩৩। "হে ভিক্ষুগণ, দশ প্রকার খারাপ গুণে সমন্নাগত জন বাল বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য। সেই দশ কী কী? যথা : সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, মিথ্যাবাক্য বলে, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, কর্কশভাষী হয়, বৃথালাপ করে এবং সে হয় অভিধ্যালু, ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন বাল বা মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য।

২। ভিক্ষুগণ, দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। সেই দশ কী কী? যথা :

সে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাক্য বলে না, ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে না, কর্কশভাষী হয় না, বৃথালাপ করে না এবং সে হয় অনভিধ্যালু, মৈত্রীপরায়ণ ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এই দশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য।" ত্রয়োদশ সূত্র।

২৩৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, বিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য। সেই বিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে ও অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে এবং অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে ও অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে এবং অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে কর্কশভাষী হয় ও অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ করে ও অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং সে নিজে অভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য।

২। ভিক্ষুগণ, বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। সেই বিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয় ও অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না এবং অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয় ও অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে এবং অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে নিজে মিষ্টভাষী হয় ও অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয় ও অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং সে নিজে অনভিধ্যালু হয় ও অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয় এবং অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। ভিক্ষুগণ, এই বিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য।" চতুর্দশ সূত্র।

২৩৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য। সেই ত্রিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে ও অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায় এবং প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায় এবং অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যাকামাচারকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায় এবং কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে এবং বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অভিধ্যা-কে অনুমোদন করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞাতব্য।

২। ভিক্ষুগণ, ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। সেই ত্রিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায় এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায় এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয় এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায় এবং মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এবং অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে। সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্যকদৃষ্টিকে অনুমোদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য।" পঞ্চদশ সূত্র।

২৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, চল্লিশ প্রকার খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য। সেই চল্লিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা করে, অন্যকে প্রাণীহত্যাতে প্ররোচিত করায়, প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করে এবং প্রাণীহত্যার গুণকীর্তন করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করায়, অদত্তগ্রহণকে অনুমোদন করে এবং অদত্ত দ্রব্য গ্রহণের গুণকীর্তন করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে, অপরকেও তাতে উদ্বুদ্ধ করায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাকামাচারকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাকামাচারের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলে, অন্যকে মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়, মিথ্যা ভাষণকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা ভাষণের প্রশংসা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ করে, অপরকে ভেদবাক্য বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদবাক্যকে অনুমোদন করে এবং ভেদবাক্যের প্রশংসা করে। সে নিজে কর্কশভাষী হয়, অন্যকে কর্কশ ভাষণে প্ররোচিত করায়, কর্কশ বাক্যকে অনুমোদন করে এবং কর্কশ ভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ করে, অন্যকে বৃথাবাক্য বলানোর চেষ্টা করে, বৃথাবাক্য অনুমোদনও করে এবং বৃথাবাক্য ভাষণের প্রশংসা করে। সে নিজে অভিধ্যালু হয়, অপরকেও অভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অভিধ্যা-কে অনুমোদন করে এবং অভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং ব্যাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে বিদ্বেষী হতে প্ররোচিত করে, বিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং বিদ্বেষপরায়ণতার প্রশংসা করে। সে নিজে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও মিথ্যাদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যা মিথ্যাদৃষ্টির প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি খারাপ বিষয়ে সমন্নাগত জন মূর্খ বলে জ্ঞাতব্য।

২। ভিক্ষুগণ, চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য। সেই চল্লিশ কী কী? যথা :

সে স্বয়ং প্রাণীহত্যা হতে বিরত হয়, অন্যকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করায়, প্রাণীহত্যা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং প্রাণীহত্যা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং অদত্ত দ্রব্য হরণ করে না, অন্যকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার জন্য প্ররোচিত করায়, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং অদত্তদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত থাকে না, অপরকেও তা না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায়, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাকামাচার হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে স্বয়ং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত হয়, অন্যকে মিথ্যা বলা ত্যাগের পরামর্শ দেয়, মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। স্বয়ং সে ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকে, অপরকে ভেদবাক্য না বলার জন্য অনুপ্রাণিত করে, ভেদপূর্ণ বাক্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাষণ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং ভেদপূর্ণ বাক্য ভাষণ হতে বিরতির গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে মিষ্টভাষী হয়, অন্যকে মিষ্টভাষণে প্ররোচিত করায়, মিষ্টভাষণ-কে অনুমোদন করে এবং মিষ্টভাষণের প্রশংসা করে। সে স্বয়ং বৃথালাপ হতে বিরত হয়, অন্যকে বৃথাবাক্য ত্যাগের চেষ্টা করে, বৃথালাপ হতে বিরতিকে অনুমোদন করে এবং বৃথালাপ হতে বিরতির প্রশংসা করে। সে নিজে অনভিধ্যালু হয়, অপরকেও অনভিধ্যালু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, অনভিধ্যাকে অনুমোদন করে এবং অনভিধ্যার প্রশংসা করে। স্বয়ং অব্যাপন্ন বা অবিদ্বেষপরায়ণ হয়, অন্যকে তাতে প্ররোচিত করে, অবিদ্বেষপরায়ণতাকে অনুমোদন করে এবং অবিদ্বেষপরায়ণতার গুণ বর্ণনা করে। সে নিজে সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, অন্যকেও সম্যকদৃষ্টি পোষণে উদ্বুদ্ধ করে, সম্যকদৃষ্টিকে অনুমোদন করে এবং সম্যকদৃষ্টি পোষণের প্রশংসা করে। ভিক্ষুগণ, এই চল্লিশটি গুণধর্মে সুসমৃদ্ধ জন পণ্ডিত বলে জ্ঞাতব্য।" ষষ্ঠদশ সূত্র।

শ্রামণ্য বর্গ সমাপ্ত।

২৩. রাগপেয্যাল ইত্যাদি

২৩৭। "হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা ও নিরোধসংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

২৩৮। "হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অস্থি সংজ্ঞা, পুলবক সংজ্ঞা[১], বিনীলক সংজ্ঞা (মৃত দেহের ঈষৎ নীল রঙ্গাবস্থা),

---

[১]। আমক শ্মশানে পরিত্যক্ত শবদেহ পচে গেলে তাতে ক্রিমিকীট উৎপন্ন হয়ে যখন পচা শবদেহ ভক্ষণ করতে থাকে সেই সময়ে অশুভ ভাবনাকারী যোগী শবদেহের পরিবর্তে 'ক্রিমিকীটের দ্বারা ভক্ষিত হচ্ছে' বলে ভাবনায় বা ধ্যানে মনোনিবেশ করে থাকেন। একেই 'পুলবক সংজ্ঞা' বলা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিপুব্বক সংজ্ঞা (পূযযুক্ত মৃতদেহ), বিচ্ছিদ্দক সংজ্ঞা (মৃতদেহের ছিদ্রবিচ্ছিদ্র অবস্থা) ও ঊর্ধ্বমাতক (স্ফীত হয়েছে এরূপ মৃতদেহ) সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

২৩৯। "হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্ট, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির অভিজ্ঞান লাভের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

২৪০-২৬৬। "হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা ও নিরোধসংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অস্থি সংজ্ঞা, পুলবক সংজ্ঞা, বিনীলক সংজ্ঞা (মৃত দেহের ঈষৎ নীল রঙ্গাবস্থা), বিপুব্বক সংজ্ঞা (পূযযুক্ত মৃতদেহ), বিচ্ছিদ্দক সংজ্ঞা (মৃতদেহের ছিদ্রবিচ্ছিদ্র অবস্থা) ও ঊর্ধ্বমাতক (স্ফীত হয়েছে এরূপ মৃতদেহ) সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্ট, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, রাগ বা আসক্তির রাগ বা আসক্তির পরিজ্ঞান লাভের জন্য, আসক্তির পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, রাগাসক্তির ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং আসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

২৬৭-৭৪৬। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : অশুভসংজ্ঞা, মরণসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অনিত্যসংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা ও নিরোধসংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা, অস্থি সংজ্ঞা, পুলবক সংজ্ঞা, বিনীলক সংজ্ঞা (মৃত দেহের ঈষৎ নীল রঙ্গাবস্থা), বিপুব্বক সংজ্ঞা (পূযযুক্ত মৃতদেহ), বিচ্ছিদ্দক সংজ্ঞা (মৃতদেহের ছিদ্রবিচ্ছিদ্র অবস্থা) ও ঊর্ধ্বমাতক (স্ফীত হয়েছে এরূপ মৃতদেহ) সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত। সেই দশ কী কী? যথা : সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্ট, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং প্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, নিরোধ, ত্যাগ, পরিত্যাগের জন্য এই দশটি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।"

রাগ ইত্যাদি সমাপ্ত

অঙ্গুত্তর নিকায় দশম নিপাত সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অঙ্গুত্তর-নিকায়

একাদশ নিপাত

(১) নিশ্রয় বর্গ

(ক) কিমত্থিয সুত্তং- কী উদ্দেশ্য সূত্র

১.১। আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সকাশে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কুশলশীল পালনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"হে আনন্দ, কুশলশীল পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীনতা এবং ইহাই কুশলশীল পালনের সুফল বা আনিশংস।"

"ভন্তে, অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমানন্দ লাভ করা এবং পরমানন্দই অনুতাপহীনতার সুফল।"

"ভন্তে, পরমানন্দ লাভের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, পরমানন্দ লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রীতি এবং প্রীতিই পরমানন্দের সুফল।"

"ভন্তে, প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি অর্জন করা এবং প্রশান্তিই প্রীতির সুফল।"

"ভন্তে, প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ উপলব্ধি করা এবং সুখই প্রশান্তি অর্জনের ফল।"

"ভন্তে, সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাধি অর্জন করা এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমাধিই সুখোপলব্ধির ফল।"

"ভন্তে, সমাধি অর্জন করার উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়া এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়াই সমাধি অর্জনের ফল।"

"ভন্তে; যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ; যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বেদ অর্জন এবং নির্বেদই যথাভূত জ্ঞানদর্শনের আনিশংস বা সুফল।"

"ভন্তে, নির্বেদ অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, নির্বেদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাগভাব অর্জন এবং বিরাগই নির্বেদ অর্জনের আনিশংস বা সুফল।"

"ভন্তে, বিরাগ অর্জনের উদ্দেশ্য কী? তার সুফলই বা কী?"

"আনন্দ, বিরাগভাবের উদ্দেশ্য হল বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হওয়া এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই বিরাগভাব প্রাপ্তির আনিশংস বা সুফল।"

২। এরূপেই আনন্দ, কুশল শীলাদি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীন হওয়া এবং অনুতাপহীনতাই কুশল শীলাদি পালনের আনিশংস বা সুফল। অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমানন্দিত হওয়া এবং পরমানন্দই অনুতাপহীনতার সুফল। পরমানন্দিত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রীতি লাভ করা এবং প্রীতি অর্জনই হচ্ছে পরমানন্দের সুফল। প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশান্তি অর্জন এবং প্রশান্তিই প্রীতির সুফল। প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখোপলব্ধি হওয়া এবং সুখই প্রশান্তির আনিশংস বা সুফল। সুখোপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাধি অর্জন এবং সমাধিই সুখের আনিশংস। সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন এবং যথাভূত জ্ঞানদর্শনই সমাধির সুফল। যথাভূত জ্ঞানদর্শন হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বেদ এবং নির্বেদই যথাভূত জ্ঞানদর্শনের সুফল। নির্বেদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাগভাব প্রাপ্তি এবং বিরাগই নির্বেদের সুফল। বিরাগী হওয়ার উদ্দেশ্য হল বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনই বিরাগের আনিশংস। এরূপে আনন্দ, কুশল শীলাদির পালন অনুক্রমে শ্রেষ্ঠে বা অর্হত্ত্বে উপনীত হয়।" প্রথম সূত্র।

(খ) চেতনা করণীয সুত্তং- চেতনা করণীয় সূত্র

২.১। "হে ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুচিত; যথা : 'আমার মধ্যে অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হোক।' ভিক্ষুগণ, তার কারণ শীলবান, শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর অনুতাপ উৎপন্ন না হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, অনুতাপহীন ভিক্ষুর এমন চৈতন্য অনুচিত; যথা : 'আমার মধ্যে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, অনুতাপহীন ভিক্ষুর নিকট পরমানন্দভাব উৎপন্ন হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, প্রমোদিত (পরমানন্দিত) ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট প্রীতি উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, প্রমোদিত ভিক্ষুর নিকট প্রীতি উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, প্রীত ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার কায় প্রশান্ত হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, প্রীত ভিক্ষুর কায় প্রশান্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, প্রশান্ত কায়া ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট সুখ অনুভূত হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, প্রশান্ত কায়া ভিক্ষুর সুখোপলব্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, সুখী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার চিত্ত সমাধিস্থ হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ বা একাগ্র হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, সমাধিস্থ ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমি যাতে যথাভূত বিষয় জানতে ও দেখতে পারি।' তার কারণ ভিক্ষুগণ, সমাধিস্থ ভিক্ষু যথাভূত বিষয় জানে ও দেখে, ইহাই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ; যথাভূত বিষয় জ্ঞাত ও দর্শনকারী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট নির্বেদজ্ঞান উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ; যথাভূত বিষয় জ্ঞাত ও দর্শনকারী ভিক্ষুর নিকট নির্বেদজ্ঞান উৎপন্ন হওয়াই ধর্মতাসিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, নির্বেদলাভী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট বিরাগভাব উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, নির্বেদলাভী ভিক্ষুর নিকট বিরাগভাব উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিক্ষুগণ, বিরাগী ভিক্ষুর এরূপ চিন্তা করা অনুচিত; যথা : 'আমার নিকট বিমুক্তি জ্ঞান উৎপন্ন হোক।' কেননা, ভিক্ষুগণ, বিরাগী ভিক্ষুর নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিমুক্তি জ্ঞানোদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

২। ভিক্ষুগণ, বিরাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন লাভ করা এবং বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হল বিরাগের আনিশংস। নির্বেদ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাগভাব অর্জন করা এবং বিরাগ হল নির্বেদের আনিশংস। যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরাগভাব প্রাপ্ত হওয়া যথাভূত জ্ঞানদর্শনের সুফল হচ্ছে বিরাগ। সমাধি অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাভূত জ্ঞানদর্শন এবং তার সুফলও তাই। সুখের উদ্দেশ্য ও আনিশংস হচ্ছে সমাধিস্থ হওয়া; প্রশান্তির উদ্দেশ্য ও আনিশংস হচ্ছে সুখ। প্রীতি লাভের উদ্দেশ্য এবং তার সুফলও হচ্ছে প্রশান্তি। পরমানন্দিত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং তার সুফল হচ্ছে প্রীতি। অনুতাপহীন হওয়ার উদ্দেশ্য এবং আসিশংস হচ্ছে পরমানন্দ লাভ করা। এবং কুশল শীলাদি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপহীন হওয়া এবং অনুতাপহীন হওয়াই হল কুশল শীলাদি পালনের সুফল। ভিক্ষুগণ, এরূপে একটি বিষয়ের ধারা অপর বিষয়ে প্রবহমান, একটি বিষয় অপর বিষয়কে পরিপূর্ণ করে এবং নির্বাণ পাড়ে নিয়ে যায়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) উপনিস সুত্তং-উপনিসা সূত্র

৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, ভিক্ষুগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই ভিক্ষুগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) দুতিয উপনিস সুত্তং- ২য় উপনিসা সূত্র

৪.১। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

"হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, আবুসোগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২। পুনশ্চ, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন আবুসোগণ, সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) ততিয উপনিস সুত্তং- ৩য় উপনিসা সূত্র

৫.১। অতপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

যেমন, আবুসোগণ, নির্জীব বৃক্ষের শাখা, পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয় না; বাকলের অপরিপূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে না এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের অপূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ঠিক সেরূপেই আবুসোগণ, দুঃশীলের শীলভঙ্গহেতু মনস্তাপ উৎপন্ন হয়; মনস্তাপ উৎপন্নহেতু পরমানন্দ বা প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয় না; পরমানন্দ অনুৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয় না; প্রীতি অনুৎপন্নহেতু প্রশান্তি লাভ হয় না; প্রশান্তি অনুৎপন্নহেতু সুখ অনুভূত হয় না; সুখ অলব্ধহেতু সম্যক সমাধি লাভ হয় না; সমাধির অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয় না; যথাভূত জ্ঞান অদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয় না; নির্বেদের অনুপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয় না; এবং বিরাগের অবিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয় না।

২। পুনশ্চ, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।

ঠিক যেমন আবুসোগণ, সজীব বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল পরিপূর্ণ হয়; বাকলের পূর্ণতার দরুন বহির্ভাগের কাষ্ঠ পূর্ণতা লাভ করে এবং বহির্ভাগের কাষ্ঠের পূর্ণতার দরুন অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও (সারাংশ) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক সেরূপেই, আবুসোগণ, শীলবান, সুশীল ভিক্ষুর নিকট অনুতাপহীনতা উৎপন্ন হয়; অনুতাপহীনতার দরুন মনে পরমানন্দভাব উৎপন্ন হয়; পরমানন্দভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়; প্রীতি উৎপন্নহেতু প্রশান্তি অর্জন হয়; প্রশান্তি অর্জনহেতু সুখ অনুভূত হয়; সুখ উপলব্ধির দরুন সম্যক সমাধি লাভ হয়; সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শন হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতু নির্বেদ লাভ হয়; নির্বেদের উপস্থিতিতে বিরাগভাব অর্জন হয়; এবং বিরাগের বিদ্যমানতায় বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) ব্যসন সুত্তং- ব্যসন সূত্র

৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশ করে, ভৎর্সনা করে এবং আর্যদের অপবাদ দেয়; তাহলে সে একাদশ প্রকারের ব্যসন বা বিনাশের মধ্যে অন্যতর বিনাশ প্রাপ্ত হবে তা যৌক্তিক ও সম্ভব।

২। ভিক্ষুগণ, সেই দশ প্রকার কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয়ের পরিহানি ঘটে, সদ্ধর্ম তার নিকট উপলব্ধ হয় না, সদ্ধর্মে সে অধিমানী হয়, ব্রহ্মচর্যে অনভিরতি উৎপন্ন হয়, সংক্লিষ্ট অপরাধ সম্পাদন করে, শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন গৃহী জীবনে ফিরে যায়, অতিশয় রোগগ্রস্ত হয়, উন্মাদ হয়, বিক্ষিপ্ত চিত্তে মৃত্যুবরণ করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশ করে, ভর্ৎসনা করে ও আর্যদের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে সে এই দশ প্রকার বিনাশের অন্যতর বিনাশ প্রাপ্ত হবে তা যৌক্তিক ও সম্ভব।" ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) সঞ্ঞা সুত্তং- সংজ্ঞা সূত্র

৭.১। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "সত্যিই কি ভন্তে, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৩। "হে আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

৪। "ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৫। "আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই আনন্দ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

অতপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করে অনুমোদনপূর্বক আসন হতে উঠে ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট গেলেন। অতপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপ করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৬। "সত্যিই কি আবুসো সারিপুত্র, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। "হে আবুসো আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

৮। "আবুসো সারিপুত্র, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৯। "আবুসো আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই আনন্দ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

১০। "বন্ধু, তা অতি-আশ্চর্যকর, অতি অদ্ভুত যে শ্রেষ্ঠপদ বর্ণনায় গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক ব্যাখার অর্থ ও ব্যঞ্জনা একই সাদৃশ্য, হুবহু মিল হয়েছে ও কোনোরূপ মতানৈক্য হয় নি,

বন্ধু, আমি ভগবানের নিকট গিয়ে একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ভগবান আমায় একই অক্ষর, একই পদবাক্য ও একই ব্যঞ্জনায় তা বর্ণনা করলেন যেরূপে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ব্যাখ্যা করেছেন। বন্ধু, সত্যিই অতি-আশ্চর্যকর, অতি অদ্ভুত যে শ্রেষ্ঠপদ বর্ণনায় গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক ব্যাখার অর্থ ও ব্যঞ্জনা একই সাদৃশ্য, হুবহু মিল হয়েছে ও কোনোরূপ মতানৈক্য হয়নি," সপ্তম সূত্র।

(জ) মনসিকার সুত্তং- মনযোগ সূত্র

৮.১। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "সত্যিই কি ভন্তে, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও চক্ষুতে মনোযোগ দেন না, রূপ, কর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায় ও স্পষ্টব্য বিষয়েও মনোযোগ দেন না; আপ বা জলের প্রতি মনোযোগ দেন না, তেজ বা অগ্নি, বাতাসের প্রতিও মনোযোগ দেন না; আকাশ-অনন্তায়তনে মনোযোগ দেন না, বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তনে, অকিঞ্চনায়তনে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনেও মনোযোগ দেন না; ইহলোকের প্রতি মনোযোগ দেন না, পরলোকের প্রতিও মনোযোগ দেন না এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে মনোযোগ না দিয়ে শুধুই মনোযোগসম্পন্ন হন?"

৩। "হে আনন্দ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও চক্ষুতে মনোযোগ দেয় না, রূপ, কর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায় ও স্পষ্টব্য বিষয়েও মনোযোগ দেয় না; আপ বা জলের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তেজ বা অগ্নি, বাতাসের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিও মনোযোগ দেয় না; আকাশ-অনন্তায়তনে মনোযোগ দেয় না, বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তনে, অকিঞ্চনায়তনে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনেও মনোযোগ দেয় না; ইহলোকের প্রতি মনোযোগ দেয় না, পরলোকের প্রতিও মনোযোগ দেয় না এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে মনোযোগ না দিয়ে শুধুই মনোযোগসম্পন্ন হয়।"

৪। "ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও চক্ষুতে মনোযোগ দেন না, রূপ, কর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায় ও স্পষ্টব্য বিষয়েও মনোযোগ দেন না; আপ বা জলের প্রতি মনোযোগ দেন না, তেজ বা অগ্নি, বাতাসের প্রতিও মনোযোগ দেন না; আকাশ-অনন্তায়তনে মনোযোগ দেন না, বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তনে, অকিঞ্চনায়তনে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনেও মনোযোগ দেন না; ইহলোকের প্রতি মনোযোগ দেন না, পরলোকের প্রতিও মনোযোগ দেন না এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে মনোযোগ না দিয়ে শুধুই মনোযোগসম্পন্ন হন?"

৫। "আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই আনন্দ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও চক্ষুতে মনোযোগ দেন না, রূপ, কর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায় ও স্পষ্টব্য বিষয়েও মনোযোগ দেন না; আপ বা জলের প্রতি মনোযোগ দেন না, তেজ বা অগ্নি, বাতাসের প্রতিও মনোযোগ দেন না; আকাশ-অনন্তায়তনে মনোযোগ দেন না, বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তনে, অকিঞ্চনায়তনে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনেও মনোযোগ দেন না; ইহলোকের প্রতি মনোযোগ দেন না, পরলোকের প্রতিও মনোযোগ দেন না এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে মনোযোগ না দিয়ে শুধুই মনোযোগসম্পন্ন হয়।"

(ঝ) সদ্ধ সুত্তং- সদ্ধ সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯.১। একসময় ভগবান নাতিকে ইষ্টক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সদ্ধ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সদ্ধকে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "হে সদ্ধ, উৎকৃষ্ট ধ্যানই অনুশীলন কর, নিকৃষ্টতর নয়। নিকৃষ্টতর ধ্যান কীরূপ? যেমন, সদ্ধ, নিকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব রশিতে আবদ্ধ হলে 'ঘাস, ঘাস' বলে চিন্তা করতে থাকে। তার কারণ কী? কেননা, সদ্ধ, রশিতে বাধা নিকৃষ্ট জাতের অশ্বের এমন চিন্তা জাগে না যে 'সারথি (বা অশ্বচালক) কী বিষয় আজ আমায় করাবেন এবং আমি প্রত্যুত্তরে কী করতে পারি।' সে রশিতে বাধা অবস্থায় শুধুই 'ঘাস, ঘাস' বলে চিন্তা করতে থাকে।

ঠিক এরূপেই সদ্ধ, এক্ষেত্রে কিছু কিছু নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তি আছে যে অরণ্য কিংবা বৃক্ষমূল অথবা শূন্যগৃহে উপস্থিত হয়েও কামরাগে পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে কামরাগকে অন্তরে গেথেঁ নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে ব্যাপাদ বা বিদ্বেষে পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে ব্যাপাদকে অন্তরে গেথেঁ নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে আলস্য-তন্দ্রাকে অন্তরে গেথেঁ নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে ঔদ্ধত্য-অনুশোচনায় পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-অনুশোচনার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে ঔদ্ধত্য-অনুশোচনাকে অন্তরে গেথেঁ নিয়ে তা ধ্যান করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে বিচিকিৎসা বা সন্দেহ-এর দ্বারা পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে না। সে বিচিকিৎসাকে অন্তরে গেথেঁ নিয়ে তা ধ্যান করে, মনে মনে সেই বিষয়ের ঝড় তুলে, তা বিবেচনা করতে থাকে এবং সে বিষয়ে অযথা চিন্তা করতে থাকে।

সে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু বিষয়কে আলম্বন করে চিন্তা করতে থাকে। আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন বিষয়কে আলম্বন করে চিন্তা করতে থাকে। সে ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকে এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করতে থাকে। সদ্ধ, নিকৃষ্টজনের ধ্যান এরূপই হয়।

৩। সদ্ধ, উৎকৃষ্ট ধ্যান কীরূপ? যেমন, সদ্ধ, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অশ্ব রশিতে আবদ্ধ হলে 'ঘাস, ঘাস' বলে চিন্তা করে না। তার কারণ কী? কেননা, সদ্ধ, উৎকৃষ্ট জাতের অশ্বের এমন চিন্তা জাগে যে 'সারথি কী বিষয় আজ আমায় করাবেন এবং আমি প্রত্যুত্তরে কী করতে পারি।' সে রশিতে বাধাঁ অবস্থায় 'ঘাস, ঘাস' বলে চিন্তা করতে থাকে না। উন্নত শ্রেণীর অশ্ব অঙ্কুঁশের আঘাত পাওয়াকে ঋণ স্বরূপ, নিজের অবরূদ্ধ, দূর্ভাগ্য ও পরাজয় হিসাবে দেখে।

ঠিক এরূপেই, সদ্ধ, এক্ষেত্রে কিছু কিছু উন্নত শ্রেণীর ব্যক্তি আছে যে অরণ্য কিংবা বৃক্ষমূল অথবা শূন্যগৃহে উপস্থিত হয়ে কামরাগে পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে ব্যাপাদ বা বিদ্বেষে পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে ঔদ্ধত্য-অনুশোচনায় পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-অনুশোচনার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে বিচিকিৎসা বা সন্দেহ-এর দ্বারা পর্যুদস্ত ও পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ বা বিনাশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানতে পারে।

সে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু বিষয়কে আলম্বন করে চিন্তা করতে থাকে না। আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন বিষয়কে আলম্বন করে চিন্তা করতে থাকে না। সে ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধেও চিন্তা করা হতে বিরত হয় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয় রয়েছে সে-সমস্তও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা পরিত্যাগ করে শুধুই ধ্যান করে। সদ্ধ, উন্নত শ্রেণীর ধ্যানী ব্যক্তিকে দেবরাজ ইন্দ্রসহ প্রজাপতি ব্রহ্মাগণও নমস্কার করেন-

'পুরুষশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম সেই জনকে নমস্কার
যাহা মোদের অলব্ধ, তাতে করছেন ধ্যান-মনস্কার।'"

৪। এরূপ ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান সদ্ধ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন :

"ভন্তে, কিরূপে সেই উন্নত শ্রেণীর ধ্যানীজন পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুকে আলম্বন (ধেয়্য বিষয়) স্বরূপ গ্রহণ না করে ধ্যান করেন? কিরূপে তিনি আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন বিষয়কে আলম্বনসরূপ গ্রহণ না করে ধ্যান করেন? কিরূপে তিনি ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধেও চিন্তা করা হতে বিরত হয়ে ধ্যান করেন এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয় রয়েছে সে-সমস্তও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা পরিত্যাগ করে শুধুই ধ্যানই করে যান? ভন্তে, কিরূপে ধ্যান করার দরুন সেই উন্নত শ্রেণীর ধ্যানীজন দেবরাজ ইন্দ্রসহ প্রজাপতি ব্রহ্মাগণ কর্তৃক এভাবে নমস্কৃত হন যে

'পুরুষশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম সেই জনকে নমস্কার
যাহা মোদের অলব্ধ, তাতে করছেন ধ্যান-মনস্কার।'"

৫। "এক্ষেত্রে, সদ্ধ, উন্নত শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট পৃথিবীর প্রতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পৃথিবীসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, জলের প্রতি জলসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, তেজের প্রতি তেজসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে তার নিকট প্রতিভাত হয়, বায়ুর প্রতি বায়ুময় সংজ্ঞা স্পষ্টরূপে তার মানসপটে প্রতিভাত হয়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনের প্রতি আকাশ-অনন্ত-আয়তনসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনের প্রতি বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়, অকিঞ্চন আয়তনের প্রতি অকিঞ্চন-আয়তনসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের প্রতি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, ইহলোকের প্রতি ইহলোকসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, পরলোকের প্রতি পরলোকসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয় রয়েছে তৎপ্রতিও সেরূপসংজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সদ্ধ, এরূপে উন্নত শ্রেণীর ধ্যানী জন পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুকে আলম্বন (ধেয়্য বিষয়) স্বরূপ গ্রহণ না করে ধ্যান করে। এরূপেই সে আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, অকিঞ্চন-আয়তন ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন বিষয়কে আলম্বনসরূপ গ্রহণ না করে ধ্যান করে যায়। একইরূপে সে ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধেও চিন্তা করা হতে বিরত হয়ে ধ্যান করে এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয় রয়েছে সে-সমস্তও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা পরিত্যাগ করে শুধুই ধ্যানই করে যায়। সদ্ধ, এভাবেই ধ্যান করার দরুন সেই উন্নত শ্রেণীর ধ্যানীজন দেবরাজ ইন্দ্রসহ প্রজাপতি ব্রহ্মাগণ কর্তৃক এভাবে নমষ্কৃত হয় যে

'পুরুষশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম সেই জনকে নমষ্কার
যাহা মোদের অলব্ধ, তাতে করছেন ধ্যান-মনস্কার।" নবম সূত্র।

(ঞ) মোর নিবাপ সুত্তং- ময়ূর নিবাপ সূত্র

১০.১। একসময় ভগবান রাজগৃহের ময়ূর নিবাপের পরিব্রাজক আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় 'ভিক্ষুগণ' বলে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা সাড়া দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সেই তিন কী কী? যথা : সে অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্বন্ধসমন্বিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

ভিক্ষুগণ, অপর তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সেই তিন কী কী? যথা : ঋদ্ধিপ্রতিহার্য, আদেশ প্রতিহার্য ও অনুশাসনী প্রতিহার্য। ভিক্ষুগণ, এই অপর তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

ভিক্ষুগণ, অন্য তিনটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সেই তিন কী কী? যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক বিমুক্তি। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি গুণধর্মেও গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

ভিক্ষুগণ, অপর দুটি গুণধর্মে গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সেই তিন কী কী? যথা : বিদ্যা ও আচরণ। ভিক্ষুগণ, এই দুটি গুণধর্মেও গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, চূড়ান্ত যোগক্ষেমী, পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী, চরম পর্যাবসান বা লক্ষ্যে উপনীত এবং দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। ভিক্ষুগণ, তাই ব্রহ্মা সনঙ্কুমার কর্তৃক এই গাথা উচ্চারিত হয়েছিল-

'কুলবংশ গৌরবে হয় জনমধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠতম,
দেব-নরের মধ্যে কিন্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন জনই শ্রেষ্ঠ অনুপম।'

ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্তৃক উচ্চারিত গাথা সুভাষিতই, দুর্ভাষিত নয়। তা অর্থপূর্ণ অনর্থকর নয় এবং আমার দ্বারা অনুমোদিত। আমিও ভিক্ষুগণ, এরূপ বলি যেÍ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'কুলবংশ গৌরবে হয় জনমধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠতম,
দেব-নরের মধ্যে কিন্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন জনই শ্রেষ্ঠ অনুপম।'" দশম সূত্র।

নিশ্রয়বর্গ প্রথম সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

কি উদ্দেশ্য, চেতনা, আর ত্রিবিধ উপনিসা সূত্র,
ব্যসন, দুই সংজ্ঞাসহ হল মনস্কার সূত্র উক্ত,
সদ্ধ, ময়ূর নিবাপ সূত্র যোগে বর্গ গ্রথিত,
দশ সূত্রে নিশ্রয় বর্গ হলো উল্লেখিত।

২. অনুস্মৃতি বর্গ

(ক) পঠম মহানাম সুত্তং- প্রথম মহানাম সূত্র

১১.১। একসময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছিলেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।' মহানাম শাক্য শুনতে পেলেন যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, আমি এরূপ শুনেছি যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।' ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?"

৩। "উত্তম, মহানাম, উত্তম। মহানাম, তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রদেরই ইহা সমুচিত যে তোমরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচিত বলে মনে করছ।‘ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?’ মহানাম, শ্রদ্ধাবানই কৃতকার্য হয়, অশ্রদ্ধাবান নয়। আরব্ধবীর্য বা দৃঢ়উৎসাহী জনই কৃতকার্য হয় অলসজন নয়। স্মৃতিমানই কৃতকার্য হয়, বিস্মরণশীল জন নয়। সমাহিত জনই কৃতকার্য হয়, অসমাহিত জন নয়। এবং প্রজ্ঞাবানই কৃতকার্য হয় দুষ্প্রাজ্ঞজন নয়। মহানাম, এই পাঁচটি গুণে গুণান্বিত হয়ে তুমি অপর ছয় প্রকার গুণ উত্তরোত্তর ভাবনানুশীলন করবে; যথা :

৪। এক্ষেত্রে মহানাম, তুমি তথাগতকে অনুস্মরণ করবে; যথা : ‘ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী ও দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।’ মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত (বা পরাভূত) হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। তথাগতের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ বা জ্ঞান, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, ‘আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে বুদ্ধানুস্মৃতি অনুশীলন করেন।’

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি ধর্মগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : ‘‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।’ মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ধর্মের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, ‘আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে ধর্মানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি সংঘের গুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন (বা অগ্রসরমান), ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান– আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। সংঘের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে সংঘানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করবে। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের শীলগুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। শীলগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে শীলানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্য মলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে মাৎসর্যমল হীন চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগ গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ত্যাগগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে ত্যাগানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করবে; যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবতিংসবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং তাদের ঊর্ধ্বতন দেবগণও রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক বিসমগত সত্ত্বদের মধ্যে সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, সব্যাপাদ ত্যাগ করে অব্যাপাদী হয়ে অবস্থান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে দেবতানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'" প্রথম সূত্র।

(খ) দুতিয মহানাম সুত্তং- দ্বিতীয় মহানাম সূত্র

১২.১। একসময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে মহানাম শাক্য শারীরিক অসুস্থতা হতে মাত্র সুস্থ হয়েছিলেন। তখন বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছিলেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

মহানাম শাক্য শুনতে পেলেন যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, আমি এরূপ শুনেছি যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।' ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?"

৩। "উত্তম, মহানাম, উত্তম। মহানাম, তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রদেরই ইহা সমুচিত যে তোমরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করা উচিত বলে মনে করছ। 'ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?' মহানাম, শ্রদ্ধাবানই কৃতকার্য হয়, অশ্রদ্ধাবান নয়। আরব্ধবীর্য বা দৃঢ়উৎসাহী জনই কৃতকার্য হয় অলসজন নয়। স্মৃতিমানই কৃতকার্য হয়, বিস্মরণশীল জন নয়। সমাহিত জনই কৃতকার্য হয়, অসমাহিত জন নয়। এবং প্রজ্ঞাবানই কৃতকার্য হয় দুষ্প্রাজ্ঞজন নয়। মহানাম, এই পাঁচটি গুণে গুণান্বিত হয়ে তুমি অপর ছয় প্রকার গুণ উত্তরোত্তর ভাবনানুশীলন করবে; যথা :

৪। এক্ষেত্রে মহানাম, তুমি তথাগতকে অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী ও দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত (বা পরাভূত) হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। তথাগতের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ বা জ্ঞান, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই বুদ্ধানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি ধর্মগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : ''ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ধর্মের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই ধর্মানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি সংঘের গুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন (বা অগ্রসরমান), ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান– আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। সংঘের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই সংঘানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করবে। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের শীলগুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। শীলগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই শীলানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্য মলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে মাৎসর্যমল হীন চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগ গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ত্যাগগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই ত্যাগানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, কোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।

পুনশ্চ, মহানাম, তুমি দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করবে; যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবতিংসবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং তাদের ঊর্ধ্বতন দেবগণও রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মময় প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। মহানাম, তুমি এই দেবতানুস্মৃতি গমনকালে অনুশীলন করবে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা উপবিষ্টাবস্থায়, এমনকি শয়ন করার সময়ও অনুশীলন করবে, যেকোনো কাজ করার সময় এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অবস্থানকালেও অনুশীলন করবে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(গ) নন্দিয সুত্তং- নন্দিয় সূত্র

১৩.১। একসময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন কোনো একদিন ভগবান শ্রবাস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নন্দিয় শাক্য তা শুনতে পেলেন যে 'ভগবান নাকি শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেছেন।' তারপর নন্দিয় শাক্যের মনে চিন্তা জাগল যে 'তাহলে আমিও শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করব। সেখানে নিজ কার্যকর্ম সম্পাদন করব এবং যথাসময়ে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারব।'

অতঃপর ভগবান শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করলেন। এবং নন্দিয় শাক্যও শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস কাটিয়ে নিজ কার্য সম্পাদন করলেন এবং যথাসময়ে ভগবানের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হলেন। তখন বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছিলেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

নন্দিয় শাক্য শুনতে পেলেন যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।'

অতঃপর নন্দিয় শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট নন্দিয় শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, আমি এরূপ শুনেছি যে 'বেশ কিছু ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবরকর্ম (চীবর তৈয়ার) করছেন। উদ্দেশ্য, 'ভগবান ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে প্রস্তুতকৃত চীবর পরিধান করে পর্যটন করবেন।' ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?"

৩। "উত্তম, নন্দিয়, উত্তম। নন্দিয়, তোমাদের ন্যায় কুলপুত্রদেরই ইহা সমুচিত যে তোমরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করা উচিত বলে মনে করছ। 'ভন্তে, তখন বিভিন্নভাবে অবস্থানের সময় কিরূপে অবস্থান করা আমাদের উচিত হবে?' নন্দিয়, শ্রদ্ধাবানই কৃতকার্য হয়, অশ্রদ্ধাবান নয়। শীলবানই কৃতকার্য হয়, দুঃশীলধারী নয়। আরব্ধবীর্য বা দৃঢ়উৎসাহী জনই কৃতকার্য হয় অলসজন নয়। স্মৃতিমানই কৃতকার্য হয়, বিস্মরণশীল জন নয়। সমাহিত জনই কৃতকার্য হয়, অসমাহিত জন নয়। এবং প্রজ্ঞাবানই কৃতকার্য হয় দুষ্প্রাজ্ঞজন নয়। নন্দিয়, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত হয়ে তুমি অপর পাচ প্রকার গুণ উত্তরোত্তর ভাবনানুশীলন করবে; যথা :

৪। এক্ষেত্রে নন্দিয়, তুমি তথাগতকে অনুস্মরণ করবে; যথা : 'ইনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী ও দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' এরূপে, নন্দিয়, তথাগতকে উপলক্ষ করে তোমার বুদ্ধানুস্মৃতি অনুশীলন করা উচিত (বা অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য)।

পুনশ্চ, নন্দিয়, তুমি ধর্মগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : ''ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।' এরূপে, নন্দিয়, ধর্মকে উপলক্ষ করে তোমার অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, নন্দিয়, তুমি কল্যাণমিত্রের গুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই আমার তা সুলব্ধ যে আমার কল্যাণমিত্রগণ আমার প্রতি অনুকম্পাকারী, মঙ্গলকামী, উপদেশদানকারী ও অনুশাসনকারী।' এরূপে, নন্দিয়, কল্যাণমিত্রকে উপলক্ষ করে তোমার অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, নন্দিয়, তুমি নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করবে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্য মলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে মাৎসর্যমল হীন চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি। এরূপে, নন্দিয়, ত্যাগগুণকে উপলক্ষ করে তোমার অধ্যাত্ম স্মৃতি উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, নন্দিয়, তুমি দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করবে; যথা : যেই দেবগণ কবলীকার আহারভোজী দেবতাদের অতিক্রমপূর্বক ঊর্ধ্বতম দেবগণের (ব্রহ্মকায়িক দেবগণের) সাহচর্যে অপূর্ব মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়, তারা নিজের জন্য অন্য কোনো করণীয় কর্তব্য ও সম্পাদিতব্য কর্ম খুঁজে পায় না। উপমাসরূপ নন্দিয়, অসময়-বিমুক্ত ভিক্ষু (পূর্ণাঙ্গরূপে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত) যেমন নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য অন্য কোনো করণীয় কর্তব্য ও সম্পাদিতব্য কর্ম খুঁজে পায় না; ঠিক এরূপেই নন্দিয়, যেই দেবগণ কবলীকার আহারভোজী দেবতাদের অতিক্রমপূর্বক ঊর্ধ্বতম দেবগণের (ব্রহ্মকায়িক দেবগণের) সাহচর্যে অপূর্ব মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়, তারা নিজের জন্য অন্য কোনো করণীয় কর্তব্য ও সম্পাদিতব্য কর্ম খুঁজে পায় না। এরূপে, নন্দিয়, দেবতানুস্মৃতিকে উপলক্ষ করে তোমার অধ্যাত্ম স্মৃতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

৫। নন্দিয়, এই এগার প্রকার গুণে গুণান্বিত একজন আর্যশ্রাবক পাপ অকুশলধর্ম পরিত্যাগ করে এবং তা আকড়ে ধরে থাকে না। উপমাসরূপ নন্দিয়, পানির কলসী উপুড় করলে যেমন কলসী স্থিত সমস্ত পানিই বের হয়ে যায় এবং সেঅবস্থায় পুনঃ কলসীতে পানি প্রবেশ করে না; যেমন, নন্দিয়, শুষ্ক তৃণাদিতে আগুন ধরলে তা জ্বলে পুড়ে যায় এবং প্রজ্জ্বলিত তৃণাদি আগের অবস্থায় ফিরে আসে না; ঠিক তদ্রুপ নন্দিয়, এই এগার প্রকার গুণে গুণান্বিত একজন আর্যশ্রাবক পাপ অকুশলধর্ম পরিত্যাগ করে এবং তা আকড়ে ধরে থাকে না।" তৃতীয় সূত্র।

(ঘ) সুভূতি সুত্তং- সুভূতি সূত্র

১৪.১। অতঃপর আয়ুষ্মান সুভূতি সদ্ধ ভিক্ষুর সাথে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সুভূতিকে ভগবান এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

২। "হে সুভূতি, কে এই ভিক্ষু?"

"ভন্তে, ইনি সুদত্ত উপাসকের পুত্র, সদ্ধ নামক ভিক্ষু। ইনি শ্রদ্ধায় গৃহ হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজ্জিত হয়েছেন।"

"সুভূতি, শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজ্জিত সুদত্ত উপাসকের পুত্র সদ্ধ ভিক্ষু কি শ্রদ্ধা-আচরণসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে?"

"ভগবান, এখনই সময়, সুগত, এখনই যথার্থ সময়। একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণসমূহ সম্বন্ধে ভগবান ভাষণ করুন। তাহলে আমি তা জানতে সক্ষম হব যে এই ভিক্ষু শ্রদ্ধা-আচরণসমূহে গুণান্বিত নাকি নয়।"

"তাহলে, সুভূতি, মন দিয়ে শুন, আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান সুভূতি ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

৩। "এক্ষেত্রে, সুভূতি, ভিক্ষু শীলবান হয়; প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে; আচার-গোচরসম্পন্ন হয় এবং অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে, আচার-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গোচরসম্পন্ন হয় এবং অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে; ইহা হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত হয় এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারে, মনে ধারণ করে ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারে, ইহাও একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়। সুভূতি, যে ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী হয়, ইহা হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়। সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়। সুভূতি, যে ভিক্ষু সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী হয়, সে ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে দক্ষ হয়, ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস হয় এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী হয় ও তা সযত্নে তদারক করে, ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি দৃষ্টধর্মে সুখবিহারসরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী হয়। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি দৃষ্টধর্মে সুখবিহারসরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি[এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি[এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারে; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পায়। এবং সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

পুনশ্চ, সুভূতি, এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে। সুভূতি, এই যে ভিক্ষুটি আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করে; ইহাও হচ্ছে একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণ।

৪। এরূপ ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান সুভূতি ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণসমূহ যেরূপে ভগবান কর্তৃক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বর্ণিত হল, সেসমস্ত গুণাবলী এই ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান। এবং এই ভিক্ষু সে সমস্ত গুণাবলী সন্দর্শন করেছেন।

ভন্তে, এই ভিক্ষু শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংবৃত হয়ে অবস্থান করেন; আচার-গোচরসম্পন্ন এবং অনুমাত্র অপরাধে ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে থাকেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী; যে সকল ধর্মসমূহ আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং যা পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্মসমূহ তার বহুবার শ্রুত এবং তা বাক্য দ্বারা বুঝতে পারেন, মনে ধারণ করেন ও দর্শন জ্ঞানে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণ সহকর্মী।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি সুবাধ্য, আজ্ঞানুবর্তী। তিনি ক্ষমাগুণসম্পন্ন এবং অনুশাসন বা উপদেশ অনুধাবনে সুদক্ষ।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি সব্রহ্মচারীদের নানাবিধ করণীয় কার্য তা সহজ কঠিন যাই হোক না কেন তা সম্পাদনে সুদক্ষ ও নিরলস এবং সে সমস্ত কার্যাদি যথার্থরূপে করতে ও পরিচালনা করতে উপায় কৌশলী ও তা সযত্নে তদারক করে থাকেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি ধর্মকামী, প্রিয় বা মনোজ্ঞ বাক্যালাপী এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি আরব্ধবীর্যসম্পন্ন, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম লাভের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি দৃষ্টধর্মে সুখবিহারসরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অকৃত্যলাভী ও অনায়াসলাভী।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে, অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখানে হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি[এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা যারা চ্যুত হচ্ছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত অপর জীবগণকে দেখতে পান। তিনি তাদের এরূপে জানতে পারেন যে এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনের ফলে দেহান্তে (মৃত্যুর পরে) বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল জীব কায়-বাক্য ও মনোসুচরিত্রসমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। যারা চ্যুত হয়ে পুনঃরায় উৎপন্ন হচ্ছে, স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুবর্ণ, সুগত-দুর্গত, তাদের বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা ভিক্ষুটি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন।

পুনশ্চ, ভন্তে, এই ভিক্ষুটি এক্ষেত্রে ভিক্ষুটি আসবক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে লাভ করে অবস্থান করেন। ভন্তে, একজন শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা-আচরণসমূহ যেরূপে ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হল, সেসমস্ত গুণাবলী এই ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান। এবং এই ভিক্ষু সে সমস্ত গুণাবলী সন্দর্শন করেছেন।"

৫। "সাধু, সুভূতি, সাধু। তাহলে তুমি এই সদ্ধ ভিক্ষুর সাথেই অবস্থান কর। সুভূতি, তুমি যখন তথাগতের দর্শন লাভের ইচ্ছা করবে তখন এই সদ্ধ ভিক্ষুর সাথেই একত্রে তথাগতের দর্শনে উপস্থিত হয়ো।" চতুর্থ সূত্র।

(ঙ) মেত্তা সুত্তং- মৈত্রী সূত্র

১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি অনুশীলিত, ভাবিত, বহুলীকৃত হলে, পরস্পর যান সদৃশ যুক্ত, আয়ত্ত্বাধীন, অনুষ্ঠিত, পরিচিত ও উত্তমরূপে গৃহীত হলে একাদশ প্রকার সুফল লাভ করা যায়। সেই একাদশ কী কী? যথা :

২। মৈত্রীভাবনাকারী সুখে শয়ন করে, সুখে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়, কোনোরূপ পাপ স্বপ্ন দেখে না, মনুষ্যদের প্রিয় হয়, অমনুষ্যদেরও প্রিয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করে, অগ্নি, বিষ ও অস্ত্রের আঘাত হতে রক্ষা পায়, দ্রুত চিত্ত একাগ্র হয়, মুখচ্ছবি অত্যন্ত প্রসন্ন থাকে, সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে এবং অর্হত্ত্বফল লাভ না করলে মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি অনুশীলিত, ভাবিত, বহুলীকৃত হলে, পরস্পর যান সদৃশ যুক্ত, আয়ত্ত্বাধীন, অনুষ্ঠিত, পরিচিত ও উত্তমরূপে গৃহীত হলে এই একাদশ প্রকার সুফল লাভ করা যায়।" পঞ্চম সূত্র।

(চ) অট্‌ঠকনাগর সুত্তং- অষ্টকনাগর সূত্র

১৬.১। একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালীর বেলুবগ্রামের সন্নিকটে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর কোনো কার্যোপলক্ষে পাটলিপুত্রে উপস্থিত হলেন। অতঃপর দশম গৃহপতি অষ্টক নাগর কুক্কুটারামে গিয়ে জনৈক ভিক্ষুর নিকট জানতে চাইলেন :

"ভন্তে, বর্তমানে আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তে কোথায় অবস্থান করছেন? আমরা আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তের দর্শনেচ্ছুক।"

"গৃহপতি, আয়ুষ্মান আনন্দ বর্তমানে বৈশালীর বেলুবগ্রামের সন্নিকটে অবস্থান করছেন।"

২। অতঃপর দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর পাটলিপুত্রে করণীয় কার্য সম্পাদন করে বৈশালীর বেলুবগ্রামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গিয়ে পৌছলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৩। "ভন্তে, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় উত্তমরূপে ব্যাখাত হয়েছে কি, যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়?"

"হ্যাঁ, গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় উত্তমরূপে ব্যাখাত হয়েছে, যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। "ভন্তে, সর্ব বিষয় জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র ব্যাখাত বিষয় কি যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়?"

"গৃহপতি, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক-বিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেনÍ'এই প্রথম ধ্যান অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমহেতু অধ্যাত্মভাবে প্রশান্ত ও চিত্তের একাগ্রময় বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেনÍ'এই দ্বিতীয় ধ্যান অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করেন। যে ধ্যানস্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে ভিক্ষুটি অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেনÍ'এই তৃতীয় ধ্যান অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষুর শারীরিক সুখ-দুঃখবোধ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্য প্রহীণ হয় এবং তিনি সেই না-সুখ, না-দুঃখরূপ উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপে বিবেচনা করেনÍ'এই চতুর্থ ধ্যান অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে একদিক ব্যাপৃত করে অবস্থান করেন। এভাবে দুইদিক, তিনদিক ও চারদিকে মৈত্রীদৃষ্টি প্রসার করেন। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক, সর্বত্র ও সমগ্র জগৎকে বিপুল, মহৎ অপ্রমাণভাবে অবৈরী, অব্যাপাদ ও মৈত্রীময় চিত্তে প্লাবিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ ভাবেন যে 'এই মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত-বিমুক্তি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু করুণার্দ্র চিত্তে একদিক ব্যাপৃত করে অবস্থান করেন। এভাবে দুইদিক, তিনদিক ও চারদিকে করুণাদৃষ্টি প্রসার করেন। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক, সর্বত্র ও সমগ্র জগৎকে বিপুল, মহৎ অপ্রমাণভাবে অবৈরী, অব্যাপাদ ও করুণার্দ্র চিত্তে প্লাবিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ ভাবেন যে 'এই করুণার্দ্র চিত্ত-বিমুক্তি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু মুদিতাপূর্ণ চিত্তে একদিক ব্যাপৃত করে অবস্থান করেন। এভাবে দুইদিক, তিনদিক ও চারদিকে মুদিতাদৃষ্টি প্রসার করেন। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক, সর্বত্র ও সমগ্র জগৎকে বিপুল, মহৎ অপ্রমাণভাবে অবৈরী, অব্যাপাদ ও মুদিতাপূর্ণ চিত্তে প্লাবিত করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ ভাবেন যে 'এই মুদিতাপূর্ণ চিত্ত-বিমুক্তি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তে একদিক ব্যাপৃত করে অবস্থান করেন। এভাবে দুইদিক, তিনদিক ও চারদিকে উপেক্ষাদৃষ্টি প্রসার করেন। এভাবে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক, সর্বত্র ও সমগ্র জগৎকে বিপুল, মহৎ অপ্রমাণভাবে অবৈরী, অব্যাপাদ ও উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তে প্লাবিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ ভাবেন যে 'এই উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত-বিমুক্তি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু সর্ববিধ রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ সংজ্ঞার (হিংসাত্মক চিন্তা) বিলয় সাধন করে, নানান সংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে শুধুই 'অনন্ত-আকাশ' এরূপ ধ্যান করতে করতে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ চিন্তা করেন যে 'এই আকাশ-অনন্ত-আয়তন সমাধি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু সর্বতোভাবে আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতিক্রম করে শুধুই 'অনন্ত-বিজ্ঞান' এরূপ ধ্যান করতে করতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ চিন্তা করেন যে 'এই বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সমাধি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, গৃহপতি, ভিক্ষু সর্বতোভাবে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে অতিক্রম করে শুধুই 'কিছু নাই বা অকিঞ্চন ' এরূপ ধ্যান করতে করতে অকিঞ্চন-আয়তন সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ চিন্তা করেন যে 'এই অকিঞ্চন-আয়তন সমাধি অর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ হয়েছে।' তিনি জানতে পারেন যে 'যা কিছু অর্জিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধ তৎসমস্তই নিরোধধর্মী বা বিনাশশীল।' তিনি এরূপ জ্ঞান বা মনোভাবে স্থিত থেকে আসবসমূহের ক্ষয় সাধন করেন। যদি তিনি আসবসমূহের ক্ষয় সাধনে ব্যর্থ হন তবে সেই ধর্মরাগ ও ধর্ম-আনন্দের মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মলোকে জন্ম ধারণপূর্বক সেখানেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এবং সেই লোক হতে আর ইহলোকে ফিরে আসেন না। গৃহপতি, সর্ব বিষয় জ্ঞাত জ্ঞাত, দর্শনকারী সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক একটি মাত্র বিষয় ব্যাখাত হয়েছে যাতে অপ্রমত্ত উৎসাহী ও উদ্যমী হয়ে অবস্থান কালে কোনো ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্যমান আসবসমূহ ক্ষয় হয় এবং অপ্রাপ্ত অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।"

৪। এরূপ ব্যক্ত হলে দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর আয়ুষ্মান আনন্দকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বললেন :

"ভন্তে আনন্দ, যেমন কোনো ব্যক্তি একটি মাত্র গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে তৎমূহূর্তেই এগারটি গুপ্তধনের ভান্ড খুজেঁ পায়; ঠিক তদ্রুপই ভন্তে, আমি একটি মাত্র অমৃতদ্বার খুজঁতে এসে একত্রে এগারটি অমৃতের দ্বার উন্মোচনের জন্য খুঁজে পেলাম।

যেমন ভন্তে, কোনো ব্যক্তির এগার দরজা বিশিষ্ট গৃহে যদি আগুন লাগে তবে সে আত্ম রক্ষার্থে যেকোনো এক দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয়; ঠিক তদ্রুপ, ভন্তে আনন্দ, আমি এই এগারটি অমৃতের দরজার মধ্যে যেকোনো একটি দরজা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হব। ভন্তে, অন্যতীর্থিয়রা নিজ আচার্যের জন্য যদি আচার্যধন (শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাদান) অন্বেষণ করতে পারে, তবে আমি কোনো আয়ুষ্মান আনন্দকে পূজা করব না।"

৫। অতঃপর দশম গৃহপতি অষ্টকনাগর বৈশালী ও পাটলিপুত্রে অবস্থিত ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করায়ে উত্তম, খাদ্য-ভোজ্য সহস্তে পরিবেশন করলেন এবং সকলকে দান দিলেন। প্রত্যেক ভিক্ষুকে এক জোড়া চীবর দান করলেন এবং আনন্দকে ভন্তেকে ত্রিচীবর প্রদান করলেন। তা ছাড়াও আয়ুষ্মান আনন্দের জন্য পাঁচশত মুদ্রা ব্যয়ে একটি বিহার নির্মাণ করালেন। ষষ্ঠ সূত্র।

(ছ) গোপাল সুত্তং- গোপাল সূত্র

১৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ[১] হয় না, লক্ষণ-দক্ষ[২] হয় না, 'আশাটক[৩]' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক[৪] হয় না, ধূম[৫] দেয় না, তীর্থ[৬]

---

[১]। গরুর সংখ্যা, বর্ণ এবং অবয়বাদি বিদিত হয় না।

[২]। গো দেহে ধনু, শক্তি ও ত্রিশূলাদি ভেদে কৃত চিহ্নগুলো জানে না।

[৩]। গো-দেহে ক্ষতস্থান হতে নীল মাছির ডিমগুলো সড়িয়ে ঔষধ লাগিয়ে দেয় না।

[৪]। ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়ে তা ঢেকে দেয় না।

[৫]। গোয়াল গৃহে নিয়মিত ধূম দেয় না।

[৬]। তীর্থ বা নদী-জলাশয়ের অবস্থা জানে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানে না, পানীয়[১] জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন[২] করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক[৩] বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' ছাটে না, ব্রণ আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, বীথি জানে না, গোচর দক্ষ হয় না, নিরবশেষে দোহন করে, যে সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না।

৩। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যা কিছু রূপ 'চারি মহাভৌতিক ও চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ রয়েছে, সে সমস্ত সে যথাযথভাবে জানে না। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষুটি রূপজ্ঞ হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয় না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি মূর্খের কর্মলক্ষণ ও পণ্ডিতের কর্মলক্ষণ যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি লক্ষণ-দক্ষ হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাটে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং কামবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। উৎপন্ন ব্যাপাদবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং ব্যাপাদবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং বিহিংসাবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়

---

[১]। গরু জল পান করেছে কি করে নাই অথবা কীরূপ জল পান করেছে তা জানে না।

[২]। বাছুরের জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট না রেখে নিরবশেষে দুধ দোহন করে।

[৩]। বয়স্ক ও পিতৃস্থানীয় গরু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি 'আশাটক' ছাটে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রণ আচ্ছাদক হয় না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ব্রণ আচ্ছাদক হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধূম দেয় না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রুত ও অধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধূম দেয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর, আগতাগম (আগমসিদ্ধ), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, ভিক্ষুদের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, এরূপে প্রতিপ্রশ্ন করে না যে 'ভন্তে, ইহা কীরূপ? ইহার অর্থই বা কী?' তার এরূপে প্রশ্ন না করার কারণে আয়ুষ্মানগণ আবৃত বিষয়কে অনাবৃত করেন না, অস্পষ্ট বিষয় প্রতিভাত করেন না এবং বিবিধ সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের উপর সন্দেহ অপনোদন করেন না। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তীর্থ জানে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষ পানীয় জানে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশিত হলেও তাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান) ও ধর্মবেদ লাভ করে না এবং ধর্মরসানন্দে সিক্ত হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পানীয় জানে না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বীথি জানে না।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর দক্ষ হয় না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি চারি স্মৃতি প্রস্থান সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি গোচর দক্ষ হয় না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাদান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীরপথ্য ও ভৈষজ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ভিক্ষুটিকে নিবেদন করেন। কিন্তু, ভিক্ষুটি প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নিরবশেষে দোহন করে।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, যে সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা, সংঘপরিনায়ক, তাদের প্রতি ভিক্ষুটি প্রকাশ্যে বা পেছনে মৈত্রীময় কায় বাক্য ও মানসিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে না।

এরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না।

ভিক্ষুগণ, এই এগার প্রকার অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সমর্থ হয় না।

৪। ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণান্বিত একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয়। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয়, লক্ষণ-দক্ষ হয়, 'আশাটক' পরিষ্কার করে, ব্রণ-আচ্ছাদক হয়, ধূম দেয়, তীর্থ জানে, পানীয় জানে, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে, গোচারণভূমির অবস্থা জানে, নিরবশেষে দোহন করে না, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয়। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণান্বিত হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয়।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণান্বিত হলে ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সমর্থ হয়। সেই এগার কী কী? যথা :

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়, লক্ষণ-দক্ষ হয়, 'আশাটক' ছাটে, ব্রণ আচ্ছাদক হয়, ধূম দেয়, তীর্থ জানে, পানীয় জানে, বীথি জানে, গোচর দক্ষ হয়, নিরবশেষে দোহন করে না, যে সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে।

৩। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যা কিছু রূপ 'চারি মহাভৌতিক ও চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ রয়েছে, সে সমস্ত সে যথাযথভাবে জানে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষুটি রূপজ্ঞ হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি মূর্খের কর্মলক্ষণ ও পণ্ডিতের কর্মলক্ষণ যথাযথভাবে জানে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি লক্ষণ-দক্ষ হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাটে?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক পোষণ করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ ঘটায় এবং কামবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়। উৎপন্ন ব্যাপাদবিতর্ক পোষণ করে না, তা পরিত্যাগ করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপনোদন করে, বিনাশ ঘটায় এবং ব্যাপাদবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়। উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক পোষণ করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ ঘটায় এবং বিহিংসাবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায়। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি 'আশাটক' ছাটে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রণ আচ্ছাদক হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয়। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ব্রণ আচ্ছাদক হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধূম দেয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রুত ও অধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরকে বলে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধূম দেয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর, আগতাগম (আগমসিদ্ধ), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, ভিক্ষুদের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, এরূপে প্রতিপ্রশ্ন করে যে 'ভন্তে, ইহা কীরূপ? ইহার অর্থই বা কী?' তার এরূপে প্রশ্ন করার কারণে আয়ুষ্মানগণ আবৃত বিষয়কে অনাবৃত করেন, অস্পষ্ট বিষয় প্রতিভাত করেন এবং বিবিধ সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের উপর সন্দেহ অপনোদন করেন। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তীর্থ জানে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষ পানীয় জানে?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশিত হলে তাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান) ও ধর্মবেদ লাভ করে না এবং ধর্মরসানন্দে সিক্ত হয়। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পানীয় জানে।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বীথি জানে।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর দক্ষ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি চারি স্মৃতি প্রস্থান সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি গোচর দক্ষ হয়।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাদান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীরপথ্য ও ভৈষজ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ভিক্ষুটিকে নিবেদন করেন এবং ভিক্ষুটিও প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নিরবশেষে দোহন করে না।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, যে সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা, সংঘপরিনায়ক, তাদের প্রতি ভিক্ষুটি প্রকাশ্যে বা পেছনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৈত্রীময় কায় বাক্য ও মানসিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে।

এরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে।

ভিক্ষুগণ, এই এগার প্রকার অঙ্গে গুণান্বিত হলে ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সমর্থ হয়।" সপ্তম সূত্র।

(জ) পঠম সমাধি সুত্তং- প্রথম সমাধি সূত্র

১৮.১। অতঃপর বেশ কিছু সংখ্যক ভিক্ষু একত্রে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর ভিক্ষুবৃন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "সত্যিই কি ভন্তে, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৩। "হে ভিক্ষুগণ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।"

৪। "ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৫। "ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।" অষ্টম সূত্র।

(ঝ) দুতিয সমাধি সুত্তং- দ্বিতীয় সমাধি সূত্র

১৯.১। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। "সত্যিই কি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়?"

"ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল আশ্রয়, ভগবানই আমাদের প্রতিশরণ। ভন্তে, সত্যিই তা উত্তম হয় যদি ভগবান এই ভাষণের বিস্তৃতার্থ আমাদের বর্ণনা করেন। ভগবানের নিকট হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুবৃন্দ তা অবগত হবেন।"

"তাহলে মন দিয়ে শুন, আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে" এরূপ বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন :

৩। "হে ভিক্ষুগণ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।

৪। কিন্তু ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়?

৫। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন হয়; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন সে উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করে না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়।" নবম সূত্র।

(ঞ) ততিয সমাধি সুত্তং- তৃতীয় সমাধি সূত্র

২০.১। অতঃপর বেশ কিছু সংখ্যক ভিক্ষু একত্রে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর ভিক্ষুবৃন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২। "সত্যিই কি আবুসো সারিপুত্র, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৩। "হে আবুসোগণ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন।"

৪। "আবুসো সারিপুত্র, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

৫। "আবুসোগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন হন; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন।" দশম সূত্র।

(ট) চতুথ্থ সমাধি সুত্তং- চতুর্থ সমাধি সূত্র

২১.১। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২। "সত্যিই কি আবুসোগণ, ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রূপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?"

"আবুসো সারিপুত্র, আমরা দূর হতে আপনার এরূপ ভাষণের অর্থ জানার জন্য এসেছি। সত্যিই তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র এই ভাষণের বিস্তৃতার্থ আমাদের বর্ণনা করেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুবৃন্দ তা অবগত হবেন।"

"তাহলে আবুসোগণ, মন দিয়ে শুনুন, আমি ভাষণ করছি।"

"হ্যাঁ আবুসো" এরূপ বলে ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র বলতে লাগলেন :

৩। "হে আবুসোগণ, তা যথার্থই যে ভিক্ষুর এরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চনায়তনকে অকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন।

৪। কিন্তু আবুসোগণ, কিরূপে ভিক্ষুর এবম্বিধ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন?

৫। এক্ষেত্রে আবুসোগণ, ভিক্ষুটি এরূপসংজ্ঞাসম্পন্ন হন; যথা : 'সর্ববিধ সংস্কারের নিবৃতি, সর্ববিধ উপধির (পুনর্জন্মের বা আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ হচ্ছে শান্ত, প্রণীত।" এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সেরূপ সমাধি অর্জন হয়ে থাকে, যার দরুন তিনি উপলব্ধিক্ষম হয়েও পৃথিবীকে পৃথিবী সংজ্ঞায় গ্রহণ করেন না; আপ বা জলকে জল সংজ্ঞায়, তেজ বা অগ্নিকে তেজ সংজ্ঞায়, বাতাসকে বায়বীয় সংজ্ঞায়, আকাশ-অনন্ত-আয়তনকে আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনকে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞায়, অকিঞ্চন-আয়তনকে অকিঞ্চন-আয়তন সংজ্ঞায়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সংজ্ঞায়, ইহলোককে ইহলোক সংজ্ঞায়, পরলোককে পরলোক সংজ্ঞায় এবং যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, অধিগত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা বিচিন্তিত বিষয়েও সে তদ্রুপ সংজ্ঞা পোষণ না করে শুধুই সংজ্ঞাসম্পন্ন হন।" একাদশম সূত্র।

অনুস্মৃতি বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং-স্মারক গাথা

দুই মহানাম, নন্দিয় ও সূভূতি সূত্র হল ব্যক্ত,
মৈত্রী, অষ্টকনাগর সূত্র ও গোপাল হল উক্ত;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চারি সমাধি সূত্র যোগে বর্গ আলোচিত,
একাদশ সূত্র মালায় অনুস্মৃতি বর্গ সমাপ্ত।

৩. শ্রামণ্য বর্গ

২২.১। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুতে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। সেই এগার কী কী? যথা :

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' ছাটে না, ব্রণ আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, বীথি জানে না, গোচর দক্ষ হয় না, নিরবশেষে দোহন করে, যে সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না।

৩। ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপজ্ঞ হয় না?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি যা কিছু রূপ 'চারি মহাভৌতিক ও চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ রয়েছে, সে সমস্ত সে যথাযথভাবে জানে না। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষুটি রূপজ্ঞ হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু লক্ষণ-দক্ষ হয় না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি মূর্খের কর্মলক্ষণ ও পণ্ডিতের কর্মলক্ষণ যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি লক্ষণ-দক্ষ হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু 'আশাটক' ছাটে না?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কামবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং কামবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। উৎপন্ন ব্যাপাদবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং ব্যাপাদবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। উৎপন্ন বিহিংসাবিতর্ক পোষণ করে, তা পরিত্যাগ করে না, অপনোদন করে না, বিনাশ ঘটায় না এবং বিহিংসাবিতর্কের সমাপ্তি ঘটায় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি 'আশাটক' ছাটে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ব্রণ আচ্ছাদক হয় না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা (লোভ), দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয়। যে কারণে মন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইন্দ্রিয় অসংযত রেখে অবস্থান করলে অভিধ্যা, দৌর্মনস্যসহ পাপ-অকুশলধর্মাদি স্রাবিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনে সে অগ্রসর হয় না। মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে না এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ব্রণ আচ্ছাদক হয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ধূম দেয় না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রুত ও অধীত ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরকে বলে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি ধূম দেয় না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু তীর্থ জানে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বহুশ্রুত, শ্রুতধর, আগতাগম (আগমসিদ্ধ), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, ভিক্ষুদের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, এরূপে প্রতিপ্রশ্ন করে না যে 'ভন্তে, ইহা কীরূপ? ইহার অর্থই বা কী?' তার এরূপে প্রশ্ন না করার কারণে আয়ুষ্মানগণ আবৃত বিষয়কে অনাবৃত করেন না, অস্পষ্ট বিষয় প্রতিভাত করেন না এবং বিবিধ সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের উপর সন্দেহ অপনোদন করেন না। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তীর্থ জানে না।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পানীয় জানে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশিত হলেও তাতে অর্থবেদ (অর্থজ্ঞান) ও ধর্মবেদ লাভ করে না এবং ধর্মরসানন্দে সিক্ত হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি পানীয় জানে না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বীথি জানে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি বীথি জানে না।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গোচর দক্ষ হয় না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি চারি স্মৃতি প্রস্থান সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি গোচর দক্ষ হয় না।

কিরূপে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিরবশেষে দোহন করে?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাদান গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীরপথ্য ও ভৈষজ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ভিক্ষুটিকে নিবেদন করেন। কিন্তু, ভিক্ষুটি প্রতিগ্রহণের মাত্রা জানে না। এরূপেই ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি নিরবশেষে দোহন করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, যে সকল স্থবির ভিক্ষু দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা, সংঘপরিনায়ক, তাদের প্রতি ভিক্ষুটি প্রকাশ্যে বা পেছনে মৈত্রীময় কায় বাক্য ও মানসিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে না।

এরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুটি দীর্ঘস্থায়ী, চিরপ্রব্রজ্জিত, সংঘপিতা ও সংঘপরিনায়ক, তাদের অতিরিক্ত পূজা করে না।

ভিক্ষুগণ, এই এগার প্রকার অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুতে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়।"

২৩-২৯। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুতে দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুতে অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুতে ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুতে ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুতে বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুতে নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুতে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

৩০-৬৯। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . শ্রোত্রেতে, ঘ্রাণে, জিহ্বায়, কায়ে ও মনেতে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

৭০-১১৭। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে ত বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

১১৮-১৬৫। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনোবিজ্ঞানে বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুবিজ্ঞানে, শ্রোত্রবিজ্ঞানে, ঘ্রাণবিজ্ঞানে, জিহ্বাবিজ্ঞানে, কায়বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

১৬৬-২১৩। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে ও মনসংস্পর্শে নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শে, শ্রোত্রসংস্পর্শে, ঘ্রাণসংস্পর্শে, জিহ্বাসংস্পর্শে, কায়সংস্পর্শে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও মনসংস্পর্শে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

২১৪-২৬১। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনায়, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনায়, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনায়, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনায়, কায়সংস্পর্শজ বেদনায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনায় প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্বসূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

২৬২-৩০৯। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসংজ্ঞায়, শব্দসংজ্ঞায়, গন্ধসংজ্ঞায়, রসসংজ্ঞায়, স্পর্শসংজ্ঞায় ও মনজ ধর্মসংজ্ঞায় প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

৩১০-৩৫৭। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপসঞ্চেতনায়, শব্দসঞ্চেতনায়, গন্ধসঞ্চেতনায়, রসসঞ্চেতনায়, স্পর্শসঞ্চেতনায় ও মনজ ধর্মসঞ্চেতনায় প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

৩৫৮-৪০৫। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপতৃষ্ণায়, শব্দতৃষ্ণায়, গন্ধতৃষ্ণায়, রসতৃষ্ণায়, স্পর্শতৃষ্ণায় ও মনজ ধর্মতৃষ্ণায় প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

৪০৬-৪৫৩। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিতর্কে, শব্দবিতর্কে, গন্ধবিতর্কে, রসবিতর্কে, স্পর্শবিতর্কে ও মনজ ধর্মবিতর্কে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . . (পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

৪৫৪-৫০১। "হে ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন একজন গোপাল বা রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয় না। সেই এগার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাখালটি রূপজ্ঞ হয় না, লক্ষণ-দক্ষ হয় না, 'আশাটক' পরিষ্কার করে না, ব্রণ-আচ্ছাদক হয় না, ধূম দেয় না, তীর্থ জানে না, পানীয় জানে না, গরুর গমনপথ নিরাপদ কি না তা জানে না, গোচারণভূমির অবস্থা জানে না, নিরবশেষে দোহন করে, গোপিতা ও গোপরিনায়ক বৃষভের অতিরিক্ত সেবা-যত্ন নেয় না। ভিক্ষুগণ, এই এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে রাখাল গোচারণ ও গোবর্ধন করতে সমর্থ হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না।

২। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এগারটি অঙ্গে গুণহীন হলে ভিক্ষু রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে দুঃখানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে অনাত্মানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে ক্ষয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে ব্যয়ানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে বিরাগানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে নিরোধানুদর্শী . . . (পূর্বের সূত্রটির ন্যায় বিস্তারিতব্য) . . . রূপবিচারে, শব্দবিচারে, গন্ধবিচারে, রসবিচারে, স্পর্শবিচারে ও মনজ ধর্মবিচারে প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগানুদর্শী) হয়ে অবস্থান করতে অসমর্থ হয়। . . .(পূর্ব সূত্রবৎ বর্ণিতব্য) . . .।"

৫. রাগ পেয়্যাল

৫০২.১। "হে ভিক্ষুগণ, রাগের অভিজ্ঞার জন্য একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই একাদশ কী কী? যথা : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি, করুণাচিত্তবিমুক্তি, মুদিতাচিত্তবিমুক্তি, উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন এবং অকিঞ্চন-আয়তন। ভিক্ষুগণ, রাগের অভিজ্ঞার জন্য এই একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৩-৫১১। "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিজ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়ের নিমিত্তে, প্রহাণের জন্য, ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে, ব্যয়ের জন্য, রাগের প্রতি বিরাগভাবের জন্য, তার নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য এবং পটিনিসর্গ বা পরিত্যাগের নিমিত্তে একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই একাদশ কী কী? যথা : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি, করুণাচিত্তবিমুক্তি, মুদিতাচিত্তবিমুক্তি, উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন এবং অকিঞ্চন-আয়তন। ভিক্ষুগণ, রাগের পরিজ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়ের নিমিত্তে, প্রহাণের জন্য, ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে, ব্যয়ের জন্য, রাগের প্রতি বিরাগভাবের জন্য, তার নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য এবং পটিনিসর্গ বা পরিত্যাগের নিমিত্তে একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১২-৬৭১। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় ও প্রহাণের নিমিত্তে, ক্ষয়-বিলয়ের জন্য এবং তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্নের জন্য, তার নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য এবং পটিনিসর্গ বা পরিত্যাগের নিমিত্তে একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই একাদশ কী কী? যথা : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি, করুণাচিত্তবিমুক্তি, মুদিতাচিত্তবিমুক্তি, উপেক্ষাচিত্তবিমুক্তি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন এবং অকিঞ্চন-আয়তন। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (পূর্ব বিদ্বেষ), ম্রক্ষ (কপটতা), পলাস (অনিষ্ট করার ইচ্ছা), ঈর্ষা, মাৎসর্য (কৃপণতা), মায়া, শঠতা, থম্ভ বা রূঢ়, দেমাক, মান, অতিমান, গর্ব ও প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞানের জন্য, পরিক্ষয়ের নিমিত্তে, প্রহাণের জন্য, ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে, ব্যয়ের জন্য, রাগের প্রতি বিরাগভাবের জন্য, তার নিরোধের জন্য, ত্যাগের জন্য এবং পটিনিসর্গ বা পরিত্যাগের নিমিত্তে এই একাদশ প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

ভগবান এরূপ বলায় উপস্থিত ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ আনন্দিত মনে গ্রহণ করলেন।

রাগপেয়্যাল সমাপ্ত

নয় হাজার পাচশ সাতান্ন সূত্র যোগে
সমগ্র অঙ্গুত্তর নিকায় দেশিত হয়েছে।

একাদশ নিপাত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত
"অঙ্গুত্তর নিকায় সমাপ্ত"

Visit: http://www.buddhistdownload.com